রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

চতুর্থ পর্ব্ব। (সম্পূর্ণ)

(৩য়- ৪র্থ খণ্ড)

বাপ্তিস্ত মিষন্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২৩।

সূচী।

এতৎ পর্ব্বে প্রকটিত চিত্রের সূচী।

CONTENTS OF VOL. IV.

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৭ খণ্ড

গুজরাটের ইতিহাস।
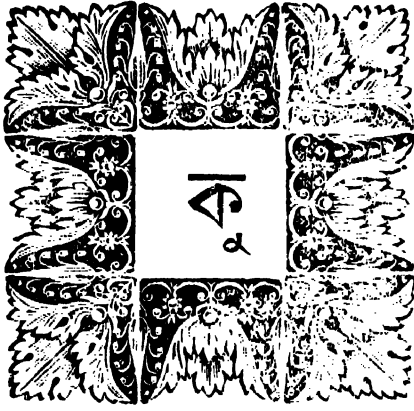
কুমারপালের রাজ্যাধিরোহণের কিয়ৎকাল বিলম্বে আজমীরের অধিপতি সৌরাষ্ট্র-দেশ আক্রমণ করেন। তৎপ্রযুক্ত ভূপাল কুমারপাল বহুতর সৈন্য-সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিরোধ-করণার্থে অগ্রসর হইয়া উভয় পক্ষেই প্রবলতররূপে রণরঙ্গে মত্ত হইলেন। অবশেষে আজমীর-প্রদেশের অধীশ্বর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হওত প্রভূত ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া রঙ্গস্থলহইতে প্রস্থান করিলেন। তদবধি যুদ্ধ নিরত্ত হইল বটে, পরন্তু উভয়েরই মনে অনৈক্যের ভিত্তি দৃঢ়রূপে গাঁথা রহিল, এবং এই অনৈক্য ভারতবর্ষের সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইয়াছিল; যেহেতু যবনাক্রমণকারীরা তৎকালে পশ্চিম সীমায় স্থিত হইয়া স্থির-চক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। যাহা হউক আজমীরাধিপতি এই দুর্ব্বিপত্তি-সময়ে আত্মীয়-বিচ্ছেদ বৈরিপক্ষের প্রাবল্য-বৃদ্ধির হেতু বিবেচনা করিয়া কুমারপালের সহিত আপনার এক কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়া উভয়ের মনের ঐক্য সাধন করিলেন। উক্ত ঘটনার পর কুমারপালের অস্ত্রপ্রভাব মালব-দেশপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল; তাহার কোন কোন চিহ্ন উক্ত প্রদেশে এক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

মহারাজা কুমারপাল পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় পরম ন্যায়বান্ এবং সত্যবাদী ও সুধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারা বৃহৎ অট্টালিকা ও দেবালয়াদি নির্ম্মাণে যে রূপ অপরিসীম সুপ্রশংসিত ছিলেন, তেঁহও তদ্দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত শিল্প-বিষয়ে তুল্যানুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সভাসদ্বর্গের মধ্যে হেমাচার্য্য নামা কোন জৈন সিদ্ধ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কুমারপাল তৎপরামর্শে স্বরাজ্যে জীবহিংসার অপনোদন জন্য সম্যক্ যত্নবান্ হন।

কুমারপালের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পাল ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃব্যের আসন প্রাপ্ত হওনানন্তর জৈন মতাবলম্বী অর্হৎ-লোকদিগের উপর বিষম-অত্যাচার-করণে উদ্যত হইবাতে গুপ্তভাবে শত্রুরা তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছিল। তদর্থে অতি অল্প দিবসে তাঁহার রাজত্বের শেষ হয়। তৎপরে মূলরাজ পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। উক্ত শিশুরাজের রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই গুজরাট-প্রদেশ পুনশ্চ যবনদিগের আক্রমণে কম্পিত

হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে মূলরাজের খুল্লতাত ভীমদেব তৎকালে ভ্রাতুষ্পুত্রের আনুকূল্যার্থ সহাবুদ্দীনকে পরাভূত করত সিন্ধু-তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে দূরীকৃত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

কিয়দ্দিবসের পর মূলরাজের মৃত্যু হয়, এবং দ্বিতীয় ভীমদেব ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎপদে অভিষিক্ত হয়েন। ইনিই সোলাঙ্কী-বংশের শেষ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার অসামান্য পরাক্রমের কয়েকটী প্রোজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাস-মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু তাঁহার এই অতুল খ্যাতি কোন মতেই ভারতবর্ষের প্রীতিপ্রদ বলা যায় না, কেননা কনৌজের রাঠোর বংশীয়, দিল্লীস্থ তুয়ার-বংশীয়, এবং আজমীরের চৌহান-বংশীয় নৃপতিগণ তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে দিগ্‌বিজয়ী যবনদিগের আক্রমণের দুর্ভেদ্য প্রাচীর-স্বরূপ হইয়া বারংবার যবনদিগকে প্রতিরোধ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে ভীমদেব তৎপক্ষে সংশ্লিষ্ট হইয়া কোথায় যবনদিগকে দূরীকৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত-গ্রন্থের পত্রাবলী হিন্দু-ভূপালবর্গের রাজত্ববর্ণনায় পরিসমাপ্ত হয় তদুপায় করিবেন, না তেঁহ একটী স্বদেশস্থা রাজপুত্র-বালার সম্বন্ধে এক সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া নিজ অস্ত্রেই কথিত চৌহান ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করণার্থে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। প্রোক্ত বিবাদাবসানে তেঁহ পুনশ্চ আর এক মহা সঙ্গ্রামে লিপ্ত হন। এই শেষোক্ত যুদ্ধের কারণে কথিত হইয়াছে যে একদা তাঁহার কতিপয় জ্ঞাতি আজমীর-প্রদেশস্থ চৌহান অধীশ্বরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন কোন বিদেশীয় কবি সেই সভাস্থলে সোলাঙ্কী-বংশীয় ভূপালবৃন্দের পূর্ব্বপুরুষদিগের যুদ্ধবিগ্রহের ও অন্যান্য অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপের অনুকীর্ত্তন করেন। উক্ত সভাস্থলে মহারাজা ভীমদেবের কোন জ্ঞাতি উল্লিখিত কীর্ত্ত্যনুশ্রবণ-সময়ে প্রফুল্লমনে অন্যমনস্ক হইয়া গোঁপে চাড়া দিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ কার্য্য রাজপুত্র ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিতান্ত আস্পর্দ্ধার চিহ্ন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ধেতুক সভাস্থিত কোন চৌহান মহাকুপিত হইয়া ভীমদেবের উপরোক্ত জ্ঞাতির শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক অবমানের পরিশোধ প্রদান করিলেন। উল্লিখিত ঘটনায় মহারাজা ভীমদেব আত্মীয়-ঘাতিতার পরিশোধ করণার্থ আজমীর ও দিল্ল্যধিপতি মহারাজা সোমেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া অল্পকাল যুদ্ধের পর দিল্লীশ্বরের প্রাণ-সংহারদ্বারা বৈর নির্য্যাতন করেন। পরন্তু মহাপ্রতাপ সুবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ পিতৃ-মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র ভীমদেবের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে ভীমদেবের সৈন্য পরাভূত হইয়া স্বদেশে পলায়ন-পরায়ণ হইল। ঐ সময়ে মুহম্মদ ঘোরী পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ উক্ত যবনভূপালের সৈন্যসকলকে দূরীকৃত করণানন্তর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবেন, না কোন সামান্য গৃহবিবাদসূত্রে শত্রুহস্তে নিহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতেই রাজস্থানের সমস্ত মহীপাল-বৃন্দের একতা একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। ঐ সুযোগে মুহম্মদ ঘোরী গুজরাটপ্রদেশাক্রমণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তৎকালে হিন্দুদিগের তেজস্বিতা কোন মতে একেবারে খর্ব্ব হয় নাই। মহারাজা ভীমদেব ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ঘোরীর সহিত সঙ্গ্রামার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ঘোরী পরাভূত হইলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যবন ভূপালের ন্যায় অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে প্রণোদিত হইয়া ছিলেন। তৎকালাবধি এক শত বৎসর যাবৎ যবন-

দিগকর্তৃক সৌরাষ্ট্রপ্রদেশ আক্রমণ নিবারিত থাকিল। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভীমদেবের পরলোক প্রাপ্তিতে সোলাঙ্কী রাজত্বের লোপ হইয়া বঘেলা বংশে পর্য্যাপ্ত হয়: এবং তদ্বংশে বীর-ধবল সিংহ নামা কোন ভূপালহইতে বঘেলা রাজত্বের আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের একতা তৎকালে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, ও দৌভার্গ্যের সমস্ত লক্ষণ ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজ্য তন্ত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইতেছিল; অতএব কুত্রাপি আর উন্নতির আশা ছিল না।

প্রসিদ্ধ "রাসমালা" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, বীরধবল সিংহের রাজত্বকালহইতে সিদ্ধরাজের সময় পর্য্যন্ত গুজরাট-প্রদেশ-মধ্যে হিন্দু ও জৈন এতদুভয় সাম্প্রদায়িক লোকদিগের অতিশয় বিসংবাদ ঘটিত, এবং হিন্দুহইতে জৈন, ও জৈনহইতে হিন্দু নৃপতিদিগের হস্তে গুজরাটের শাসনদণ্ড পুনঃ পুনঃ হস্তান্তর হইয়াছিল। পরন্তু উক্ত সিদ্ধরাজের রাজত্ব শেষ হইলে সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে হিন্দু-আধিপত্যই অধিক কাল স্থায়ী হয়, এবং ঐ সমস্ত হিন্দু নৃপতিবৃন্দ জৈন-মতাবলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহীপালদিগের প্রাত্যর্থে কতকগুলি অঙ্গীকারানুযায়ী-কার্য্য-করণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তদ্বিরুদ্ধে বিদ্বেষী সম্পদায়ের ইষ্টানিষ্ট প্রতি লক্ষ্য করিতেন না; সকলকেই তুল্যরূপে ব্যবহার করিতেন।

গুজরাটের প্রাচীন নৃপতিগণ বৃহৎ অট্টালিকার অনুরাগী ছিলেন, তাহাদিগের চরিত্র হর্ম্ম্যানুরাগী গ্রীকদিগহইতে তাদৃশ নিকৃষ্ট ছিল না। তাঁহারা যে সমস্ত প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাদৃশ মনোহর অট্টালিকা ও দেবালয় ভারতবর্ষে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকিবে। পরন্তু ঐ সমস্ত প্রাচীন মন্দির ইদানীং অরণ্যানী মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতাবস্থায় শ্রীহীন হইয়া ভূতলভ্রষ্ট হইতেছে। কেবল কএকটী অপূর্ব্ব নিকেতন সম্পদ্‌শালী হিন্দুগণ প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থ-দর্শকগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। প্রাচীনকালের বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ বর্ণন করিয়াছেন যে, ইউরোপের মধ্যে বিনিস্ নগরী বাণিজ্যবিষয়ে যাদৃশ অতুল বিখ্যাতা ছিল, আশিয়া-মহাখণ্ডের মধ্যে তদ্রূপ সৌরাষ্ট্রের রাজপাট অনহিলবারা অত্যন্ত বাণিজ্যশালী নগর ছিল। দেবালয়, বিদ্যাগার, রাজাট্টালিকা, সুদীর্ঘ ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ, বিহারমণ্ডপ, সুস্বচ্ছ সরোবর এবং শীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষাদিদ্বারা উক্ত নগর পরমশোভান্বিত ছিল। প্রসিদ্ধ আছে, উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যশালী রাজপাট রোমদেশীয় সম্রাট্ অগষ্টসের গরীয়সী রাজধানীকে অবগণিত করিয়াছিল। যাহা হউক সৌরাষ্ট্র-দেশের তাদৃশ অপরিসীম প্রভাব ও অতুল্য সম্পদ সোলাঙ্কী-বংশের লোপ হওনাবধি অস্তগত হইয়াছে।

মহারাজ বীরধবলের পরলোকপ্রাপ্তির পর ক্রমান্বয়ে চারি জন ভূপাল অনহিলবারাস্থ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অজিতেন্দ্রিয়, সম্পৎ-সুখানুরক্ত, ও যুদ্ধ ব্যাপারে নিতান্ত অপটু ছিলেন। ইতিহাসমধ্যে তাদৃশ ভূপালবৃন্দের কোন প্রশংসা-যোগ্য ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই। যিনি সর্ব্বাদৌ রাজ্যারূঢ় হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বিশল দেব। ঐ বিশল দেবের পরে অর্জ্জুন দেব রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে লবণ দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং লবণের মৃত্যুর পর সারঙ্গ-দেব তদীয় সিংহাসনে আরূঢ় হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী কর্ণদেব। তিনিও পূর্ব্বোক্ত নৃপতি চতুষ্টয়ের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য ছিলেন। তৎকালে যবনেরা গুজরাটপ্রদেশস্থ রাজ্যাপহরণের নিমিত্ত সর্ব্বক্ষণই লোলুপ ছিল। এই সময়ে

আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আধিপত্য করিতেন। কর্ণদেব সর্ব্বদা উক্ত সম্রাটের আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতানের ভ্রাতা আলিয়া খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া কয়েক বার তাঁহার সহিত প্রবলরূপে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে প্রচ্ছন্নবেশে অনহিলবারার রাজপাট হস্তগত করে, এবং কর্ণদেবের মহিষীকে সপুত্রক ধৃত করিয়া দিল্লীশ্বরের সন্নিধানে প্রেরণ করে। এই ঘটনায় কর্ণ অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়া খন্দেশস্থ এক গিরিসঙ্কটে অবস্থিতি করিলেন। দেবগড়ের মহারাজা তৎকালে কর্ণদেবের সহায়তা-করণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার পত্নী কমলাদেবী দিল্লীস্থ সম্রাট্ আলাউদ্দীনের নবপ্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া পতিসম্পর্ক একেবারে বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। ঐ দুষ্ট রমণীর কুমন্ত্রণায় আলাউদ্দীন পুনশ্চ কর্ণদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের হেতু এই যে মহারাজা কর্ণদেবের এক দুহিতা ছিল, সে অত্যন্ত রূপবতী, নাম দেবলদেবী। তিনি কমলা রাজ্ঞীর গর্ভজাতা। এতাবৎকাল ঐ কন্যা পিতার নিকট অবস্থিতা ছিল। কিন্তু তাহাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কমলাদেবী যবন সম্রাটকে কুমন্ত্রণা প্রদান করেন। এই হেতু পুনশ্চ যুদ্ধের উপক্রম হইল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা যবনকে কন্যা দান করা শত্রুহস্তে মৃত্যুহইতেও অপকৃষ্ট বোধ করিতেন; তজ্জন্য কর্ণদেব দেবগড়ের রাজপুত্রকে কন্যা প্রদান করত সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। পরন্তু যৎকালে উল্লিখিত কুলবধূ পতিগৃহে গমন করেন, তৎকালে সম্রাটের কতকগুলি সৈন্য ইলোরার পর্ব্বত-গুহাভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। ঐ নব-পরিণীতা রাজদুহিতার সমভিব্যাহারে অল্প মাত্র অনুচর বিলোকনে তাহারা দেবলদেবীকে বলপূর্ব্বক ধৃত করত দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রেরণ করিল। এই ঘটনার পর প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত গুজরাট দেশে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে হিন্দু নৃপতিগণ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন মতে যবনহইতে আপনাদের রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

মহারাজা কর্ণদেবের পরাভূত হওনাবধি দিল্লীস্থ পাঠান-সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারাই গুজরাট প্রদেশে আধিপত্য করিতেন। কিন্তু ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-বংশীয় অধিপতি তৈমূর্লঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করত দিল্লীর প্রভাব এককালে প্রণষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মোজফ্ফর নামা কোন ব্যক্তি গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন, তেঁহ ঐ সুযোগে গুজরাট প্রদেশে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক সুলতান্ আখ্যা প্রচার করেন। ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে মোজফ্ফরশাহের মৃত্যুতে তদীয় পৌত্র অহম্মদ শাহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই অহম্মদ শাহ এক ভদ্রকালীর মন্দির উৎপাটন করত অহম্মদাবাদ নামে নূতন নগর পত্তন করেন, এবং তথায় তাঁহার রাজপাট সংস্থাপিত হইয়াছিল। এস্থলে বলা অনাবশ্যক নহে যে প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণ যে সমস্ত অতি আশ্চর্য্য মনোজ্ঞপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অহম্মদ শাহ তত্তাবৎ ভগ্ন করত এই নূতন নগর মধ্যে উহার উপকরণ আনয়নপূর্ব্বক তাহার শোভাসম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে অহম্মদ শাহ অনহিলবারা ও চন্দ্রাবতী নামক অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী নগরী অতিনির্দ্দয়তার সহিত লুণ্ঠন এবং অতি চমৎকার রাজপ্রাসাদসকল ভগ্ন করত তত্রত্য উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তর ও অন্যান্য মূল্যবান্ উপকরণ দ্বারা অভিনব রাজপাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং যে সকল দ্রব্য অব্যবহার্য্য হইয়াছিল তাহা

প্রাসাদের পোতাতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

অপর অহমদ শাহ মৃত বৈরি হিন্দু রাজাদিগের কীর্ত্তিচিহ্নপর্য্যন্ত যাহাতে বিলোপ হয়, তাহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেবালয় মাত্রেরই স্থান প্রণষ্ট করত তদুপরি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম লোপ করণার্থ বিবিধপ্রকার অসদনুষ্ঠান ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, তত্তাবদ্‌ বর্ণনে হৃদয় অতিমাত্র শোকাভিভূত হয়। অনহিলবারার নব্য অবস্থা অধুনা প্রত্যক্ষ করিলে যবনদিগের নিষ্ঠুরতা ও অসৎ চরিত্রের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন তাঁহার আর এক দুষ্কৃতির প্রসঙ্গ ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদা ঐ ভূপাল মাতুর প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিকে রাজসভায় আহ্বান করত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহাতে মাতুরাধিপতি অসম্মত হইবায় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে একটা কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐ কারাগারহইতে উদ্ধার করণার্থে তাঁহার স্ত্রী গোপনে অহমদ শাহকে কন্যা প্রদান করত স্বামীর মুক্তি সাধন করেন। পরন্তু তাঁহার স্বামী ক্ষত্রিয়-গর্ব্বে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি যবনে কন্যাদানের কথা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। পুনশ্চ বিওলার রাজাকে ঐ রূপে সভায় আনয়নপূর্ব্বক তন্নিকটে আহমদ উল্লিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৌশলক্রমে তৎপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কতক গুলি রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ছয় মাস কাল অহমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিচালন করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে ঐ যবন নৃপতির হস্তহইতে মুক্ত হইয়া ইদরের রাজকুমারের সহিত কন্যার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেন। এই যবনের দুশ্চরিত্রে জুনগড়, চাম্পানীর ও ইদর দেশস্থ ক্ষত্রিয়ভূপালগণ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া দুই বার তাঁহার রাজপাট আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই।

অহমদ শাহের মৃত্যুর পর ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় পুত্র কুতবশাহ গুজরাটের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তেঁহ পিতৃদৃষ্টান্তের অনুসরণক্রমে মালব-প্রদেশস্থ কোন যবনাধিপতির সহযোগে মিবার-রাজ্যাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভরাণার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু ঐ তেজস্বী নৃপতিকে কোন ক্রমেই পরাভূত করিতে পারেন নাই। এই ভূপালের রাজত্বকালে অহমদ-নগর প্রজ্বলিতরূপে শোভান্বিত হইয়াছিল।

১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতবশাহের ভ্রাতা মুহম্মদ বেগরা তৎপদে অধিরূঢ় হন। উক্ত ভূপালের অত্যাচারের বিষয় গুজরাটের ইতিহাস মধ্যে বাহুল্যরূপে লিখিত হইয়াছে। একদা এই যে ভূপাল জুনগড়ের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করিয়া বলপূর্ব্বক জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই অনহিলবারার প্রাচীন রাজবংশীয় ভূপালদিগের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে লোপ হয়। ঐ ভূপালের সম্বন্ধে এক অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনার বিষয় বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে তেঁহ একদা গোহিল-বংশীয় রানপুরের ক্ষত্রিয়-ভূপতির বিরুদ্ধে সঙ্গ্রাম আরম্ভ করেন। ঐ ভূপাল কিয়ৎকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া অন্তঃপুরমধ্যে এই সমাচার প্রেরণ করিয়াছিলেন, যে "আমার এই রাজছত্র যত ক্ষণ না অবনত হইবে তাবৎ আমার প্রতীক্ষা করিবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আতপত্র অবনত বিলোকন করিবে তদ্দণ্ডেই প্রাণত্যাগদ্বারা যবনদিগের হস্তহইতে জাতিকুল রক্ষা করিবে।" দৈববশতঃ ছত্রবাহক অত্যন্ত পিপাসাযুক্ত হইয়া ভ্রান্তিক্রমে ছত্রটী নামাইয়া জলপান করিতেছিল।

রাজমহিষী অট্টালিকাহইতে তদবলোকনে রাজার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া দুর্গের উপরিভাগহইতে কূপগর্ভে নিপতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পরন্তু মহারাজা জয়লাভ করত ভবনদ্বারে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রিয়ার ও অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য মহিলাগণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্র অস্ত্র নিষ্কাসিত করিয়া স্বীয় গলে প্রদান করিলেন। তাহাতেই তাঁহার দুঃসহ বিরহ-যন্ত্রণার অপনয়ন হইয়াছিল।

১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ চাম্পানীরের অধিপতির প্রভুত্ব খণ্ডনার্থে সঙ্গ্রামে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালস্থায়ী শোণিত-প্রবাহী যুদ্ধ কোন মতেই নিবারিত হয় না; অবশেষে যবন ও হিন্দু উভয়ই ক্লান্ত হইয়া সন্ধিসমাধা করিলেন। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই রাজপ্রাসাদের মধ্যহইতে গগণস্পর্শে ধূমলেখা উত্থিত হইয়া গগণ ব্যাপ্ত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই বিজ্ঞপ্ত হইল যে রাজপরিজনবর্গ যবনদিগের দৌরাত্ম্যে প্রদীপ্ত অনলকুণ্ডে দেহাহুতি প্রদানদ্বারা শত্রুদিগের আক্রমণভয় নিবারণ করিতেছেন, তৎকালে মহারাজা ও তাঁহার মন্ত্রী যবনদ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোসলমানের ধর্ম্মগ্রহণে অসম্মত হইবায় শত্রুহইতে প্রগাঢ়-যন্ত্রণা-প্রাপ্ত্যনন্তর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এই রূপে বনরাজের শেষবংশধরগণের রাজত্ব সমাপ্ত হইল। হিন্দুদিগের প্রাচীনরাজত্বের মধ্যে চাম্পানীর ও জুনগড় অত্যন্ত প্রধান, তত্রত্য দুর্জ্জয় ভূপালবৃন্দের পতন হইলে কেবল ইদরের ভূপতিই যবন-প্রভুত্ব-বৃদ্ধির কণ্টক রহিলেন।

শুলতান মুহম্মদের বিষয়ে লিখিত আছে যে হিন্দুভূপতিমধ্যে সিদ্ধরাজ এবং যবনমধ্যে মুহম্মদ তুল্যরূপে প্রশংসিত ছিলেন। মুহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তান দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত যবন ভূপাল পিতার ন্যায় ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়কুলের সহিত যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করত নিরবচ্ছিন্ন জনপদসকল উৎসন্নীভূত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইদরের অধীশ্বর এবং মিবার-দেশস্থ সুবিখ্যাত সঙ্গারাণাকে কোন ক্রমেই যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারেন নাই। পোর্তুগিস মনুষ্যেরা কিয়ৎকাল অবধি সমুদ্র-পথদ্বারা আগত হইয়া গুজরাটের দক্ষিণ-ভাগ আক্রমণ করিতেছিল; ও ১৫১৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে প্রাচীন চৌর-বংশীয় ভূপালদিগের অবশিষ্ট রাজপাট দেববাসর অধিকৃত করিয়াছিল। উক্ত স্থান একাল পর্য্যন্ত "দেউ" নামে পোর্তুগিসদিগের অধিকার বলিয়া বিখ্যাত আছে। তৎপরে দমন নামক প্রসিদ্ধ রাজপাট ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহাদিগের হস্তগত হয়। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর অহমদাবাদের বাহাদুর শাহ পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দশ বৎসর কাল দক্ষিণ-দেশস্থ নৃপতিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। পরন্তু তিনি পরে দিল্লীর হুমাউন পাদশাহের নিকট বিশিষ্ট প্রকারে প্রতিফল লাভ করিয়াছিলেন, ও অবশেষে পোর্তুগিসদিগের চক্রপাকে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উক্ত বাহাদুর শাহের শেষ দশায় গুজরাটে যবনদিগের প্রভুত্ব অন্তগত হইবার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছিল। বাহাদুর প্রথমাবস্থায় হিন্দু ভূপালবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই দুর্ব্বলতার সময় তাঁহার প্রতি সকলেই তৎপ্রতিফলস্বরূপে অবহেলা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক তাঁহার পর দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। ঐ ভূপালের সময়ে অকবর পাদশাহ গুজরাট অধিকৃত করেন।

যে সময়ে অকবরের অধীনস্থ কোন যবন গুজরাটদেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গুজরাটের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি মোজফ্‌ফর নামা যবন ভূপাল অকবরকর্তৃক ধৃত হইয়া কারাবস্থায় আবদ্ধ ছিলেন। কোন কৌশলদ্বারা তেঁহ

কারাবস্থাহইতে উদ্ধার হইয়া হিন্দুনৃপতিবৃন্দের সহযোগে দ্বাদশ বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশেষে পুনঃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; এবং বিশিষ্ট প্রকারে প্রজাবর্গের পরিতোষভাজন হইয়াছিলেন। পরন্তু অবশেষে সম্রাটের সৈন্যকর্তৃক তাড়িত হইলে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতকতাদ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়াছিল। পরন্তু তিনি সম্রাট্দ্বারা কোন মতে অসদ্রূপে ব্যবহৃত হইবেন এই আশঙ্কায় পূর্ব্বে আত্মহত্যাদ্বারা সকল যন্ত্রণার অপনয়ন করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর প্রায় ১৫০ বৎসর গুজরাট দেশ দিল্লীস্থ সম্রাড়্দের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদ্বারা শাসিত হইয়াছিল। অহম্মদনগরের ভূপালবর্গ অত্যন্ত হীনদশাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোন ক্রমেই গুজরাটের সিংহাসন পুনঃ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে যবন প্রভুত্বের শনিগ্রহস্বরূপ দক্ষিণদেশস্থ মহাপ্রতাপান্বিত মহারাষ্ট্রীয় বংশীয়েরা, যাঁহাদিগের অস্ত্রপ্রভাবদ্বারা দিল্লীস্থ সম্রাড়্গণের অতুল দর্প ও মহাপরাক্রমের খণ্ডন হইতেছিল, তাঁহারা গুজরাট-দেশস্থ অত্যাচারী যবনদিগের অভিমান চূর্ণ করণার্থ শনৈঃ শনৈঃ সৌরাষ্ট্রাভিমুখে অস্ত্রপরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের শাসনে স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট্ ভীত ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারা সেই দুর্দ্ধর্ষ্যশালীদিগকে কত কাল প্রতিরোধ করিবেন? তাঁহারা সাধ্যানুসারে গুজরাটের রাজপাট রক্ষা করণার্থ সচেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকলই ব্যর্থ হইল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ গুজরাট দেশহইতে যবনদিগের প্রভুত্ব একেবারে নিসানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুর আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। উল্লিখিত দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় ভূপাল গুজরাট পরাভূত করণানন্তর যবন-ধর্ম্মালয়-সকল উম্মূলন-পূর্ব্বক তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তৎকাল অবধি গুজরাট-দেশস্থ হিন্দু অধিপতিগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে করপ্রদানে প্রচোদিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত ঋদ্ধিশালী আহম্মদ-নগর মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে একেবারে নিষ্প্রভান্বিত হইয়াছিল। যবনদিগের প্রতাপ অন্তর্হিত হওনাবধি উল্লিখিত নগরহইতে মুহম্মদের মতাবলম্বী লোকেরা অনেকেই রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক নানা দিকে প্রস্থানপরায়ণ হইয়াছিল। কেবল ধনাঢ্য লোকেরাই আপন আপন বিষয় সম্পত্তির লালসা পরিত্যাগে অক্ষম হইয়া মহারাষ্ট্রীয় কঠোর শাসনের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

পরন্তু মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, এবং তাহার হ্রাস হইলে ইংরাজেরা গুজরাট রাজ্যের কোন কোন জনপদ অধিকৃত করে। প্রসিদ্ধ আছে যে ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষ মনুষ্যেরা সৌরাষ্ট্র-দেশে বাণিজ্য-লালসায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ১৮০০ অব্দে উহার প্রধান রাজপাট অহম্মদাবাদ অধিকৃত করেন। তৎকালাবধি উহা ইংরাজদিগের অধিকারের অন্তর্ভূত আছে। পরন্তু বর্ত্তমান বরোদা-প্রদেশস্থ গুইকবার-বংশীয় মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের বিস্তার তত্রত্য ব্রিটিষ অধিকারের প্রায় সমতুল্য। তদ্ভিন্ন অপরাপর রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্র ক্ষত্রিয়দিগের অধিকার ভুক্ত আছে। যবনপ্রভাব লোপ হওনাবধি গুজরাট-রাজ্য মধ্যে অধুনা প্রায় হিন্দুদিগের অবনতির অবস্থা দূরীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন গুজরাটী ভাষার বিশিষ্টরূপ আলোচনা তথা কৃষিবিদ্যারও সম্যক্ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিতেছে। তথায় প্রতিবৎসর এরূপ বাহুল্যরূপে তূলা উৎপন্ন হয় যে তদ্দ্বারা বাণিজ্যের সমূহ উপকার দর্শিয়া

থাকে। কোন মান্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে ঢলেরা, ব্রোচ, ও সৌরাষ্ট্রে তূলার অভাব হইলে ইংলণ্ডীয় লাঙ্কাশায়রস্থ তন্তুবায়দিগের মধ্যে মহাদুর্ভিক্ষ বিঘটনের বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

কৃষিবিষয়ক উৎকৃষ্টতার যে রূপ বর্ণন উপরে লিখিত হইল, শিল্পবিষয়েরও তাদৃশ বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পরন্তু তদ্বিস্তার এস্থলে বর্ণন নিষ্প্রয়োজনীয়। গুজরাট-দেশবর্ত্তী লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী এবং প্রাচীনকালাবধি বাণিজ্যশালী; তজ্জন্য তথায় বহুতর ধনাঢ্য লোকের বসতি আছে। ঐ সকল বাণিজ্যশীল লোকদিগের প্রযত্নে এক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় স্থিত মনোহর দেবালয় প্রধান। ঐ দেবালয় নির্ম্মাণার্থে ৩৪,০০,০০০ চতুস্ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

অপূর্ব্ব মরীচিকা।

গতের মধ্যে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অচিন্তনীয় মরীচিকা পরিদৃশ্যমান হয়, তন্মধ্যে ইতালী দেশস্থ "ফাতা মর্গানা" নামক আতপপ্রতিবিম্ব কোন মতে কনিষ্ঠ ব্যাপার নহে। তাদৃশ অদ্ভুত মরীচিকা ভূমণ্ডলের আর কোন অংশে কোন জাতীয় মনুষ্যের পরিজ্ঞাত হয় নাই। ইতালী দেশেরও সর্ব্বত্র তাহা প্রচলিত নহে, কেবল দক্ষিণভাগে তাহা দৃষ্টিগোচর হয়।

উল্লিখিত নৈসর্গিক ব্যাপার বহুকালাবধি ইতালী ও শিসিলী দ্বীপস্থ লোকদিগের সুগোচর আছে। কিন্তু পদার্থবিদ্যার প্রকৃষ্ট আলোচনা না থাকাতে কিয়ৎকালপূর্ব্বে তাহারা উহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণপূর্ব্বক কোন প্রামাণ্য কারণের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারে নাই। অধিকন্তু প্রাচীন কালে উল্লিখিত প্রতিবিম্বের যে কাল্পনিক কারণ গুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ইদানীং তাহা পদার্থ-বিদ্যাপারদর্শিগণকর্তৃক খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রাইডন্ নামা কোন ভ্রমণকারী অনুমান করেন যে কেন্দ্রনিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ "আরোরা বোরিএলিস্" বা স্থিরসৌদামিনী নামক ব্যাপারের সদৃশ ইহা দীপ্তির ধর্ম্মবিশেষে উৎপন্ন হয়; যে স্থানে ঐ অদ্ভুত প্রতিবিম্ব পরিদৃশ্যমান হয়, তথায় বহুতর আগ্নেয় কূপ আছে; ঐ আগ্নেয়কূপহইতে প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যুৎপদার্থ উদ্ভাবিত হইয়া বায়ুর সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া অধঃস্থ বাতাবর্ত্তদ্বারা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্যন্ত আন্দোলিত হইলে সূর্য্যকিরণসহযোগে প্রস্তাবিত প্রতিবিম্ব নেত্রগোচর হয়। পরন্তু এই ব্যাখ্যা সুনিশ্চিতরূপে সাব্যস্থ হয় নাই। উক্ত প্রাচীন অনুমানের অন্যার্থবাদী মাজি আঞ্জিলুসি ও অন্যান্য তদ্দেশীয় লেখকদিগের মতে ঐ অনুমান কিয়দংশে প্রামাণ্য, কিন্তু সমুদয় সত্য নহে। তন্নিমিত্ত তত্তাবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক মিলিস নামক পণ্ডিতদ্বারা এতদ্বিষয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম যাহা নিশ্চিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

উল্লিখিত মহানুভব লিখিয়াছেন যে বারত্রয় এই আশ্চর্য্য ছায়াবিম্ব তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। উহা প্রায় সচরাচর অরুণোদয়কালে নেত্রগোচর হয়। উক্ত সময়ে সূর্য্যের কিরণ ৪৫ অক্ষাংশ পরিমিত বক্রভাবে সলিলের উপরিভাগে নিপতিত হয়। তৎসময়ে যদি সমুদ্রের উপরিভাগ নিস্তব্ধভাবে স্থিত হয়,

বায়ুর আঘাতে কিছুমাত্র আন্দোলিত না হয়, তাহা হইলে দর্শক সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জলের উপর ছায়াবাজীর দৃশ্যের ন্যায় অকস্মাৎ চতুষ্কোণ অর্দ্ধ স্তম্ভ, খিলান-বিশিষ্ট বৃহৎ দুর্গ, গোল স্তম্ভ, দুর্গের উন্নত চূড়া, অপূর্ব্ব শোভান্বিত গবাক্ষ, ও বারাণ্ডাযুক্ত রম্যভবন, তথা পাদপশ্রেণী, পশ্বাদি বিচরণীয় গোষ্ঠ, এই সমস্ত পদার্থের ছায়া উপর্য্যুপরি অতি বৃহৎ পরিমাণে দৃষ্টিপথে পরিচালিত হইতে থাকে; তাহার সঙ্খ্যা এত অধিক যে তাহার গণনা করা ভার হয়। তন্মধ্যে কোন পদার্থ গতিযুক্ত; কোনটা বা স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থিত বোধ হয়, ঐ সমস্ত ছায়া পদার্থে স্ব স্ব বর্ণেরও কোন বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয় না। অপর উক্ত সময়ে শূন্যোপরি বাষ্পের অতিশয় প্রাচুর্য্য থাকিলে এবং বায়ুদ্বারা কোন ক্রমে ঐ বাষ্পরাশির গাঢ়তা বিচ্ছিন্ন না হইলে ঐ রূপ প্রতিবিম্ব অন্তরীক্ষে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু তদবস্থায় প্রতিবিম্বিত পদার্থসকল আকাশবর্ত্তী ধূমকেতুর ন্যায় অপ্প দীপ্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়— কোন বর্ণের আর ভেদ থাকে না। পক্ষান্তরে বায়ু অতিরিক্ত বাষ্পদ্বারা অতিশয় গাঢ় ও দৃষ্টিরোধক হইলে ঐ সকল পদার্থ অপ্পমাত্র লোহিত, শ্যামল, পিঙ্গল ইত্যাদি বর্ণে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহা হইলে শূন্যে প্রতীয়মান না হইয়া সমুদ্রজলোপরি দৃষ্ট হয়। এই নৈসর্গিক ছায়াবাজী বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে সূর্য্যকিরণ যাবৎ ৪৫ অংশ হইতে ৫৫ অংশ পরিমাণ তির্য্যক্ থাকে তাবৎ উহা নেত্রগোচর হয়, তৎপরে তাহা দেখিতে দেখিতে মেঘে মিলিত হয়।

এই আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব প্রায় সর্ব্ব ঋতুতে কোন ২ সময়ে দৃষ্ট হয়, এবং যৎকালে ঐ আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব অবলোকিত হয়, তৎকালে জনপদবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণ জনগণ মহোল্লাসে দীর্ঘ জনরব করিতে করিতে মেসিনা খাড়ীর উপকূলাভিমুখে ধাবিত হয়, ও করতালি প্রদান পূর্ব্বক "মর্গানা! মর্গানা! মর্গানা!" এই বাক্যটী অনবরত উচ্চারণ করে। ঐ সময়ে সমুদ্রকূলে এতাদৃশ জনতা ও মহোল্লাস প্রকাশিত হয় যে কোন বিশেষ পর্ব্বাহে তাদৃশ জনতা হয় না।

বিজ্ঞবর মিনাসি সাহেব অনুমান করেন যে, যে সকল লঘু পরমাণু বায়ুসহকারে শূন্যে পরিচালিত হয়, তাহা দর্পণবৎ কার্য্য করে, এবং উপকূলে যে যে পদার্থ আছে তত্তাবতের প্রতিবিম্ব তাহাতে নানাবিধ বর্ণে প্রতীত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। অপর যথা এক বস্তু বহু দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে বহু সঙ্খ্যায় দৃষ্ট হয় তথা ঐ দর্পণবৎ পরমাণুরাশির বিভিন্ন পিণ্ড ব্যাপ্ত থাকিলে উপকূলের এক দ্রব্য বহু সঙ্খ্যায় প্রতীত হয়। অধিকন্তু সামান্য দর্পণের সমস্থূলতাদি অবয়বের ব্যাঘাত হইলে যে রূপ প্রতিবিম্বিত বস্তুর অবয়বের বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়া থাকে; পরমাণুরাশির অবয়বভেদে সেই রূপ প্রস্তাবিত আতপপ্রতিবিম্বে উপকূলের পদার্থের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। উহার অন্যবিধ কারণ নাই।

সম্বলপুরস্থ হীরকের খনি।

পাঠকবর্গের অগোচর নাই, ভারতবর্ষের যবনদিগের প্রভুত্ববৃদ্ধি হওনাবধি ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যকাল পর্য্যন্ত গোণ্ডজাতীয় মনুষ্যেরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ দিল্লীস্থ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সম্রাড়্গণকে দীর্ঘকাল করপ্রদানে অস্বীকৃত হইয়া বাহু-

বলে স্বদেশকে স্ববশে রাখিয়াছিল। ঐ সমস্ত গোণ্ড মনুষ্য দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ-শ্রেণী-মধ্যে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এবং তাহারা যে প্রদেশে বাস করে তাহা অত্যন্ত-নিবিড়-কানন-পরিবৃত। উহার নাম গোণ্ডবান প্রদেশ। গোণ্ডবান প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান এতাদৃশ দুর্গম ও দুরারোহ যে তথায় উত্তীর্ণ হওয়া অতিশয় দুরূহ। ঐ দুর্গম অরণ্যানীমধ্যে ভয়ানক হিংস্র জন্তু ও সর্পের আবাস আছে। তৎপ্রযুক্ত তথায় নাগরিক মনুষ্যের সমাগম নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে উক্ত প্রদেশে সিংহ সচরাচর দৃষ্ট হয়। মহা বেগবতী সুপ্রসিদ্ধ মহানদী এতৎপ্রদেশস্থ পার্ব্বত্য কাননের মধ্যস্থলহইতে বিনির্গতা হইয়াছে। উহার উৎপত্তিস্থান অদ্যাপি নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপিত হয় নাই। পরন্তু প্রাজ্ঞ ভূগোলবেত্তাগণ অনুমানদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রোক্ত নদী খয়রাগড়ের নিকটহইতে উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে পতনানন্তর অত্যন্ত বক্র গতিতে বহুরাজ্য ভ্রমণপূর্ব্বক কটকের সন্নিধানে সনুন্দী, জয়ন্তী, বৈতরণী, খরশান, ব্রাহ্মণী, এবং কমরিয়া বা কৌমার্য্যা নদীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে। তদনন্তর বারবতী নামক দুর্গের উত্তরাংশে কুজঙ্গ নামক খাড়ীর সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।
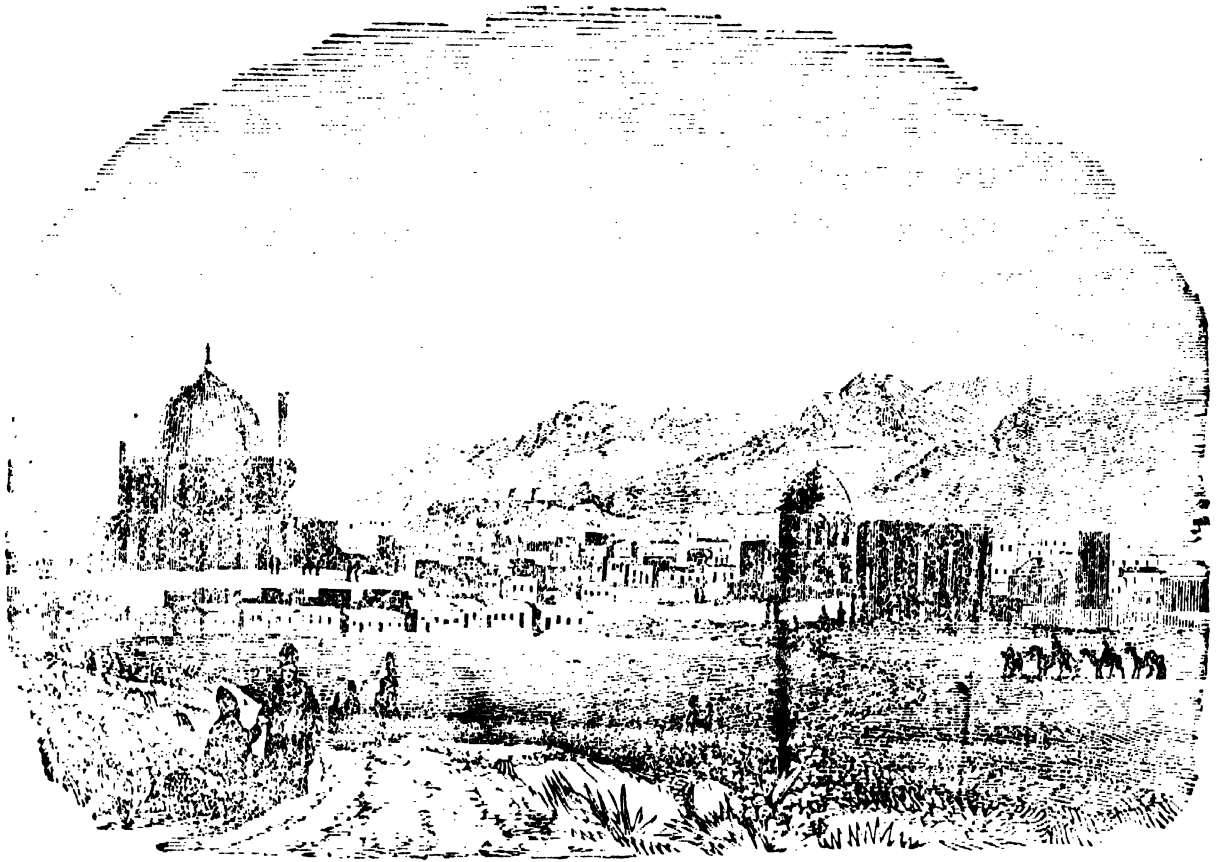
উপরোক্ত নদীর দক্ষিণ ও উত্তর উভয় পারে সম্বলপুর প্রদেশ স্থিত আছে। তন্মধ্যে উত্তর তীরস্থ সমস্ত জনপদ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত; তথায় মনুষ্যের আবাসস্থল অধিক নাই। তথাকার জল বায়ু অত্যন্ত অসাস্থ্যকর। অপর অরণ্যানীমধ্যে বন্যস্বভাব লোকেরা বাস করে। উহাদিগের রীতি চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য।

সম্বলপুরের উত্তরাংশে অনেক পর্ব্বতমালা

আছে। ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অনেক আছে, তৎসহযোগে শৈলবর্ত্তিনী নদীর সংযোগ থাকাতে বর্ষাকালে তাহার স্রোত উৎপ্লাবিত হইয়া মহানদীতে আসিয়া মিশ্রিত হয়। ঐ স্রোতোবেগে খনিহইতে হীরা ও স্বর্ণ ধৌত হইয়া মহানদীতে নীত হয়। কিন্তু অতি দুর্গমস্থানবশতঃ খনির স্থান কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। তত্রস্থ ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ উল্লিখিত হীরা ও স্বর্ণ সঙ্গ্রহের নিমিত্ত এক বিশেষ জাতীয় মনুষ্যকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মনুষ্য নদীর গর্ভস্থ মৃত্তিকা উত্তোলনপূর্ব্বক অতিযত্নে পুনঃ পুনঃ তাহা ধৌত করত হীরক সমুদ্ধার করে। ঐ সকল হীরা সর্ব্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে স্থানে মহানদীর সহিত অন্য ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম হইয়াছে, কেবল সেই খানে উত্তর বা দক্ষিণ তটে উহা প্রাপ্তব্য। অধিক হীরক চন্দ্রপুরের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানে মৌন্দ নদীর সহিত মহানদীর সঙ্গম হইয়াছে। মহানদী ঐ স্থানে বক্র হইয়া বামপার্শ্ব-বাহিনী হইয়া গিয়াছে। ঐ বক্রগতি জন্য প্রায় ষষ্টি ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান বালুকাময় চড়া হইয়া আছে, তাহাই হীরা অন্বেষণের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় উহা প্রাপ্ত হইবার বিশেষ হেতু এই যে, উভয় নদীর সন্ধি-স্থলে হিল্লোলদ্বারা বহুপঙ্ক এবং তৎসহযোগে হীরকাদি আসিয়া উভয় নদীর সঙ্গম-স্থলে কর্দ্দমে আবদ্ধ হয়। এবং তথায় স্রোতোগতির অবরোধহেতু ঐ স্থানেই হীরকাদি বালুকায় আবদ্ধ হইয়া থাকে; স্রোতোদ্বারা প্রবাহিত হইয়া যায় না। এই হেতু যে স্থানে যুক্তবেণী সম্পন্ন হয় সেই স্থানেই হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে সকল মনুষ্য হীরা অন্বেষণ করে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তদ্যথা জহরা ও তোরা। উক্ত উভয় মনুষ্যের জাতি কুল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহাদিগের সঙ্খ্যা পাঁচ শতের অধিক। কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে বর্ষার শেষ হইলে উপরোক্ত মনুষ্যেরা পুত্র কলত্রাদি সমভিব্যাহারে মহানদীকূলে সমাগত হইয়া হীরা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদিগের ঈদৃশ সংস্কার আছে যে হীরা স্বভাবতঃ বৃদ্ধিশীল, তদ্ধেতুক অণুপ্রমাণ অতি সূক্ষ্ম হীরা পাইলে তাহা কিছু দিবসের পর বর্দ্ধিত হইবে, এই আশয়ে তাহা বালুকায় রাখিয়া দেয়, এবং পরে ঐ ক্ষুদ্র হীরা বৃহৎ হইয়াছে এই বোধে যে সকল মৃত্তিকা এক বার নির্ব্বাচন করিয়াছে তাহাহইতে হীরাসকল বাহির করিয়া লয়।

উক্ত অনুসন্ধানের রীতি অতি সামান্য। তদ্বিষয়ে কেবল গাঁতি নামক অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা জহরা মনুষ্যেরা নদীগর্ভহইতে মৃত্তিকা ও বালুকা তুলিয়া মহানদীর তটে সঙ্গ্রহ করে, এবং বালক ও স্ত্রীলোকেরা তাহাহইতে স্বর্ণ ও হীরকাদি নির্ব্বাচন-করণে প্রবৃত্ত হয়, তৎকার্য্য সম্পাদন জন্য তাহাদের সমভিব্যাহারে ৩।।০ হস্ত দীর্ঘ ১।।০ হস্ত পরিসরযুক্ত এক খান পাটা থাকে, তাহার ধারে চতুর্দ্দিগে দুই বুরুল পরিমাণ উচ্চ এক ধারী থাকে। ঐ পাটা ভূতলে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া রাখিয়া তদুপরি পূর্ব্বোক্ত বালুকা ও মৃত্তিকা স্থাপনানন্তর জলক্ষেপণ করিতে হয়। জলের সহিত মৃত্তিকাভাগ দ্রব হইয়া গেলে পাটায় ধৌত প্রস্তর ও অন্যান্য কঠিন বস্তু অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর অতি সাবধানপূর্ব্বক অন্য এক ক্ষুদ্র পাটাতে ঐ ধৌত পদার্থ বিস্তৃত করিয়া রৌদ্রেতে ধারণ করিলে যে যে স্থানে ক্ষুদ্র হীরকের বা স্বর্ণের কণা পড়িয়া থাকে, তাহা প্রতিভাসিত হয়, এবং হীরা সঙ্গ্রাহকেরা আয়াসসহকারে তাহা একটী একটী করিয়া বাছিয়া লয়।

পূর্ব্বে উক্ত প্রকার হীরক অন্বেষণ কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধারক থাকিত না। তৎপ্রযুক্ত অনুসন্ধানকারিরা গোপনে অনায়াসে দুই এক খণ্ড হীরক

অপলাপ করিত। ঐ প্রকার অপলাপের এক প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। তাহাতে ৮৪ রতি পরিমিত এক খণ্ড বড় হীরক কোন ক্রমে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। তাহার বৃত্তান্ত এই যে হীরক অন্বেষণকারিরা নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত না হইবার আশঙ্কায় ঐ হীরকখণ্ড অপলাপ করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর তাহার আবিষ্কর্ত্তা সম্বলপুরস্থ প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট আনয়নপূর্ব্বক তাহা সমর্পণ করে।

সম্বলপুরহইতে যে সমস্ত হীরক লব্ধ হইয়া থাকে তাহা উত্তমাধম গুণভেদে চারি বর্গে বিভক্ত হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরা "ব্রাহ্মণ" শব্দে উক্ত হয়। অপরাপর হীরক ঐ প্রকার উহাদের লক্ষণানুসারে "ক্ষাত্রিয়," "বৈশ্য," এবং "শূদ্র" নামে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। উপরোক্ত অপলুপ্ত হীরকখণ্ড ব্রাহ্মণ শ্রেণীস্থ হীরক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

অত্যন্ত দুর্গম স্থানে উক্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার সমাধা হয় বলিয়া জহরা ও তোরা জাতীয় মনুষ্যেরা ষোড়শটী গ্রাম নিষ্করৰূপে পাইয়াছে। তাহারা হীরা অন্বেষণকালে যে সকল স্বর্ণ সঙ্গ্রহ করে তৎ সমস্তই নিজভোগের নিমিত্ত প্রাপ্ত হয়। তাহাতে নৃপতিগণের কোন স্বত্ব থাকে না। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত অপব্যয়ী। যেহেতু উপরোক্ত স্বর্ণ ও হীরকাদি লাভদ্বারা যে সকল অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহা যাবৎ না ব্যয় হইয়া যায়, তাবৎ কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; নিরবচ্ছিন্ন আলস্য ও লাম্পট্যে কালহরণ করে। প্রাচীন রাজ-নিয়মানুসারে যত হীরা আবিষ্কৃত হইত নৃপতিই তত্তাবতের অধিকারী হইতেন। পাছে তাহা কেহ অপহরণ করে এই নিমিত্ত বড় হীরা যে আবিষ্কৃত করিত রাজা তাহাকে প্রচুর অর্থ পারিতোষিক প্রদান করিতেন, এবং কখন কখন নিষ্কর গ্রামাদিও প্রদান করিতেন। পরন্তু যাহার দোষ সপ্রমাণ হইত তাহার জীবন দণ্ড হইত; অথবা অন্যান্য উৎকট রাজশাসন বিধানানুসারে তাহাকে গ্রামহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইত। সে ভবিষ্যতে আর হীরা অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে পারিত না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সম্বলপুরের হীরকের খনি অত্যন্ত দুর্গম গিরিগহনমধ্যে স্থিত হইবাতে তাহা সভ্য মনুষ্যের অপরিজ্ঞাত ছিল। পরন্তু ঐ অরণ্যাকীর্ণ প্রদেশ রত্নের আকর, এই হেতু তল্লাভের আশয়ে আশু তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। তত্রত্য ভূপালগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় ও যবন প্রভুত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এই হেতু তাঁহারা গোণ্ডবান-প্রদেশস্থ যবনাধিপত্যের অন্তর্গত রাজ্যসকলের মধ্যে কদাপি হীরকাদির খনি আবিষ্কৃত-করণে অনুরাগী ছিলেন না, কেবল স্বাধিকারস্থ মহানদীর গর্ভে যে সমস্ত মণি প্রাপ্ত হইতেন তাহা গ্রহণেই পরিতুষ্ট হইতেন।

সম্বলপুরে বার্ষিক কত হীরক সঙ্গৃহীত হয় তাহার কোন বিবরণ লিখিয়া রাখা হয় না। শুদ্ধ যে হীরা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় তাহারই বৃত্তান্ত সাধারণের গোচর হইয়া থাকে। বর্ত্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে সম্বলপুরের রাণী রত্নকুমারী একখানি ২৮৮ রতি পরিমাণের ও অপর একখানি ৩০৮ রতি পরিমাণের, এই দুই খণ্ড হীরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৩৭২ রতি পরিমাণের আর একটা হীরা আবিষ্কৃত হয়। উক্ত রাজ্ঞী তৎকালে স্বামীর মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকাতে তাহা হস্তান্তরে রক্ষিত হয়। কিন্তু বৃদ্ধ মহিষীর আদ্য শ্রাদ্ধ পরিসমাপ্ত না হইতেই মহারাষ্ট্রীয়েরা উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করণানন্তর রত্নকুমারী রাণীকে রাজ্যচ্যুত করেন।

ঐ সময়ে এক অবিশ্বাসী ভৃত্য ঐ মহামূল্য রত্নের সন্ধান মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রজী ভোঁশলাকে বিদিত করে, ও তিনি তাহা সংহার করেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"বঝলে কি না" প্রহসন। (দুই অঙ্কে সমাপ্ত।)"

প্রহসনের দুই অভিপ্রায়; এক, অভিনয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন; দ্বিতীয়, পাপানুরাগ, দুষ্কৃতি, অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি মন্দের তিরস্কারদ্বারা অপনোদন। এতদুভয়ের একীকরণ সম্যগ্রূপে সিদ্ধ হইলে প্রহসন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হয়; তদভাবে তাহার অভীষ্টের কথঞ্চিৎ হানি থাকে। এমত হইতে পারে যে রহস্য-ব্যঞ্জক-উপন্যাস-সহকারে প্রহসন রচনা করিলে অনেকের মনোরঞ্জন হইবে; পরন্তু তাহাতে প্রহসনের এক প্রধান উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা হয়। অপর সত্য বটে যে শিক্ষা, উপদেশ, তিরস্কার প্রভৃতি উপায়দ্বারা মন্দের দমন হইতে পারে; পরন্তু তাহা সর্ব্বত্র সাধ্যও নহে, এবং তাদৃশ ফলবানও নহে। অনেক উচ্চপদস্থ গরীয়ান্ ধনবান্ আছেন যাঁহাদিগের পাপে ধরণী সর্ব্বদা কম্পান্বিতা; তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ কদাপি অগ্রসর হইতে পারে না; এবং দেশে তাদৃশ লোক অল্প আছে যাহারা তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে পারে। অপর অনেকের নানা প্রকার অভ্যাস আছে যাহা পাপকর না হইলেও অশ্লীল অসভ্য বা দূষণীয় মানিতে হয়। কেহ২ আছে যাহারা অকারণে অহরহঃ শিরশ্চালন করিয়া থাকে; কেহ বা মধ্যে২ স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধ সঞ্চালন করে; কেহ সমাজে বসিয়া পদ কম্পন না করিয়া থাকিতে পারে না; কেহ প্রতি কথায় কহে "বটে বটে;" কেহ সকল কথার মাত্রায় কহে "বুঝেচ" বা "বুঝলেত" বা "তাই বলি;" পাঠকবৃন্দের অনেকেই ঐ রূপ অভ্যাসের উদাহরণ দেখিয়া থাকিবেন। উহা পাপজনকও নহে ও অশ্লীলও নহে; পরন্তু ইহা সভ্য ব্যক্তিদিগের বিবেচনায় নিন্দনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সকল দোষের সমুচ্ছেদজন্য প্রহসন এক প্রধান উপায়। তাহার শর অকাট্য, এবং এমত স্থান নাই যাহা তাহাদ্বারা বিদ্ধ না হয়। অপর উহার এক আশ্চর্য্য ও অসাধারণ ক্ষমতা আছে। শাণিত অস্ত্রে লৌহ অপেক্ষায় কাষ্ঠ সত্বরে ছেদিত করে; দৃঢ় বস্তু অপর দৃঢ় অপেক্ষা মৃদু পদার্থ অনায়াসে ভেদ করে; বলবান্ মনুষ্য অন্য বলবান্ অপেক্ষা ক্ষীণ মনুষ্যকে সহজে পরাস্ত করিতে পারে; কিন্তু প্রহসন তাহার বিপরীতরূপে কার্য্য করে। তাহার শ্লেষরূপ শেল সামান্য ব্যক্তির উপর পতিত হইলে ব্যর্থ হয়, কিন্তু গরীয়ান্ ধনবান্ মান্য কি উচ্চপদস্থের উপর পড়িলে ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অমোঘ হইয়া থাকে। মনে করুন—আর মনে করাই বা কি, সকলেই দেখিয়াছেন,—যে আপন আপন পল্লীতে কোন কোন ধনাঢ্য অত্যন্ত মদিরিকা প্রিয়, এবং তাহার ক্রমে প্রতি রাত্রিতে সে স্বয়ং অপারগ বলিয়া ভৃত্যের স্কন্ধ সহকারে আপন শয্যায় নীত হয়। তাহাকে তিরস্কার করিবার লোক নাই, এবং সে উপদেশ দিলেই যে মদ্যত্যাগ করিবে ইহারও প্রত্যাশা নাই। এমত অবস্থায় দুষ্টের দমনের নিমিত্ত প্রহসন একমাত্র উপায়। প্রচ্ছন্ন বর্ণনে দেশের রাজার নামেও প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং সাধারণ সমীপে তাহা অভিনীত হইলে ঐ রাজার অপরাধ এরূপ স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, যে রাজাও ব্যথিত চিত্তে সে দোষের পুনরনুষ্ঠানে

সঙ্কিত হন। নানা প্রকার সামাজিক দোষও এই উপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। প্রহসনের এই উপকারই প্রধান; এবং তন্নিমিত্তই ইহার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। পরন্তু স্মর্ত্তব্য যে প্রহসনের প্রথম উদ্দেশ সিদ্ধ না হইলে তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ কদাপি সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলে যে প্রহসন যত হাস্যদ্যোতক ও আমোদজনক হইবে সে ততই শাস্তা ও নীতি-প্রদর্শক হইবে। হাস্যদ্যোতনের ব্যাঘাত হইলে নীত্যুপদেশেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। এবিষয়ে বরং প্রহসন নীতি-প্রদর্শক না হইয়া কেবল প্রমোদদ্যোতক অনায়াসে হইতে পারে, কিন্তু প্রমোদকর না হইয়া কেবল নীতি-প্রদর্শক কদাপি হইতে পারে না। প্রহসনের এই উভয় উদ্দেশ্যের পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ না রাখিলে প্রহসনের দোষ গুণ কদাপি সমালোচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে কোন ব্যক্তির গুপ্ত দোষ লইয়া আমোদ করায় ভদ্রতার ব্যাঘাত হয়। পরন্তু তাঁহাদের স্মর্ত্তব্য যে প্রহসনের লক্ষ্য দোষ; সেই দোষই লোকে হাস্যরূপ অস্ত্রে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; মনুষ্য তাহার উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং প্রহসনে কোন ব্যক্তির গুপ্ত কথা লইয়া আমোদ করা সিদ্ধ হয় না। অপর একাধারে বহু দোষ সর্ব্বদা একত্র থাকে না; আর একটীমাত্র দোষের উল্লেখে প্রহসন প্রাঞ্জল করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এই হেতু বিভিন্ন আধারের বিভিন্ন দোষ একত্র করিয়া বর্ণন করার রীতি আছে। ফলে কবিমাত্রেই এই নিয়মের অনুগামী; এবং প্রায় সকলেই আপন২ নায়ককে বিভিন্ন গুণ বা দোষের আধার করিয়া থাকেন। এই কৌশলের অবলম্বনে প্রহসনকারেরা অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা কল্পনার সহকারে আপন২ নায়কের সৃষ্টি করিয়াছেন—কোন বিশেষ ব্যক্তির আদর্শে তাহার চিত্র করেন নাই। পরন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে কথা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে সকল প্রহসন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার নায়ক প্রায়ই জনসমাজহইতে গৃহীত; কেবল গ্রন্থকারের চাতুর্য্যে বা অক্ষমতা-দোষে তাহার কোন কোন অঙ্গ প্রপঞ্চিত, অধিকীকৃত, পরিবর্ত্তিত বা খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। সাধারণের এরূপ জ্ঞান না থাকিলেও প্রহসনের দোষ গুণ বিচার-সময়ে তাঁহারা যে নায়ককে আপন পরিচিত বা জ্ঞাত কোন ব্যক্তির সদৃশ বোধ করেন, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন, এবং যাহা জ্ঞাত ব্যক্তির অসদৃশ বোধ করেন, তাহা খণ্ডিত বা অপ্রশংসনীয় বোধ করেন। এই ভাবের প্রত্যাহারে গ্রন্থকারেরা কহেন যে নায়ক স্বভাবসিদ্ধ হইলেই প্রশস্ত, তদন্যথায় বিকৃত হয়। প্রহসনের লক্ষণ, অভিধেয়, তাৎপর্য্য, ও দোষ গুণের চিহ্ন এতাবৎ বর্ণন করিয়া আমরা প্রস্তাবিত প্রহসনের সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

উক্ত প্রহসনে অটলকৃষ্ণবসু নামা কোন ভাক্ত-ধার্ম্মিক, কিন্তু প্রকৃত লম্পট, মদ্যপায়ী, ধন-পিপাসুর বর্ণন আছে। ঐ ব্যক্তি প্রতি কথার মাত্রায় "বুঝলে কি না" এই বাক্য কহিয়া থাকে এবং তদুদ্দেশেই নাটক খানির নাম করণ হইয়াছে। ঐ বালিশ অন্যে কিছুই বোঝে না এই ভাবিয়া সে সকলকে ঐ কথা বলে এমত নহে, কেবল আপন বাক্য-সকল একত্রে সংলগ্ন করিতে পারে না বলিয়া মধ্যে মধ্যে এক ভণিতা বা বালিশ দিয়া সকলকে এক শয্যায় স্থাপিত করে। আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে কএকের ঐ রূপ প্রতি কথার মাত্রায় এক একটি বালিশ দিবার অভ্যাস আছে; এবং পাঠকবৃন্দ অনেকেই আপন আপন পরিজ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। বর্ত্তমান প্রহসনের ব্যঙ্গে তাহাদের ঐ কুৎসিত অভ্যাস পরি-

ত্যক্ত হইলে গ্রন্থকারের আয়াস অনেক অংশে সফল হইয়াছে মানিতে হইবে।

কথিত হইয়াছে যে ঐ "বুঝ্‌লে-কি-না" বাক্যানুরাগী ভাক্ত-ধার্ম্মিক ছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার ভাক্তত্ব প্রতিপাদনার্থে গ্রন্থের প্রায় সমস্তই বিনিযুক্ত হইয়াছে; এবং ধার্ম্মিকতা প্রতিপন্ন করণার্থে তিনি অশ্লিষ্ট-কর্ম্মাদিগের "জাত মারেন" এই রূপ বর্ণন করা হইয়াছে। পরন্তু ধার্ম্মিকমাত্রেরই উচিত যে অশিষ্টের দমন করেন, অতএব তাহা কেবল ভাক্তের লক্ষণ নহে; গ্রন্থে তাহাই কল্পিত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের মতে বিহিত হয় নাই। ধার্ম্মিকহইতে ভাক্ত ধার্ম্মিক স্বতন্ত্র, এবং তাহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের বোধ আছে যে ভাক্তেরা ধার্ম্মিক অপেক্ষা ধার্ম্মিকতার ভাণ অধিক করিয়া থাকে; কেহ প্রতি কথায় "প্রভো তোমার ইচ্ছা" কহিয়া থাকে; কেহ সময়ে সময়ে "ব্রজরাজ কিশোরের" নামোচ্চারণ করে; কেহ প্রকাশ করে যে ভগবানের সহিত তাহার কথোপকথন হয়, এবং তাহার প্রমাণার্থে অকস্মাৎ গৃহছাদপ্রতি অবলোকন করিয়া কহে "প্রভু কি আজ্ঞা?"/ এই প্রকার অলঙ্কার বর্ত্তমান নায়কের উপলক্ষে প্রযুক্ত হইলে বোধ হয় বিহিত হইত। সে যাহা হউক, ঐ অটল আপন পল্লীতে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং অনেক অনাথা বৃদ্ধা প্রতিবাসিনী আপন আপন ধন সম্পত্তি বিশ্বাসী বলিয়া তাহার নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিত। তন্মধ্যে হাবলের মাতা নাম্নী এক প্রৌঢ়া বিধবা কিঞ্চিৎ অর্থ ঐ অটলের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিল। সে এক দিন প্রত্যূষে কুমুদিনী নাম্নী এক নবীনা প্রতিবাসিনীর সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেছে, পথিমধ্যে সম্মুখে অটলের বাটী দেখিয়া আপন দুঃখের উল্লেখে কহিতেছে সে অটলের নিকট যে টাকা রাখিয়াছিল সে তাহার আর স্বীকার করে না, এবং ঐ টাকার প্রতিপ্রাপ্তির উপায় নিমিত্ত কুমুদিনীর স্বামী চেষ্টা না করিলে অন্য উপায় নাই। এই প্রস্তাব লইয়া প্রহসনের আরম্ভ হইয়াছে; এবং উহার বর্ণনও অতি পারিপাটীরূপে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। হাবলের মাতার কত টাকা আছে এই প্রশ্নের উত্তরে সে অশিক্ষিতা ভীতা স্ত্রীর প্রকৃত লক্ষণানুসারে কহে—"বৌ, আমার মাথা খাও, আর কারো কাছে বলো না; আমি অপেপয়ের কাছে এই—এই—এই—বারো পোণ আর দশ গণ্ডা খানি রেখেছি,; তা রাখ্‌লে কি হবে বৌ, ও অপেপয়ে কি তা আর উপুড় হাত করবে। হায়! হায়!"

এই কথোপকথন-সময়ে অটলকৃষ্ণ চক্ষুমার্জ্জন ও জৃম্ভণ করিতে করিতে আপন বাটীদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; তদ্দৃষ্টে উক্ত দুই রমণী পলায়ন করিল। ঐ সময়ে অটলের পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার আসিয়া কুমুদিনীকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিবার মানসে সে কুমুদিনীর সহিত কি কথোপকথন করিয়াছিল তাহার বর্ণন ও তৎ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করে, তাহাতে অটলের দ্বিতীয় দোষ লাম্পট্যের প্রথম পরিচয় প্রদত্ত হয়। ধনাঢ্যদিগের খোসামুদে পারিষদ যে রূপ হইতে হয় তাহা বিদ্যালঙ্কারের চরিত্রে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি গ্রন্থকারের প্রকৃত মানসপুত্রমাত্র, সন্দেহ নাই; পরন্তু আমরা ইহার আদর্শ বোধ হয় নগরের প্রতি পল্লীতে প্রদর্শন করিতে পারি এবং ইহা গ্রন্থকারের প্রশংসা।

অটলের তৃতীয় দোষ অখাদ্যানুরাগ। তাহার পরিবর্ণনার্থে পিরু কোচমানের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে পিরু অটল বাবুর নিমিত্ত অশ্বশালায় তিন চারি জাতীয় মাংস ও খেচরান্ন পাক করিয়া রাখিবে। এই ব্যাপারের পর কুমুদিনীর স্বামী দর্পনারায়ণ স্ত্রীর নিকট অটল ও বিদ্যালঙ্কারের কুমন্ত্রণার কথা শ্রবণ করত রাগে উন্মত্ত হইয়া অটলের শাসন-নিমিত্ত যষ্টি হস্তে রঙ্গ স্থলে উপনীত হয়। কিন্তু গৃহদ্বারে অটলকে দেখিবা মাত্র তাহার সাহসাগ্নি একেবারে নির্বিণ্ণ হইল, এবং সে প্রহারের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া চক্রান্তরে অটলকে শাস্তি দিবার কল্পনায় নিমগ্ন হইল। গেহিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিবার কুমন্ত্রণা-কারকদিগের দর্শনে কোন প্রকৃত পুরুষের পক্ষে কোপের আধিক্য হওয়াই সম্ভাবনা, পরন্তু বোধ হয় বাঙ্গালী বলিয়া তাহার অন্যথায় কৌশলের অবলম্বন দর্পনারায়ণের পক্ষে বিশেষ

অনুমোদনীয় হইয়াছে। সে যাহা হউক, তাহার অভিপ্রেত সাধনের অবকাশ সেই সময়েই উপস্থিত হইল; সুখী মেতরাণী আসিয়া অটলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা, এবং অটল তাহাকে "পূজার কাপড়" দেবার অঙ্গীকারে, রাত্রিযোগে অশ্বশালায় আসিতে বলিতেছেন। দর্পনারায়ণ ঐ সুখীর সহিত অটলের শাস্তি দিবার পরামর্শে গমন করিলেন। এ দিগে বিদ্যালঙ্কার এক জন উকিলের কেরাণী মদনগোপালকে অটলের নিকট আনিয়া অটলের চতুর্থ দোষ নিষ্ঠুরতা ও ধনপিপাসুতার পরিচয় দিয়াছেন। যেহেতু ঐ সময়ে নীলাম্বর নামা এক পিতৃহীন যুবা আপন মাতুলের নর্মভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহার সমন্বয় করিবার কথা স্থির হইয়াছিল। অটলকৃষ্ণ দলপতি; তিনিই সমন্বয়ের কর্ত্তা; এবং অসৎ দলপতি যে রূপ হইতে হয় তাহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল না। তিনি ৫০০ টাকা ঋণ দিয়া ১০০০ টাকার "সাফ কবালায়" নীলাম্বরের বসতবাটীটী লেখাইয়া লইবেন এই মানস করিয়াছিলেন; এবং বিদ্যালঙ্কার ও মদনগোপালের সাহায্যে সেই অভিপ্রায়টী সিদ্ধ করেন। এই প্রস্তাবটী সুচারু হইয়াছে। ইহাতে যে সকল ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ মদনগোপাল অবিকল হইয়াছে মানিতে হইবে। ফলে এ পর্য্যন্ত আমরা অক্ষুণ্ণচিত্তে গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি; এবং দৃঢ় বিশ্বাস করি যে পাঠকবৃন্দ সকলেই আমাদিগের সহিত এক মত হইবেন।

প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কারম্ভে পিরুকোচমান সন্ধ্যার পর অশ্বশালায় আদিষ্ট খাদ্য দ্রব্য এক খাটিয়ার উপর সাজাইবার অবকাশে তাহার কিঞ্চিৎ চাখিয়া অটল বাবুর নিমিত্ত সকল দ্রব্য মহাপ্রসাদ করিয়া রাখে। তদনন্তর দর্পনারায়ণ আসিয়া লুক্কায়িত থাকিবার অভিপ্রায়ে খাটিয়ার নিম্নে শয়ন করিল। ও তৎ পশ্চাৎ বিদ্যালঙ্কার ও অটল বাবু ও পরে সুখী মেতরাণী আসিয়া তাহা সম্ভোগ করিতে লাগিল। এই প্রক্রিয়াটীও বিলক্ষণ প্রমোদজনক, এবং অশ্বশালাস্থ বাবুর আনন্দ দেখিয়া অভিনয়-দর্শকেরা অবশ্য অবিরত হাস্য করিবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু অটল বাবুর আনন্দে ত্বরায় বিঘ্ন ঘটিল। তিনি দুই বোতল মদ্য আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার এক বোতল পিরু কোচমান আপন সেবায় নিযুক্ত করে, অবশিষ্ট বোতলে বিদ্যালঙ্কারের দীর্ঘ তুন্দ তৃপ্ত হইল না; সুখীও "হামাকে আর একটু দেও না বাবু" বলিতে লাগিল; অটল স্বয়ং টল টল হইয়াও আর কিঞ্চিতের লালসা করিতে লাগিলেন; বিশেষ সুখীর প্রার্থনা রক্ষা না করিলে নয়; অতএব তিনি পিরুর তত্ত্বে বহির্গত হইলেন। এই অবকাশে দর্পনারারণ খট্টের নিম্নহইতে নির্গত হইয়া বিদ্যালঙ্কারের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করিল; ও তাহার লাল বনাতে আবৃত হইয়া বসিল। পরে অটল প্রত্যাগমন করিলে পাড়ার লোকদ্বারা ধরা পড়িবার ভয় দেখাইয়া দর্পনারায়ণ তাহাকে উবু করিয়া বসাইয়া একটা ঘোড়ার কম্বল আচ্ছাদন করত পথ দিয়া ভালুক লইয়া যাইতেছি এই ও অপর কথা বলিয়া তাহাকে নানা প্রসঙ্গে খাটিয়ার চতুর্দ্দিগে ঘুরাইতে লাগিল। এ ব্যাপারটী সম্ভবপরও নহে, সরসও নহে। অপর দীর্ঘকালব্যাপি বলিয়া অভিনয়ে সুসিদ্ধ ও অনুরাগসাধক হইবে এমতও বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গের পাঠে প্রথম হাস্য হইয়া তৎপরেই গ্লানি বোধ হয়। ইহাতে দর্পনারায়ণ স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি নানা ব্যক্তির স্বরের অনুকরণ করে; মধ্যে দুই চারি ব্যক্তির শব্দ এক বারে এবং অটলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বাক্য কহে; এই সকল ব্যাপারের অভিনয় করে এমত লোক কলিকাতায় নাই। সে যাহা হউক, দর্পনারায়ণ অবশেষে আপন প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া অটলের নিকট নীলাম্বরের কবালা ও হাবলের মাতার ১০০০ টাকা ফিরাইয়া লয়, সুখীকে দুই শত টাকা দেবায়, এবং যুগলমূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত সুখী ও অটলকে খাটিয়ার উপর দাঁড় করাইয়া রসহ্য সমাধা করে। ইহাও আমাদিগের বিবেচনায় প্রহসনের উপযুক্ত আমোদজনক হইয়াছে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৮ খণ্ড

বাকুনগরস্থ চিরপ্রদীপ্ত হুতাশন।
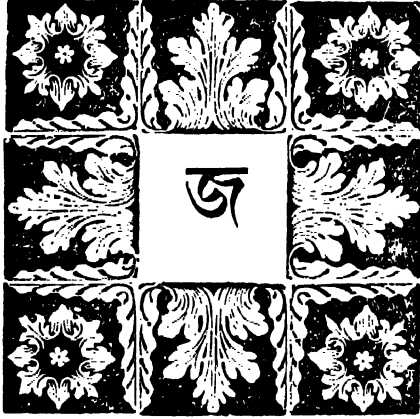
র্জিয়া দেশের নিকটস্থ কাস্পীয় হ্রদের কূলে তৃণ-শস্য-বিহীন মরুক্ষেত্র-প্রায় একটী অন্তরীপ আছে; তাহাকে আবষেরণ অন্তরীপ বলে। উক্ত স্থানে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে এক প্রকার শৈলজ দাহ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। ভূমি বিদারণ করিলে তাহা দৃষ্ট হয়। কখন তাহা স্বতই মেদিনী-গর্ভ ভেদ করিয়া অধিক-পরিমাণে বহিরুত্থিত হয়। ঐ পদার্থকে "শৈলজ তৈল" বলা যায়। তাহা এতদ্দেশে "মেটে তৈল" বলিয়া খ্যাত আছে।

কথিত স্থানে ভূমি খনন করিলে উল্লিখিত তৈল ব্যতীত ঐ তৈলের দহনশীল বাষ্পও ঐ খাত-হইতে নিরবচ্ছিন্ন উত্থিত হইতে থাকে, তাহাতে অনলের সংযোগ হইবামাত্র স্বতই তাহা প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। উপরোক্ত স্থান নিবাসী লোকদিগের তাহা অত্যন্ত ব্যবহার্য্য; যেহেতু তদ্দ্বারা তাহারা আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতি পক্ক বা দগ্ধ করে; শীতকালে গৃহ উত্তপ্ত করিবার জন্য তাহা সর্ব্বদা প্রোজ্জ্বলিত করিয়া রাখে; এবং তৎশিখায় রাত্রিকালে আলোকের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া লয়। কলিকাতায় গ্যাসের আলোকে যে রূপ নল ব্যবহার হয়, এবং তৎসংযোগদ্বারা যথাভিমত প্রদেশে আলোক প্রদান করা যাইতে পারে, উপরোক্ত দহনীয় বাষ্প তদ্রূপ একটী স্থলে উৎখাত করিয়া নলদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত করা হয়। তাহাতে তৈল ব্যয়ের ভাবনা থাকে না। প্রত্যুত তৈলাপেক্ষা তাহার আলোকে অধিক প্রোজ্জ্বলতা ও কমনীয়তা আছে। উক্ত আলোকের পরিচয়-বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহার অনুরূপ গ্যাসের আলোক এক্ষণে কলিকাতার সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কেবল কলিকাতায় লৌহ ও সীসক নলে দাহ্য বাষ্প পরিচালিত হয়; কথিত স্থানের রূঢ় লোকেরা মৃত্তিকার নলে সেই অভিপ্রেত সিদ্ধ করে।

পারস দেশস্থ পুরাকালিক মনুষ্যেরা প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় সূর্য্যোপাসক ছিল; এবং একমাত্র সূর্য্যকে সকল তেজের আকর বলিয়া অর্চ্চনা করিত। সেই হেতু দিনকর অস্তাচলশায়ী হইলে তেজোময় হুতাশনকে সূর্য্যের প্রতিমাস্বরূপে গৃহে রক্ষা করিত। পরন্তু যৎকালে আশিয়ার পশ্চিমাংশে মুসলমানেরা অস্ত্রের প্রভাবদ্বারা মুহম্মদের মত প্রচার করে, তৎকালে

আশিয়ার উপরোক্ত ভাগে সূর্য্যোপাসকদিগের ধর্ম্ম মলিন প্রভা প্রাপ্ত হয়; এবং তদবধি পারস্য জাতীয়দিগের আচার মত সকলই পরিবর্ত্তিত হয়। ফলে ঐ সময়ে সকলের পক্ষে পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করণ সুবিহিত বিবেচনা না হইবাতে প্রায় বিংশতি সহস্র অগ্নির উপাসকেরা আদৌ এক দ্বীপ মধ্যে পলায়নে প্রণোদিত হইয়াছিল, এবং অনন্তর ভারতবর্ষে প্রস্থান করে। সেই ধর্ম্মরক্ষার্থী স্বদেশ-ত্যাগীরা তাহাদিগের দেশ সম্বন্ধে পারসী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে যে সমস্ত সম্পদশালী ধনাঢ্য পারসী আছে তাহারা সকলে প্রাচীন সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকে। এই অনল রক্ষার রীতি ভারতবর্ষ ও পারস উভয় দেশেই বহু প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বকালে উক্ত সাগ্নিকেরা কেহ প্রস্তাবিত অন্তরীপে বাকু নামক নগরে এক চিরাগ্নির মন্দির স্থাপিত করে, তাহা বহুকাল প্রসিদ্ধ আছে, এবং অতি প্রাচীন সময়াবধি অগ্নির উপাসকেরা উক্ত স্থানকে তীর্থ মানিয়া তদ্দর্শনার্থে গমন করিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে যে প্রাচীন হিন্দুরা সিন্ধুনদের সীমা উলঙ্ঘন করিত না। পরন্তু সে কথা যে অলীক ইহা বলা বাহুল্য; কারণ ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে পূর্ব্বে হিন্দুরা ভারতবর্ষ উৎক্রমণ করিয়া নানা দিগ্ দেশে গমনাগমন করিত। পরন্তু বাকুর প্রসঙ্গ ইউরোপে সর্ব্বত্র বিদিত ছিল না। রুস দেশীয় কোন পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমনকালে বাকু নগরে কতক গুলি অগ্নিহোত্রী আর্য-ধর্ম্মাচারী হিন্দুগণকে দর্শন করিয়া সর্ব্বাদৌ ঐ বিষয় বিজ্ঞপ্ত করেন। তদ্ভিন্ন অপর যে সমস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে যে পূর্ব্বে কাবুল প্রদেশে হিন্দুদিগের বাস ছিল। তত্রত্য কোন পর্ব্বতের নাম অদ্যাপি "সিতারাম" পাহাড় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং প্রাচীন গান্ধার দেশকে এক্ষণে কন্দহার বলা হয়। এতদ্দ্বারাও অনুগম হয় যে হিন্দুরা পূর্ব্বে সিন্ধুনদের পশ্চিমে অধিক দূর পর্য্যন্ত স্থানে বাস করিত। ক্রমে তথায় যবনদিগের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক কোন সাগ্নিকেরা প্রাচীন সময়ে কাস্পীয় হ্রদের নিকট বাস করিয়াছিল। তাহাদের স্থাপিত গৃহ ও প্রাচীর প্রভৃতি তথায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দিগে প্রাচীর বেষ্টিত একটী সুদীর্ঘ অঙ্গন আছে তাহাই বাকুর মন্দির। ঐ পরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যভাগহইতে দাহ্য বাষ্প নিরবচ্ছিন্ন বিনির্গত হয়। সাগ্নিকেরা ঐ নির্গমনের স্থানের উপর চারিটী প্রশস্ত লৌহ নল উন্নতভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার অগ্রহইতে যে দাহ্যবাষ্প নির্গত হয় তাহা জ্বালাইয়া দিয়াছে, এবং তদবধি তাহা ক্রমাগত প্রজ্বলিত রহিয়াছে। কোন নব্য ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে "পূর্ব্বোক্ত দাহ্যমান বাষ্পীয় আলোক দূরহইতে অবলোকন করা যায়। সর্ব্বাদৌ আমরা দূরহইতে উক্ত আলোক অবলোকন করত অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বারংবার তাহা দেখিতে লাগিলাম। প্রথমে উক্ত অগ্নিশিখা চারিটী উল্‌কাস্তম্ভবৎ উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই অধঃস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালা পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল; এবং পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভচতুষ্টয় অত্যন্ত উচ্চ বোধ হইল, ও তত্রত্য সমস্ত স্থান প্রোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর উহার সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম, সেই স্থান অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তরের দেওয়ালে বেষ্টিত তন্মধ্যে একটী ছাদের উপরিভাগে ধূম নির্গমণের চারিটী স্তম্ভহইতে প্রস্রবণের ন্যায় নিয়ত অগ্নি-

শিখা নির্গত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে অনুভব হইল যেন আমরা পরীদিগের রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়াছি।”

অত্যন্ত প্রাচীন সময়ে উক্ত স্থানের বিবরণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না। পরন্তু মাসুদি নামা এক আরব্য গ্রন্থকার ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তাহাতে ব্যক্ত আছে যে বাকু নগরে শ্বেতবর্ণ শৈলজ তৈলের খনিহইতে অবিরত অত্যুচ্চ স্তম্ভাকার আলোক-শিখা উত্থিত হয়। “ঐ শিখা বহু ক্রোশ দূরহইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং আগ্নেয় বিবর-দেশহইতে উত্তপ্ত প্রস্তর রাশি বজ্র সদৃশ ভয়ানক শব্দ সহকারে বিনির্গত হয়।” প্রাচীন কালের কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার এতদ্বিষয়ের যদি কোন প্রামাণ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের পরিজ্ঞাত নহে, কেবল ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজন্দর নিকিটিন নামা রুসীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমনকালে উল্লিখিত অক্ষয় অনল-শিখা প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছিলেন।

বাকু নগরে যে সকল অগ্ন্যুপাসকেরা গমন করে তাহারা তথায় আট বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে; ইহাই প্রসিদ্ধ নিয়ম। পরন্তু তত্রত্য জল বায়ু অত্যন্ত অহিতকারক; অতএব প্রায় অনেকে চারি পাঁচ বৎসর বাস করত প্রস্থান করিতে প্রণোদিত হইয়া থাকে। তথাপি কোন কোন হিন্দু তাপসেরা জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ঐ উৎকট অস্বাস্থ্যজনক আগ্নেয় প্রদেশে অগ্নির উপাসনায় যাপন করে। প্রসিদ্ধ আছে, ঐ সমস্ত তাপসেরা নিরামিস দ্রব্যাহারী, এবং প্রত্যেকে স্বকরে পাক ভিন্ন অন্যের পক্ব দ্রব্য গ্রহণ করে না। তদ্ভিন্ন মুক্তকেশ ও নগ্নদেহ লক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন এবং সপ্রমাণ হইয়াছে, যে তাহারা ভারতবর্ষীয় প্রকৃত হিন্দুযোগী। প্রসিদ্ধ আছে যে বাকু-নগর-মধ্যে তাহারা নিজ হস্তে ভূম্যাদিকর্ষণ করণদ্বারা উপজীব্য সঙ্গ্রহ করে, এবং পর্ণকুটীরে বাস করে। ঐ সকল যোগীরা ধনাঢ্য অগ্ন্যুপাসকদিগের নিকটহইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। উত্তমন্দ নামা এক ব্যক্তি হিন্দু কিয়ৎকাল হইল, আষ্ট্রাকন নগরে বাস করিয়াছিল। যে সকল বণিকেরা কাস্পীয় হ্রদে বাণিজ্যার্থে যাত্রা করে তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বোক্ত যোগীদিগের সাহায্যার্থ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে; এবং ঐ অর্থদান কোন মতে নিষ্ফল হয় না; যেহেতু কাস্পীয় হ্রদ-ভ্রমণকারী বণিক্‌দিগের দিগ্‌ নিরূপণার্থ কেবল বাকুনগরস্থ অনলশিখা উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অপর কএক জন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে, বাকুনগরস্থ মন্দিরের যে স্থানহইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত আছে। ঐ বেষ্টিত স্থান অতিশয় মনোরম্য। তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিগে অবলোকন করত বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা লেখেন “অতি প্রকাণ্ড একটা চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়, এবং তাহার মধ্য স্থলে এক প্রাসাদহইতে ক্রমাগত অতি তেজস্কর আলোক-রাশি উৎসের ন্যায় নির্গত হইতেছিল। হিন্দু তাপসদিগের কুটীর-সকল প্রাঙ্গণের প্রাচীর প্রদেশের চতুর্ধারে সন্নিবেশিত ছিল। ঐ তাপসদিগের পরিচ্ছদ অবিকল হিন্দুস্থানীয় সন্ন্যাসীদিগের সদৃশ। তাহাদের কৃষ্ণ দেহ ও মস্তকে জটাপাশ লক্ষণে অবিকল ভারতবর্ষীয়ের চিহ্ন ব্যক্ত হয়। আমরা তথায় সমাগত হইবামাত্র উল্লিখিত তাপসগণ আমাদিগকে আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করত আমাদিগকে কুটীরাভ্যন্তরে লইয়া গেল। তা-

হারা এতাদৃশ শীর্ণ-দেহ ছিল যে শরীরের অস্থি-সকল প্রত্যক্ষীভূত হইতেছিল। কুটীরাভ্যন্তরে মৃত্তিকাগর্ভনিস্সৃত উল্কা শিখাসকল প্রদীপ্ত হইতেছিল। তাহাতে গৃহে বর্ত্তিকা প্রোজ্জ্বলিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না।”

প্রস্তাবিত প্রাচীর সংবেষ্টিত পুরীর মধ্যস্থলে উল্লিখিত তাপসগণ শব দাহন করে। উক্ত স্থান সুগভীর কুণ্ড সদৃশ। কোন অগ্ন্যুপাসকের মৃত্যু হইলে তাহার সর্ব্ব-শরীরে ঘৃত মণ্ডিত করণানন্তর পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখা হয়, এবং কুণ্ড মধ্যে অনল প্রদান করিবামাত্র তাহার তলনিঃসৃত দহনশীলবাষ্প প্রোজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে ঐ কুণ্ডোপরি এক প্রস্তরের আবরণ দেওয়া হয়। এই রূপে দাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বাকু নগরস্থ চিরকাল ব্যাপক অনলের প্রকৃত কারণ বিষয়ে অনেকে বহুবিধ পরামর্শ দর্শাইয়াথাকেন, পরন্তু প্রামাণ্য গ্রন্থকারেরা বলেন যে শৈলজ বা মেটেতৈলই তাহার প্রধান কারণ। উক্ত তৈল প্রায় তাহার নিকটস্থ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকুনগরের নিকটস্থিত দ্বীপহইতেও ঐ কারণ এক প্রকার আগ্নেয় পঙ্ক স্থানে স্থানে অতি স্তূপাকারে উদ্গত হইয়া মহা অনিষ্টকারক হইয়া থাকে, এবং ঐ সময় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে উষ্ণ প্রস্তর খণ্ডসকল ভূমিগর্ভহইতে বেগে নির্গত হয়।

উক্ত স্থানে শৈলজ তৈল দুই প্রকার উৎপন্ন হয়, এক শ্বেতবর্ণ, অপর কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ তৈল অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য। তদর্থে তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। তথাকার তৈলখনিহইতে যে বালুকা ও মৃত্তিকার চাপড়া নির্গত হয়, তাহাতে ঐ শৈলজ তৈল প্রচুর থাকাতে পাথুরিয়া কয়লার মত ইন্ধনের কার্য্য করে। কতক গুলি চাপড়া টালির ন্যায় গৃহাদির ছাদ প্রস্তুত করণের বিশেষ উপযোগী।

প্রস্তাবিত স্থানে যৎসামান্য অগভীর কূপ খনন করিলে এতদ্দেশের কূপে যে প্রকার জল উঠে তাহাতে তদ্রূপ তৈল উঠিয়া থাকে; এবং কূপহইতে জল তুলিবার প্রচলিত নিয়মে তাহাহইতে তৈল উত্তোলন করা হয়। এই উত্তোলন-কার্য্য ক্রীতদাসদ্বারা সমাধা করা হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত তৈল আদৌ পরিশুদ্ধ রূপে নির্গত হয় না, মৃত্তিকা খননকালে জলের সহিত উহা উদ্ভূত হয়। ঐ জল পৃথক্ করণার্থ কূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী কাটিয়া ঐ মিশ্র তৈল ও জল তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করত দুই চারি দিবস তাহা তদবস্থায় রাখিতে হয়। অনন্তর জলের স্বাভাবিক গুরুতা হেতু তাহা অধোগত হয়, এবং তৈলাংশ তাহার উপর ভাসিতে থাকে। ঐ অবস্থায় বালতিদ্বারা তাহা গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে। অনন্তর তাহা মেষচর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করা হয়।

কৃষ্ণবর্ণ শৈলজ তৈল বার্ষিক সাড়ে চারি কোটি সের পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

মলবার রাজ্য।

বিশাল কর্ণাটক সম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে নিবীর্য্য ভূপালবর্গের হস্তে অভিভূত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুল পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য রূপে পরিণত হইলে কানারা নামে এক রাজপাঠের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে উক্ত কানারা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ তুলুবরাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। উক্ত তুলুব রাজ্যের উত্তর স্থিত চন্দ্রগিরি-নদহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যে প্রদেশ স্থিত আছে

তাহা মলবার প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত। পরন্তু অনবধানতা-প্রযুক্ত সচরাচর প্রায় বোম্বাই রাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রতটস্থ দেশ মলবার নামে উক্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা উপরোক্ত মলবার প্রদেশকে কেরল দেশ বলিতেন; এবং ঐ কেরল দেশ উত্তর-কানারাহইতে কুমারিকা সমেত তিন্নিবেলী জনপদ বর্ত্তিনী তাম্রপর্ণী নদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পশ্চিম সীমা মহা সমুদ্র ও পূর্ব্ব সীমা ঘাট নামক পর্ব্বত। এই চতুঃসীমা-মধ্যে বহুতর নদী আছে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবনেরা উপরোক্ত সাগর বা ভূধর উল্লঙ্ঘন-পুরঃসর এতৎ-প্রদেশ-মধ্যে অস্ত্র প্রভাব প্রচারণে সক্ষম হইতে পারে নাই, সুতরাং তত্রত্য হিন্দুদিগের লৌকিক এবং সামাজিক নিয়মেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বস্তুতঃ তাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দুরাজ্যের আচার-রীতি পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর পুরাতন বলিয়া অনুভব করা যায়।

মলবার প্রদেশের প্রধান বর্ণ এই রূপে নিবদ্ধ আছে; যথা—

১, নাম্বুরী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।
২, নেয়ার —— শূদ্র।
৩, তিয়ার —— কৃষাণ।
৪, মলিয়ার——নট।
৫, পলিয়ার——দাস।

প্রাগুক্ত বর্ণগুলির মধ্যে নেয়ার বর্ণ বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তদন্তর্গত মনুষ্যেরা নানাবিধ শিল্পবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।

মলবার দেশীয়দিগের এক আশ্চর্য্য স্বতন্ত্র ব্যবহার এই যে নেয়ার ভিন্ন অপর শ্রেণীভুক্ত মনুষ্য ব্রাহ্মণগণের দেহের সন্নিকটে যাইতে পায় না; এবং বর্ণবিভেদে মনুষ্যদিগকে পরস্পরের নিয়মিত ব্যবধানে অবস্থিতি করিতে হয়। তদ্যথা—

১, নেয়ার মনুষ্য ব্রাহ্মণের শরীরের নিকট গমন করিতে পারে, কিন্তু শরীর স্পর্শ করিতে পারে না।

২, তিয়ারগণ ষট্ ত্রিংশৎ পাদ অন্তরে থাকিয়া ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করে।

৩, পলিয়ারগণ তদপেক্ষা অধিক দূরে অর্থাৎ ৯৬ পাদ দূরে অবস্থিতি করে।

৪, তিয়ারগণ নেয়ারহইতে ১২০ পাদ ভূমি দূরে দণ্ডায়মান থাকে।

৫, মলিয়ারগণ তদপেক্ষা আর তিন পাদ দূরে অবস্থিতি করে।

৬, পলিয়ার নেয়ারহইতে ৯৬ পদ দূরে অবস্থিতি করে।

৭, মলিয়ার তিয়ারদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু কার্য্যানুরোধে তৎ-সন্নিকটে অগ্রসর হইতে পারে।

পলিয়ার লোকেরা এতাদৃশ ঘৃণ্য যে উহারা কোন শ্রেণীর সন্নিকটে গমন করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না; যদ্যপি কার্য্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, নেয়ার, তিয়ার প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে হয়, তাহা হইলে দূরহইতে উচ্চৈঃস্বরে মন্তব্য কথা প্রকাশ ভিন্ন নিকটে গিয়া আলাপ করিতে পায় না। উক্ত মনুষ্যকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মণেরা পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং অপরাপর মনুষ্যেরা অবগাহনদ্বারা দেহ শুদ্ধ করে।

নেয়ার মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈষ্ণব তন্ত্র। পরন্তু তাহারা বিষ্ণুপাসক-সদৃশ তীলক ধারণ করে না; শৈব সাম্প্রদায়িক লোকদিগের ন্যায় ললাটে ত্রিপুণ্ড অথবা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চন্দন চিহ্ন ধারণ করে; এবং কাশী গয়া পুরুষোত্তম তথা কর্ণাটস্থ ত্রিপতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেব-প্রতিমা দর্শনপূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করে, এবং তত্রত্য মহা-

দেবের মস্তকে ভাগীরথীর সলিল উৎসেচন-পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

নেয়ারদিগের প্রধান বাসস্থান কালিকট্ট রাজ্য। যখন স্পানীয় মনুষ্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে তৎকালে উক্ত স্থানের ভূপতি ইউরোপীয়লোকদ্বারা "জামরীন" নামে খ্যাত হইয়াছিল। পরন্তু ঐ ভূপালের অধীকারস্থিত লোকেরা রাজা শব্দের পরিবর্ত্তে মলবার-দেশ-সাধারণ "তাম্বুরী" শব্দ ব্যবহৃত করিয়া থাকে, এবং রাজবংশীয় পুরুষদিগকে "তাম্বুরাণ" ও রমণীগণকে "তাম্বুরেত্তী" বলিয়া থাকে।

তুলুব মলবার প্রভৃতি দক্ষিণ দেশস্থ মনুষ্যগণ পরলোক গত হইলে কন্যারা ও কন্যার সন্তানেরা ক্রমপরম্পরা দায় প্রাপ্ত হয়, পুত্র বা পৌত্রেরা তাহা প্রাপ্ত হয় না। রাজকন্যার সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ "শিখরী রাজা," দ্বিতীয় "ইলীয়া," তৃতীয় "কভশারা," চতুর্থ "তলন তাম্বোরান," এবং পঞ্চম "তরিপুতমুরা" বলিয়া আখ্যাত হয়; এবং যাবৎ তাহারা রাজ্য প্রাপ্ত না হয় তাবৎ বৃত্তি লাভ করে।

নেয়ারদিগের অপরাপর আচারের মধ্যে তাহাদের অঙ্গনাগণের পিত্রালয়ে অবস্থিতি এবং ইচ্ছানুসারে অন্যের সহিত প্রণয়-ক্রীড়া, এই বহুকালীক প্রথা অত্যন্ত জঘন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উক্ত জাতীয় স্বামী কন্যার পাণিগ্রহণানন্তর তাহাকে চির কালের জন্য তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া গমন করে, এবং যত কাল উক্ত কন্যা জীবিতা থাকে তাবৎ স্বামী তাহার গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করে, কিন্তু পরিণয়ের পর স্বামীর সহিত সহবাস কামিনীদিগের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের নিমিত্ত হয়; এই হেতু ঐ রমণীরা পিত্রালয়ে বা ভ্রাতৃভবনেই অবস্থিতি করে। নৃপ-কন্যারা বিবাহ করে না, পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের সেবা করে; প্রস্তাবিত প্রদেশ মধ্যে এই প্রসিদ্ধ রীতি কোন মতে কুলের গৌরব হানিজনক হয় না; তথাপি কামিনীর স্বীয় কুলহইতে পুরুষের কুল উজ্জ্বল যদি না ঘটে তাহা হইলে অত্যন্ত নিন্দা ও অপমানের বিষয় হয়। উক্ত রাজকন্যাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে "মানবিক্রম সামুদ্রি রাজা" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরম্পরায় সিংহাসনে আরোহণ করে। প্রসিদ্ধ আছে যে উপরোক্ত ভূপালবৃন্দ সাধারণ-লোক-সমক্ষে দেবতা-তুল্য পরম-পূজ্যরূপে সম্মানিত হইয়া থাকে; কেবল ব্রাহ্মণেরা শূদ্র বলিয়াই তাহাদের অশ্রদ্ধা করে।

সাধারণ নেয়ার মনুষ্যেরা ত্রিংশৎ শ্রেণীতে গণ্য হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তাহাদিগের ব্যবসা এক প্রকার নহে। কুম্ভকার, সূত্রধর, তৈলিক, বর্ণজীবী, কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি লোক নেয়ার শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাচীন হিন্দু মহীপালবৃন্দ উল্লিখিত নেয়ার-শ্রেণীস্থ লোক-সকলকে সৈন্য কার্য্যে গ্রহণ করিতেন, এই হেতু অদ্যাপি তাহারা ব্যূহাদি রচনা, তথা মল্লযুদ্ধ-বিষয়ে বিশেষ উৎসুকতা প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ আছে যে চোরমন পরমাল নামক নৃপতির রাজ্য শাসনের পর অবধি মলবার প্রদেশে ত্রয়োদশটী কন্যা-গোত্রীয় ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; এবং ঐ দীর্ঘকাল প্রজাবর্গ ভূপতিগণের বিরুদ্ধে কদাপি অস্ত্র ধারণ করে নাই। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে উক্ত রাজন্যবর্গ প্রজাপালনে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

কলিকট্টহইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে সিন্ধুতটে পানিয়ানী নামক এক নগর আছে, তথায় দক্ষিণ দেশস্থ মোপ্লা নামক যবনদিগের অনেক মোল্লার বসতি আছে। তত্রত্য লোকেরা ঐ স্থানকে

পুনাংবকুল বলিয়া থাকে; এবং পূর্ব্ব কথিত মোল্লাদিগকে "তঙ্গল" নামে খ্যাত করে। মোপ্লা মনুষ্যেরা বিশ্বাস করে যে মুহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশে উক্ত মোল্লাদিগের জন্ম হইয়াছে। মলবার প্রদেশের মোপ্লারা মান্দ্রাজ প্রদেশে "লুবেমার" নামে খ্যাত হয়।

মলবার প্রদেশে সেগুণ কাষ্ঠ অধিক জন্মে, কিন্তু চন্দন কাষ্ঠ কাবেরী-নদী-তট-ব্যতীত অন্য কোন স্থানে জন্মে না। ক্বচিৎ কোন কোন স্থানে যে চন্দন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সুগন্ধ নহে। এই নিমিত্ত কাবেরীর নিকটস্থ চন্দনকাষ্ঠ মলবারে ও অন্যান্য বহুতর স্থানে প্রেরিত হয়। তথায় মরিচও অধিক উৎপন্ন হয়; তাহার অধিকাংশ ইউরোপ এবং চীন দেশে প্রেরিত হয়। তদ্ভিন্ন বঙ্গ, কচ্ছ, গুজরাট, সিন্ধু, প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাহা নীত হয়; এবং বিদেশীয় বণিকেরা মসকৎ, হেজাজ, আদন, ও মক্কানগরে লইয়া যায়।

উল্লিখিত প্রদেশজাত গো অত্যন্ত কৃশ ও খর্ব্বকায়। এ বিধায় তদ্দ্বারা শকট বহনের কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। অপর তথায় অশ্ব, রাষভ, বরাহ, মেষ, ছাগ, ইত্যাদি পশু অধিক জন্মে না। ঐ সমস্ত পশু ভিন্ন-দেশহইতে নীত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে মলবার প্রদেশের লোকালয় ও পল্লী সকল অতিশয় পরিষ্কার। কোন সুবিজ্ঞ দর্শকের বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হয় যে পূর্ব্ব কথিত পল্লীবাসী জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রকৃত মলবার জনপদের উত্তর সীমা কানারা বা তুলুব রাজ্য, দক্ষিণ সীমা কোচীন রাজ্য, পূর্ব্ব সীমা পশ্চিম-ঘাট-পর্ব্বত, ও পশ্চিমভাগে ভারত মহাসাগর। উহা দীর্ঘে ১৭৫ জ্যোতিষি ক্রোশ, এবং পরিসর ৩৫ জ্যোতিষি ক্রোশ নির্দ্দিষ্ট আছে। এতৎ-প্রদেশের প্রাকৃত স্বভাব দুই প্রকার, প্রথমতঃ উত্তরভাগ ভূধরমালায় পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে পার্ব্বত্য উৎস শৈলবিপিন, মনোহর কন্দর, নির্জ্জন উপত্যকা প্রভৃতি ইতস্ততো দৃষ্ট হয়। উক্ত শৈল প্রদেশের বহুজনাকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও পল্লী দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এবং তত্রত্য হিন্দুদিগের পুরাকালিক আচার রীতি পদ্ধতি উক্ত প্রদেশের স্বতন্ত্র-লক্ষণ-বিশেষ মনোহারিত্যের এক হেতু বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ইহার অপরাংশ অনাবৃত ক্ষেত্রবৎ বিশেষ উৎকর্ষশালী। তথায় বিবিধ প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং ঐ সমস্ত অভিজাত দ্রব্য বণিকেরা নানা দেশে প্রেরণ করে।

মলবারের জল ও বায়ু স্বাস্থ্যজনক। তথায় যে সকল নদী আছে, তাহা অন্য কোন বিশেষ নামে পরিজ্ঞাত নহে; কেবল যে প্রসিদ্ধ দেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই দেশের নামেই উক্ত হয়। নীলাম্বর নামে এক পার্ব্বত্য প্রদেশহইতে সর্ব্বদা স্বর্ণ সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে। ঐ স্থান ইর্ণাদ নামে বিখ্যাত।

মোপ্লা মুসলমানদিগের এক স্বতন্ত্র বর্ণমালা আছে, তাহা বর্ত্তমান আরব্য বর্ণমালাহইতে অনেক অংশে পৃথক্। ঐ বর্ণমালা তাহারা সচরাচর ব্যবহার করে। কিন্তু আরব্য ভাষা তাহাদের অল্প লোকে পরিজ্ঞাত আছে। উক্ত লোকেরা পূর্ব্বে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিত, পরন্তু টিপু শুলতান তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করাতে তাহারা তাঁহার রাজ্যসময়ে হিন্দুদিগের প্রতি বিজাতীয় অত্যাচার করিয়াছিল; এবং উক্ত প্রদেশমধ্যে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করত বিশেষ ঋদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে কানানোর ভিন্ন অন্য স্থানে তাহাদিগের কোন প্রভুত্ব ছিল না, এবং হিন্দু ভূপালদিগের বশতাপন্ন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বুকনান সাহেব বলেন যে টিপুশুলতানের

ব্যবস্থাবলী কলিকট্ট ব্যতীত অন্যত্র প্রচলিত ছিল না। উক্ত পাষাণ হৃদয় টীপু বল প্রকাশ-দ্বারা পরিশেষে কর্ণাট তুলুব মলবার প্রভৃতি দেশস্থ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ভ্রংশ ও জীবন নষ্ট করত নিজ দুষ্পুরাস্ত্র চরিতার্থ করিয়াছিল।

মলবার প্রদেশীয় পল্লীগ্রামসকল অতি সুন্দর। হর্ম্ম্য-সকল শ্রেণী-বদ্ধ-রূপে বিনির্ম্মিত: গৃহস্থের বাটীসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণলতা বৃক্ষাদিদ্বারা অপরিচ্ছন্ন থাকে না। প্রায় সচরাচর ভদ্র গৃহস্থেরা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে তত্রস্থ হিন্দুগণ এতাদৃশ শুদ্ধাচারী ও প্রযতস্বভাব যে তাহাদিগের চর্ম্ম সম্বন্ধীয় পীড়া নিতান্ত অগোচর; তাহা কেবল নীচ শ্রেণীস্থ লোকদিগের সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

মলবার প্রদেশে এই রূপ রীতি আছে যে রমণীগণের শ্রমদ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তৎপ্রতি তাহাদিগের স্বামীর প্রভুত্ব স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে।

দক্ষিণ ও মধ্যস্থল সমেত মলবারের দীর্ঘতা চতুরস্র ৩৩০০ ক্রোশ। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ লোকের বসতি আছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মলবার প্রদেশে প্রতিবাসীর সঙ্খ্যা করা হয়, তাহাতে সম্যক্ প্রকারে সকল মনুষ্যের গণনা শেষ হয় নাই। দক্ষিণ দেশে শকাদিত্যের শকাব্দা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, পরন্তু মলবার প্রদেশস্থ হিন্দু সমাজমধ্যে পরশুরামের সংবৎসর প্রচলিত দেখা যায়। উহা একৈক সহস্র বৎসরে সমাপ্ত হওনানন্তর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সঙ্খ্যায় পরশুরামাব্দ নামে উক্ত হয়। খ্রীষ্টের ১৮০০ অব্দ পরশুরামের নব শত ষট্ সপ্ততিতম সহস্রাব্দের সহিত ঐক্য হয়। পরন্তু বর্ত্তমান অব্দ ৪০ বৎসর বলিয়া গণ্য হয়।

মলবার প্রদেশের ভাষা তামিল ভাষার অনুরূপ। উক্ত ভাষার বর্ণাবলি, এবং কাব্য ও অপরাপর বিষয়ের সহিত তামিল ভাষার বিশেষ ভিন্নতা নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে মলবার উপকূলে সর্ব্বাদৌ জিওবানী গন্সাল্বেস্ নামা জনৈক বিদেশীয় ব্যক্তি এক খণ্ড খ্রীষ্টধর্ম্মের পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করে; তৎপূর্ব্বে অন্য কেহ তথায় কোন পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র স্পর্শ করায় নাই। প্রোক্ত বিদেশীয়ের প্রযত্নে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এতৎপ্রদেশমধ্যে একটী তামিল ভাষার মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অপর এক খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থ প্রচার হইবার পর এক জন রোমান কাথলিক পুরোহিত তামিল ভাষায় এক খান অভিধান প্রচার করেন। এই রূপে অধুনা মলবার প্রদেশ মধ্যে তামিল ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে।

জনশ্রুতি আছে যে মলবার প্রদেশমধ্যে বেদে শ্রেণীস্থ কতক গুলি মনুষ্য বাস করে, তাহারা পূর্ব্বে ভোজ বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিল। বেদেরা কহে যে অথর্ব্ব বেদের শেষ অধ্যায়হইতে কুবিলবর নামা মুনি ঐ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অধ্যায় লোপ হইবাতে এই ক্ষণে তাহারা ঐ বিদ্যায় আর সম্যক্ ক্ষমতা দর্শাইতে সক্ষম হয় না।

প্রাচীন সময়াবধি মলবার প্রদেশে বিদেশীয় মনুষ্যেরা বাণিজ্যার্থে গতায়াত করিত; তন্নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি উক্ত প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক অনেক আছে; এবং উহাদের মধ্যে রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের সঙ্খ্যা অধিক। জনশ্রুতি আছে যে দক্ষিণ দেশবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ চোল দেশস্থ ভূপালদিগের আধিপত্য সময়ে মলবার প্রদেশ উপরোক্ত হিন্দু নৃপতিগণের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদ্বারা শাসিত হইত। পরন্তু উল্লিখিত শাসনকর্ত্তারা যাবজ্জীবন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন না। দ্বাদশ বৎসর অন্তর তাঁহারা

কার্য্যহইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন। প্রায় এক সহস্র বৎসর অতীত হইল, উল্লিখিত শাসনকর্ত্তৃবর্গের মধ্যে চিরুমা পিরুমল নামা কোন ভূপাল হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যবনদিগের আচার ও মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি মক্কায় গমনকালে তাঁহার অনুগত ত্রয়োদশ লোকের প্রতি মলবারের শাসন-ভার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সেই হেতু মলবার বা কেরল দেশের বিস্তীর্ণ রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; এবং তৎপর অবধি বহুকাল উক্ত ক্ষুদ্র জনপদসকল ক্ষুদ্র ভূপালদ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে কারিকাল বা কলাস্ত্রিয়া সর্ব্বপ্রধান ছিল। সুবিখ্যাত নাবিক বাস্কো ডি গামা পোর্তুগালহইতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া দশ মাস দুই দিবসের পর এতদ্দেশে উপনীত হইয়া মলবার উপকূলস্থিত কালিকট (কালিকদু) নামক উপকূলে আসিয়া তরি সন্নিবেশিত করেন। তৎপর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডন্ ফরনাণ্ড কৌটিন্হো ৩০০০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মলবার আক্রমণ করেন। পরন্তু তাঁহার যুদ্ধযাত্রা সৎফলোপধায়ক হয় নাই। কিছু ক্ষণ সঙ্গ্রাম করত তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার অনুচরেরা যুদ্ধহইতে নিরত্ত হইয়া প্রস্থানপরায়ণ হইয়াছিল।

ঐ সময়ে মলবার প্রদেশ পিরুমল ভূপালের কোন বংশধর বা আত্মীয়দ্বারা শাসিত হইতেছিল। পরন্তু পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্রত্য রাজকন্যার সন্তানেরাই রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। উক্ত নিয়ম প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত বৃহৎ রাজগোষ্ঠী রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে মত্ত হইয়া আত্মীয়-বিচ্ছেদে প্রবর্ত্ত থাকিত। এই সুযোগ প্রাপ্ত হইবাতেই হাইদর আলী ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন; এবং তদনন্তর দক্ষিণদেশস্থ দ্বিতীয়-ঔরঙ্গজেব-সদৃশ টীপুশুলতান তদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া মলবারের অন্যান্য রাজ্য অধিকৃত করেন। প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি পূর্ব্ব কর্ণাটস্থ নীলবর ও অন্যান্য জনপদের নাম পরিবর্ত্তিত করত যবন আখ্যান প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন; এবং অদ্যাপি ঐ সকল জনপদ তন্নামেই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। কোন সহৃদয়বর লিখিয়াছেন যে যে সকল লোক ভারতবর্ষীয় রাজ্য, নগর, দেবালয় ও দেব-প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, তথা হিন্দু সকলকে উদ্বাসন- এবং ধরণীকে উদ্দূষণ করত বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, টীপু তাহার মধ্যে এক জন প্রধান অত্যাচারী বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার অত্যাচারে বহুতর হিন্দু রাজন্যবর্গ স্বদেশ পরিত্যাগে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তত্তাবৎ বর্ণন করা এতৎ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে কেবল উক্তদেশে ইংরাজদিগের সম্বন্ধ বর্ণন করা অভিধেয়।

আদৌ ইংরাজেরা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত জামরিন বংশীয় ভূপালগণের অধিকার-মধ্যে বাণিজ্যার্থে আগমন করিয়াছিলেন, এবং ১৭০৮ খ্রীষ্টীয় সংবৎসরে কলাস্ত্রিয়ার রাজ্যের উত্তরে তিলিচরী নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তদনন্তর কোরিঙ্গোটস্থিত নৃপতির সহিত সঙ্গ্রাম করত উক্ত দুর্গের পরিসর বর্দ্ধিত করেন। তৎপর ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্বোক্ত স্থানে শুদ্ধ মরিচের বাণিজ্য করণের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ঐ রূপ আর কয়েকটী ক্ষমতা অন্যান্য নৃপতিবৃন্দহইতে প্রাপ্ত হইবায় ইংরাজেরা মলবার প্রদেশমধ্যে অত্যন্ত বাণিজ্যশালী এবং সম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন।

১৭৬৪ অব্দে কানারা এবং কলাস্ত্রিয়ার অধীশ্বরদিগের হস্তহইতে ধর্ম্মপট্টন দ্বীপ ও মদকর নামক দুর্গ লব্ধ হইবায় ইংলণ্ডীয় বণিক্‌বর্গের জনপদ সম্বন্ধীয় অধিকার দৃঢ়ীকৃত হয়। অধিকন্তু ১১৪৯ খ্রীষ্টীয় অব্দে ইংরাজেরা মদকর দ্বীপ মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে শাসন ও বিচার এবং দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা লাভ করেন। তৎকালে এত শীঘ্র ব্রিটীশ বাণিজ্যের প্রভাব বর্দ্ধিয়াছিল, যে ইংরাজেরা মলবার-দেশে সকল মূল্যবান পদার্থেরই একচেটিয়া করিয়াছিলেন। ১৭৩০ ইংরাজী অব্দে তাঁহারা চোরিকালস্থ রবিব্রহ্ম নামা ভূপালকে বার্ষিক ৪২০০ মুদ্রা প্রদান করত তাঁহার অধিকারে আবগারী এবং অন্যান্য কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তদতিরিক্ত কলস্ত্রিয়ার রাজাকে ঋণ প্রদান করিয়া রান্ধাতিরা জনপদ আপনাদের নিকট বন্ধক রাখেন। ১৭৩৫ ইংরাজী অব্দের ২৩ নবেম্বর মাসে ঐ ভূপাল ইংরাজদিগকে তাহার সনন্দ প্রদান করেন। তৎকালে ও গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা হয় নাই; তন্নিমিত্ত পুনর্ব্বার সেই সালের মধ্যেই ১৩ মে মাসে ইংরাজেরা উক্ত জনপদহইতে কর সঙ্গ্রহ করিবেন, তথা ইংরাজদিগের বিপত্তি-সময়ে কারিকালের রাজা পাঁচ শত নেয়ার সৈন্য প্রদানদ্বারা সাহায্য প্রদান করিবেন, এই রূপ কথা ধার্য্য হইল। হা-

ইদর আলীর উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইংরাজদিগের সহিত আর কয়েকটী সন্ধি সমাধা হইয়াছিল।

যে সময়ে হাইদর আলী মলবার প্রদেশের উত্তর-ভাগে আধিপত্য বিস্তৃত করেন তৎকালে রবিব্রহ্ম মানবিক্রম সামুদ্রি রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ-মলবারের প্রায় সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য অস্ত্র-প্রভাবদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন।

উচ্চাভিলাস-বশতঃ হাইদর আলী ভূপাল রবিব্রহ্মের সহিত সঙ্গ্রাম করিতে উদ্যত হন। কলিকটের অধীশ্বর উক্ত নৃপতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না। পরন্তু তিনি হাইদরের প্রতিযোগী তুল্য-যুদ্ধবেশে সাক্ষাৎ না করিয়া রক্ষিতের ন্যায় শরণাগত হইলেন। ভূপাল রবিব্রহ্ম সমরানুরাগী বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজ্য-সীমায় শত্রুপক্ষের রণভেরীর উচ্চ শব্দ নাদিত হইতেছে শ্রবণমাত্র তাঁহার দারুণ রোষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অধিকন্ত যবনদিগের অত্যাচার তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই হেতু সত্বরে সঙ্গ্রামে প্রস্তুত হইলেন; শত্রু হস্তে মৃত্যু হইবে কি জয়লাভ করিবেন সে জ্ঞান আর রহিল না। কিন্তু জন্মভূমির পরাধীনতাপাশ দূরীকৃত করণার্থে তাঁহার যে প্রগাঢ় অধ্যবসায় জন্মিয়াছিল তাহা সার্থক হইল না, যেহেতু প্রবল প্রতাপান্বিত যবনগণকে তিনি একাকী কত ক্ষণ প্রতিরোধ করিতে পারেন? বিশেষতঃ উক্ত অধীশ্বর যে কতিপয় ক্ষুদ্র নৃপতিকে আত্ম-বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত অন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং অতি শীঘ্রই তিনি সমরক্ষেত্রে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, ও মুসলমানেরা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল। অপর ভূপাল যে মন্দিরে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই গৃহে অনল লাগাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার আত্মীয় ও অনুচরবর্গ ভূপালের শোকে ঐ দহ্যমান গৃহের উপর দেহ পাত করত জীবনকে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল, এবং তাহাতেই রবিব্রহ্মের রাজত্বের শেষ হইল। ঐ সময়ে আরকটের নবাবের অধিকার-মধ্যে সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইবায় হাইদর আলী মলবার-প্রদেশস্থ অন্যান্য রাজাকে পরাভূত করত ত্বরায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরন্তু এই প্রত্যাগমনে যে সকল অধিপতিগণ হাইদরকর্ত্তৃক বশীভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ অধীনতাপাশহইতে পুনশ্চ নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই হেতু পূর্ব্বকথিত যবন অধীশ্বর অবাধ্য ভূপালগণকে বশীভূত করণার্থে কোন ব্রাহ্মণকে মলবারে প্রেরণ করেন। উক্ত ব্যক্তি তথায় গমনপূর্ব্বক হাইদরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করেন, এবং অনেকগুলি রাজাকে নির্ব্বাসিত করেন। ঐ সকল নির্ব্বাসিত ভূপাল-বর্গের রাজ্য শাসনের নিমিত্ত মোপ্লা বংশীয় আলি রাজাকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত প্রবল প্রতাপান্বিত হাইদরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে মলবারের যে সমস্ত ভূপাল রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। উত্তর ভাগস্থিত জনপদসকলের মধ্যে কার্ত্তিনাদের অধিপতি হাইদরের বশতাপন্ন হইলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে টীপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের যে মৈত্রেয়িক সন্ধিসমাধা হইয়াছিল তাহাতে নির্দ্ধারিত হয় তিনি মলবারের কতিপয় ভূপালের অধিকার বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। পরন্তু সে প্রতিজ্ঞা যথাক্রমে রক্ষা করিতে ত্রুটি হইয়াছিল। সেই হেতু কয়েক বৎসর পরে টীপু

পুনর্ব্বার বলপূর্ব্বক হিন্দু-রাজাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার নিমিত্ত উৎপীড়নদ্বারা স্বদেশহইতে পরিবারের সহিত তাহাদিগকে দূরীকৃত করিলেন।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে নেয়ার বংশীয় কএক জন রাজা ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। তদর্থে ইংরাজেরা কোরিঙ্গোটের ভূপালকে পুনর্ব্বার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে কানানোরের মোপ্লা অধিপতি টীপুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই হেতু টীপুর সৈন্যেরা পরাভূত হইলে ইংরাজকর্ত্তৃক কানানোরের দুর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল; এবং উক্ত জনপদের ভূপাল বৃটীশ ক্ষমতার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে টীপুর সকল সৈন্য মলবার প্রদেশহইতে দূরীকৃত করা হয়; এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভাগের ভূপালগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ সময়ে ইংরাজেরা যে যে রাজত্ব প্রাপ্ত হন তাহা এই কয়েকটী জনপদে স্বতন্ত্র রূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা—উত্তরে প্রকৃত কারিকাল, কোসিওট, কার্ত্তিনাদ, কানানোর, রন্ধাতিরা, কোরিঙ্গোট, ইর্ব্বরনাদ। দক্ষিণে ত্রিবঙ্কদ, কোচীন, কোরিমনাদ, এবং কলিকদু বা কলিকট্‌। যে সমস্ত জনপদ ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল তাহার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কতক গুলি কমিসনর নিযুক্ত করা হয়; তাহাদিগদ্বারা তাহার তত্ত্বাবধারণ সম্পাদন হইতেছিল। এই ক্ষণে ঐ সকল প্রদেশ মান্দ্রাজ প্রসিডেন্সীর অন্তর্গত করা হইয়াছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
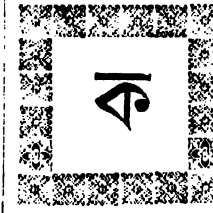
কবি উপাখ্যান। শ্রীবনমালী ঘোষ প্রণীত। এই ক্ষুদ্র ৪০ পৃষ্ঠা পরিমিত কাব্য খানি জেম্‌স বীটি নামক এক জন ইংলণ্ডীয় কবির রচনাদর্শে গ্রন্থিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন কবিদিগের জীবন চরিত, এবং তাহার বর্ণনা ইহাতে সুচারুরূপে সমাধা করা হইয়াছে। এই কবির সর্ব্বপ্রাচীন আদর্শ ধ্যান করিতে হইলে নারদ ঋষিকে স্মরণ হয়। তিনি যে প্রকারে পরিভ্রমণ ও বীণাবাদন সহকারে গীত গানে দিনপাত করিতেন, ইহারও অবস্থা সেই রূপ; কেবল নারদ ভগবানের গুণ কীর্ত্তনে অনুরক্ত থাকিতেন, প্রস্তাবিত কবি গল্প ও ঐতিহাসিক বিষয়ে কালাতিপাত করিতেন। পরন্তু ইহার প্রতিরূপ যে কেবল নারদ ঋষিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত নহে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই রূপ কবি, বন্দী-নামে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত, এবং অদ্যাপি তাহার দুই এক জনকে রাজবারা প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘোষজ ইউরোপীয় কবির উল্লেখে লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বকালে ইয়ুরোপে মিনিষ্ট্রেল নামে কতিপয় কবি বীণাবাদন পূর্ব্বক দারিদ্র্যদশায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ডাক্তর বীটি সেই প্রকার এক জন কবির বিবরণ অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার বাল্যকালাবধি যৌবন প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কিরূপ চরিত্র ছিল, তাহা বর্ণন করিয়াছেন।"

এই মিনিষ্ট্রেলের অবিকল আদর্শ ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ চাঁদ কবি; তিনি কান্যকুব্জের পৃথ্বীরায় ভূপতির যশোবর্ণনদ্বারা আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম "পৃথ্বীরায় রাসো।" তদনুরূপ আর এক জন কবি খোমন ভূপতির গুণ বর্ণনে "খোমন রাসো" নামে কতক

গুলি কবিতা লেখেন তাহাও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সকল কবিরা পরিভ্রমণে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, এবং যখন যাহার বাটী যাইতেন তখন তাহাকে আপন২ রচনা শ্রবণ করাইয়া উপজীব্য অর্জ্জন করিতেন। এই রূপ যে সকল কবি মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত আছেন তাঁহারা এই মিনিষ্ট্রেলের অনুরূপ ছিলেন, ও পূর্ব্বে "সূত" নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইংরাজী মিনিষ্ট্রেলের উপদেশমালাহইতে নিম্নে মুদ্রিত পদ্যগুলি আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে উদ্ধৃত করিলাম; ইহাতে গ্রন্থ-প্রণয়নকর্ত্তা ঘোষজের রচনা-চাতুর্য্য কি রূপ, তাহা পরিব্যক্ত হইবে।

"ইহা শুনি উত্তরিল সন্ন্যাসী সুজন।
নিন্দনীয় নহে বটে তোমার মনন॥
যে হেতু কল্পনাপথ অতি মনোহর।
কোমল কুসুমে যেন শোভে নিরন্তর॥
কিন্তু কল্পনার দোষ হয় অগণন।
বিপদ ঘটিতে তাহে পারে অনুক্ষণ॥
বহুকাল কল্পনায় মত্ত যেই নর।
নাহি রহে সত্যে তার বিশেষ আদর॥
কল্পনার সুখ শেষে প্রবঞ্চক হয়।
উল্কার উজ্জ্বল দীপ্তি কত ক্ষণ রয়॥
অতএব সুখ নাহি শুদ্ধ কল্পনায়।
চিন্তাচরিত্রের বহু হানি জন্মে তায়॥
তাহাতে আনন্দ হয় বর্দ্ধিত নিশ্চয়।
তার সঙ্গে দুঃখরাশি অল্প নাহি হয়॥
"কিন্তু সঙ্কটের কালে, শুনহে যুবক।
অন্তরের দৃঢ়ব্রত হয় আবশ্যক॥
যখন বিরক্ত করে কোন দুর্ঘটন।
তখন লইতে হয় ধৈর্য্যের শরণ॥
অভিজ্ঞতাবলে করি উপায় সন্ধান।
সত্যেরে ভাবিতে হয় রক্ষক সমান॥
তেমন সঙ্কটজালে পাইতে উদ্ধার।
সাধুগণে করিতেন যেরূপ আচার॥
সেরূপ আচারমতে করিলে যতন।
অসম্ভব নাহি হয় অভীষ্টসাধন॥
বিষম বিপদে তাঁরা পাইলে নিস্তার।
অপরে করিবে কেন আশা পরিহার॥
সে সকল ধৈর্য্যশাল সাধুর বিষয়।
জানিতে পারিলে হয় জ্ঞানের উদয়॥
"ইতিহাসে দোষ কেন করিছ অর্পণ।
ধার্ম্মিকগণের তাহে আছে বিবরণ॥
হিতৈষী জনের অতি পবিত্র চরিত।
পঠন করিলে তাহে হয় কত হিত॥
দেশের মঙ্গলে যাঁরা হন সযতন।
নিশ্চয় জানিও তাঁরা অবনী-রতন॥
যত ব্যবহারশাস্ত্র আছে প্রচলিত।
উপকার দর্শে তাহা হইলে বিদিত॥
"জ্ঞানদ দর্শনশাস্ত্র করিলে পঠন।
কল্পনাজনিত দোষ করে পলায়ন॥
বিজ্ঞানের মনোহর জ্যোতির প্রকাশে।
কুচিন্তাতিমির নষ্ট হয় অনায়াসে॥
দুষ্ট রিপুগণ আর না করে অহিত।
সুখবীজ জ্ঞানশক্তি হয় উত্তেজিত॥
"গণিত শাস্ত্রের গুণে জ্ঞাত হয় নর।
নানাবিধ গণনার প্রণালী সুন্দর॥
তাহার সাহায্যে কত আবিষ্ক্রিয়া হয়।
পরিমিত হয় তাহে বিবিধ বিষয়॥
"বৃহস্পতি দর্শনশাস্ত্রে হইয়াছে যার।
তার মনে কুসংস্কার নাহি রহে আর॥
বিজনে রজনীকালে প্রেতের কারণ।
নাহি হয় সেই জন ভীত কদাচন॥
"স্বদেশের দ্রব্যলাভে যে সকল জন।
করিত দারুণ কষ্টে সময় হরণ॥
তারা এবে খাদ্যাভাবে হইয়া পীড়িত।
বিদেশে যাইতে ত্বরা হয় ব্যগ্রচিত॥
শাস্ত্রবলে নাবিকের বিদ্যাশিক্ষা করি।
তরি ভাসাইয়া যায় সিন্ধুর উপরি॥
তরঙ্গ ঝটিকা ভয়ে না হইয়া ভীত।
ক্রমে ক্রমে ভিন্নদেশে হয় উপনীত॥
"যে নিবিড় বন হয় অতি ভয়ঙ্কর।
ভীষণশ্বাপদকুলে পূর্ণ নিরন্তর॥
কৃষিশাস্ত্রে করে তথা নানা উপকার।
তাহার শিক্ষায় হয় বন পরিষ্কার॥

অনল প্রয়োগ লোকে করে কোন বনে।
কোথাও বা অস্ত্রাঘাতে কাটে তরুগণে॥
গহনের স্থানে হয় সুচারু কানন।
নাহি রহে আর কভু দুষ্টজন্তুগণ॥
স্বভাবের নবভাব প্রকাশিত হয়।
পরিমলসনে বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
"কত শত রোগ দেখ রিপুর সমান।
মানবগণের দেহে করে কষ্ট দান॥
তথাপি চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ যে জন।
সে জন করিতে পারে কষ্ট নিবারণ॥
জ্বরের যন্ত্রণাভোগ নাহি হয় আর।
ক্রমে ক্রমে হয় পুনঃ স্বাস্থ্যের সঞ্চার॥
"দর্শনশাস্ত্রের গুণ কিবা মনোহর।
তাহাতে সুনীতি কত প্রাপ্ত হয় নর॥
রিপুগণে জ্ঞানবলে করিয়া দমন।
কুচিন্তাকুকর্ম্মে মন না করে অর্পণ॥
"কোন্ কর্ম্ম নাহি পারে শিল্পী শ্রমী জন।
দর্শন শাস্ত্রের বলে করিতে সাধন॥
স্বেচ্ছাচারী রাজা কিম্বা দুষ্টমতিদল।
যখন দেশের মধ্যে করে অমঙ্গল॥
তখন সুবিজ্ঞজন কৃপাপূর্ণ চিতে।
ব্যগ্র হন অত্যাচার দমন করিতে॥
রাজনীতিশাস্ত্র গুণে করিয়া যতন।
মঙ্গলার্থে পুনঃ শান্তি করেন স্থাপন॥"

২। "চিত্তোৎকর্ষ বিধানম্। শ্রীধর্ম্মদাস অধিকারী কর্ত্তৃক অনুবাদিত।" এই খানি বিশেষ অনুমোদনীয় গ্রন্থ। ইহাতে সুবিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক শ্রীযুক্ত ওয়াট সাহেবকর্ত্তৃক বিরচিত চিত্তের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়-বিষয়ের প্রস্তাবটী সরল সংস্কৃত পদ্যে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার পাঠে এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়গণ দেখিবেন যে দর্শন-শাস্ত্রে ইউরোপীয়েরা নিন্দনীয় নহেন; প্রত্যুত তাঁহারা উহাতে এতদ্দেশীয় লোকাপেক্ষা অধুনা অধিকতর উন্নতিসিদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের রচনা পরিপাটী হইয়াছে মানিতে হইবে। পরন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধ হওয়াতে তাহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে প্রয়োনীয় নহে।

৩। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "উপক্রমণিকা" নামক সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অনুবাদক। উক্ত বাবু গৌড়ীয় ভাষায় সুরচনাবিষয়ে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ আছেন, এবং তাঁহার "তেলিমেকস" এবং "নীতিবোধ" নামক পুস্তকদ্বয় সর্ব্বত্র সমাদৃত আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত জ্ঞানের পথ বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিয়াছেন।

৪। "চন্দ্রবিলাস নাটক। শ্রীপ্রেমধন অধিকারী প্রণীত।" গ্রন্থকার কহেন "ইহাতে উপন্যাসচ্ছলে ভারত-ভূমির প্রাচীন কালিক হিন্দুরাজগণের শাসনাধীনে জনসমাজের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে;" পরন্তু তিনি পুরাবৃত্তবিষয়ে তাদৃশ পারদর্শী নহেন, এবং রচনাবিষয়েও বিশেষ পটু নহেন, সুতরাং নাটকে তাঁহার আয়াস সুসিদ্ধ হইয়াছে ইহা আমরা বলিতে পারিলাম না। রঙ্গস্থলে ইহার অর্দ্ধেক পরিত্যাগ না করিলে দর্শকের সহ্য হইবেক না, এবং পাঠসময়ে ইহার তিন পাদ বিস্মৃত হওয়াই বিধেয়। একথায় গ্রন্থকার আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু আমরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে নিম্নোদ্ধৃত পদ্য গুলিতে ব্যঙ্গ, রস, ভাব, কবিত্ব, ইহার কোন্ গুণের পরিচয় দিয়াছেন? পাঠকবৃন্দ সকলেই স্বীকার করিবেন যে বটতলার কবিরাও দুষ্ট সরস্বতীর প্রসাদে ইহাহইতে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ্য লিখিয়া থাকে।

বেড়াই আমি যমের দূত
সামনে গিয়ে, যুদ্ধ দিয়ে,
মারি যত রাজ পুত॥

১ দস্যু।—আমি ভাই, মেগে খাই,
লাঠিবাজি না জানি।

ভিক্ষের তরে, ঢুকে ঘরে,
সকল সন্ধান ঠিক আনি॥

৩ দস্যু।—ভ্রান্তপথ লোক পেলে,
পথ দেখাবার তরে।
যাই তারে সঙ্গে করে,
ঘোর কাননের ভিতরে॥

১ দস্যু।—দিয়ে সিঁধ, করি বিঁধ,
গৃহস্থের বাড়িতে।
তৈজস বস্ত্র, গয়না পত্র,
নিয়ে পালাই রাত্রিতে॥

২ দস্যু।—একা যারে, পাই তারে,
অমনি মারি লাঠির ঘা।
দড়াম করে পড়লে পরে,
কেড়ে নিই তার আছে যা॥

১ দস্যু।—তল্পি দার হ'য়ে কার
সঙ্গে সঙ্গে যাই চলে।
মাট ঘাট হলে পার
পালাই অমনি কৌশলে॥

৩ দস্যু।—লোক বল ভারি দল
দেখি যেথা দূরহতে।
অম্নি সাধু সঙ্গ পেলে
মিসে যাই তার সাতে॥
রাত্রিযোগে, নিদ্রাভোগে,
থাকে যখন অচেতন।
অম্নি উঠে, লুটেপুটে,
পালাই নিয়ে যত ধন॥

এই রূপ অপদার্থ পদ্য গ্রন্থের অন্যত্র অনেক আছে তদ্দর্শনে বাঙ্গালী নাটক নামে বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা। পরন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থের পদ্যাংশই যে দূষ্য এমত নহে। ইহার গদ্যও কোন মতে সাধু নহে, অধিকন্তু কোন পদের মনুষ্য কি রূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে তদ্বিষয়েও গ্রন্থকার অত্যন্ত অসাবধান। ফলে কথোপকথনে বঙ্গভাষার যে রূপ উচ্চারণ করা যায় অবিকল তাহা গৌড়ীয় বর্ণে লিপিবদ্ধ করা কোন মতে সুসাধ্য নহে, এবং তাহার অনুকরণ-চেষ্টায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অসিদ্ধকাম হই-য়াছেন। কেহ স্বরের পশ্চাৎ হলযোগ করিয়া অকারে য ফলা দিয়াছেন; কেহ ও কারের গায়ে আকার দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন; এতদ-বস্থায় অধিকারী মহাশয়ের উদ্যম যে পূর্ণ ফলোপধায়ক না হইবেক ইহা আশ্চর্য্য নহে। তেঁহ দীর্ঘ ছটাবিশিষ্ট পদ সকলের সহিত অতি ইতর বাক্যের পরিণয় সাধনেও বিশেষ অনু-রাগী; তাহাতে তাঁহার রচনা নিতান্ত অসম হই-য়াছে। অপর তাঁহার কল্পিত নামে প্রেম শব্দ দৃষ্টে আমাদিগের বোধ হইয়াছিল যে গ্রন্থকার প্রেমবিষয়ক বর্ণনে বিশেষ পারগতা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু তাহাতেও আমরা হতাশ হইয়াছি, যে হেতু প্রস্তাবিত নাটকে অধিকারী তা-হার কোন প্রমাণ প্রদান করেন নাই। পরন্তু গ্রন্থের এক অংশ বিশেষ বিবেচনা-সিদ্ধ হই-য়াছে, এবং তন্নিমিত্ত আমরা প্রণেতার প্রশংসা করিতে পারি; তিনি আপন প্রকৃত নাম গুপ্ত করিয়া গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় এক কল্পিত নাম প্রচার করিয়াছেন। ইহা অত্যুপযুক্তই হইয়াছে; কারণ কোন সহৃদয় ব্যক্তি আপন প্রকৃত নামের সহিত এই নাটকের সংশ্রব রাখিতে সহসা মানস করিবেন না।

৫। "ভীষণ ঝঞ্ঝা। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্র-ণীত।" ইহাতে বিগত ভয়ানক ঝঞ্ঝার বর্ণন বিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য উত্তম, পরন্তু তিনি যে প্রকৃত কবি নহেন, তাহা নিম্নস্থ পদ্য গুলিতে পাঠকের অনুভূত হইবে। এরূপ কবিতায় সহৃ-দয় ভদ্রসমাজের কোন উপকার নাই, এবং বঙ্গ-ভাষারও ইহাতে গ্লানি বই আর গরিমা দর্শে না। অতএব ইহার যত অসদ্ভাব হয় ততই ভদ্র। পরন্তু বটতলা-বিহারিণীর পূজার নিমিত্ত এরূপ ঘেঁটু-পুষ্প মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনীয়, এবং কবির মহিমায়

লোলুপ অল্পমতিদিগের দুরাশা চরিতার্থ করণার্থে ইহা সহ্য করিতে হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে সমালোচনের নিমিত্ত ইহাও আমাদিগকে ক্রয় করিতে হইয়াছে।

"বেলা সহ বায়ুবেগ বাড়িতে লাগিল,
উত্তাল তরঙ্গমালা তটিনী ছাইল;
পারাপার হওয়া ভার, নাবিক নিচয়,
বান্ধিল তরণী তীরে সভয় হৃদয়;
বহুদর্শী বিবেচক যতেক কাপ্তান,
আসন্ন বিপদ জানি, পারাবার জান;
রক্ষিবারে, বহুবিধ করিল কৌশল;
আদেশ পালনে ব্যস্ত নাবিক সকল।
কেহ টানে কপি কেহ কাটে রসারসি,
কেহ দেয় দেখাইয়া অন্তরেতে বসি;
জোর করি ধরাধরি করি কত জন,
প্রকাণ্ড নোঙ্গর নীরে করয়ে ক্ষেপণ।
গেল গেল আর্ত্তনাদ চারি দিকে হয়,
আকুল নাবিককুল সভয় হৃদয়;
দেখিতে দেখিতে এ কি, যতেক কৌশল,
প্রবল পবনবলে হইল বিফল!
হুঙ্কারিয়া, মহা বেগে বহিল শ্বসন,
ভেসে গেল নৌকা যত ছিঁড়িয়া বন্ধন;
ইহার উপরে ইহা হইয়া পতন,
উভয়েই চুরমার হইল মগন।
এই মত কত শত তরণী মজিল,
উলটিয়া কতগুলা ভাসিয়া চলিল।
পোতসহ কত লোক হইল মগন,
পারে কি বাঁচিতে কেহ করি সন্তরণ;
সে ঘোর বিপদে, আহা! বলিষ্ঠ যাহারা,
তবু বাঁচিবারে চেষ্টা করিল তাহারা;
কিন্তু তাহাদের মাত্র বাড়িল যাতনা,
কভু ডুবে কভু ভাসে ঊর্ম্মির খেলনা।
পোতাঘাতে পুনঃ পুনঃ হইয়া আহত,
অরুন্তুদ যাতনায় শেষে হল হত।
ভাসিতে লাগিল জলে করাল আকার।
কার বা নাসিকা নাই, মস্তক কাহার,
বহির্গত হইয়াছে কাহার নয়ন,
কাহার বা নাড়ি ভুঁড়ি ভীম দরশন।
উলটিয়া গেল বয়া শৃঙ্খল ছিঁড়িল,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল;
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ পারাবার-যান,
ছুটিতে লাগিল তূর্ণ, তীরের সমান;
কর্ণহীন কোন খানে ঘুরিতে লগিল,
কি করে কাণ্ডারী তার আকুল হইল,
অবশেষে বাত্যাবশে উলটি পড়িল।
সকল সামগ্রী তায় সলিলে ডুবিল॥"

———

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৩৯ খণ্ড

তাঞ্জোর রাজ্য।
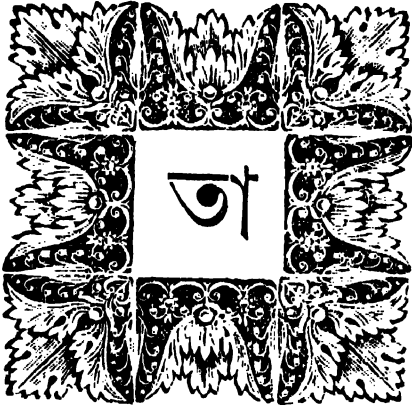
তাঞ্জোর রাজ্য দক্ষিণ-কর্ণাটের অন্তর্গত। উহা কাবেরী নদীর তটহইতে দক্ষিণে সমুদ্রের কূলপর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার পূর্ব্ব-সীমায় মহাসাগর ও পশ্চিমাংশে ত্রিচীনপল্লী এবং পল্লিগার জনপদ আছে। তাঞ্জোর রাজ্যের ভূমি ভারতবর্ষস্থ অপর প্রধান উৎকর্ষ-শালী রাজ্যের ভূমির সদৃশ বিশেষ উর্ব্বরা। তথাকার লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, এবং কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ অনুরাগী। এই হেতু উক্ত জনপদমধ্যে পতিত ভূমি অধিক নাই। উহাতে ৫৮৭০ টী গ্রাম আছে।

নীল, তণ্ডুল, নারিকেল, যব, তৈল, ধান্য, এবং বস্ত্র তথাকার বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য। তদ্ভিন্ন লঙ্কা দ্বীপ এবং মলবার দেশহইতে সুপারি, চীনি, মরীচ, কূর্ম্মত্বক্, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্রব্য তথায় সর্ব্বাদো নীত হয়; এবং তথাহইতে মান্দ্রাজে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। তাঞ্জোরের প্রধান বাণিজ্যের স্থান ত্রাঙ্কুইবার, নাগোর, নিগাপট্টন, করিকাল, এবং দেবীকোট। ত্রাঙ্কুইবার শব্দ 'তুরঙ্গ-বুরি' শব্দের অপভ্রংশ। তাহা মান্দ্রাজহইতে ১৪৫ জ্যোতিষী ক্রোশ দূরে স্থিত আছে।

ইউরোপীয় ১৬১২ অব্দে ডেন্‌মার্কের রাজধানী-কোপেন্‌হেগেন্ নগরে দিনেমার বণিগ্‌দিগের "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে এক শ্রেণী স্থাপিতা হয়। ঐ শ্রেণীর আজ্ঞায় ১৬১৬ ইংরাজী অব্দে তাহাদিগের এক খান বাণিজ্যপোত চোলমণ্ডলের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়। তাঞ্জোরের মহীপাল অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ পোতস্থ বণিগ্‌দিগকে ঐ স্থানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহারা উপরোক্ত ভূপালের নিকট ত্রাঙ্কুইবার নগর ক্রয় করিয়া ঐ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করত সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিল। তাহাদিগের সরল ন্যায়ানুসারি আচরণ বশতঃ এবং ঐ স্থানের দৃঢ়ত্বের হেতু তাহা অল্প কালের মধ্যেই প্রকৃষ্ট বাণিজ্যশালী ও বহু লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। পরন্তু উক্ত বণিগ্‌দিগের অধিক ঋণ হইয়াছিল; তাহার পরিশোধের নিমিত্ত চতুর্থ খ্রীষ্টীয়ান নামা ভূপাল এক "চার্টার" অর্থাৎ সনন্দপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ঐ বণিগ্‌দিগের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের উপায় হয় নাই। ১৮০৭ ইংরাজী অব্দে স্পেনীয়দিগের ক্ষমতা একেবারে প্রণষ্ট হইবায় ঐ বণিগ্‌দিগেরও অধিকার অন্যের হস্তভুক্ত হইয়াছিল।

নিগাপট্টন নগর তাঞ্জোরহইতে ২৪ ক্রোশ

দূরে স্থিত। ১৬৩০ ইংরাজী অব্দে দিনেমারেরা পোর্তুগীস্‌দিগের নিকট তাহা জয়দ্বারা লাভ করিয়াছিল। উহা পোর্তুগীস্‌দিগের প্রধান নগর ছিল; এবং ঐ স্থানে তাহারা একটা টাকশাল স্থাপিত করিয়াছিল; তাহাতে বার্ষিক চারি পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইত। ১৭৮০

ইংরাজী অব্দে তাহা ইংরাজদিগের অধিকারের অন্তর্গত হইয়া যায়।

যবনেরা কোন ক্রমে এই রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিতে পারে নাই। মলবার রাজ্যের ন্যায় তাঞ্জোরে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার প্রাচীন-কালাবধি সমান রূপে স্থায়ী আছে, এবং তত্রত্য দেবমূর্ত্তিসকল আক্রমণকারী যবনেরা অধিকৃত করিতে পারে নাই।

তাঞ্জোর রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে এক একটী দেবালয় আছে। ঐ সমস্ত দেবালয়ের পরিচারক ব্রাহ্মণেরা লক্ষ টাকার অধিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহা গবর্ণমেণ্টহইতে প্রদত্ত হয়। তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা নিজহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নিজহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ করা প্রত্যবায়জনক অনুভব করিয়া তাহাতে কদাপি উদ্যত হয় না।

তাঞ্জোর রাজ্যের প্রাচীন নাম "চোলমণ্ডল"। পূর্ব্বকালে চোল বংশীয় রাজারা ভারতবর্ষের দক্ষিণে অতি বিখ্যাত ছিলেন। তদ্বংশহইতে উক্ত জনপদ চোলমণ্ডল বা চোল রাজ্য নামে খ্যাত হয়। "মণ্ডল" বা "চক্র" শব্দ রাজ্যের প্রতিবাক্য; সেই হেতু তাহাকে "চোলমণ্ডল" বলা যায়। প্রাচীন লেখন পত্রে তথাকার ভূপালবৃন্দ "চোলরাজ" নামে উক্ত আছেন। ১৬৭৫ ইংরাজী অব্দে তাঞ্জোর রাজ্য একোজী নামা এক মহারাষ্ট্রীয়-প্রধান-কর্তৃক পরাভূত হয়। কেহ কেহ বলেন ঐ প্রধান ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের সংস্থাপক শিবজার ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু প্রামাণিক ইতিবৃত্তরচকেরা তাঁহাকে তাঁহার খুল্লতাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঞ্জোরের মধ্যে দুইটা দুর্গ আছে, তাহা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত মহোচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ দেশের মধ্যে উক্ত দুর্গস্থ বৃহৎ দেবালয় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত। ভারতবর্ষের মধ্যে তাদৃশ পরম শোভান্বিত মন্দির প্রায় দৃষ্ট হয় না। উহার মধ্যে পাষাণনির্ম্মিত এক বৃষের মূর্ত্তি আছে, তাহা বিশেষ সুদৃশ্য বলিয়া বিখ্যাত। কোন ইউরোপীয় প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে তাহা ভারতবর্ষস্থ পুরাকালিক ভাস্করদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ কীর্ত্তিচিহ্ন স্বরূপ। দূরহইতে উক্ত দেবালয় ও তত্রত্য রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গের উন্নত চূড়া দর্শন করিলে ঐ স্থান পরম ঐশ্বর্য্যশালী নগর বলিয়া অনুভূত হয়।

পুরাকালে তাঞ্জোরের রাজধানী শাস্ত্রালোচনায় পরম প্রতিভান্বিতা ও অসাধারণ শ্রীরদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজবারা-দেশ সূর্য্যবংশীয়দিগের সমর-দক্ষতায় যাদৃশ প্রসিদ্ধ, দ্রাবিড়-দেশ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রচর্চ্চা-জন্য সেই রূপ বিখ্যাত ছিল। ঐ স্থানহইতে অনেক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের সৃষ্টি হয়; এবং দক্ষিণ দেশের পঞ্জিকা ঐ স্থানহইতে প্রকটীকৃত হইত। তাঞ্জোরে শালিবাহন রাজার অব্দ প্রচলিত আছে। তাহার গণনানুসারে ১৭২২ অব্দের সহিত কলিযুগের ৪৯০১ অব্দ ঐক্য হয়। পরন্তু কর্ণাটের শালিবাহনাব্দের সহিত তাঞ্জোরের কথিত অব্দের এক বৎসর অনৈক্য আছে; এবং কলিযুগের অব্দের সহিত উক্ত উভয় দেশের শকাব্দা ৭ বৎসর বিভিন্ন দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন সময়ে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা "দ্রাবিড় দেশ" নামে পরিজ্ঞাত ছিল। তাঞ্জোর রাজ্য অথবা চোল দেশ ঐ দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত। পরন্তু তামুল ভাষা যত দূর বিস্তৃত ছিল সেই পর্য্যন্ত দ্রাবিড় দেশ উক্ত হইত।

যদিও দ্রাবিড় দেশের পুরাবৃত্ত অতিশয় দুর্জ্ঞেয়,

তথাপি স্পষ্ট প্রমাণিত আছে যে যৎকালে কর্ণাট দেশে চোল-বংশীয় ভূপালেরা আধিপত্য করিতেন সেই সময়ে দ্রাবিড় দেশে তিনটী প্রধান রাজত্ব ছিল; তদ্যথা, চোল রাজত্ব, পাণ্ডীয় রাজত্ব, এবং চোর রাজত্ব। চোল রাজ্যের প্রধান রাজপাট কুম্ভকোনম্ নামে পরিজ্ঞাত ছিল। পাণ্ডীয় রাজ্যের প্রধান রাজপাট তাঞ্জোর; এবং উক্ত রাজ্য দক্ষিণ-মথুরা নামে পরিজ্ঞাত ছিল। তাহার সংস্কৃত নাম "মদ্র দেশ"। মলবার প্রদেশস্থ কেরল রাজ্যে শেষোক্ত চোর বংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল। তাহার প্রধান রাজপাটদ্বয় গাঞ্জাম ও সালেম নামে প্রসিদ্ধ; তাঞ্জোর রাজ্যের শূদ্রেরা "তামুল" নামে উক্ত হয়। তাহাদের ভাষা তামুল ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তৈলঙ্গের দক্ষিণহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত আছে। উত্তর কর্ণাটস্থ লোকেরা তামুল শব্দের পরিবর্ত্তে "আরবী" ও "তেগুলার" ভাষা বলিয়া থাকে; এবং তামুল ব্রাহ্মণেরা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আওরঙ্গজেবের আধিপত্য সময়ে তাঞ্জোরের হিন্দু নৃপতিবর্গ মহারাষ্ট্রীয়-প্রভুত্ব-সংস্থাপক শিবজীর খুল্লতাত একোজী-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর ত্বদীয় পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরন্তু যৎকালে ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ ও ফরাশিদিগের মধ্যে দক্ষিণ দেশে সর্ব্বাদৌ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে তাঞ্জোরের ক্ষমতা একোজীর উপদারাগর্ভ-সম্ভূত প্রতাপ সিংহের করে আবদ্ধ ছিল। উক্ত ভূপাল স্বীয় ভ্রাতা শাহজীর রাজত্ব অপহরণ-পূর্ব্বক স্বয়ং তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, দক্ষিণ দেশে তৎকালে কর্ণাট রাজ্য বিশেষ প্রতাপশালী হইলেও তাহা তাঞ্জোরের রাজ্যতন্ত্র এক তন্ত্রভুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। সময়ে সময়ে কর্ণাটের নবাব-কর্ত্তৃক উত্তাড়িত হইলে তাঞ্জোরের মহীপাল করপ্রদানে প্রণোদিত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু তাহাও চিরন্তনের নিমিত্ত হয় নাই। ১৭৬২ ইংরাজী অব্দে কর্ণাটের উপরোক্ত নবাব আলিউদ্দীন খাঁ ফরাশীদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবায় তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতার হ্রাসতা হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত তিনি তাঞ্জোরের রাজার নিকট অধিক বক্রী রাজস্ব প্রাপ্তির দাবি করেন; এবং তাহা না দিলে তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করণার্থ ইংরাজদিগের সৈন্য সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছিলেন। পরন্তু ইংরাজেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া মধ্যস্থতাদ্বারা বিবাদ-নিষ্পত্তি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। পরিশেষে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের বিহিত প্রযত্নানুসারে ধার্য্য হইল যে তাঞ্জোরের রাজা কর্ণাটের নবাবকে বক্রী টাকার মধ্যে দ্বাবিংশতি লক্ষ টাকা কর দিবেন, এবং সন্ধি নিষ্পত্তির সময়াবধি বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা নিয়মিত রূপে প্রদান করিবেন। উহা কর-স্বরূপে গৃহীত হইবে।

এই সন্ধির কিয়ৎ কাল পরে প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়, ও তাঁহার পুত্র তুলজাজী তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭৭১ ইংরাজী অব্দে উক্ত ভূপাল কর্ণাটের অন্তর্গত রামনাদের এক স্বাধীন পল্লিগার ভূপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে ১৭৬৩ ইংরাজী অব্দে তাঁহার অধীনস্থ কয়েকটী জনপদ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সমুদ্ধারার্থ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত তিনি ইংরাজদিগের মধ্যস্থতা অগ্রাহ্য করেন। তাহাতে ইংরাজেরা নবাবের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে ব্রিটীশ সৈন্য প্রচোদিত করেন।

ঐ যুদ্ধ-বিপ্লবকালে নবাবের সন্তান ইংরাজদিগের অগোচরে তাঞ্জোরাধিপতির সহিত এক মৈত্রেয় সন্ধি সমাধা করত সখ্য-সাধন করেন। তৎপ্রযুক্ত তাঞ্জোরের মহীপাল বক্রী কর ষষ্টি লক্ষ মুদ্রা, এবং তদ্ব্যতীত যুদ্ধ-ব্যয়ের ক্ষতি পূরণার্থ দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হন। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নবাবকে সৈন্য সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকারও করেন। যাহা হউক, এই গূঢ়সন্ধি নিষ্পত্তি-বিষয়ে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে দোষ-শূন্য বিবেচনা করিয়া নিরুত্তর রহিলেন। অনন্তর তাঞ্জোরের অধীশ্বর অঙ্গীকার প্রতিপালনে অক্ষম হইলেন; এবং তৎপ্রযুক্ত কর্ণাটের নবাবের সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার যুদ্ধের সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইল। ঐ নবাব আক্রোশ-প্রকাশপূর্ব্বক ভূপালকে প্রকাশ্যে বিদিত করিলেন যে বেলম নগরের দুর্গ এবং কৈলাদি ও ইলাঙ্গার নামক জনপদ যদি তিনি আপন ইচ্ছায় পরিত্যাগ না করেন তবে তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইবে। এতদবস্থায় তাঞ্জোরের অধিপতি গোপনে হাইদর আলীর সাহায্য-গ্রহণ-চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিক তৎকালে তাঞ্জোরের রাজা চারি দিকের আপদে ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ হাইদরের সাহায্য-গ্রহণজন্য বিব্রততাহেতু স্বরাজ্য রক্ষার্থ সম্যক্ প্রকারে কৃতচেষ্টিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং রাজকীয় আয়ের সম্যক্ ব্যাঘাত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত সেই সময়েই ইংরাজেরা সর্ব্বতোভাবে উক্ত ভূপালকে খর্ব্ব-করণ-বিষয়ে যুক্তি স্থির করিলেন; এবং তদনুসারে সঙ্গ্রামারম্ভ করিয়া ১৭৭৩ ইংরাজী অব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঞ্জোর অধিকার-করণ-পূর্ব্বক নৃপপরিবারগণকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অধ্যক্ষেরা তাঞ্জোরের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপণের বিষয় জ্ঞাত হওনানন্তর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া ভূপালের এবং তাঁহার আত্মীয়গণের কারাবাস নিবৃত্ত করণের আদেশ প্রদান করেন। কর্ণাটের নবাবের তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; এ বিধায় তিনি তদ্বিরুদ্ধে অনুযোগ উপস্থিত করিলেন। পরন্তু তাহা অগ্রাহ্য করত কোর্ট অব্ ডিরেকটরের সাহেবেরা ১৭৭৬ ইংরাজী অব্দের একাদশ এপ্রিল তারিখে তাঁহাকে পুনশ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। তৎকালে কোম্পানী বাহাদুরের সহিত তাঞ্জোরাধিপতির যে সন্ধি নিবদ্ধ হয় তাহাতে মহীপাল স্বীকৃত হইয়াছিলেন যে তিনি ব্রীটিশি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য কদাচ করিবেন না; এবং তাঁহার স্বদেশ রক্ষার্থ ইংরাজ-সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তাহার ব্যয় ভূষণ তিনি স্বয়ং প্রদান করিবেন। ইহা ব্যতীত ইংরাজদিগকে মিত্রতার চিহ্ন স্বরূপে ২৭৭ টী গ্রাম প্রদান করিবেন।

১৭৮৭ ইংরাজী অব্দে তুলজাজীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপর তদীয় অন্যতম ভ্রাতা অমীর সিংহ তাঞ্জোরের রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তেঁহ রাজ্যের শত্রুতা সাধনের আশঙ্কা নিবারণ জন্য রাজত্বের কিছু অংশ ইংরাজদিগকে প্রদানে সম্মত হইয়া আর একটী সন্ধি নিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি কর্ণাটের নবাবের নিকট যে ঋণ ছিল তাহা পরিশোধের নিমিত্ত বার্ষিক আর তিন লক্ষ মুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। টীপুর সহিত ইংরাজদিগের সঙ্গ্রাম নিবৃত্তির পরে অমীর সিংহের সহিত ১৭৯২ ইংরাজী অব্দে আর এক সন্ধি হয়।

তুলজাজীর জীবদ্দশায় তিনি সরফোজী নামক একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বালক তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে এই তাঁহার

মানস ছিল, এবং আপন মুমূর্ষাবস্থায় তিনি অমীর সিংহের প্রতি ঐ বালকের তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তিনটী কারণ বশতঃ তাঁহার ঐ দত্তক অসিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিতণ্ডা স্থল এই যে, যে সময়ে তুলজাজী দত্তক গ্রহণ করেন তৎকালে তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য অতিশয় বলবৎ ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বালকের বয়োধিক্য। তৃতীয়; ঐ বালক তাহার পিতার এক মাত্র পুত্র। এই কারণে দত্তক অসিদ্ধ হইবায় অমীর সিংহের প্রতি রাজত্বের ভার অর্পিত হয়। তদনন্তর সরফোজী পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত আবেদন করিলেন। তাহাতে বিচক্ষণ ব্যবস্থাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশিষ্ট রূপ পর্য্যালোচনাদ্বারা দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করেন। তন্নিমিত্ত অমীরকে অপসৃত করিয়া পুনশ্চ সরফোজীকে সিংহাসনে উন্নয়ন করা হইল। এই ব্যাপারের পর ইংরাজদিগের সহিত একটী সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে সরফোজী ব্রীটিশদিগের হস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক কিছু বৃত্তি এবং রাজকীয় আয় গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০২ ইংরাজী অব্দে অমীর সিংহের মৃত্যু হয়। তিনি রাজ্যচ্যুত হওনাবধি ২৫,০০০ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক দান গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন।

সরফোজীর জীবদ্দশায় তাঞ্জোর রাজ্যের সকল নিয়ম পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তিত রূপে রক্ষিত হইয়াছিল। ১৭৯৯ ইংরাজী অব্দে যে সন্ধি সমাধা হয় তাহাতে তাঞ্জোরের দুর্গ এবং উহার উপবর্ত্তী স্থানাদি ব্যতীত আর সকল স্থানের রাজকীয় ক্ষমতা ইংরাজে সমর্পিত হয়। ১৮০২ ইংরাজী অব্দে সরফোজীর পরলোক প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র শিবজী তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৮৫৫ ইংরাজী অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকিবায় তাঞ্জোরের নৃপবংশের রাজত্ব তাঁহাতেই শেষ হইয়াছে।

মিলে বা বিষদন্ত ছারপোকা।

আশু বোধ হয় যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুই মনুষ্যের বিশেষ শত্রু। পরন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যক্ত হয় যে প্রধান ও বলবান পশুর অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র জীব মনুষ্যের অধিক অপকার করে। ভারতবর্ষে সিংহ বর্ষে দশটী মনুষ্য বধ করে না। হস্তীদ্বারা দুই শত মনুষ্য বিনষ্ট হওয়া সম্ভব নহে; এবং ব্যাঘ্র তদ্দ্বিগুণ ব্যক্তি ভক্ষণ করিলে করিতে পারে। পরন্তু সর্প তদপেক্ষা অনেক অধিক সঙ্খ্যক জীবের সংহার করে। অপর অনুক্ষণ অনিষ্টসাধনে সর্পহইতে অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ বিশেষ তৎপর। তাহাদের কতক গুলি নিরপরাধী হইলেও তাহাদিগের ঘৃণাকর অবয়ব বিলোকনে স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে বিভৎসের আবীর্ভাব হয়। আর কতক গুলি বিষাক্ত দন্ত ও হুলদ্বারা মনুষ্যদেহের চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা যন্ত্রণাদায়ক হয়। তম্পাকীট ও মশক ইহাদের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা অতি অল্প ব্যক্তি আছেন যাঁহারা তাহাদের জ্বালায় জর্জর না হইয়াছেন, এবং তাহাদিগকে শয়তানের অনুচর বলিয়া না গণ্য করেন! ঐ জীবাদিগের ক্ষুদ্রাবয়বজন্য দংশনের অনুশোচনকালে অতি সতর্কশীল ব্যক্তিও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না; এবং তৎপ্রতিকারের কোন চেষ্টাও সফল হয় না। অপর বহ্বপত্যতা-জন্য ইহারা সচরাচর অধিক অপকারক হইয়া উঠে; কারণ তাহাদিগকে এককালে বিনষ্ট করা অসাধ্য।

ভিমরুল, বোলতা, কাঁকড়াবীছা প্রভৃতি কীট মশকের ন্যায় সর্ব্বদা বিরক্তজনক নহে; পরন্তু তাহাদের বিষ ভয়ানক জ্বালা ও যাতনা দায়ক। অপর অনেক কীট আছে, যাহা তাহাদিগাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, আফরিকা খণ্ডের চিগ্‌গা নামক এক প্রকার কীটের বিবরণ পূর্ব্বে এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শরীরের মধ্যে ঐ কীটের আশ্রয় গ্রহণ কালে তাহা কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না; পরন্তু তাহা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্থি বিদ্ধ করে, ও কালকূট সদৃশ প্রাণ বিয়োগের হেতু হয়। এ স্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ সেই প্রকার ক্ষুদ্রাবয়ব-বিশিষ্ট বিষদন্তক আর এক প্রকার কীটের বিবরণ প্রকটীকৃত হইল। ঐ কীট চিগ্‌গা কীটের ন্যায় শরীরে প্রবিষ্ট হয় না; পরন্তু উহাদিগের দংশন বিষধর ভুজঙ্গের দংশন-সদৃশ প্রাণঘাতক হয়; এবং তাহার প্রতিকারের কোন সুবিহিত মহৌষধ এ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হয় নাই। ঐ কীট সামান্য ছারপোকাহইতে স্বতন্ত্র প্রাণী নহে। ছারপোকার ন্যায় তাহার সঙ্খ্যা অতিশয় অগণ্য; তন্নিমিত্ত তাহা সঙ্ক্রামক রোগসদৃশ বহুব্যাপক ও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। সৌভাগ্য বশতঃ এই প্রাণঘাতক জীব পারশ্য দেশের প্রান্তঃসীমায় মিয়ানা নামক একটা অপরিজ্ঞাত যৎসামান্য নগরের মধ্যে আবদ্ধ আছে। তাহার বহির্ভাগে কদাপি দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় ইহা অনুভব বিরুদ্ধ নহে যে, স্থানীয় কোন বিশেষ কারণে এই সকল কীট প্রাণ-সংহারকর্তা-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; যেহেতু যে স্থানে এই সকল কীটের আবাস আছে সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরে আর সেই কীট তাদৃশ বিষাক্ত বোধ হয় না; এবং তদপেক্ষা দূরে আরও অল্পবিষাক্ত অনুভূত হইতে থাকে; এবং পরিশেষে অধিক দূরবর্ত্তি স্থানে ঐ কীটকে লইয়া গেলে আর কিঞ্চিন্মাত্র বিষ উপলব্ধি হয় না। এবং তদ্দংশনে সামান্য গন্ধকীট বা ছারপোকার দংশন-সদৃশ অনিষ্টমাত্র উদ্ভব হইয়া থাকে। এই জীবসম্বন্ধে অপর এক আশ্চর্য্য আখ্যান আছে। কথিত আছে, যে ইহার দংশনে বিদেশীয় ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়; কিন্তু মিয়ানা নগর নিবাসীদিগের তাহাতে কোন বিশেষ হানি হয় না। পরন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ স্বদেশে প্রত্যাগত হয় সে প্রাগুক্ত কীটের দংশনে মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হয়। অধিকন্তু ইহার আঘাতহইতে এক বার নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে সঙ্ক্রামক রোগ-সদৃশ আর তাহার আক্রমণে কোন অনিষ্ট ঘটে না।

সর জন্ মাণ্ডবিল্ নামা জনৈক ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী চতুর্দ্দশ ইংরাজী শতাব্দে পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণকালে প্রাগুক্ত জীবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লিখেন যে "তিব্রিজহইতে পূর্ব্ব দেশাভিমুখে আগমনকালে পথিমধ্যে একটা নগর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থান অত্যন্ত অসাস্থ্য জনক। তথায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকে বাস করিলে অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুকর্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ পরিজ্ঞাত হয় নাই।"

পারশ্য দেশে যে সকল ভ্রমণকারিগণ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উক্ত মারাত্মক জীবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পোর্টর সাহেব লিখিয়াছেন যে "বিদেশীয় পথিক বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ভয়াবহ নগরের সুপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস না করিলে কদাপি সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাগমণ করিতে পারে না। তথায় এক প্রকার বিষাক্ত কীট আছে, ঐ সমস্ত কীট প্রায় লক্ষাধিক শাবক প্রসব করত পুরাতন গৃহের দেয়ালে পরিভ্রমণ করে। ইহার দংশন

এতাদৃশ আয়ুঃশোষক যে আট কিংবা নয় মাসের মধ্যেই তাহাতে কলেবর মৃত্তিকাশায়ী হয়।”

কর্ণেল্ জন্সন্ ১৮১৯ ইংরাজী অব্দে ভারতবর্ষহইতে পারশ্য দেশে উপনীত হইয়া উক্ত কীটের বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। তিনি কহেন যে, “গৃহের মধ্যে আলোক প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলে ঐ কীট গৃহের কোটরাভ্যন্তরহইতে বহির্গত হয় না। উহার দংশনে আদৌ শরীরে একটা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও তন্নিম্নে কিঞ্চিৎ স্ফীতত্তা অনুভূত হয়। ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইয়া জীবন সঙ্ঘাতক হয়।”

সর্ উইলিয়ম আউসলী ১৮১২ ইংরাজী অব্দে মিয়ানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রুত হন যে ঐ কীট গৃহের কড়ি কাষ্ঠের উপরেই সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। ঐ সময়ে তিনি তৎসম্বন্ধে কয়েকটী গল্প শ্রুত হইয়াছিলেন। সর্ হফোর্ড নামা কোন ব্যক্তির এক ভৃত্য ইহার দংশনে মৃত হয়; এবং মেং গর্ডন সাহেবের এক অনুযাত্রী বহুকষ্টে আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি গোরুর পৃষ্ঠহইতে উষ্ণ চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া তদ্দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল; তাহাতেই তাহার আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। কথিত আছে যে, উহাই এই বিষাক্ত-কীট-দংশনের এক মাত্র ঔষধ; তদ্ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ উপসমকারক নাই। ঐ গোচর্ম্মই যে সদা সর্ব্বদা সফল হয়, এমত নহে। এক জন কসাক মনুষ্য রুষীয় সম্রাটের কোন দূতসহ পারশ্য দেশে সমাগত হয়। ঐ ব্যক্তিকে উপরোক্ত বিষকীট দংশন করিবায় পর দিবস আহত স্থানে একটা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হইল। অনন্তর ক্রমে সে বিষদ্বারা অচেতন হইয়া পড়িল। তৎপ্রতিকারার্থ একটা গাভী হত্যা করত তাহার পৃষ্ঠের উষ্ণ চর্ম্ম আনয়নপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির গাত্রে তাহা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না; দারুণ বিষের যাতনায় তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। অন্য এক ঔষধের বিষয়ে সর্ উইলিয়ম্ আউসলী বলেন “ইহার দংশনমাত্র সলিলে নিমজ্জিত হইয়া দ্রাক্ষারস পান করিলে বিষ হৃত হয়।” তাহা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সর উইলিয়ম্ আউসলী সাহেব লিখিয়াছেন; ১৮১৩ ইংরাজী অব্দে যে পারশ্য দেশের ভূপাল দায়ূদ বে নামা এক আর্ম্মানীকে অষ্টাদশ লুইর নিকট দূতস্বরূপে প্রচোদিত করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তিকে তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রস্তাবিত কীট দংশন করিয়াছিল, তাহা সর্ উইলিয়ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যৎকালে ঐ দূত পারিনগরে উপস্থিত ছিলেন তৎকালে তাহার গাত্রে স্ফীত দংশন চিহ্ন তিনি প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া অত্যন্ত সশঙ্কিত হইয়াছিলেন।

গ্রীষ্মকালে এই প্রাণী সকল অত্যন্ত অধিক দৃষ্ট হয়, তন্নিমিত্ত লোকে সেই সময়ে গৃহের মধ্যে সর্ব্ব স্থানে উত্তপ্ত বারি শেচন করে; তাহাতে দুই চারি দিবসের পর ঐ সকল কীট একত্রে মরিয়া থাকে। কথিত আছে যে কখন কখন পঙ্গপালের ন্যায় এই কীট মিয়ানা নগর আবৃত করে। তদ্বিধায় সময়ে সময়ে উক্ত স্থানের লোকেরা গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন স্থানে পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা করে।

এই কীটের নাম “মিলে।” ইহার অবয়ব সামান্য ছারপোকাহইতে ঈষৎ দীর্ঘ। ইহার বর্ণ আরক্ত বিন্দুবিশিষ্ট ধূম্র। ইহার দেহের অধোদেশে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম কেশ থাকে। ইহা নিতান্ত রক্ত-পিপাসু; এবং ইহার দংশনে কেহ প্রহর চতুষ্টয়, কেহ বা দুই মাস, কেহ বা চারি মাস, কেহ ঊর্দ্ধ সঙ্খ্যা ৯ মাস মধ্যে মৃত্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

সারাসেন।
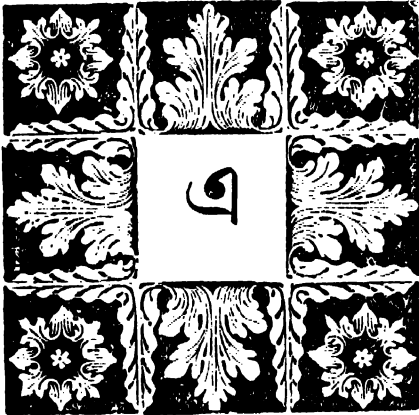
এক সময়ে রোম নগরের সম্রাটেরা অতুল্য সম্পদ, অপরিসীম ঐশ্বর্য্য, এবং অদ্বিতীয় বীরদর্পে যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিত হইয়া ইউরোপ আশিআ ও আফ্রিকা মহাখণ্ডের অশেষ-সম্পদশালিনী রাজধানীর গরিমা খর্ব্ব করত ভূমণ্ডলের বহুতর রাষ্ট্রে সাম্রাজ্য ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। অধুনা রোমের সেই অতুল্য সম্পদ ও অপরিসীম সৌভাগ্য কেবলমাত্র আখ্যায়িকার আস্পদ হইয়াছে। পরন্তু তাদৃশ মহৎ সাম্রাজ্য কদাপি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে যে অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু বৃহৎ পরিবার অনৈক্য ও কলহ বশতঃ শীঘ্র প্রণষ্ট হয়। রোমের দশা প্রকৃষ্ট রূপে ধ্যান করিয়া দেখিলে তাহা সপ্রমাণিত হইতে পারে। উহার অতিশয় সমৃদ্ধিই উহার ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে কার্থেজ নগর ধ্বংসীকৃত হইবার পর রোমের রাজপরিবারেরা অতুল্য-সম্পদলাভে অত্যন্ত সুখাসক্ত ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া বৃহৎ-সাম্রাজ্য-শাসনে অপারগ হইয়াছিলেন। দূরদেশবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিগণ ধনৈশ্বর্য্য-লোভে লোলুপ হইয়া যে রোম-রাজের বিশাল-ক্ষমতাদ্বারা শাসনকারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই ভূপালদিগের প্রতি পশ্চাতে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রিরা স্বার্থপরতন্ত্রতা-জন্য অন্ধ হইয়াছিলেন। শাসনকারীরা প্রজাদিগের উপর অধিক কর স্থাপন করিবায় চারি দিগ্‌হইতে তাহাদিগের কাতরস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। সিসিলী-দ্বীপের প্রজা-সাধারণ সদস্যগণ ভূয়ো ভূয়ঃ শাসনকারীদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া আবেদন করিতে লাগিল যে "না হয়, আমরা এটনা পর্ব্বতের গহ্বর-স্থিত উষ্ণ-প্রস্রবণদ্বারা গ্রাসিত হই; তাহাও মঙ্গল, তথাপি মার্সেলসের কঠোর শাসনে পুনরপি দাসত্ব করিতে পারিব না।" বাস্তবিক সম্রাট্ অগস্তসের তুল্য ন্যায়বান্ বিক্রমশালী কোন সম্রাট্ রোমে বিদ্যমান না থাকায় তৎকালে উহার বিশৃঙ্খলতারই আধিক্য হইতেছিল। যাহা হউক জুলিএন সম্রাটের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে ঐ বৃহৎ সাম্রাজ্য দুই অংশে পৃথক হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। পরন্তু কিয়ৎকাল পরে তাহাও স্থায়ী হইল না। যেহেতু অসভ্যেরা উত্তর দিগ্‌হইতে আগমন-পূর্ব্বক ৪৭৬ ইংরাজী অব্দ রোমের রমুলুস্ অগষ্টলস নামক সম্রাট্‌কে সিংহা-

সন-চ্যুত করিয়া রাজ্যহইতে নিষ্কাশিত করে। তৎকালাবধি রোমের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়; এবং উহার অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ব্ব-সাম্রাজ্য ঐ ঘটনার পরে "গ্রীক্ সাম্রাজ্য" বলিয়া পরিগণিত হয়। কিয়ৎকাল পরে সুবিখ্যাত জুষ্টিনিয়ন্ মহীপাল পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ত্বদীয় সাম্রাজ্যকাল পূর্ব্ব-দেশ-বাসীদিগের শুভজনক ও গৌরবপ্রদ হইয়াছিল; পরন্তু তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর প্রস্তাবিত সারাসেন নামক যবনদিগের প্রাদুর্ভাব হয়; এবং তাহাদিগেরই হস্তে পূর্ব্ব-সাম্রাজ্য প্রণষ্ট হয়। এই "সারাসেন" শব্দে আরব্য-মনুষ্যকে লক্ষিত করা হয়, এবং উহার উৎপত্তি আরবী "শাহারা" শব্দহইতে প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত শব্দ মরুভূমি-জ্ঞাপক, এবং যেহেতু আরব দেশের অধিকাংশই মরু, অতএব তত্রত্য মনুষ্যকে সারাসেন বা মরু-স্থানবাসী বলা যায়। ফলে এই প্রস্তাবে আরব্যদের ইতিহাস অভিধেয়।

পূর্ব্বে আরবদিগের রীতি ও স্বভাব অতি সামান্য ছিল। তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রিয় বন্য-স্বভাব মনুষ্যবৎ অরণ্যে বাস করিত; ও রাখাল-বৃত্তিদ্বারা কালহরণ করিত। অসভ্য মাত্রেই শ্রমের প্রতিদ্বেষী হয়। পরন্তু আরবীয় লোকেরা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। খ্রীষ্টাব্দের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যিহুদীয় মনুষ্যেরা তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল; তাহাতেই সারাসেনদিগের আদিম স্বভাব ও চরিত্র কতক ভদ্র হয়।

আলেকজন্দর, অগস্তস, ত্রাজান প্রভৃতি অধীশ্বরগণ ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া অসভ্য আরব্যদিগকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। পরন্তু ৫২৯ ইংরাজী অব্দে আবসিনীয় মনুষ্যেরা ঐ দেশ পরাভূত করণানন্তর প্রতিনিধিদ্বারা তাহা শাসিত করিত। কিংবদন্তী আছে যে উল্লিখিত আবসিনীয় আক্রমণকারীদিগের সহিত আরব-দেশে বসন্তরোগ নীত হয়, এবং ঐ আরব-দেশ-হইতে তৎপর তাহা অপর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। আরব্য লোকেরা উপরোক্ত আবসিনীয় দিগ্বিজয়ীদিগের প্রভুত্ব অতি অল্প কালের মধ্যে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা সংস্থাপিত করে। তৎকালে আরব-দেশ অল্প অল্প সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে তাহাদিগের ভাগ্য অনুকূল হওয়াতে ভূমণ্ডলের মধ্যে তাহারা অত্যন্ত সাহসিক, পরাক্রান্ত এবং শিল্প সাহিত্য বাণিজ্য ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের পরমোৎসাহী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মুহম্মদ তাহাদিগের এই সমুন্নতির বিশেষ কারণ বলিয়া বিখ্যাত। ৫৭০ ইংরাজী অব্দে অমিনা নাম্নী কোন যিহুদীয় রমণীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খাদিজা নাম্নী এক বিধবা ধনাঢ্যা রমণীর অধীনে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মুহম্মদ পরে তাহাকেই বিবাহ করেন। ইংরাজী ৬০৯ অব্দে মুহম্মদ "ইস্লাম" বা "মুসলমান" ধর্ম্মের বীজ-বপনে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাদৌ নিজ দারা ও কএক আত্মীয়কে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে আরব দেশে মুহম্মদের নূতন মত সুপ্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ঐ দেশে গ্রহদিগের অর্চ্চনা করাই প্রসিদ্ধ রীতি ছিল। যিহুদীয় ও অন্যান্য লোকেরা মুহম্মদের প্রতিবাদী হইবায় ৬২২ ইংরাজী অব্দে কোরেশ নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে মুহম্মদ পরাভূত হইয়া মক্কাহইতে পলায়ন-পূর্ব্বক মদিনা নগরে প্রস্থান করেন, এবং ঐ স্থানে নূতন প্রভুত্ব স্থাপনানন্তর সেবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে মুহম্মদ বহু লোককে অনায়াসে বাধ্য

বশীভূত ও স্বমতে দীক্ষিত করিয়া অতিশয় পূজ্য ও ঈশ্বরের পরিচিত বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রতিনিধি বলিয়া মান্য করিতে লাগিল। তদনন্তর মুহম্মদ একদা সিরিয়া দেশের কোন রাজপুরুষকে দূতদ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। ঐ কর্ম্মচারী গ্রীক বংশীয়। গর্ব্ব ও অভিমানে পরিপূর্ণ, গ্রীকদিগের সমকক্ষ তৎকালে পশ্চিম আশিয়া খণ্ডে কোন জাতিই ছিল না। মুহম্মদের স্পর্দ্ধান্বিত প্রসঙ্গ-শ্রবণে গর্ব্বিত কর্ম্মচারী তাঁহার দূতের প্রাণ সংহার করিলেন। ইহাতে মুহম্মদ অতিশয় কুপিত হইয়া তৎপ্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত ৬২৫ ইংরাজী অব্দে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তদ্‌হস্তহইতে আরব দেশের উদ্ধার করিলেন। কিন্তু তাহাতে মুহম্মদের সম্যক্ তৃপ্তি হইল না। তিনি পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সিরিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন; এমত সময় ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংরাজী ৬৩২ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল।

পরন্তু তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার ধর্ম্মের কোন হানি হয় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তাহারা "খলিফা" নামে প্রসিদ্ধ হয়, এবং যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। তাহারা মুহম্মদের ধর্ম্ম প্রচারার্থ অবিলম্বে ইউরোপ, আশিয়া এবং আফরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে অস্ত্র প্রভাব প্রচারদ্বারা মনুষ্যশোণিতে ধরণীকে প্লাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ আছে যে ৬৩২ ইংরাজী অব্দে খলিফা আবুবকর পারস ও সিরিয়া দেশ জয় করত ফরাতনদীর কূল পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তৃত করণানন্তর আরেস্তান অধিকৃত করিয়াছিলেন। ইংরাজী ৬৩৮ অব্দে এক জন খলিফা অমরু নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষকে মিসর দেশ জয় করণার্থ প্রেরিত করেন। ঐ ব্যক্তি চারি সহস্র সৈন্যমাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া পিলুশিয়ম্ ও মেমফিস্ নামক দুইটা প্রধান নগর উৎসন্ন করত তদুপরি নব্য রাজপাট কয়রো নগরের সূত্রপাত করিল; এবং তৎপর ৬৪০ অব্দে চতুর্দ্দশ মাস যুদ্ধ করিয়া আলেকজন্দ্রিয়া নামক অপূর্ব্ব নগরীর অধীশ্বর হইল। ঐ সময়ে আরব্যেরা এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে উল্লিখিত নগরে ৪০০০ সহস্র রম্য রাজপুরি, ৪০০০ সহস্র স্নানাগার, এবং ৪০০ শত নাট্যশালা নির্ম্মিত হয়। এই রূপে সমৃদ্ধ ও সভ্য হইলেও আরব্যেরা মিসর দেশে এক রূঢ় অসভ্যের কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের নাম চিরকাল ভদ্রসমাজে নিন্দাস্পদ থাকিবেক। ঐ দুষ্কর্ম্ম এই, যে তথায় একটী প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল, তাহাতে সপ্ত লক্ষ পুস্তক ছিল; খলিফা ওমার তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া সমস্ত ভস্মীভূত করেন।

সারাসেনদিগের এই প্রকার দিগ্বিজয়কালে তাহারা সমুদ্রগমনে এতাদৃশ অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অপর কোন দেশের লোকেরা সাহস এবং পরাক্রমে তাহাদিগের সমকক্ষ

হইতে পারিল না। এই সময়ে ইউরোপের ও পশ্চিমে যাইবার সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ সকল তাহারা সম্যক্ প্রকারে অধিকৃত করিয়া অত্যন্ত বাণিজ্য প্রিয় হইল। তাহাতে ইংরাজী ৬০৩ অব্দে বসরা নামে যে নগর স্থাপিত হয় তাহা অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়া গণ্য হয়।

ইংরাজী ৬৫৩ অব্দে মাথুবিয়স নামা এক ব্যক্তি খলিফাদিগের সেনাধ্যক্ষ হইয়া সমুদ্র-পোতারোহণ-পূর্ব্বক ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপ সকল জয় করিতে প্রবর্ত্ত হয়। ঐ সময়ে রোড্স দ্বীপ পরাভূত হইবায় তথাকার সুবিখ্যাত এক পিত্তলের সূর্য্যমূর্ত্তি আরব্যদিগের হস্তে অধিগত হইল। রোডস্ দ্বীপবাসী মনুষ্যেরা তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে ৯০০ শত বৎসর-যাবৎ ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। আরবেরা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ৯০০ শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্বদেশে প্রেরণ করে; এবং তথায় এক যিহুদীয় বণিক্ ৭,২০,০০০ মুদ্রা প্রদান করত তাহা ক্রয় করিয়াছিল। উহার আপাদ মস্তক একটা গোল সোপানে বেষ্টিত ছিল, এবং ঐ অবয়বের শিখরে আরূঢ় হইলে আলেকজন্দ্রিয়ার উপকূলে নৌকা গতায়াত করিতেছে দৃষ্ট হইত।

ইংরাজী ৬৭০ অব্দে আরব্য মনুষ্যেরা কনস্তান্তিনোপলের রাজপাট আক্রমণ করে। তৎকালে সারাসেনদিগের সমুদ্রে অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; পরাক্রমেরও কোন অংশে খর্ব্বতা ছিল না। প্রতিপক্ষের পূর্ব্ববৎ আর তাদৃশ প্রভাব না থাকায় তাহাদিগকে আশু পরাভব স্বীকার করিতে হইত। পরন্তু কলিনিকস্ নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি এক প্রকার অগ্ন্যস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। ঐ অব্যর্থ অস্ত্রে পরাক্রান্ত আরবেরা পরাজয় স্বীকার-পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হইল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গিবন্ সাহেব অনুমান করেন যে তাহা এক প্রকার মিশ্রতৈল; গন্ধক তারপিন ও শৈলজ-তৈলদ্বারা উৎপন্ন হইত। সঙ্গ্রামকালে গ্রীক মনুষ্যেরা দুর্গের উপরহইতে তাহা প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিত। কখন রণতরিহইতে তদ্দ্বারা শত্রুদিগকে তাড়না করিত। তাহাতে সারাসেন মনুষ্যেরা কোন ক্রমে তৎ সমক্ষে স্থির হইতে পারিত না। চারি শত বৎসর যাবৎ ঐ তৈলের গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রীক ব্যতীত অন্য কেহ জ্ঞাত হয় নাই।

মুহম্মদের উত্তরাধিকারী খলিফাগণ প্রথমতঃ বুগদাদ নগরে আধিপত্য করেন; পরে তাঁহাদের রাজপাট দামাস্কসনগরে স্থাপিত হয়। ঐ দামাস্কসের খলিফা অধীশ্বরগণ অতি অল্প কালের মধ্যে এতাদৃশ বৃহৎ সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন যে তাহা সুশৃঙ্খলরূপে বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের দিগ্বিজয়ের আশা সন্তৃপ্ত হয় নাই। সেই সময়ে আব্দুল রহমান্ নাম কোন যুবা স্পেন দেশের এক অংশ জয় করিয়া সেই স্থানে কর্দোবা নামে নূতন রাজপাট সংস্থাপিত করেন। উল্লিখিত ভূপালের আদেশে ইংরাজী ৯৭০ অব্দে কয়েক খান বৃহৎ পোত প্রস্তুত হয়। তৎকালে সে রূপ বৃহৎ পোত কদাপি কাহার দৃষ্টিগোচর হইত না। দ্বিতীয় ফিলিপের আধিপত্য সময়ে আরবদিগের পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ পোতের অনুকরণে শ্রেষ্ঠ রণতরী সকল নির্ম্মাণে স্পানীয় যোদ্ধাগণের অনুরাগ জন্মে। আরবদিগের স্পেন দেশে আধিপত্য ব্যাপ্ত হইবায় ইউরোপের মহৎ উপকার দর্শিয়াছিল। যেহেতু ফরাতনদীর কূলহইতে টেগসনদী পর্য্যন্ত বিদ্যার সম্যক্ চর্চ্চা হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পূর্ব্বে যে সকল বিদ্যা ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল, আরবেরা তত্তাবত অধিকৃত দেশে

প্রচার করে; আফরিকার অনেক স্থানে তাহারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং স্পেন-দেশের আরব রাজপাট কর্দোবা নগরী বিদ্যা-চর্চ্চায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধা করিয়াছিল।

৭৫৪ ইংরাজী অব্দে আলমান্‌সর বুগদাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। উক্ত ভূপাল সর্ব্বাদৌ আরবীয় ভাষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। তৎপর হরুণ অলরশীদের আধিপত্যসময়ে তাহার প্রকৃষ্ট শ্রীরদ্ধি হইয়াছিল। কথিত আছে যে আরবেরা আদৌ গ্রীক ভাষা আলোচনাদ্বারা শিল্প, দর্শন, জ্যোতিষ এবং বীজগণিত শাস্ত্রে সম্যগ্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। পরন্তু প্রসিদ্ধ আছে যে আব্‌দুল মালেক নামা কোন সারাসেন ভূপাল প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষের সীমাভাগে আধিপত্য বিস্তার করত ভারতবর্ষহইতে বিবিধ শাস্ত্র আনয়ন করত তাহা পশ্চিম দেশে প্রচার করেন। যাহা হউক, ৭৩০ ইংরাজী অব্দে আফরিক ও ইউরোপীয় বণিকেরা আরবদিগের প্রভুত্বদৃষ্টে পূর্ব্ব-দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতে পারিত না। এতদ্দেশে আসিবার প্রায় সকল স্থান আরবেরা নিজাধীন করিয়া রাখিয়াছিল; তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব-দেশের বাণিজ্য তাহাদের হস্তে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ এবং চীন দেশোৎপন্ন অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ, মূল্যবান শাটিন, আশ্চর্য্য হীরা, মুক্তা, চুনি, দারুচীনি, তাম্র, জায়ফল, লবঙ্গ, ফটকিরি ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থ পশ্চিম রাজ্যে প্রেরিত হইত তাহা আরবেরাই ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে ইউরোপীয়দিগকে বিক্রয় করিত।

ইংরাজী ৮৫০ অব্দে সলিমান্ নামা কোন আরবীয় বণিক্ সারাসেন ও চীন বণিগ্‌দিগের বাণিজ্য-বিষয়ক এক খান পুস্তক প্ররচন করেন, তাহাতে কথিত আছে যে গ্রীক ইথিয়পীয়, রোমীয় প্রভৃতি প্রাচীন বণিকের অপেক্ষা আরবেরা পূর্ব্বদেশস্থ অধিক দূরবর্ত্তিরাজ্যে বাণিজ্যার্থে গতায়াত করিত; তত্রস্থ লোকদিগের বিবরণ কিছুই ইউরোপে পরিজ্ঞাত ছিল না। তৎকালে চীনদেশে এই রূপ বাণিজ্যের রীতি ছিল যে, বিদেশীয় বণিগ্‌দিগের পোত তদ্দেশে উপস্থিত হইলে আনীত বাণিজ্য দ্রব্য রাজকীয় লোকদ্বারা এক গৃহে সঙ্গ্রহ করিয়া রাখা হইত। পরে অনেক গুলি বাণিজ্য পোত একত্রিত হইলে মাশুলের নিমিত্ত আনীত দ্রব্যের কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট তাবৎ দ্রব্যাদি বণিগ্‌গণকে বিক্রয়ার্থে প্রত্যর্পণ করা হইত। তৎকালে চীনদিগের পশ্চিম দেশস্থ দূরবর্ত্তি রাজ্যে গতায়াত ছিল। উহারা পারশ্য খাড়ীদিয়া সিরাজ নামক স্থানে বাণিজ্য করিত। উক্ত স্থানে বসরা, ওমান ও অপর পশ্চিম দেশের দ্রব্যাদি আনীত হইত। পরন্তু ঐ বণিকেরা আরবদিগের তুল্য সাহসী ও উৎসাহশীল ছিল না; তথাপি তাহাদিগের বাণিজ্যানুরাগ কোন ক্রমেই খর্ব্ব ছিল না। যেহেতু কোন কোন সময়ে চারি শত চৈনীক বাণিজ্য পোত একত্রে পারশ্য খাড়ীর মধ্যে উপস্থিত থাকিত।

মোতাসেম খলিফার আধিপত্য কালে গ্রীক লোকেরা রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাতে উক্ত ভূপাল ১,০০,০০০ লক্ষ তুরস্ক সৈন্য তাঁহার অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল সৈন্য কিয়ৎকাল তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া কথিত ভূপালের পুত্রের প্রাণ সংহারকরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের ইচ্ছাক্রমে অধিপতি মনোনীত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল। তৎপরেও পুনঃ২ এই রূপ করাতে আরবদিগের প্রভুত্ব ও ক্ষমতার ক্রমশঃ অবনতি হইতে লাগিল। পরিশেষে পূর্ব্ব কথিত তুরস্কদিগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সারাসেন-দিগের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

তাতার লোকদিগের উদ্বাহরীতি।

ধ্য আশিয়ায় তাতার লোকেরা বাস করে। তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ওজবেগ, তুর্কমান্, কাল্‌পাক, কসাক, সার্ট ইত্যাদি নামে পরিজ্ঞাত আছে। উহারা বাহুযুদ্ধ, মল্ল-ক্রীড়া, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ব্যায়ামে বিশেষ অনুরক্ত। সেই দৃঢ় অনুরাগ বশতঃ পরিণয়কালেও তাহা বিস্মৃত হয় না; প্রত্যুত বর ও কন্যা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক উৎসব প্রকাশে নিযুক্ত হয়। ঐ উৎসবের বিশেষ লক্ষণ এই যে নববধূ পরিণয়যোগ্য বেশ ও অলঙ্কারাদিদ্বারা সুসজ্জীভূতা হইয়া আপন ক্রোড়ে একটা মৃত মেষ অথবা অন্য কোন পশু লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে। পরে সেই মেষ ক্রোড়ে লইয়া অতিশয় বেগে অশ্বপরিচালনায় নিযুক্ত হয়। তৎপশ্চাৎ পাত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক কতিপয় যুবা অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইয়া কন্যার ক্রোড়স্থিত মেষ হরণ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু মেষ হৃত হওন নিবারণার্থে তরুণবালা অকুতোভয়ে অশ্বকে পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন দিকে পরিচালন করিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পাত্র ও বরযাত্রী যুবাদিগের আক্রমণ দীর্ঘকাল ব্যর্থ করে; পরন্তু বরকে ঐ মেষ অবশ্য হরণ করিতে হইবে, নচেৎ তাহার বিবাহ হয় না, সুতরাং সেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে না। ইহাতেও সে অশক্ত হইলে তাহার কপালে বিবাহ নাই ইহাই নিশ্চয় হয়। আমাদিগের বাঙ্গালী কেহ উক্ত দেশে গমন করিলে,বোধ হয়, এতন্নিয়ম দৃষ্টে তাহার মনে বিবাহ-লালসা কদাপি হয় না। এতদ্দেশেও ঐ রীতি সহসা প্রচলিত হইলে অনেক ধনাঢ্য সন্তানের থুবড়ো থাকাই সম্ভব। উল্লিখিত ক্রীড়াকে মধ্য-আশিয়ার লোকেরা "ককবুরী" কহে। এই রীতি মধ্য-আশিয়ার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

অদ্ভুত বাজার।
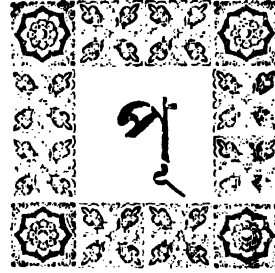
র্ব্ব-কথিত তাতারদিগের মধ্যে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে। তাহাদের এক অদ্ভুত বাজার হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে লোকের অতিশয় জনতা হয়। তাহা এক প্রকার তদ্দেশের পর্ব্বাহ বিশেষ। দশ কুড়ি ক্রোশ দূরস্থিত লোকেরা সচরাচর ঐ বাজারে সমাগত হইয়া অতি অকিঞ্চিৎকর কয়েকটা দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঐ বাজার এক স্থানে স্থিরভাবে থাকে না। তাহার অসাধারণ লক্ষণ এই যে উল্লিখিত বিলাসহট্ট সমস্তই ঘোটকের পৃষ্ঠে সম্পন্ন হয়। বিক্রয়কারী হাটুয়ারা ঘোটকের উপরেই পথে যাইতে যাইতে যাহার যাহা আছে তাহা বিক্রয় করে; এবং ঘোটকের উপরহইতেই ক্রেতাগণ মূল্য প্রদানপূর্ব্বক দ্রব্যাদি ক্রয় করে। ফলতঃ ঐ বাজারের প্রকৃত অভিপ্রায় লাভ নহে। নিজ নিজ অর্থ সম্পত্তি ও ঘোড়া এবং অস্ত্রগরিমা প্রকাশ্যরূপে প্রদর্শন-জন্যই ঐ সমারোহ ও আড়ম্বর হইয়া থাকে। ক্রয়-বিক্রয় তাহার এক কৌতুকাঙ্গ মাত্র।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
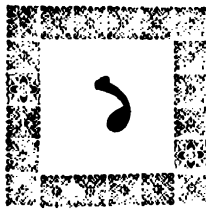
“মনুসংহিতা। কুল্লূকভট্টকৃতটীকা বঙ্গানুবাদ সম্বলিতা। কলিকাতা সংস্কৃতকালেজ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকর্ত্তৃক সংশোধিতা।”

সাধারণের মুখে বিখ্যাত আছে যে হিন্দুদিগের মুখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ; কিন্তু তাহা প্রবাদমাত্র; কেহই সেই আদিম গ্রন্থের নিয়মানুসারে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন না, এবং তাহার প্রকৃত নিয়ম ও তাৎপর্য্য কি তাহাও অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন। ঐ বেদের পরিবর্ত্তে স্মৃতি গ্রন্থসকলই এই ক্ষণে আমাদিগের শাস্তা হইয়াছে, এবং যে সকল স্মৃতি অধুনা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রশংসায় পরাশর লিখিয়াছেন “মনুর স্মৃতিতে বেদার্থ-নিবদ্ধ থাকাতে তাহার প্রাধান্য হইয়াছে; এবং যে স্মৃতি মনুর অর্থের বিপরীত তাহা প্রশস্ত নহে।”

বেদার্থোপি নিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যা হি মনোঃ স্মৃতিঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥

ফলে উহা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের মূলগ্রন্থ; এবং তাহার অনুসরণই হিন্দুদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে এই প্রযুক্ত ঐ গ্রন্থের সর্ব্বত্র যৎপরোনাস্তি সমাদর আছে; এবং যাঁহারা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উহাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। এই কারণ বশতঃ নানাবিধ ইউরোপীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বঙ্গদেশীয়েরা তাহাকে আপন ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ জানিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহার অনুবাদে কৃতসঙ্কল্প হয়েন নাই। কএক বৎসর হইল এক ব্যক্তি সংস্কৃত মূল, তাহার জোন্স সাহেবকৃত ইংরাজী অনুবাদ, ও তন্নিম্নে বঙ্গানুবাদ মুদ্রাঙ্কনে নিযুক্ত হইয়া শতাধিক পৃষ্ঠা ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সংস্কৃত মূল ও কুল্লূকভট্টের টীকা প্রথমতঃ শ্রীরামপুরের মিসনরী সাহেবেরা মুদ্রাঙ্কন করান; তাহা পরিপাটী হইয়াছিল। কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বঙ্গীয় সাধারণের বিশেষ উপকার হয় নাই, এবং তাহাও বহুকাল নিঃশেষ হইয়াছে। তৎকালে চন্দ্রিকা সংবাদপত্রের সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলাট কাগজে পুথার অবয়বে সটীকা মনুসংহিতা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কন করান; কিন্তু তাহাও কএক বৎসরাবধি আর প্রাপ্য নাই। অতএব বর্ত্তমান গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের সংশোধনকর্ত্তা সুবিখ্যাত স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি; এবং তাঁহার আয়াস যে সুসিদ্ধ হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। ঐ মহোপাধ্যায় গ্রন্থের ষষ্ঠাবধি শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, অতএব তাহাও যে পরিপাটী ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে ইহা অবশ্যই সম্ভাব্য। তাঁহার পূর্ব্বে আহিরীটোলা-বাঙ্গালা-পাঠশালার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রথম-পঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ নিষ্পন্ন করেন, তাহাও নিন্দনীয় বলা যায় না। অতএব যাঁহারা এতদ্দেশের মূলধর্ম্ম শাস্ত্র ও প্রাচীন আচার ব্যবহারের আদর্শ গ্রন্থে আস্থা করেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই গ্রন্থ অনুমোদনীয় বলিয়া অনুরোধ করিতে পারি। এই উপাদেয় পুস্তক খানি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার সম্যক্ ধন্যবাদ করিতেছি।

২। "কবিকল্পদ্রুমঃ। মহা মহোপাধ্যায় শ্রী-বোপদেব গোস্বামিবিরচিতো ধাতুপাঠগ্রন্থঃ পরিভাষাটীকা সমেতঃ। শ্রীলালমোহন ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতঃ"। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপযোগী, এবং যে সকল পাঠশালায় ঐ ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তথায় ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইবে, অতএব ইহার প্রকটনে ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত-বিদ্যা-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন মানিতে হইবে। আমরা ইচ্ছা করি অনেকে ইহার গ্রহণদ্বারা তাঁহার আয়াস সফল করুন।

৩। "বাদিবিবাদভঞ্জনং"। ইংরাজী "সিবিল প্রোসিডিউর কোড্" নামক আইনে যে বিষয়ের বর্ণন আছে প্রস্তাবিত গ্রন্থে সংস্কৃত স্মৃতিকারদিগের মতে সেই বিষয়ের অর্থাৎ অভিযোগের পূর্ব্বাপর প্রণালী বর্ণিত আছে। ইহার প্রণেতা নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য। তিনি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রহইতে বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া গৌড়ীয় অনুবাদের সহিত তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এই গ্রন্থের বর্ণিত নিয়মে এই ক্ষণে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয় না, এবং তদ্রূপ হইলেও বিচারের বিলক্ষণ অপলাপ হইবার সম্ভাবনা; তথাপি ইহার প্রচারে আমাদিগের প্রাচীন বিচারালয়ের অবস্থা অনেকের মনে উদিত হইবে, এবং তাহাতে প্রকৃত ইতিহাসের সম্যক্ দ্যোতকতা আছে, অতএব এই গ্রন্থ সমাদরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিলাম; এবং ইহার প্রকটনে ধন্য মান্য বরেণ্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় সহায়তা করিয়াছেন, অতএব আমরা এ স্থলে তাঁহারও বিহিত প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। ঐ বিদ্যানুরাগী মহাত্মা সম্প্রতি দায়ভাগাদি কএক খানি সুপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ নিজব্যয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সৎপাত্রে বিতরণদ্বারা স্মৃতি-শাস্ত্রের মহোপকার করিয়াছেন।

৪। "তত্ত্ববিকাসিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" এই অভিধানে এক খানি নূতন মাসিকপত্র বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথমাবধি প্রকটিত হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করণ; পরন্তু ইহাতে নূতন কবিতা, মাসিক সংবাদ, পৃথিব্যাদির বিবরণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়া থাকে। রহস্য-সন্দর্ভে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিষয়ে কদাপি হস্তক্ষেপ করা আমাদিগের অভিধেয় নহে, অতএব আমরা তদ্বিষয়ে কিছুই লিখিতে সক্ষম নহি। অপর বিষয়ে অভিনব সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহা মাসিকপত্রের অনুপযুক্ত নহে। পাঠক মণ্ডলীর মানসিক ক্ষমতানুসারে সাবধানে সন্দর্ভ সঙ্গ্রহ করিলে আমাদিগের নবীন সহযোগী কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, অতএব সরলচিত্তে তাঁহার উন্নতি প্রার্থনা করিলাম।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪০ খণ্ড

বালাজী পণ্ডিত।
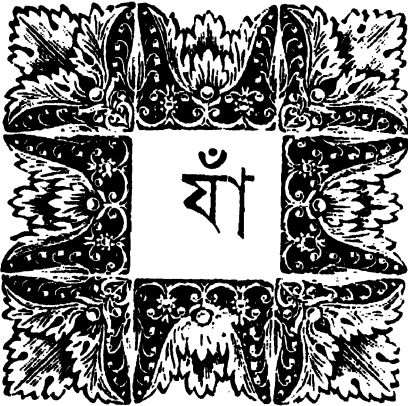
যাঁহারা স্বদেশের অনুরাগী, তাঁহাদিগের পক্ষে পিরুর ইঙ্কাদিগের বিবরণ, মণ্টজুমার ইতিহাস এবং ডুবালের গল্পের অপেক্ষা বালাজীর আখ্যান বিশেষ সন্তোষজনক হইবে, সন্দেহ নাই। ইনি এক জন মহারাষ্ট্র-প্রধান ছিলেন। গত শতাব্দীতে ইহাঁর তুল্য রাজকার্য্যে পারদর্শী ভারতবর্ষে কেহ জন্মে নাই। অতএব ইহাঁর জীবনচরিতে হিন্দুরাজামাত্যের প্রকৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের জীবন-চরিত লেফ্‌টনেণ্ট কর্ণেল ব্রিগ সাহেব বহুপ্রযত্নে সঙ্গ্রহ করেন। তাহাতে বালাজীর কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে প্রায় ৯০০০ কাগজপত্র সঙ্গৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতক গুলি বালাজীর স্বহস্তের লিখিত। ব্রিগ সাহেব উল্লিখিত কাগজপত্র ইংরাজী ভাষায় অনুবাদকরণ-পূর্ব্বক বিলাতে লইয়া রয়াল এশিয়াটীক সোসাইটী নামক সমাজে অর্পণ করেন। অনুবাদকরণ সময়ে বালাজীর কোন নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট তিনি বালাজীর স্বহস্ত-লিখিত আত্মচরিতের কিয়দংশ লিপি প্রাপ্ত হন। উহাতে বালাজী আপনার জন্মকালাবধি যৌবনাবস্থার সমস্ত ব্যাপার সঙ্ক্ষেপে বর্ণনিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আত্মচরিতের উপক্রম এই—

“ঈশ্বরের স্বরূপ অবয়ব কি তাহা আমি ধ্যান করি। তাঁহার মুখমণ্ডল সত্যের প্রতিকৃতি, সতেজ, এবং প্রতিভান্বিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, এবং সকল সচেতন প্রাণীতে নিদ্রা ও চৈতন্য স্বরূপে ধ্যানদ্বারা উপলব্ধ হয়েন। দিবালোকে তাঁহার কার্য্যসকল প্রকাশিত হয়, এবং নীরব সুষুপ্তিময় বিভাবরীতে তাঁহার নিদ্রার অবয়ব প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। যাঁহাকে এই রূপ ভাবনাদ্বারা চিন্তা করি তিনিই—তিনিই এক মাত্র আত্মা।”

অতঃপর তিনি এই মায়াময় ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীবোৎপত্তির প্রকরণ বর্ণন-পূর্ব্বক আপনার জীবনচরিত্র আরম্ভ করিয়াছেন; তদ্যথা—

"সংবৎ ১৭৯৮ অব্দের ২৪ মাঘ শুক্রবারের রজনীতে দশ ঘটিকার সময় আমি এই অবিদ্যা-তিমিরাবৃত সম্মোহন ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিহেতু অতি শৈশবকালে দেবার্চ্চনায় অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তৎকারণবশতঃ মৃণ্ময় পুত্তলিকা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পূজা করিতাম। কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি সাধন হইত না বলিয়া গৃহের বাস্তু দেবতাকে অপহরণ করিয়া অতি বিরল স্থানে নির্ব্বিঘ্নে পূজা করিতাম। সেই অপরাধের জন্য আমাকে মাতার নিকট প্রহার সহ্য করিতে হইত। পিতামাতা উভয়েই ইচ্ছুক ছিলেন যে আমি শৈশবকালে জ্ঞানোপার্জ্জন করি; এবং আমার তদ্বিষয়ে চিত্ত-নিবেশের নিমিত্ত তাঁহারা অহরহ উত্তেজনা করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু আমি ঈদৃশ অবাধ্য হইয়াছিলাম যে তাঁহাদিগের উপদেশে আমার বিজাতীয় অসন্তোষ জন্মিত। যখন তাঁহারা লেখা পড়ার প্রস্তাব করিতেন তখন এ রূপ উগ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিতাম, যে, তাঁহাদিগের অনিষ্ট ঘটাইবার চেষ্টার আর কিছুই বাকি থাকিত না। একাদশ কিংবা দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পূর্ব্বরাগে আমার প্রবৃত্তি হয়। অদৃষ্টক্রমে আবার সেই সময়ে কতিপয় অসৎ সহচর মিলিয়াছিল। তাহাদিগের কুপরামর্শে আমি হিতাহিত-বোধশূন্য হইলাম। ঐ সময়ে দৈবাৎ আমি অশ্বহইতে ভূতলে নিপাতিত হইয়াছিলাম। তাহাতে দুই দিবস আমার কিছুই চৈতন্য ছিল না।

"পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সংবৎ ১৮১৩ অব্দে আমার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরের অনুকম্পায় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে আমি তৎকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাহা সমাধা হইবার পর মহামান্য মহারাষ্ট্রীয় অধীশ্বর স্নেহ এবং বাৎসল্যের সহিত মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি শ্রীরঙ্গপট্টনের যুদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলাম। যুদ্ধহইতে প্রত্যাগমনের পর দারপরিগ্রহ করিলাম। যাহা হউক ইচ্ছাবতী কামিনীকুলের প্রতি আমার যে প্রগাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহাহইতে নিবৃত্ত হওয়া অসাধ্যপর জ্ঞান হইতে লাগিল। পরন্তু আমার চরিত্রের ছায়াটী মনে উদিত হইলে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও পরিতাপিত হইয়া অতিমাত্র ব্যাকুলতার সহিত চিন্তা করিতাম যে আমার কীর্ত্তিমান পিতামহ অতি মহৎ, ভদ্র এবং নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব ছিলেন; বদান্যতায় তিনি অতি বিখ্যাত। পূর্ব্বপুরুষেরা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ছিলেন। কেবল মাতৃকুল-দোষেই আমার স্বভাব এরূপ অধম হইয়াছে, তৎকালে এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

"যাহা হউক কএক বৎসর পরে গোদাবরী তীরস্থিত টোকানামক স্থানের কোন দেবালয়ে ঈশ্বরের কঠোর আরাধনাদ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি-পরিহারে এবং চরিত্র-শোধনে প্রকৃষ্ট মনোযোগী হইলাম। এতদবস্থায় সেই স্থানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া অতঃপর সংবৎ ১৮১৫ অব্দের ২ কার্ত্তিক দিবসে পেশবার ভ্রাতা সদাশিব ভাউ সাহেব মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়া যৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণে যাত্রা করেন, তৎকালে আমি তাঁহার সহবর্ত্তী হইলাম। কাশী, গয়া, এবং প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করাইবার জন্য মাতা এবং স্বীয় ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইলাম। ঐ সময়ে পীড়াদ্বারা আমার কলেবর অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইবায় ঈশ্বরারাধনাতে চিত্ত সংলগ্ন এবং পরম-ভক্তি-ভাজন-জননীর

প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অন্যান্য পুণ্যজনক ক্রিয়ায় অনুরাগ বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত হইল।

"নর্ম্মদা নদী পার হইবার পর অতি সঙ্কট পীড়ায় শয্যাভিভূত হইলাম। তাহাতে মহামহিম সদাশিব ভাউ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমি যাবৎ কিঞ্চিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত না হইতেছি তৎকালের নিমিত্ত সৈন্যদিগের যাত্রাহইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি সুস্থ হইলে পর পুনর্ব্বার সৈন্যের গমনের আদেশ হইল। অনন্তর তথাহইতে যাত্রা করিয়া সসৈন্যে গ্রহণের সময় চর্ম্মন্বতী নদী তটে উপনীত হওয়া গেল। উক্ত স্থানহইতে মথুরা, মথুরাহইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। বৃন্দাবনের মধ্যে যে যে স্থান প্রসিদ্ধ ও মনোরম্য তাহা ক্রমে সকলই দর্শন করিলাম। অনন্তর কাম্যবন, নিধুবন, ভাণ্ডীরবন, রাধাকুণ্ড, কুঞ্জবেহারী, রাধাকিশোর, গোবিন্দজী, অটলবেহারী দর্শন করত ধ্যানগুজ্জরী নামক স্থান নিবাসি মহাপুরুষদিগের সহিত সাংক্ষাৎ করণার্থ যাত্রা করিলাম। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত ও প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইলে "ধীর সমীর" নামক স্থানে আমি সায়ংসন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

"চারি দিবস পরে তথাহইতে দিল্লীতে যাত্রা করি। ঐ স্থানে দিল্ল্যধিপতির সাহত সাক্ষাৎ হয়। তিনি শিষ্টাচারদ্বারা আমাকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করত সম্মান-বর্দ্ধক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঈষদ্ ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

"ঐ সময়ে সংবাদ আসিল যে যবনেরা উত্তরদিকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। পরন্তু যমুনা নদী তৎকালে প্লাবিত থাকিবায় মহারাষ্ট্রীয় ও যবন সৈন্য স্বতন্ত্র রূপে উভয় পারে অবস্থিতি করিল। পেশবা যবনদিগের বাধা না মানিয়া সৈন্য চালন-পূর্ব্বক কুঞ্জপুরে উপনীত হইলেন। যবনেরা সর্ব্বাদৌ আমাদের যে সৈন্যদল আক্রমণ করে, আমি তন্মধ্যে ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি কোন আঘাত প্রাপ্ত হই নাই। ঐ যুদ্ধের দিবস উভয় পক্ষের বহুতর সৈন্য আহত হইল। কিন্তু অতঃপর যবনেরা নদীতীরে আসিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করাতে সদাশিব ভাউ প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে প্রণোদিত হইলেন। অন্যান্য যুদ্ধে শূরম্মণ্য বালাজী পেশবা প্রকৃষ্ট প্রবীণতার সহিত কার্য্য নিষ্পন্ন করিবায় সঙ্গ্রাম-ব্যাপারে বিপুল সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত-সঙ্গ্রামে তাঁহার সেই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির লোপাপত্তি হইয়াছিল। আমার মাতুল বলবন্তরাও এবং নানা পুরন্দরী তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবানীশঙ্কর ও নেবাজ খাঁকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং আমাদের পূর্ব্বাপর যুদ্ধ-বিগ্রহের যে রূপ রীতি ছিল তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শত্রুদিগের প্রণালী অনুকরণ করা হইল। কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারেরই আধিক্য হইতে লাগিল। আশু আমরা চতুর্দ্দিকে শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইলাম; এবং তাহাদিগের বন্দুকের গুলি প্রতি দিবস আমাদের শিবির-মধ্যে অনবরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমার মাতা দুর্দ্দৈবের আশঙ্কায় অতি কাতর হইয়া রোদন করিতেন। তাঁহাকে আর কি রূপে বুঝাইব? কেবল ভগবানের উপর বিশ্বাস ব্যতীত প্রবোধ দিবার আর কোন উপায় ছিল না। ঐ সময়ে আমার মাতুল বলবন্তরাও কৃষ্ণমেহেল্লী নামক স্থানের সঙ্গ্রামে হত হইবায় মাতুলানী অনুমৃতা হইবার

নিমিত্ত অতিশয় ব্যাগ্র হইয়াছিলেন। সেই কার্য্য-সম্পাদন সময়ে আমরা শত্রুহস্তে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; ফলে রজনী ঘোরতর অন্ধকার করিয়া যদি না আসিত তাহা হইলে সেই রাত্রিতে আমরা সকলেই প্রণষ্ট হইতাম।

"এই প্রকারে আমরা দুই মাস ক্রমাগত শত্রু-দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিলাম। আমাদের শিবির-স্থিত অধিকাংশ পশু প্রণষ্ট হইবায় তাহার দুর্গন্ধে শিবিরমধ্যে ভয়াবহ পীড়া জন্মিতে লাগিল। রাজমহিলাগণকে যবনহস্তে নিক্ষিপ্ত করণ অপেক্ষা তাহাদিগের প্রাণ সংহার শ্রেয়ো ভাবিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা পরাভূত হইবামাত্র তাহাদিগকে বধ করা হইবে এই অভিপ্রায়ে যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বালাজী পেশবা হত্যাকারী লোক সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন।

"সংবৎ ১৮১৩ অব্দের ১৫ পৌষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহা পরাক্রমশালী পেশবা শেষাবস্থায় গর্ব্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া স্বভাবের বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহামতি সেনাপতি ভাউ সাহেব সর্ব্ব-বিষয়ে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি সমরস্থলে গমন করিলেন না। তন্নিবন্ধন মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। সদাশিব ভাউর সহিত বালাজী পেশবার ১৭ বৎসর বয়স্ক প্রিয়তম পুত্র বিশ্বাসরাও ছিলেন। পরন্তু যুদ্ধ স্থলে তিনি যে সময়ে বিশ্বাসরাওকে নিজ হস্তীর উপরে তুলিয়া লইতেছিলেন, ঐ সময়ে একটা গোলার আঘাতে বিশ্বাসরাও রণস্থলে ভূমিশয্যাশায়ী হইলেন। সেই শোক তাঁহার বজ্রসম হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তিনি এক কালে হতচেতন ও বিবেক-শূন্য হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দলের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবায় আফগানেরা অশ্বহইতে অবরোহণপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ ও গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাম পার্শ্বস্থিত সৈন্যসকল রঙ্গস্থলহইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল। দক্ষিণ দিকে সিন্ধিয়া ও হুলকর যবনদিগের সহিত প্রবল রূপে সঙ্গ্রাম করিতেছিলেন; পরন্তু অকস্মাৎ সৈন্যদিগের রণভঙ্গ অবলোকন করাতে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। ভাউ সাহেবের দেহ রক্ষার্থ দুই শত মহারাষ্ট্র সৈন্য তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। বাপুজীপান্থ আমাকে পশ্চাতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে আমি কহিলাম এ সময়ে সেনাপতিকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পরন্তু পশ্চাৎ তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হইলাম। আমি অশ্বের মুখ বিপরীত দিকে চালাইতে লাগিলাম। ভাউ সাহেবের অধীনস্থ এক লক্ষ সৈন্যের বড়২ সেনানীবর্গের মধ্যে তৎকালে কাহাকেই দেখিতে পাইলাম না। নিরুপদ্রব কালে যাহারা পুনঃ পুনঃ শপথপূর্ব্বক কহিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সহস্র প্রাণীর হত্যা হইলেও ভাউর গাত্রের একটী রোম কেহ স্পর্শ করিতে পাইবে না। সেই মহামান্য সেনাপতি যুদ্ধ স্থলে জীবিত রহিলেন কি শত্রুহস্তে নিহত হইলেন তাহা কেহই অনুসন্ধান করিল না, অতএব বোঝা গেল যে তাহারা সম্পদেরই আত্মীয়, বিপদের কেহই নহে *।

* এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায়। ইহা ইংরাজী ১৮৬১ সালের ২৬ জানুয়ারী দিবসে নিষ্পন্ন হয়। যবন-দিগের সেনাপতি অহম্মদ শাহ আবদালীর অধীনে ৭৫,০০০ সৈন্য এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত স্ত্রীপুত্র সর্ব্ব সহিত পাঁচ লক্ষ লোক ছিল। ইহাকে পানিপতের যুদ্ধ কহে। এই স্থানে ১৫২৫ ইংরাজী অব্দে সুলতান বাবরের সৈন্যসহ দিল্লীস্থ পাঠান সম্রাট ইব্রাহীম লোডীর সৈন্যদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে লোডী সঙ্গ্রাম স্থলে হত হইবায় দিল্লীর পাঠান আধিপত্য লোপ হইয়া মোগল প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

"দিবাকর অস্তাচলশায়ী হইতেছেন,এমত সময়ে আমি পাণিপথ গ্রামে উপনীত হইলাম। ঐ স্থান আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত; কোন্ দিকে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্য-ক্রমে ঐ সময়ে রামাজী পান্থের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে অশ্বহইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। অনন্তর আমি তাহাই করিলাম। রাত্রিতে আমরা পলায়ন করিতেছি এমত সময়ে কতিপয় যোদ্ধা আসিয়া আমার অনুবর্ত্তী দশ বার ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিল। তৎকালে আমার জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু রামাজী পান্থ এবং অপর এক ব্যক্তির সৎপরামর্শে আমি শত্রুদিগের হস্তহইতে উদ্ধার হইলাম। সেই রাত্রিতে কোথায় বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত পথ চলিতে লাগিলাম। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে দশ ক্রোশ গমন করত পুনর্ব্বার শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামাজী পান্থ ও আমার অন্যান্য সমভিব্যাহারী কয়েক ব্যক্তি শত্রুদিগদ্বারা হত হইল। আমি একটা শরবনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলাম। অনন্তর একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম পুনর্ব্বার কয়েক জন শত্রু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগের দর্শনে আমি ভীত হইয়া পুনশ্চ শরবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্নবেশে থাকিলাম। কিন্তু তাহারা আমাকে কৃতান্তবৎ বনের মধ্যহইতে টানিয়া বাহির করিল। উহাদের মধ্যে এক দয়াশীল বৃদ্ধ ছিল। সে আমাকে নিতান্ত তরুণ-বয়স্ক দেখিয়া অব্যাহতি প্রদান করিবার নিমিত্ত সকলকে কহিল, "এ বালক; যোদ্ধা নহে; ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।" বৃদ্ধের প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া আমার প্রতি কোন ব্যাঘাত না করিয়া অভিপ্রেত স্থানে চলিয়া গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমি পীড়িত ছিলাম; সেই হেতু এ পর্য্যন্ত আমি নিয়মিত রূপে পথ্যমাত্র গ্রহণ করিতেছিলাম; কিন্তু যে বিপদে অভিভূত হইয়াছিলাম, সেই বিপদই আমাকে আশু উন্নয়ন করিয়া তুলিল; এবং দ্বিতীয় দিবসে আমি অনাহারে অবাধে পদব্রজে পঞ্চদশ ক্রোশ গমন করিলাম। পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া বৃক্ষের পত্র ভোজনদ্বারা জীবন রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু ঐ পত্র গলাধঃ করিবার সময় যে কষ্ট হইত তাহা সকলে অনুভব করিতে পারিবেন না।

"পাণিপথের যুদ্ধের পর ভূম্যধিকারীগণ মহারাষ্ট্রীয় মনুষ্য দেখিবামাত্র ঈর্য্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সেই হেতু পদে পদেই বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক ক্রমাগত গমন করত সায়ঙ্কালে এক গ্রামের সীমায় উপনীত হইলাম। এক বৈরাগী কিঞ্চিৎ ময়দা আনয়নপূর্ব্বক আমাকে ভোজন করিতে দিল। তাহায় রোটিকা প্রস্তুত করত ভোজন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। তাহা এই ক্ষণে স্মরণ হইলে মনে হয় তাদৃশ সুস্বাদু অমৃতবৎ তৃপ্তিজনক ভোগ আমার জীবনাবধি আর কদাপি ঘটিয়া উঠে নাই। ঐ স্থানে রাত্রি বাস করত প্রাতঃকালে যাত্রা করিলাম। অনন্তর অন্য এক গ্রামে উপনীত হইলে এক পোদ্দার আমার যথোচিত আদর-পূর্ব্বক বাটীতে লইয়া যায়। তথায় পেশবার এক কার্কুণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিল। আমরা এ পর্য্যন্ত শত্রুহইতে নিরাপৎ হইতে পারি নাই বলিয়া বিশেষ সতর্ক ছিলাম; এবং এই স্থানে ত্বরায় শ্রুত হইলাম যে এক দল অশ্বারোহী যবন সৈন্য নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিবামাত্র আমরা শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলাম। কিন্তু পথি মধ্যে পাছে শত্রুরা শকটের শব্দানুসারে আমাদের নিকট

আইসে, তদাশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ পদব্রজে যাত্রা করিতে হইল। নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের স্মরণ করিতে করিতে ৭ দিবসের পর রেওরী নামক স্থানে নিরাপদে উপস্থিত হইলাম। তথায় নিশ্চয় বোধ হইল আমরা শত্রুদিগকে অধিক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি।

"ঐ স্থানে বক্কী রাও নামা কোন ব্যক্তি আমার পরিচয়-গ্রহণ-জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিল; এবং কতকগুলি লোকও আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আমি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে চিনিতাম না, তন্নিমিত্ত তাহার অভিপ্রায় কি, না বুঝিতে পারিয়া পরিচয়-প্রদানে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরন্তু তাহার ভদ্রতাচরণে পরে তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইল। ঐ স্থানে কিছু দিবস থাকিয়া ভরতপুরে যাইতে সচেষ্টাপন্ন হইয়াছিলাম। কিন্তু কতক গুলি রক্ষক ব্যতীত গমনের ইচ্ছা ছিল না। পরে একদা এক দল বরযাত্রিরা সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ দিতে যাইতেছিল, ঐ সুযোগে এক খান গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাদের সহিত যাত্রা করিলাম। পথে কৃষ্ণভট্ট নামা এক বৈদ্যের সহিত দেখা হইল। তাহার নিকট অবগত হইলাম যে বিরাজী ভবরীকর নামা কোন ব্যক্তি আমার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করিয়াছে, এবং যথোচিত সাবধানতা-পূর্ব্বক জিগীণ গ্রামস্থিত নরপাস্থ গোকুলার বাটীতে রাখিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তথায় গমনপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার মাতার জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু এই মাত্র শুনিলাম, যে যৎকালে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যাইতেছিলেন সেই সময়ে শত্রুরা তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর শিবিকা ও অশ্ব ভাড়া করিয়া ঢোলপুর হইয়া গোবালিয়রে যাত্রা করিলাম। যে সকল সৈন্য জীবিত ছিল, তাহারা আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে পার্ব্বতীরাও এবং সেনাপতি সদাশিব ভাউর পত্নী নানা পুরন্দরী, এবং মূলহরজী হুলকর যুদ্ধহইতে রক্ষা পাইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

"যদিও তৎকালে আমার বয়ঃক্রম তরুণ ছিল, তথাপি কাশীতেই বাস করিতে আমার দৃঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিবেচনা করিলাম কাশীতে বাস করিলে পরিশেষে বিপদ্ ঘটিতে পারে, সেই হেতু সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলাম।

"স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর শ্রবণ করিলাম, পেশবা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। পুনশ্চ তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পরন্ত ঈশ্বরেচ্ছায় আমি বহুতর ভয়াবহ বিপদ্‌হইতে উদ্ধার পাইয়া রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বুরহানপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। তথায় দেখিলাম তিনি পুত্র-শোকে অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, ও তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিল। সর্ব্বদা প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে তিনি অতি নিন্দিতরূপে তিরস্কার করিতেন। তথাপি তিনি আমাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং পাণিপথের যুদ্ধের পরিশিষ্ট সংবাদ শ্রবণের নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তত্তাবৎ শ্রবণে তাঁহার দ্বিগুণ শোক উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গোদাবরী-নদী-তীরস্থিত আমার পূর্ব্বাশ্রমে গমন করিলাম। মহারাজা বালাজী কিয়দ্দিবস পরে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহাকে যে রূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা আরও অধিক মন্দ দেখিলাম।

যাহা হউক, সঙ্গ্রাম-সময়াবধি আমাকে বিবিধ ক্লেশে নিতান্ত সন্তাপিত ও জর্জ্জরীভূত হইতে হইয়াছিল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত আশ্রমে থাকিতেই মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিলাম। অনন্তর তিনি পুনায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার চিত্তের বৈকল্য সমভাবাপন্ন আছে বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল। কিয়দ্দিবসান্তে অতি সত্বরে আমাকে পুনায় গমন করণের সংবাদ আসিল, এবং তদনুসারে কালবিলম্ব না করিয়া তথায় যাত্রা করিলাম। কিন্তু পর্লিয়ার নামক স্থানে না উপনীত হইতেই শ্রুত হইলাম মহারাজের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে (১৮১৭ সংবৎ ২৪ জ্যৈষ্ঠ)।

"অনন্তর পুনায় উপনীত হইলাম। মহারাজের মৃত্যুজন্য অতি মাত্র শোকাকুল হইয়াছিলাম। কিন্তু মহামান্য দাদা সাহেব অবিলম্বে বালাজীর পুত্র মধুরাওকে রাজটীকা প্রদানের নিমিত্ত সেতারায় আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন।

"রাজটীকা প্রাপ্ত্যনন্তর রাজার নিকট পেশবা বিদায় লইলেন। পথিমধ্যে এক দিবস এক পদাতিক সৈন্য কোন রমণীর প্রতি বল প্রকাশ করিবায় সৈন্যদলের পার্শ্ববর্ত্তী এক প্রহরি তৎক্ষণাৎ ঐ দুষ্ট পদাতিকের হৃদয়ে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। এই প্রকার নিরতিশয় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যথার্থ প্রতিফলের অপূর্ব্ব উদাহরণ আমার সাক্ষাতেই দৃষ্ট হইল।

"পরদিবস পেশবা নীরা নদীর পরপারে গমন করিলেন। কিন্তু আমি ঐ দিবস তাঁহার সহিত গমন না করিয়া ফিরিঙলে নামক স্থানে থাকিলাম। পরদিন গমন কালে নদী প্লাবিত থাকাতে নৌকায় আরোহণ করিতে হইল। কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতোবেগে তরি দূরে নিক্ষিপ্ত করিবায় একটা পর্ব্বতের অভিমুখে ভাসিয়া চলিলাম। ঐ পর্ব্বতে তরি লগ্ন হইলে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইত, এবং আমরা সকলেই বিনষ্ট হইতাম; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কতিপয় নাবিক অত্যন্ত সাহসের সহিত নৌকা কিনারায় লইয়া যাওয়াতে প্রাণ রক্ষা হইল। তখন ভাবিলাম ভগবান এ যাত্রাও জীবন রক্ষা করিলেন।

"অনন্তর পুনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, এবং মহামান্য মধুরাও পেশবা আমাকে "ফর্দ্দ নবিসী" কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।"

কথিত "ফর্দ-নবিসী" কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ পেশবার আয় ব্যয়ের নির্দ্দেশ করণ। প্রাচীন কালের "কোষাধ্যক্ষ" ও ইংরাজদিগের "ফিনানসিএল সেক্রেটরীর" সহিত ইহার সম্যক্ সাদৃশ্য আছে। ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থে ইহার নাম ঐ কর্ম্মহইতে "নানা ফর্নাবিস্ প্রসিদ্ধ আছে," বালাজী পণ্ডিত প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং আপনার অতুল ক্ষমতা ও রাজ্যকার্য্যদক্ষতা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে ১৭৬১ অব্দহইতে ১৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত পুনা রাজ্যের ইতিহাস তাঁহারই কার্য্য কুশলতার ইতিহাস বলিলে বলা যায়। পরন্তু ঐ ইতিহাস প্রকটনের স্থান অধুনা অপ্রতুল, অতএব এই প্রস্তাব এই খানেই শেষ করিতে হইল।

মম্বোজম্বো।

উরোপের কোন ব্যক্তি কার্য্যবশতঃ আফরিকাতে কিয়ৎকাল বাস করিয়া তত্রস্থ রূঢ় লোকদিগের আচার ব্যবহার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত হন। তিনি এক আশ্চর্য্য ব্যবহারবিষয়ে লিখিয়াছেন যে, "জিলিফ্রীনামক উপকূলে

ইউরোপের ধনবান লোকদিগের চাসের নিমিত্ত ভৃত্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত আছে। তথায় কতকগুলি দেশীয় লোকেরাও বাস করে। তাহারা উপরোক্ত ইউরোপীয় মনুষ্যাপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। এক দিবস কোন গৃহস্থের বাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে নৃত্য দর্শনের জন্য গৃহস্বামী আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। আমি বিদেশীয় বলিয়া আমাকে বিশেষ করিয়া কহিল যে "আপনি রঙ্গস্থলে যাহা কিছু দেখিবেন তাহাতে ভীত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া নীরব হইয়া উপস্থিত কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। সাবধান, ইহার যেন অন্যথা না হয়। তদন্যথায় আপনার কোন আপৎ ঘটিবেক।" আমি পূর্ব্বাবধি গৃহস্থের সৌজন্য এবং সারল্যের বিষয় জ্ঞাত ছিলাম; সেই হেতু উহার বাক্যে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার আলয়ে উপস্থিত হইলাম। তথায় স্ত্রী-পুরুষে প্রায় চারি পাঁচ শত লোকের জনতা হইয়াছিল, এবং কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত কতিপয় ইউরোপীয় মনুষ্যও উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাহাদের এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলাম। সর্ব্বাদৌ কতক গুলি অঙ্গনা মণ্ডলাকারে শ্রেণি-নিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মানা হওয়াতে এরূপ অনুভব হইল যে তাহারা একত্রে সকলেই নৃত্য করিবে; কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে জনতার মধ্যস্থলহইতে এক ব্যক্তি এক খান রুমাল দর্শকদিগের সম্মুখে নিক্ষেপ করিবামাত্র একটী রমণী শ্রেণিহইতে বহির্ভূতা হইয়া নৃত্যারম্ভ করিল। তাহার নৃত্য দর্শনে সকলেরই কৌতুক জন্মিল। পরন্তু কিঞ্চিৎ পরে শ্রেণিস্থিত ললনাগণ এক কালে অকস্মাৎ অবনত হইবায় দৃষ্ট হইল যে এক ভয়ানক মূর্ত্তি তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সে মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার কলেবর ছয় হস্ত দীর্ঘ; তাহা বল্কলদ্বারা সর্ব্বত্র আবৃত; এবং মস্তকোপরি একটা খড়ের শিরস্ত্রাণ বেষ্টিত ছিল, তাহা এক খান বৃহৎ মধুক্রম-সদৃশ। আফরিকা-খণ্ডের লোকেরা ঐ ভৈরববেশী মনুষ্যকে "মম্বোজম্বো" বা "অরণ্য-দেবতা" কহে। তাহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে সে বলিল "সমাগত জনগণের সহিত আমোদ করিতে আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া সে নৃত্য আরম্ভ করিল; ও উল্লম্ফন পুরঃসর যে কামিনী নৃত্য করিতেছিল তাহারই সমীপে আগত হইল। তৎপরে পরিচ্ছদের ভিতরহইতে এক গাছা যষ্টি বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত নর্ত্তকীকে এরূপ নির্দ্দয়রূপে প্রহারারম্ভ করিল যে উহার আর এক পদও নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। উপস্থিত লোকের মধ্যে কেহই সেই তাড়না-নিবারণে প্রবৃত্ত হইল না, দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু গৃহস্থের আদেশ তৎকালে স্মরণ হওয়াতে আমি নীরব থাকিলাম। যাহা হউক, ঐ দুরাত্মা বোধ হয় দীর্ঘকাল প্রহার করিত, কিন্তু পরিচ্ছদের গুরুতায় আশু ক্লান্ত হইয়া পড়িল ও ক্ষণেক কাল অদৃশ্য হইয়াছিল; কিন্তু কতিপয় মুহূর্ত্তের পর সে পুনর্ব্বার আমাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর প্রহারাদি না করিয়া নম্রতা-প্রকাশ-পুরঃসর ইতস্ততঃ প্রক্রমণ করিতে লাগিল। তদনন্তর ত্বরায় আমাদিগের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল; পুনশ্চ আর আসিল না; তাহার অনাগমনজন্য দর্শকগণও দুঃখিত হইলেন না; যেহেতু তাহার উপস্থিতিতে উপস্থিত আমোদ কৌতুক সকল পণ্ড হইয়াছিল।

"আমরা তাবৎ রাত্রি সেই স্থানে থাকিলাম। পরদিন প্রত্যূষে প্রত্যাগমনকালে গ্রাম-প্রান্তে দেখিলাম মম্বোজম্বোর সমস্ত পরিচ্ছদ একটা

বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে। আমি উহা বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ-জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার সমভিব্যাহারে যিনি ছিলেন, তিনি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন; এবং আমরা গৃহে প্রত্যাগত হইলে তিনি পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্তটী বর্ণন করিলেন।”

“যৎকালে কেহ মম্বোজম্বোর সভায় যাইতে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে তাহার নিগূঢ়তাৎপর্য্য স্ত্রী কিংবা পুরুষ কাহার নিকট প্রকাশ করিব না বলিয়া শপথ গ্রহণ না করিলে উক্ত সমাজভুক্ত লোকেরা তাহাকে আপনাদিগের সমাজে গ্রহণ করে না। ন্যূন-কল্পে ষোড়শ বর্ষীয় যুবা পর্য্যন্ত সে সভায় প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অল্প বয়স্ক বালকদিগকে কদাপি তথায় যাইতে দেওয়া হয় না। কোন স্ত্রী-পুরুষে কলহ হইলে ঐ প্রকারে মম্বোজম্বোকে আহ্বান করা হয়, এবং সে পুরুষেরই প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল হইয়া স্ত্রীর সমুচিত শাসন করিয়া থাকে। মম্বোজম্বোকর্তৃক উপরোক্ত রমণী দারুণরূপে প্রহারিত হইবার কারণ এই যে ঐ স্ত্রীর প্রতি কোন ব্যক্তি অত্যন্ত প্রেমাসক্ত হইলেও সে অন্যকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া উপযাচক নায়কের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল, এবং ঐ ব্যক্তি আত্মীয়গণের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হওয়াতে মম্বোজম্বোকে আহ্বান করে, এবং মম্বোজম্বো বর্ণিতরূপে আবির্ভূত হইয়া উক্তা রমণীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে।

“মম্বোজম্বোর সভাতে কেহই অস্ত্রাদি লইয়া যাইতে পারে না। এই ব্যাপার আফরিকায় প্রায় সর্ব্বত্রেই অতি সাধারণ; এবং যদ্যপি সেই গূঢ় ব্যাপার অন্যের নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত সমাজের লোকেরা তাহার প্রাণ-সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।”

মম্বোজম্বো সকলেরই ইচ্ছানুগত; এবং সে যে স্ত্রীকে আহ্বান করে তাহাকেই তাহার সম্মানার্থে নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে উক্ত সমারোহে উপস্থিত হইতে হয়। ঐ সমারোহ কদাপি দিবসে সম্পন্ন হয় না, এবং দিবসে মম্বোজম্বোকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ সন্নিহিত এক অতি-প্রকাণ্ড গ্রাম্য তরুতলে পড়িয়া থাকে, তাহা কেহ স্পর্শ করিতে পায় না; এবং অতি যত্নের সহিত তাহা রক্ষিত হয়। তন্নিমিত্ত মম্বোজম্বোকে আরণ্য দেবতা বলা হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কএক বৎসর হইল আফরিকার কোন ইংলণ্ডীয় শাসনকারী একটা সমাজের কোপে পতিত হইয়াছিলেন। একদা উক্ত শাসনকর্ত্তা সমুদ্রে জাহাজমধ্যে ছিলেন। সেই সময়ে মম্বোজম্বো আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার নাবিকগণকে সংহার-পূর্ব্বক প্রস্থান করে।

“ঐ রূপ আর একটী গল্প প্রসিদ্ধ আছে যে ১৭২৭ ইংরাজী অব্দে জগ্রার ভূপাল সহধর্ম্মিণীর নিকট মম্বোজম্বোর গূঢ় কথা প্রকাশ করায় ঐ রাজপত্নী তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাতে ক্রমে সেই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ায় মম্বোজম্বোর উত্তরসাধকেরা রাজা ও রাজপত্নীর প্রাণ-সংহার-পূর্ব্বক তৎপদে অন্যকে রাজা করিয়াছিল।” কলিকাতায় এই মম্বোজম্বোর আগমন হইলে আমাদিগের অনেক ঠাকুরণ-দিদীর কি গতি হইবে বলা ভার। পরন্তু তাহাতে কোন২ দুর্ভাগ্য পুরুষের উপকারও হইতে পারে, এ কথা বলায় ভুবনমোহিনীরা কি আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন?

ত্রিবাঙ্কোড়।

ত্রিবাঙ্কোড় ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত। উহার উত্তর সীমায় কোচীন ও ইংরাজাধিকৃত কোইম্বাটুর, পূর্ব্ব সীমায় মদুরা ও ত্রিন্নেনুবলী, এবং ইহার দক্ষিণপশ্চিম সীমায় সুবিস্তীর্ণ ভারত-মহাসাগর বিরাজিত রহিয়াছে। এই রাজ্য কুমারিকা অন্তরীপহইতে উত্তরে কোচীন পর্য্যন্ত ৩০ ক্রোশ বিস্তৃত। দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় পশ্চিম-ঘাটগিরি ইহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকাতে, এই দেশ নয়নের সাতিশয় প্রীতিপ্রদ। ইহার পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-উত্তর সীমায় কতকগুলি স্রোতস্বতী আছে। ঐ সকল স্রোতস্বতী দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হইয়া ভারত-মহাসাগর এবং অন্যান্য খাতাদির সহিত মিলিত হইয়াছে। অপর সমুদায় নদীর অপেক্ষা অত্রত্য পেরিয়র নদীই শ্রেষ্ঠ। বক্রগতি-নিবন্ধন ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ ক্রোশ। সময়ে সময়ে এখানে এক প্রকার দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। উক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে এই নদীর জল ১০—১১ হাত স্ফীত হইয়া উঠে, এবং ক্রমাগত কয়েক মাস তদবস্থায় থাকে।

এই রাজ্যের উপকূল-ভাগ কোচীনহইতে ক্রমাগত দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত: কিন্তু বক্রতা-নিবন্ধন তাহার পরিমাণফল নিতান্ত অল্প। যে অল্প পরিমাণ উপকূল বিদ্যমান আছে, তাহাতেও ভারপূর্ণ অর্ণবপোত অবস্থান করিবার নিরাপদ কোন বন্দর নাই। উপকূল-ভাগ সকল প্রায়ই নিম্ন, বালুকাময় ও বৃক্ষপরিপূর্ণ। এই রাজ্যে খাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী থাকাতে বাণিজ্যের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধা আছে। কুইলন, আবিকা, আলিপী, আজেঞ্জো, পণ্ডু, টিঙ্গা-পট্টনম্ ও কড়িয়া-পট্টনম্ ইহার প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই সকল নগরের মধ্যে আলিপী যদিও অল্পায়ত স্থান, তথাপি এখানহইতে সেগুণ কাষ্ঠ, নারিকেল, নারিকেলত্বক্, গুবাক ও মরিচ প্রচুর পরিমাণে স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে।

ত্রিবাঙ্কোড়ের জল বায়ু যদিও ইউরোপীয়দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে, তথাপি এখানকার অধিবাসীর পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নয়, এই দেশের উন্নত ভূভাগসমুদায় নাতিশীতোষ্ণ, কিন্তু সমুদ্রের সান্নিধ্য বশতঃ এবং সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হওয়াতে এখানকার নিম্নভূমিসকল আর্দ্র। ঐ আর্দ্রতা-নিবন্ধন বাত ও কাশরোগ স্ব স্ব পরাক্রম প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ নহে।

বিস্তীর্ণ পর্ব্বত-শ্রেণী-সত্ত্বেও এখানে লৌহ ভিন্ন আর কোন আকরিক ধাতু উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম ঘাটগিরির উপত্যকা বিবিধ বন্য পশুর বাসভূমি। হস্তী, ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুক, কৃষ্ণসারমৃগ, গন্ধগকুল, শৃগাল, নকুল, জলমার্জ্জার, ও বিবিধ প্রকার বানর এখানকার বনজন্তু।

এই রাজ্যের উন্নত প্রদেশের ভূমি সমুদায় বালুকাযুক্ত ও কঙ্করময়। কিন্তু জলপ্লাবনে তৃণলতাদিসকল গলিত হওয়াতে এখানকার নিম্নভূমিসকল সর্ব্বদা স্ফীত ও পঙ্কিল থাকে। ধান্য ও সাগুদানা এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিছুকাল অতীত হইল রেশম উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত এখানকার রাজা তূতবৃক্ষ রোপণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ফল মূল ভূরিপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যত্ন করিলে ইউরোপীয় সুখাদ্য ফলসকল উৎপন্ন হইবার নিতান্ত অসম্ভাবনা নাই।

কিয়ৎকাল অতীত হইল শত্রুসৈন্যের আক্র-

মণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এখানকার রাজা পূর্ব্ব সীমায় প্রায় দুই-সহস্র হস্ত-পরিমিত দুইটী দুর্গ, এবং উত্তর সীমায় পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখে বিস্তৃত অপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা ভগ্নাবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্খ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন এখানে ইহুদী আছে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্খ্যা নিতান্ত অল্প। সর্ব্বসমেত এখানে ১০,১১,৮২৪ লোকের বাস। এখানকার প্রধান শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগকে "নাম্বুরী" কহে। নাম্বুরীরা সর্ব্বতোমুখী প্রভূতশালী। নায়র প্রভৃতি অপরাপর শ্রেণীর লোকেরা ইহাদিগকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিয়া থাকে। সর্ব্বাদৌ নায়রেরা কেবল কৃষিজীবী ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহাদিগকে নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নরপতি এই শ্রেণীর লোকহইতে সৈন্য মনোনীত করিয়া লইয়া থাকেন। ইহাদিগের বৈবাহিক নিয়ম অতি আশ্চর্য্য। ইহারা একটী কন্যাকে তাহার পিত্রালয়হইতে আনাইয়া তাহার গলদেশে বিবাহসূচক সূত্রবন্ধন করিয়া দেয়। পরে ঐ কন্যাকে পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া পুনরায় তাহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে: তাহাতে কাহারও বিদ্বেষবুদ্ধি নাই। তাহাদিগের সন্তানেরা স্বীয় মাতুলেরই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া উঠে; এবং ঐ সকল ক্ষুদ্র অংশে এক এক ব্যক্তি স্ব স্ব প্রধান হইয়া অপরাপর ক্ষুদ্র অংশের উপর আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পরিশেষে ১৭৫৮ অব্দে ওয়াজিবালা পেরুমাল রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র অংশ আপনার বশীভূত করিবার নিমিত্ত এক জন ফ্লেমিসকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত সেনাপতি স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি ও সমর-দক্ষতা, প্রভাবে সৈন্য পরিচালনা করত ক্রমে ক্রমে সমুদায় পরাস্ত করিয়া নরপতির বশবর্ত্তী করিয়া তুলিল। ১৭৯৯ অব্দে ঐ ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করে।

যৎকালে হাইদর আলী ও তাহার পুত্র টীপুশুলতানের সহিত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, তৎকালে ওয়াজিবালা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৭৮৪ অব্দে যখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত টীপুশুলতানের সন্ধি সংস্থাপন হয়, তখন সেই সন্ধিপত্রে ওয়াজিবালাকে এক জন পরম বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। অনন্তর ১৭৮৮ অব্দে টীপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করাতে মহীপতি সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া স্বীয় রাজ্যের উত্তর সীমা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রতিজ্ঞা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দুই দল সিপাহী সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে প্রতিজ্ঞা-পত্রানুসারে সৈন্যদল সমুপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে নিরূপিত স্থান রক্ষা করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। ১৭৮৯ অব্দে টীপু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ এবং তিনি স্বীয় রাজ্যের উত্তর সীমায় যে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা ভগ্ন করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অতি ভয়ানকরূপে রাজ্য বিলুণ্ঠিত করিলেন। বন্ধু-রাজ্য আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হওয়াতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন।

পরে ১৭৯২ অব্দে টীপু সাতিশয় ভীত হইয়া

ওয়াজিবালাকে সমুদায় লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন।

মলাবার উপকূল এই রাজ্যের একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। কোম্পানী বাহাদুর এই উপকূলহইতে বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে গোল মরিচ এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য, এবং অতি পূর্ব্বকালাবধি ঐ স্থানহইতে উহা প্রচুর পরিমাণে আনীত হইয়া থাকে। ১৭৯৩ অব্দের ২৮ জানুয়ারীতে ওয়াজিবালা কোম্পানী বাহাদুরের সহিত এই রূপ এক প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, যে, তিনি ১০ বৎসরের জন্য বোম্বে গবর্ণমেণ্টকে প্রচুর মরিচ এবং কোম্পানী বাহাদুর তাহার বিনিময়ে যুদ্ধাস্ত্র ও ইউরোপীয় বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য প্রদান করিবেন। এই রূপ সন্ধি সংস্থাপনের পর ১৭৯৫ অব্দে যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিবাঙ্কোড়ের অধিপতি কোম্পানী বাহাদুরকে বাৎসরিক নিয়মে কর-স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ প্রদান এবং কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে তিন দল সিপাহী সৈন্য এক দল গোলন্দাজ ও দুই দল খালাসী দিবেন। ঐ সকল সৈন্যদলের উপর রাজার সার্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে; এমন কি তিনি সৈন্যদিগকে যখন যেখানে রাখিতে মনোনীত করিবেন, তখন সেই স্থানেই রাখিতে পারিবেন।

অনন্তর ১৭৯৯ অব্দে ওয়াজিবালা পরলোক গমন করিলে, রাজা রামবর্ম্মা সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিয়দ্দিন রাজ্যশাসন করিবার পর ১৮০৫ অব্দে তিনি কোম্পানী বাহাদুরের সহিত এই রূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত সৈন্যভিন্ন তিনি আর এক দল পদাতি সৈন্য রাখিবার জন্য কোম্পানী বাহাদুরকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে কর প্রদান করিবেন। আর যদি শত্রু-সৈন্য নিবারণের নিমিত্ত কখন সৈন্য সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু তিনি তাহার নিমিত্ত নিয়মিত করপ্রদান না করিয়া কোম্পানী বাহাদুর যাহা ন্যায়ানুগত বলিয়া প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাই অর্পণ করিতে সম্মত হইবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও এই রূপ স্বীকার করিলেন, যে, যদি কোন যুদ্ধ-ঘটনা কিংবা সন্ধি উপলক্ষে আয়ের অল্পতা-নিবন্ধন নিয়মিত কর, অথবা অতিরিক্ত সৈন্য-সাহায্য-জন্য গবর্ণর জেনেরল যাহা ন্যায়ানুগত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, যদি তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরল তাঁহার রাজ্য-সংক্রান্ত-বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া যে রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ন্যায্য বলিয়া বোধ করিবেন, তাহা অনায়াসেই নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন। অধিকন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি কোন কোন স্থানের নিয়মভার স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিতেও বিরত হইবেন না। রামবর্ম্মা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদিগের অনভিমতে কোন কার্য্য করিবেন না, অন্য কোন রাজ্যের সহিত সংস্রব রাখিবেন না, কোন বিদেশীয় ব্যক্তিকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না, কিংবা কোন বিদেশীয় ব্যক্তিকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিতে দিবেন না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-সাহায্য-বিনিময়ে রাজা রামবর্ম্মা বর্ষে বর্ষে ৮,০০,০০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, রাজা রামবর্ম্মার শাসনসময়ে ত্রিবাঙ্কোড়মধ্যে গোলযোগের আর পরিসীমা ছিল না। ১৮০৮ অব্দে ঘোরতর প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য-সাহায্য-

সহকারে তাহা নিবারণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নিবারণ এবং কুইলন নগরে আর এক দল অতিরিক্ত সৈন্য-সংস্থাপন-জন্য ১৭৯৫ অব্দের প্রতিজ্ঞাপত্রানুসারে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজা রামবর্ম্মার অনেক টাকা ঋণ হইয়া উঠিল। ঐ ঋণ পরিশোধবিষয়ে অত্যন্ত কালবিলম্ব হওয়াতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ১৮১১ অব্দে যখন রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, ঐ সময় রাজা রামবর্ম্মা মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তৎকালে লক্ষ্মীরাণী উত্তরাধিকারিণী হইয়া যে পর্য্যন্ত কোন পুং উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় সেই কাল পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কোড়ের শাসনপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কর্ণেল মন্‌রো তাঁহার মন্ত্রীস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মন্‌রোর শাসনগুণে ত্রিবাঙ্কোড়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল। ১৮১৪ অব্দে লক্ষ্মীরাণী উপরত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপদে অধিকারী হইলেন। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া লক্ষ্মীরাণীর ভগিনী রাজপ্রতিনিধি রূপে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ১৮২৯ অব্দে রাজকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথানিয়মে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। এই নবভূপাল ১১ বৎসরমাত্র রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৪৭ অব্দে অকালে কালের কবলে বিলীন হন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতা মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন; কিন্তু তিনিও ১৮৬০ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন। পরলোকগমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় পীড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় ভাগিনেয় রামবর্ম্মা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনিই এই ক্ষণকার রাজা; ইনি দত্তক-গ্রহণে অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কোড়ের উত্তরাধিকারিতার নিয়ম অতি চমৎকার। রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র কখনই উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। তাঁহার সহোদর ভ্রাতাই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। যদি সহোদর ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে, ভাগিনেয় অথবা তাহার অবর্ত্তমানে ভগিনীর দৌহিত্রই উত্তরাধিকারী হয়। তদ্দেশীয়দিগের মধ্যে দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। ইহারা দত্তককন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে; ঐ দত্তক-কন্যা গ্রহণের নিমিত্ত রাজার কতক গুলি আত্মীয় ঘর আছে। সেই ঘর ভিন্ন অন্যত্রহইতে দত্তক-কন্যা গ্রহণ করেন না। ঐ দত্তক-কন্যাদিগকে "টুম্বরালী" অথবা "আতিঙ্গারাণী" বলিয়া তদ্দেশীয় লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ১৭৮৮ অব্দে এক রাজাকে দুই দত্তক-কন্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান রাজা তাহারই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রদৌহিত্র। এক্ষণে এখানে ১৩৮০ পদাতি সৈন্য, ৩০ জন গোলন্দাজ, এবং চারিটী কামান আছে। এখানকার রাজস্ব ৪২,৮৫,০০০ টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অদ্ভুত সম্পর্ক।
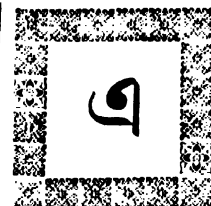
এক জন মার্কিন দেশীয় নায়ক স্বীয়-জীবন-বৃত্তান্তে লেখিয়াছেন "আমি এক বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করি। তাহার একটী রূপযৌবন-সম্পন্না ষোড়শী কন্যা ছিল। আমার পিতা আমার বাটী সর্ব্বদা আসিতেন, এবং সহবাসক্রমে আমার স্ত্রীর ঐ কন্যাটীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন; সুতরাং আমার পিতা আমার জামাতা হইলেন, এবং আমার পত্নীসূতা (সতাত মেয়ে) আমার পিতার স্ত্রী হওয়াতে

আমার মাতা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আমার পুত্রীর একটী সন্তান হইল; সে আমার পিতার শ্যালক এবং আমার মাতার ভ্রাতা, সুতরাং আমার মাতুল হইল। অতঃপর আমার পিতার স্ত্রীর, অর্থাৎ আমার সতাত মেয়ের, এক পুত্র হয়। প্রচলিত নিয়মানুসারে সে আমার ভ্রাতা হইল, অথচ তাহার সহিত আমার দৌহিত্র সম্পর্ক বজায় রহিল, কারণ সে আমার কন্যার পুত্র, সুতরাং আমার দৌহিত্র। আমার পুত্র তাহাকে ইচ্ছানুসারে খুড়া কি ভাগিনেয় বলিতে পারিত; ও সে তাহাকে বিকল্পে মামা বা ভাইপো বলিত। অপর আমার স্ত্রী আমার মাতার মাতা, সুতরাং আমার ঠাকুরণদিদী হইলেন, আর আমি তাঁহার স্বামী ও নাতী দুই এক কালে থাকিলাম। অধিকন্তু যেহেতু ঠাকুরণদিদীর স্বামী লোকের ঠাকুরদাদা হইয়া থাকে, সুতরাং আমিই আমার ঠাকুরদাদা ঘটিয়াছি।"

ভয়াবহ কীট।

তার দেশের অন্তর্গত বোখারা নামক নগরে এক প্রকার ভয়াবহ কীটের বিবরণ কোন পর্য্যটক লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে উহা মনুষ্যের শরীরমধ্যেই জন্মিয়া থাকে। তদ্দেশের দশ জনের মধ্যে গড়ে এক জন করিয়া প্রায় ঐ কীটদ্বারা প্রপীড়িত হয়। প্রবাদ আছে যে ঐ কীট পানীয় জলের দোষে উৎপন্ন হয়; তন্নিমিত্ত বিদেশীয় মনুষ্যমাত্রেই তথায় উষ্ণ সলিল ও চা প্রভৃতি পানীয় ব্যবহার করে; সামান্য জল গ্রহণ করে না। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আপদের শান্তি হয় ইহা বক্তব্য নহে। পরন্তু যাহারা বোখারাতে বাস করে, তাহাদিগের পক্ষে এই আপৎ অতি তুচ্ছ বোধ হয়। এই আপদে কেহ অভিভূত হইলে আদৌ তাহার শরীরের এক স্থানে অতিশয় বেদনা হয়। ক্রমে ঐ বেদনাবিশিষ্ট স্থানে একটা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন হইয়া ঐ স্থানে এক সূত্রবৎ কীট দৃষ্ট হয়। তাহা অতি সাবধানে এক শলাকায় বন্ধন করিয়া টানিয়া বাহির করিলেই রোগের প্রতিকার হয়। কিন্তু কীট টানিয়া বাহির করিবার সময় কোন ক্রমে কীট দ্বিখণ্ড হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অধিক অপকার হইয়া উঠে; কারণ তাহাতে একটার পরিবর্ত্তে সেই স্থলে ৬ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত কীট জন্মিয়া থাকে; এবং তৎ সমস্ত টানিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

বোখারাস্থিত ক্ষৌরিকগণ কীট টানিয়া বাহির করিতে বিশেষ সুনিপুণ। ডাক্তর উল্‌ফ সাহেব এই কীটের পীড়ায় অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বোখারাহইতে পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, এবং তথায় অনেক কষ্টে ঐ পোকা বাহির করাইয়া আরোগ্য লাভ করেন।

চীন দেশীয় কাগজের টাকা বা নোট।

প্রাচীনকালে মুদ্রা ব্যবহারের বিশেষ রীতি ছিল না। তৎকালে দ্রব্যের বিনিময়েই দ্রব্যের মূল্য দিবার একমাত্র উপায় প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ আছে যে ইউরোপের উত্তরস্থ দেশবর্ত্তী বিবিধ জাতীয় মনুষ্য বিবর, কাটবিড়াল, মার্টিন ও অপরাপর জন্তুর চর্ম্ম ও পশম প্রতিপ্রদানপূর্ব্বক আবশ্যক বস্তুসকল প্রাপ্ত হইত। সেণ্ট পিটর্সবর্গ নগরস্থ এক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক

মেং ক্রুক সাহেব ইউরোপের উত্তর দেশবাসী লোকদিগের ব্যবহৃত মুদ্রাসমুদয়ের এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তদ্‌গ্রন্থে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নিয়মসকল বিশিষ্টরূপ অবগত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে লাপলণ্ড ও অন্যান্য দেশে কোন ব্যক্তি নৃপতির শাসন-দণ্ডে অর্থের দায়ী হইলে পশ্বাদির চর্ম্ম প্রদানে নিষ্কৃতিলাভের যোগ্য হইত। কথিত দেশবাসী লোকেরা মুদ্রাকে "নগদ" বলিত, এবং তাহার কিঞ্চিৎ অপভ্রংশে অপরাপর লোকেরা "নোহত" শব্দ উচ্চারণ করে। পরন্তু এতৎ শব্দের প্রকৃতার্থ পশ্বাজিন ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহে প্রাচীনাবস্থায় ঐ নগদ বা নোহত শব্দ চর্ম্মেরই অপরাভিধান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

আবিসিনীয়া দেশে মুদ্রার পরিবর্ত্তে লবন ও মরিচ অর্থরূপে প্রচলিত ছিল; এবং নিউ ফাউণ্ডলণ্ডে কড্‌মৎস্যদ্বারা মুদ্রার কার্য্য সাধিত হইত। এতদ্ভিন্ন বর্জ্জিনীয়া দেশে তামাকু, আইসলণ্ডে ঊর্ণবস্ত্র, গ্রীস দেশে রেশম, চীন রাজ্যে চর্ম্ম, ভোটান্ত এবং এতদ্দেশে বরাটক ও মেকসিকো রাজ্যে নারিকেলের শাঁস প্রভৃতি পদার্থ টাকা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রাগুক্ত দ্রব্য-বিনিময়দ্বারা বণিগ্‌গণের যথেষ্ট অসুবিধা হওয়াতে অতঃপর তাম্র, এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতু বাণিজ্য-পদার্থের মূল্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তদনন্তর তাম্রাদির পরিবর্ত্তে রজত ও কাঞ্চন পূর্ব্ব-কথিত-মূল্য-স্থানে নিয়োজিত হয়। পরন্তু স্বর্ণ রজতাদির বিনিময়ও বণিগ্‌গণের পক্ষে বিশেষ ফলোপধায়ক হয় না; যেহেতু তাম্রের পরিবর্ত্তে রৌপ্য ও স্বর্ণদ্বারা যদিও গুরুতার অনেক লাঘব হয়, এবং বণিকেরা বাণিজ্য সমাধা করিয়া অল্পায়তন রজতে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনায়াসেই স্বদেশে লইয়া যাইতে পারে, তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হয় না; তথাপি বিচক্ষণ চীন বণিকেরা দস্যুাদির আপৎহইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং অনায়াসে বাণিজ্য-কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কাগজের টাকা অর্থাৎ "নোট" প্রচারিত করে। উল্লিখিত টাকা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হওয়াতে বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ঐ খৃত হানবংশীয় সম্রাটগণের আধিপত্যকালে চীনদেশে সর্ব্বাদৌ প্রচলিত হয়। বিনিসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মার্কো পোলো যৎকালে এতদ্দেশে এবং পূর্ব্বরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তৎকালে চীন দেশে ঐ রূপ টাকা বিশিষ্টরূপ প্রচলিত ছিল। প্রবাদ আছে যে চঙ্গেজ খাঁ নামা বিখ্যাত মোগল বিজয়ী ভূপতির বংশধর কৈখাতু পারস-দেশে কাগজের টাকা প্রচলনদ্বারা আয়ের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎ প্রবর্ত্তনায় প্রজাদিগের প্রতি অন্যায়পূর্ব্বক বলপ্রকাশ করাতে সেই সূত্রেই প্রজারা তাঁহার রাজ্যাপহরণ করত তদীয় প্রধান অমাত্যকে নিহত করিয়াছিল। তৎকালাবধি পারসদেশে নোটের ব্যবহার একেবারে রহিত হয়। কিন্তু তৎপর-বৎসর গজননের অধিপতি তুগলক্ খাঁ স্বরাজ্যে গিল্‌টীকরা তাম্রমুদ্রা এবং নোট প্রচলিত করণে সচেষ্ট হন। তাহাতে বিশেষ ফলোপধায়ক না হইয়া বরং তদ্বিপর্য্যয়ে তাঁহার অধিকারমধ্যে প্রবঞ্চনা এবং দুষ্টতার আতিশয্য হইয়াছিল।

ঔটা-নামা চীন-দেশীয় সম্রাট্ সর্ব্বাদৌ এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া স্বর্ণ বর্ণে সুরঞ্জিত মুদ্রিত নোট প্রকাশ করেন। উহা "ফাইপাই" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার মূল্য ১২৫ টাকা। ঐ নোট কত কাল চীন দেশে প্রচলিত ছিল তাহার নিরূপণ

করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ঐ নোট মৃগচর্ম্মদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং তাহা চীন দেশে ধনাঢ্য লোকদ্বারা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হইত। নোটের গাত্রে অক্ষরাদি লিখিত এবং কাঞ্চনদ্বারা দ্যুতিরুক্ত ও সমুজ্জ্বল করা হইত। ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে পুরাতন তাম্র পত্র, বর্ত্তুলাকার লৌহ খণ্ড, খণ্ডপ্রমাণ বস্ত্র, এবং পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি মুদ্রার স্থানীয় ছিল। সম্রাট হিয়াংটাসো, যিনি ৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার তুল্য বিচক্ষণ ভূপতি চীন দেশে অল্পই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার আধিপত্যকালে চীন-দেশে অত্যন্ত অরাজক হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বগত সম্রাড়্গণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ-কার্য্যদোষে হীন-পরাক্রম এবং প্রজাদিগের অপ্রীতি-ভাজন হইয়া কোন ক্রমেই প্রজাগণকে বশীভূত এবং স্বাধিকারমধ্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। পরন্তু পূর্ব্বকথিত অধীশ্বর অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা ও প্রগাঢ় বুদ্ধিপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা-দোষের অবচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তিনি "ফেতিসিয়ন্" নামক নোট আপনার সাম্রাজ্যমধ্যে প্রচলিত করিয়া পূর্ব্বতন দুর্বিপত্তির সমুচ্ছেদ করেন। তৎপরে চীন দেশে আর এক প্রকার নোট "কাইটাসো" নামা সম্রাটদ্বারা প্রচারিত হয়; তাহা "পিয়ানটাসিয়ান" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তদনন্তর "টাচিটাসি" নামে এক প্রকার নোট চলিত হয়। ঐ নোট কোন কারণ বশতঃ রহিত হইলে "কৈওটাসু" নামে অন্য এক প্রকার নোট প্রচলিত হইয়াছিল। শেষোক্ত নোট এতদ্দেশীয় "ট্রেজরী বিল" নামক খতের সদৃশ ছিল। উহার টাকা ৩ বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে মিঙ্গ বংশের আধিপত্য বিখণ্ডিত হইলে চীন দেশে ঐ নোট অপ্রচলিত হয়। পরন্তু অপরাপর নোট তৎপরে ক্রমান্বয়ে চলিত আছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নোটের প্রকৃত অর্থ খত, এবং তদনুসারে ইংরাজদিগের প্রচলিত নোটে লিখিত থাকে যে "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে যে ব্যক্তি এই খত আনিবে তাহাকে দৃষ্টি মাত্র আমি (নিরূপিত) টাকা দিব।" পরন্তু চীনরাজ্যের নোটে তাদৃশ কথা থাকিত না; তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে এই লিখিত থাকিত যে, "কোষাধ্যক্ষদিগের প্রার্থনায় এই আজ্ঞা হইল যে মিঙ্গ মহারাজবংশীয় মুদ্রাঙ্কিত এই কাগজের টাকা প্রচলিত হইবে, এবং সর্ব্বতোভাবে তাম্রমুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবে। যে ব্যক্তি ইহা অমান্য করিবে তাহার মস্তকচ্ছেদ করা যাইবেক।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্রূপ কঠোর আজ্ঞা থাকিতেও মিঙ্গদিগের নোট অর্দ্ধেক বাটার কমে বিক্রয় হইত না। এবং ইংরাজের নোট তাদৃশ কোন দণ্ডের ভয় না থাকিলেও তাহা বিনা বাটায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; ফলে সম্ভ্রমই নোটের মূল।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪১ খণ্ড

মৎস্য ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য।

মাদিগের দেশে যত জাতি আছে তন্মধ্যে যাহাদিগের যে বৃত্তি প্রায় সেই সেই ব্যবসায়ের অনুসারে তাহাদিগের নামকরণ হইয়াছে; এবং বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্যেরা পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে; কদাপি এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনোপায় সংস্থান করে না। সেই রূপ যে জাতি মৎস্য ধারণ পূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষীয়েরা সেই জাতিকে মৎস্যজীবী বা জালজীবী অথবা ধীবর কহিয়া থাকেন। তাহাদিগের ব্যবসায়ের নাম মৎস্যধারণ। ঐ ব্যবসায়ের নামোল্লেখে রহস্য-সন্দর্ভের অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে এক্ষণে আমাদিগকে কলঙ্ক স্বীকার করিতে হইয়াছে। অতএব এই পত্র পাঠ করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগের সেই বৃহদ্ ভ্রমের নিরাকরণ নিমিত্ত অধিক আয়াস করিতে হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্যক্ত হইবে জগতের যে কিছু মহত কার্য্য সাধিত হইয়াছে ও হইয়া আসিতেছে তৎসমুদায়ই সামান্য বস্তুহইতে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সামান্য বস্তুদ্বারা যে সমুদায় অসামান্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কোন্ মহান্ ব্যক্তি বস্তু-বিশেষকে সামান্য ও বস্তু-বিশেষকে অসামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন? তাঁহারা সমুদায় বস্তুকেই বিবেচনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে মহাত্মা বাষ্পদ্বারা যন্ত্র পরিচালন করিয়াছিলেন তিনি কি তপ্ত জলের ধূঁয়াকে সামান্য দ্রব্য জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন? যে ধীমান ব্যক্তি তাড়িত বার্ত্তাবহের প্রথম প্রক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন তিনি কি বিদ্যুৎকে সামান্য দ্রব্য-সম্ভূত বস্তু জানিয়া হেয় করিয়াছিলেন? যিনি দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি কুদৃশ্য যৎসামান্য চুম্বককে সামান্য দ্রব্য বলিয়া অবক্ষেপ করিয়াছিলেন? তিলার্দ্ধ পরিমাণ ক্ষুদ্র ডুম্বুর-বীজ অপেক্ষা সামান্য দ্রব্য কি আছে, কিন্তু তাহাই তরুরাজ অশ্বথের আদিম পদার্থ। ছাগ অতি সামান্য জীব, তাহাহইতেই রাজ-পরিচ্ছদ শাল প্রস্তুত হয়। তুতপোকা দেখিতে বিষ্ঠার ক্রিমির ন্যায় হেয়, তথাপি তাহাই প্রিয়তম সাটিন মখমলের আকর। ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে সামান্য বিষয়হইতে যে

কড-মৎস্য ধারণে যাত্রা।

অসাধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ও ভূমণ্ডলের অনেক উপকার সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মৎস্য, সামান্য পদার্থ বটে; তথাপি ইহাদ্বারা জনসমাজের যে সমূহ উপকার হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন। যেমন তণ্ডুল, দ্বিদল, তৈল, স্বর্করা, দুগ্ধাদি জীবনের অবলম্বন মধ্যে পরিগণিত, সেই রূপ মৎস্যও তন্মধ্যে সর্ব্বতোভাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। এবং যে পদার্থ জীবনের অবলম্বন তাহাকে কি প্রকারে সামান্য বলিয়া অবজ্ঞা করা যায়?

অপর তাহার ব্যবসায় কোন মতে সামান্য নহে। প্রত্যুত তণ্ডুলের ব্যবসায়ে যে পরিমাণে লভ্য হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কোন অংশে অল্পতা দেখা যায় না। এক একটী সামান্য মৎস্যের ব্যবসায়ে এক এক জেলার রাজস্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত কটক জেলার রাজস্ব ১৩।। লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। আর এক পদ্মার ইলিস মৎস্যের মূল্যে বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। এই রূপ এতদ্দেশে সমুদয় মৎস্যের গড় ধরিলে বৎসরে এতদ্দেশে ২ দুই কোটি মণ মৎস্য ও ১০ দশ কোটি টাকার আয় হইতেছে বলিতে পারা যায়। ইহার তুলনায় প্রতি বর্ষে যে তণ্ডুল বিলাতে প্রেরণ করা যায় তাহা যৎসামান্য বোধ হয়, কারণ তাহার মূল্য এক কোটি টাকার অধিক হইবে না। অপর ইহাও যে অত্যন্ত অধিক হইল এমত নহে। বিলাতে এক এক মৎস্যের দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর আয় হইতেছে। ইউরোপ দেশে লিঙ নামক এক প্রকার মৎস্য বিক্রয়দ্বারা বৎসরে ৪ কোটি টাকা আয় হয়। তাহা গড়ে দশ লক্ষ মণ ধৃত হইয়া থাকে। ঐ দেশে কড মৎস্য নামক এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহার প্রায় ১০ দশ কোটি মণ ধৃত হইয়া থাকে; তাহার মূল্য প্রায় ৮০ আশী কোটি টাকা। এতদ্ভিন্ন এই ব্যবসায়ের সাহায্যার্থ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদিগের সকলের উপজীব্য এই মৎস্যে উৎপন্ন হয়। উহাদের ব্যবসায়ের নিমিত্ত লক্ষ খানা নৌকা তাহাদিগের অধীনে থাকে। তাহাতে নৌকাজীবিরা বৎসরে এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। অপর কর্ম্মকারেরা নৌকা ও মৎস্য ধারণের লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণদ্বারা বৎসরে এক কোটির অধিক টাকা পায়। ঐ মৎস্যের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বৎসরে দশ হাজার মণ লবণ বিক্রয় হয়; তাহার মূল্য প্রায় ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা। অপর তাহা ধরিবার নিমিত্ত বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ মণ শণসূতা লাগিয়া থাকে; তাহার মূল্য প্রায় ৩ তিন লক্ষ টাকা। অধিকন্তু এই কড় মৎস্য ধৃতকরণার্থে প্রায় ৩ তিন লক্ষ টাকার লৌহাস্ত্র বিক্রয় হয়। যে ব্যবসায়দ্বারা এত লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে—যাহাদ্বারা বৎসরে এতাদৃশ বহু অর্থ উপার্জ্জিত হইতেছে—যাহাতে কোট্যধিক মনুষ্য আহার প্রাপ্ত হইতেছে—তাহাকে কোন্ বিবেচক ব্যক্তি সামান্য বাণিজ্য মধ্যে গণনা করিবেন? আর কড মৎস্যই যে এবিষয়ে অসাধারণ দৃষ্টান্ত এমত নহে; ইহার সহিত হেরিং মৎস্য, সামন্ মৎস্য, ঈল মৎস্য প্রভৃতি নানা মৎস্যের তুলনা হইতে পারে ও তৎসমুদায়ে মনুষ্যের যে মহান্ উপকার হয়, তাহার সহিত অন্য কোন ব্যবসায়ের তুলনা হইতে পারে না।

অনুমিত হইয়াছে যে মৎস্য-বিক্রয়দ্বারা পৃথিবীর এক কোটি চৌরাত্তি লক্ষ মনুষ্য লোকসমাজে অবস্থান করিতেছে। আর ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের লালসাই বা কত? শুষ্ক মৎস্য এক বৎসরের পথ হইতে আনয়নপূর্ব্বক লোকেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া সেই লালসা চরিতার্থ করে। কেহ কেহ দুই

তিন মাসের বিকৃত লবণাক্ত আর্দ্র মৎস্য উপাদেয় জ্ঞানে ভোজনের সময় সাদরে গ্রহণ করে। মনুষ্যের রুচিভেদে ইহার কিছুই উপাদেয় অনুপাদেয় নাই। ব্যক্তি-বিশেষের নিকট দুর্গন্ধময় ঘৃণিত শুষ্ক মৎস্যও উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অপর ঐ মৎস্য ধৃত করণেও লোকে যৎপরোনাস্তি সুখবোধ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের কি ধনী, কি নির্ধন, কি দরিদ্র, কি আমিষভোজী, কি হবিষ্যাশী, কেহই মৎস্য সঙ্ক্রয়কালে দুঃখিত হয়েন না; প্রত্যুত সকলেই আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন। ধনীগণ সম্যক্ মার্ত্তণ্ডতাপে পরিতাপিত হইয়াও আপনার ঐ আমোদ চরিতার্থ করণের নিমিত্ত এক দৃষ্টে তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপপূর্ব্বক চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাদিগের গাত্রহইতে শোণিতসমূহ ঘর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইলেও আপনাকে ক্লিষ্ট বিবেচনা করেন না। সেই সকল বিলাসিদিগকে আবার দুগ্ধফেণসন্নিভ শয্যায় শয়িত হইয়া অশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে দেখা যায়।

পঞ্চতন্ত্র।

তদ্দেশের প্রাচীন উপন্যাসসকল সঙ্গ্রহ করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা 'পঞ্চতন্ত্র' নামক এক নীতিগ্রন্থ প্রকটন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের উপন্যাসসকল অতীব মনোরম্য এবং সদ্ভাব-কল্পিত। পৃথিবীর প্রায় সকল খণ্ডে ঐ গ্রন্থের উপাদেয়তা বহুকাল পরিচিত আছে, এবং ইউরোপ ও আশিয়ার সকল সভ্য ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে। পরন্তু এক ভাষার গ্রন্থ অন্য ভাষায় অনুবাদিত করিলে তাহার কোন কোন স্থান পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। তৎপ্রযুক্ত অনুবাদকেরা প্রয়োজনমত স্থল বিশেষ পরিত্যাগ এবং পরিবর্ত্তন করাতেই প্রস্তাবিত গ্রন্থ এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহার সংশোধন ব্যতীত মূলের সহিত ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অনুবাদেই এই দশা ঘটিয়াছে এমৎ নহে; সংস্কৃত ভাষার মূল পঞ্চতন্ত্রেও অনেক রূপান্তর দেখা যায়। হিতোপদেশ গ্রন্থই তাহার উদাহরণ। অনেকের ভ্রম আছে, পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পদার্থতঃ বিষ্ণুশর্ম্মার সহিত হিতোপদেশের কোন সম্পর্কই ছিল না, এবং যৎকালে হিতোপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছিল তৎকালে বিষ্ণুশর্ম্মা জীবিতই ছিলেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল। পঞ্চতন্ত্রহইতে সঙ্কলন করিয়া হিতোপদেশের সৃষ্টি হয়, তৎপ্রমাণ হিতোপদেশের প্রথম প্রকরণের নবম শ্লোকেই ব্যক্ত আছে। পরন্তু কোন মহাত্মা বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত পঞ্চতন্ত্রের চারি পাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া পাদৈক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি উদ্দেশে ইহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য স্থলহইতে ভাবালঙ্কারাদি কুড়াইয়া ইহাতে বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। ফলতঃ ইহা বলা বাহুল্য যে পঞ্চতন্ত্রের অকারণ চারি ভাগ সঙ্কলন করিয়া তাহাতে অন্য গ্রন্থের ভাব ও অলঙ্কার বিন্যস্ত করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা স্বকৃত গ্রন্থের গৌরবের হানি কখনই করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ সর্ উইলিয়ম জোন্স ও সর্ চার্লস উইল্‌কিন্স সাহেব হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পাঠকবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ফলতঃ মূল গ্রন্থ দেখিয়া অনুবাদ করাই ভদ্র ছিল; যেহেতু মূলের সহিত

হিতোপদেশের এতাদৃশ অল্প প্রভেদ-সম্বন্ধ যে তন্নিমিত্ত আবার পঞ্চতন্ত্রের স্বতন্ত্র রূপে অনুবাদের আবশ্যক করে না। পরন্তু তৎকালে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ ঐ সাহেবদিগের নিকট বিদিত ছিল না।

প্রায় ৯ শত বৎসর গত হইল এতদ্দেশে "বৃহৎ কথা" নামে আর এক খানি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। হিতোপদেশে ও পঞ্চতন্ত্রে যে রূপ অল্পই প্রভেদ-সম্বন্ধ আছে পঞ্চতন্ত্রে এবং তদ্‌গ্রন্থেও প্রায় সেই রূপ সম্বন্ধ। ইহার কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত এবং আরবী অনুবাদদ্বারা পঞ্চতন্ত্র ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষায় প্রচারিত আছে। আশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে উক্ত গ্রন্থ "পিল্পের উপন্যাস" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আরবী অনুবাদক বিদ্‌পের নামাপভ্রংশে পিল্পে শব্দ ব্যবহার করায় তাহাই প্রচারিত হয়। এতদ্‌গ্রন্থ কি রূপে অন্য দেশে প্রচার হয় তদ্বৃত্তান্ত জানিতে পাঠকবর্গ অবশ্যই উৎসুক আছেন। তৎপ্রযুক্ত এই স্থলে তাহার সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

পারস্য দেশের জগদ্বিখ্যাত অধিপতি নৌসেরবাঁ ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে পারস্য জাতীয়েরা অগ্নিপূজা করিত, সুতরাং নৌসেরবাঁও যে তেজোপাষক ছিলেন, তাহা বলিবার আর অপেক্ষা রাখে না। মুসলমানেরা বিদ্বেষী হইলেও নৌসেরবাঁকে অগ্নিপূজক জানিয়াও "ন্যায়পরায়ণ" ও "শ্রেষ্ঠ" উপাধিদ্বারা সম্বোধন করিত। অধিকন্তু উক্ত জাতীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মুহম্মদ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে "তাদৃশ পুণ্যাত্মা রাজার সময়ে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মাকে শ্লাঘ্য করিয়া মানিতেছি।" গোলেস্তাঁ এবং অন্যান্য গ্রন্থে নৌসেরবাঁর অপরিসীম যশঃকীর্ত্তি বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক পারস্য দেশের নৌসেরবাঁ ও অস্মদ্দেশের বিক্রমাদিত্য উভয়ে তুল্যরূপে স্বদেশহিতৈষী, বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ছিলেন; অতএব অল্পমাত্র লিপিবিন্যাসে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের কিছুই পরিচয় হইতে পারে না। একদা উক্ত অশেষ গুণান্বিত রাজচূড়ামণি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষস্থ কোন রাজার গ্রন্থাগারে "পঞ্চতন্ত্র" নামক এক অতি চমৎকার গ্রন্থ আছে; তদ্দ্বারা নীতিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধার্থ লাভ হয়। রাজা এতৎ শ্রবণ মাত্র মন্ত্রিকে উক্ত গ্রন্থ আনয়নার্থ আদেশ করিলে তিনি বুজর্‌চিমিহর্‌ নামা এক সংস্কৃতাভিজ্ঞ বৈদ্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। উক্ত পারসী এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক রাজার অজ্ঞাতে কোন ব্যক্তিদ্বারা গ্রন্থাগারহইতে পুস্তক আনাইয়া দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অল্পদিবসের মধ্যে তাহার অনুবাদ সঙ্গ্রহ করিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করেন। পারস্য-রাজসভায় সেই গ্রন্থ পঠিত হইলে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুবাদে বুজর্‌চিমিহরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও তল্লাভ প্রসঙ্গে যে যে আপদ ঘটিয়াছিল তৎ সমস্ত লিখিত আছে।

বুজর্‌চিমিহর্‌ এতদ্‌গ্রন্থ পারস্য দেশের প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী অনুবাদক বিদ্‌পে তাহার কোন কোন স্থান প্রত্যাখ্যান এবং পরিযোজনাদ্বারা তাহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা এরূপ চমৎকার ও সুমধুর হইয়াছিল যে পারস্য দেশের পহলবী ভাষা বিলুপ্ত হইলে তদ্দেশ-বাসিরা উক্ত গ্রন্থ পুনর্ব্বার আরবী ভাষাহইতে অনুবাদ করিয়াছিল। পরন্তু উক্ত গ্রন্থ এই রূপে বহুবার অনুবাদিত ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেও তাহার চমৎ-

কারিত্বের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। অদ্যাপি তাহার বিশেষ আদর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

ইংরাজীতে মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ নাই; কিন্তু তাহার স্থূলমর্ম্মের অনেক গুলি অনুবাদ আছে। তন্মধ্যে চারি খানি অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা,

১ হ্যারিস্ সাহেবের কৃত পারশির অনুবাদ।

২ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ কৃত সংস্কৃত হিতোপদেশর অনুবাদ।

৩ সর্ চার্লস্ উইলকিন্স্ কৃত ঐ অনুবাদ।

৪ নচ্‌ধুল্ কৃত আরবীয় অনুবাদহইতে অনুবাদ।

মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ইংরাজীতে না হইলেও পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বিলাতের "রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটী" নাম্নী সভার কার্য্য-প্রকাশিকায় মূল গ্রন্থের চূর্ণক অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করাতেই তদভাবের লাঘব হইয়াছে।

আশিয়া খণ্ডের উপন্যাসমাত্রেই সর্ব্বাদৌ একটী-মাত্র গল্প আরব্ধ হয়। তদনন্তর পর পর তাহা শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া একরূপ নিবিড় ভাব ধারণ করে যে অল্পায়াসে তন্মধ্যে কাহারও প্রবেশের পথ থাকে না। "আরব্য উপন্যাস" এবং "পঞ্চতন্ত্র" তাহার উদাহরণ। পঞ্চতন্ত্র উপন্যাসের আদি প্রকরণ ভাগীরথীতীরে পাটলীপুত্র নগরে সুদর্শন নামা সর্ব্বগুণোপেত রাজা ছিলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁহার পুত্রদিগের নীতিশিক্ষার্থে পাঁচটী গল্প বলেন। তৎ শ্রবণে রাজপুত্রেরা ৬ মাসের মধ্যে বৈদগ্ধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ ৬ মাসের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের গল্প শেষ করা বিষ্ণুশর্ম্মার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় হউক বা না হউক ঐ কাল মধ্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা রাজপুত্রদিগের অসাধারণ অভ্যাস-বিষয়ে সকলেই সন্দেহান্বিত হইবেন।

প্রথম উপন্যাস সুহৃদ্ভেদ। এক বৃষের প্রাণ বধের নিমিত্ত করটক ও দমনক নামক দুই শৃগালের এক সিংহের সহিত পরামর্শ। আরবী অনুবাদক ঐ দুই শৃগালের নামহইতেই স্বগ্রন্থের "কলিলাও দিম্না" নামকরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপন্যাস মিত্রলাভ। এতৎ প্রকরণে কাক, কূর্ম্ম, মূষিক, ও হরিণের দৃঢ়বন্ধুত্ব-স্থাপন। এই অধ্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোধ হয় তজ্জন্যই হিতোপদেশ-সঙ্গ্রহকার সর্ব্বাগ্রেই তাহা গ্রন্থের আদ্যংশে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রকরণ বিগ্রহ। এই অধ্যায় কাক ও পেচকের যুদ্ধে বিনিযুক্ত। এতদধ্যায়ের ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের গল্প ইংরাজী সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের উপন্যাসের আদর্শ।

চতুর্থ প্রকরণ প্রাপ্তবস্তুর অপহ্নব। এতৎ পরিচ্ছেদে আরবী অনুবাদক বৃদ্ধ কপি ও মকরের গল্পে কূর্ম্মের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চম উপাখ্যানের উদ্দেশ্য অবিবেচনা। এতৎ অধ্যায়ের অনেক গুলি উপন্যাস ইংরাজী উপকথা সদৃশ। ইহার অপোগণ্ড শিশু ও নকুলের গল্প ইংরাজী বাৎজিহাট নামক উপন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরব্য-উপন্যাসের আলনস্করের গল্প পারস্য অনুবাদের অপর এক গল্পের তুল্য; এবং সহরে ইন্দুর ও পল্লীগ্রামের ইন্দুর, তথা উদ্যানপাল, ভালুক, এবং মক্ষিকার গল্প, ইউরোপে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মূল-গ্রন্থে ইন্দুরের স্থলে বিড়াল এবং মালীর স্থলে রাজার নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ অনুবাদকেরা ইচ্ছামত এই রূপ করাতেই পঞ্চতন্ত্র ভিন্নদেশে বহুরূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোম্বাই।

ম্বাই নগর স্বনাম প্রসিদ্ধ দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই দ্বীপ উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় চারি ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য সার্দ্ধেকক্রোশ। এই দ্বীপের পার্শ্বে একটী বন্দর আছে। ঐ বন্দর উক্ত দ্বীপ ও ভারতবর্ষীয় ভূমির মধ্যস্থলে থাকাতে আরব সাগরের ভীষণ তরঙ্গমালা ইহার কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বন্দরের দক্ষিণদিকে উভয় পার্শ্বে দুইটী পাহাড় আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন জগদীশ্বর ঐ স্থানকে নিরাপদ ও নিরতিশয় সুদৃঢ় করিবার নিমিত্তই উহার উভয় পার্শ্বে দুইটী প্রস্তরময় ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণাংশে আরও দুইটী দ্বীপ আছে। তাহার একের নাম ওল্ড উমান্ দ্বীপ, ও অপরের নাম কোলাবা কিম্বা লাইট্ হাউস দ্বীপ। ঐ দ্বীপদ্বয়ের উপর সেতুনির্ম্মিত থাকাতে উহারা পরস্পর সংযুক্ত। জুয়ারের সময় ঐ সেতুদ্বয় জলমগ্ন হইয়া থাকে।

বোম্বাই দ্বীপের উত্তরদিকে আর একটী বৃহত্তর দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপের নাম সাল্‌সেট। তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকার সেতু-পথদ্বারা বোম্বাই নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কোম্পানী বাহাদুর সর্ জম্‌সেটজী জিজি-ভাইর সাহায্যে মাহিমহইতে বাণ্ডোরা পর্য্যন্ত একটী প্রস্তরময় প্রকাণ্ড সেতুনির্ম্মাণ করাইয়াছেন। জম্‌সেটজী জিজিভাই এক জন পারস্য দেশীয় বণিক্ ছিলেন। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যে কুবেরের তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহার বদান্যতাই তাঁহার প্রশংসার প্রধান উদ্দেশ্য; এবং তন্নিমিত্ত বোম্বাই নগর তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু যে কোন কার্য্য উপলক্ষে হউক তাঁহার নাম স্মরণ না করিলে বোম্বাই নগরকে অকৃতজ্ঞতাদোষে লিপ্ত হইতে হইবে। আমাদিগের ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহাত্মাকে "বারোনেট" নামক ইউরোপীয় কুলীন পদ-প্রদান করেন। এই পদ প্রাপ্তিতে তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় উপাধি-ধারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ক্ষণে সেই পদ পাইয়াছেন।

সমুদ্রহইতে বোম্বাই নগরাভিমুখে যাইবার সময় দূরহইতে এই নগর দেখিতে অতি রমণীয়। পশ্চিমঘাট-গিরি ইহার অভ্যন্তরে থাকাতে বন্দরের উপরিস্থিত ভূভাগসকল উন্নত, বিচিত্র ও লোচনলোভনীয়। ইতিপূর্ব্বে এই নগরের মধ্যভূভাগসকল সর্ব্বদাই সমুদ্রজলে প্লাবিত হইত; কিন্তু এক্ষণে পুল ও পোস্তাবন্দীদ্বারা তাহা প্রায় নিবারিত হইয়াছে। তথাপি বর্ষাকালে নিম্নভূমিসকল প্লাবিত ও জলাকীর্ণ হয়; সুতরাং এখানকার বাটী সমুদায় বর্ষার কয়েক মাস পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। পরন্তু বোম্বাই দ্বীপমধ্যে কএকটা ক্ষুদ্র পাহাড়ী স্থান আছে, তন্মধ্যে যে স্থানে মালাবার পাহাড় বিস্তৃত হইয়াছে, সে স্থান ক্রম-নিম্ন। কেবল ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশটীই অপেক্ষাকৃত উন্নত ও বৃক্ষপরিপূর্ণ। এই স্থানে অনেকগুলি শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ এবং এই দ্বীপের উত্তর দিক্‌স্থিত "মাজগন" পাহাড়ের নিকটে পতাকাযুক্ত একটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্থান তাদৃশ উচ্চ নহে বলিয়া বন্দরের নিকটবর্ত্তী না হইলে ঐ পতাকাযুক্ত স্তম্ভটী নয়নগোচর হয় না। এই দ্বীপের উত্তর-প্রান্তে আর একটী গোলাকার পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের নাম পারল্। পারল্ পর্ব্বত বৃক্ষে পরিপূর্ণ; এবং উহার উপরেও আর একটী পতাকা আছে, তাহা বন্দরের উপরিভাগে কিয়দ্দূর না উঠিলে দৃষ্টি-

গোচর হয় না। "সুরী" নামক দুর্গ এই সকল পর্ব্বতের সমীপে অবস্থিত।

বোম্বাই নগরের পরিমাণ ফল ৯½ বর্গক্রোশ; অত্রত্য বন্দরের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপদ স্থান ধরিলে ২৫ বর্গক্রোশ; আর সাল্‌সেট দ্বীপের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত ধরিলে প্রায় ৪০ বর্গক্রোশ হইবে। সে যাহা হউক একতঃ বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্ববর্ত্তী জলভাগ স্বভাবতই অতি মনোহর, তাহাতে আবার সম্মুখে করাঞ্জা, এলিফাণ্টা ও ডরউইড দ্বীপ থাকাতে এই স্থান পরম রমণীয় হইয়াছে। ডরউইড দ্বীপকে ব্রিটিষ নাবিকেরা বুচর দ্বীপ কহিয়া থাকে।

কোলাবা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে একটী আলোক-গৃহ আছে। নৌ-নেতাদিগকে সাবধান করিবার জন্য রজনীযোগে ঐ গৃহে আলোক প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই আলোটী ভূমিহইতে প্রায় এক শত হাত ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং তাহা অনেক দূরহইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখানকার বন্দরের প্রবেশদ্বারে ৩০ হস্ত পরিমিত জল থাকে। সেতু-পথদ্বারা যে স্থানে ওলড্ উমান দ্বীপ ও কোলাবা দ্বীপ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে তাহার নিকটে একটী পোত-নির্ম্মাণের স্থান আছে। জুয়ারের সময় ঐ স্থান জলপূর্ণ হয়। এখানে অনেক রণ-তরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তজ্জন্য, এবং এই স্থান বাণিজ্যের পক্ষে সমধিক সুবিধাশালী বলিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় স্থান অপেক্ষা এই নগর প্রশংসনীয়। সার্দ্ধৈক বৎসরের মধ্যে এখানে দুই থানি বৃহৎ কিংবা এক থানি বৃহৎ ও দুই থানি ক্ষুদ্র ব্রিটিষ রণতরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মলাবার ও গুজরাটের অরণ্যহইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং অপরাপর স্থানহইতে প্রচুর পরিমাণে পাট এই স্থানে সমানীত হয়। প্রতি বৎসরেই এখানে রণতরির সংস্কার হইয়া থাকে। এখানকার সেগুণকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অর্ণবপোত ১৪-১৫ বৎসর পরিচালিত হইয়া পরিশেষে রণতরির নিমিত্ত ক্রীত ও সমধিক সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হয়। "সার্ এডওয়ার্ড হজেস্" নামক একখান অর্ণবপোত আট বার পরিভ্রমণের পর পরিশেষে রণতরির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৩৯ সালে যে রণতরিদ্বারা করাচী প্রদেশ উৎসন্ন হয়, তাহা এখানকার নির্ম্মিত। অল্পদিন হইল "যমুনা" ও "নর্ম্মদা" নামে দুই থানি অর্ণবপোত এখানে প্রস্তুত হইয়াছে।

বাণিজ্যোপযোগী বিবিধ দ্রব্য, অনুপম বন্দর, ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসকল থাকাতে এই নগর ইউরোপীয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছে তাহা বর্ণন করা দুষ্কর।

বোম্বাই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে ওলড্ উমান দ্বীপের নিকট দুই ক্রোশ বিস্তৃত এক দুর্গ সংস্থাপিত আছে। ঐ দুর্গ দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত এবং পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি কামান-স্থান-বিশিষ্ট হওয়াতে ইহার উপকূল-ভাগ বিশেষরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই দ্বীপের অপর দিক্‌হইতে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিলে আর কোন নিবারণের উপায় ছিল না। তাহারা ক্ষণকাল গোলাবর্ষণ করিলেই এই নগর ভস্মীভূত হইয়া যাইত; কারণ এই নগরের গৃহ-সমুদায় ঘনসন্নিবেশিত, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও উন্নত, এবং বারুদ-গৃহ সকল তাহার মধ্যস্থলে অবস্থিত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এই দুর্গের নিকট প্রকাণ্ড এক মাঠ, কামান-পথ ও অন্যান্য সদুপায়সকল পরিকল্পিত হওয়াতে আর কোন দিক্‌হইতে ইহাকে আক্রমণ করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে এই পুরাতন দুর্গের রাজপথ-সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল; কিন্তু এক্ষণে সমুদায় পরিষ্কৃত এবং সর্ব্বত্র উত্তম পয়ঃ-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে; তথা পরিশুদ্ধ পানীয় জল দূরহইতে প্রণালীদ্বারা আনীত হওয়াতে ইহার অস্বাস্থ্যকরত্ব দোষ অনেকাংশে পরিশোধিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরের বাটী তথাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা। ঐ অট্টালিকার এক পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড স্তম্ভ, নানাবিধ কার্য্যালয়, সুবিস্তীর্ণ সভাগৃহ ও অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় আছে। দুর্গের মধ্যে অত্যুন্নত পূর্ব্বতন একটী উপাসনা-গৃহ আছে। তদ্ভিন্ন সম্প্রতি কোলাবা-দ্বীপের নিকট আর একটী চমৎকার গির্জা প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও দুইটী গবর্ণমেণ্ট বাসস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার একটী পারেল পর্ব্বতের উপর ও অপরটী মলবার পর্ব্বতের উপর স্থাপিত।

১৮৪৫ সালের অক্টোবর মাসে এই নগরে একটী অগ্নিদাহ উপস্থিত হয়। ঐ অগ্নিদাহে প্রায় ৭০,০০,০০০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি এবং ১৯০ টা বাটী ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এডওযার্ড ডান্‌বর্‌স্ নামক তথাকার এক জন মাজিষ্ট্রেট প্রাণপণে অগ্নিনির্ব্বাণের চেষ্টা না করিলে, এই নগরকে আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর রণতরিহইতে নাবিকগণ এবং ঐ বন্দরস্থ পোত সমুদায়হইতে ইউরোপীয় নাবিকগণ প্রাণপণ-যত্নে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়া কত দূর মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ঐ ভয়ানক অগ্নিদাহের সময় একটী গৃহের নিম্নতল ভূরি-পরিমাণ বারুদে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ গৃহের উপরিতলে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে এই সমাচার শ্রবণমাত্র একদল খালাসী তৎক্ষণাৎ তথায় গমনপূর্ব্বক সেই বারুদরাশি বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। তাহা না করিলে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিত তাহা অনায়াসেই প্রতীতি হইতে পারে।

কলিকাতায় যে প্রকার হাই কোর্ট নামক বিচারালয় আছে, বোম্বাই নগরেও সেই রূপ একটী সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় আছে। ঐ বিচারালয়ে পার্লিয়ামেণ্টের মতানুসারে মহারাণীর নিযুক্ত পঞ্চ জন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্যাপি এক জনও এতদ্দেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েন নাই। পরন্তু প্রত্যাশা আছে যে কলিকাতায় পূর্ব্বে যেমত ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, ও সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন সেই রূপ বোম্বাই দেশীয় কোন হিন্দু তথায় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইবেন।

এই নগর বিবিধ জাতিতে পরিপূর্ণ। ১৮৪৮ সালের গণনায় স্থির হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, হিন্দু, পার্‌সী, ইহুদী, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, ইণ্ডোব্রিটন্, ইণ্ডোপোর্তুগীজ্, ইউরোপীয়, নিগ্রো, ও অন্যান্য জাতি সমুদায়ে ৫,৬৬,১১৯ লোক বিদ্যমান আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক থাকাতে এখানকার ব্যবসাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ভয়ানক দস্যুবৃত্তি প্রচলিত ছিল। দস্যুগণ অর্ণবযানহইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া অনায়াসে সাধারণ জনসমাজে বিক্রয় করিত। প্রায় ৩০—৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই রূপ অত্যাচার করিবার পর পরিশেষে ১৮৪৩ সালে দস্যুদিগের বিবরণ প্রকাশিত হয়, ও তাহারা ধরা পড়ে। সেই পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এখানকার জলবায়ু পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্ত হওয়াতে এখানকার মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ইংলণ্ডের তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই নগর কলিকাতাহইতে পশ্চিমে ৫২০ ক্রোশ; মান্দ্রাজহইতে উত্তর-দক্ষিণে ৩২২ ক্রোশ; দিল্লীহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৩৫ ক্রোশ, হাইদরাবাদহইতে উত্তর-পশ্চিমে ১৯৫ ক্রোশ, এবং পুনাহইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

সর ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের জীবন-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে যিনি গবর্ণর্ জেনেরল পদে প্রথম অধিরূঢ় হইয়া অযোধ্যার বেগমদিগের সম্পত্তি অপহরণে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বীয় নাম চিরনিন্দনীয় করেন, যিনি রাজা নন্দকুমারের ফাঁসীর মূলীভূত হইয়াছিলেন, যিনি একাদশ বৎসর ভারতবর্ষ শাসনান্তর স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া বহুবিধ দোষে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নাম ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্। তদীয় শাসন-কালে এতদ্দেশে গবর্ণর জেনেরলের যে এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়, সেই সভায় যিনি হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বনদ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন, সেই সভ্যের নাম সর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্।

আয়ারলণ্ডের অন্তর্গত ডব্লিন্ নগরীতে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, ডাক্তর ফ্রান্সিস্, এক জন সুবিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত চিকিৎসক ছিলেন। ফ্রান্সিস্ উক্ত নগরীতে এক সামান্য বিদ্যালয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে সেণ্ট পৌল নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংলণ্ডীয় প্রধানামাত্য হেনরি ফক্সের সাহয্যে সেক্রেটরি অফ ইষ্টেটের আফিসে এক সামান্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাদৃশ অপর কএকটী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, অবশেষে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডীয় যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে একটী চিরস্থায়ি-কর্ম্মে নিযুক্ত হন। নয় বৎসর পরে মিষ্টর্‌চামস্ ঐ কার্য্যালয়ে ডেপুটি সেক্রেণ্টরি পদে নিযুক্ত হইলে, ফ্রানসিস্ আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া, এবং ক্রোধ ও ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারিকে ঘৃণা ও অমান্য করায় তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল, ইহা এস্থলে নির্ণয় করা সুকঠিন। পরন্তু তিনি যে কর্ম্মচ্যুত হওনভয়ে ভীত হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাই অধিকতর সম্ভাব্য।

ফ্রানসিস্ যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যালয়হইতে নিঃসৃত হইয়া দেশ-বিদেশ-পরিভ্রমণ-মানসে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে গড্‌ফ্রে নামক এক জন প্রধান ব্যক্তির সমভিব্যাহারে স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, ও বেল্‌জিয়ম, সুইজরলণ্ড, জরমনি এবং ইটালি প্রভৃতি কতিপয় দেশ ভ্রমণ করিয়া উক্ত সালের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন। তৎকালে পার্লিয়মেণ্ট নামক মহাসভার সভ্যেরা ভারতবর্ষে সুশাসন ও সুনিয়ম সংস্থাপন করণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বহুবিধ বাদানুবাদের পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থ সাহেবের কল্পিত এক আইন প্রচলিত হয়। উক্ত আইনানুসারে বঙ্গদেশের গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্ পদে নিযুক্ত হন, এবং তদীয় ক্ষমতা

লাঘব করণাভিপ্রায়ে এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়। উক্ত সভায় জেনেরল্ ক্লাবরিং, কর্ণেল মন্‌সন, মিষ্টর ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ এবং মিষ্টর বারওএল, এই সভ্যচতুষ্টয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ফ্রান্সিস্ যদিও অপরিণত-বয়স্ক ছিলেন, তথাপি তদীয় বুদ্ধি ও বিচারশক্তি পরিণেতার ন্যায় সতত প্রতীয়মান হইত, এবং চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি সভ্যগণ-মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

সভ্যগণ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দুস্তর জলধি অতিক্রম করত নিরাপদে ভাগীরথী-তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের নিকটস্থ হইবামাত্র দুর্গহইতে সম্মান-সূচক একোনবিংশ তোপ-ধ্বনি তাঁহাদিগের শ্রবণ কুহরে ক্রমশঃ নিনাদিত হইতে লাগিল। পরন্তু সম্মানসূচক তোপ-ধ্বনির সঙ্খ্যা ন্যূন বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সিস্ দুর্নিবার ক্রোধ ও মাৎ-সর্য্যের পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদবধি তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের এক বিষম নির্দ্দয় শত্রু হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সম্মান এবং সুখ্যাতি নষ্ট করিবার মানসে অনুক্ষণ তাঁহার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্বে ও আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হইয়া ফ্রান্সিস্ আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া হেষ্টিংসকে আপনাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচনায় সতত ঘৃণা ও অবহেলা করিতেন। ক্লাবরিং, মন্‌সন এবং ফ্রান্সিস্ এই সভ্যত্রয় একত্র মিলিত হইয়া হেষ্টিংসের দোষ সংস্থাপনজন্য বহুবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ এবং তৎপক্ষীয় বারওয়েল, প্রায় শৈশবাবধি এতদ্দেশে কালযাপনদ্বারা দেশীয় আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতি জ্ঞাত হইয়া যে সুচারু-রূপে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম ছিলেন, ইহা তাঁহারা এক বারও মনোমধ্যে আন্দোলন করেন নাই।

হেষ্টিংসের দোষানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ফ্রান্‌সিস্ অনায়াসে নানাবিধ গুরুতর দোষ প্রকাশে সক্ষম হইলেন; এবং রাজ্যশাসন-জন্য হেষ্টিংস্ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ফ্রান্সিস্ তৎসমুদায়কে প্রতারণাপূর্ণ বলিয়া সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফ্রান্‌সিস্ এবং তদীয় সহযোগী সভ্যদ্বয় প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌর প্রতি-নিধি মিডিল্‌টন্ সাহেবকে তৎকর্ম্মহইতে অপ-সারিত করিয়া, রোহীলার যুদ্ধ-প্রসঙ্গে হেষ্টিংস্ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই বিবাদ দৃষ্টে কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি অভিযোগের উপায় করিল। রাজা নন্দকুমার কএকটী দোষপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া কৌন্‌সলে পাঠ করিতে প্রার্থনা করিলেন। সভ্যগণ সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি তদীয় সম্মুখে গম্ভীরভাবে উক্ত লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ ইহাতে বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক নন্দকুমারকে ভর্ৎসনা করিয়া, সভ্যেরা তদীয় ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

হেষ্টিংস্ এবং ফ্রান্সিস্ এই উভয়ে যে তুমুল বিবাদ হইয়াছিল, তাহার সমুদয় বর্ণনে প্রয়োজন নাই। ফলতঃ হেষ্টিংস্ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন না, সুতরাং যে কোন মতে অভীষ্ট চরিতার্থ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না, এবং তাহাতেই ফ্রান্‌সিস্ তাঁহাকে বিরক্ত করিবার যথেষ্ট উপায় পাইতেন। অধিকন্তু ফ্রান্সিস্ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তদীয় সপক্ষ সভ্যদ্বয়ের সাহায্যে হেষ্টিংসের হস্তহইতে

রাজ্যভার গ্রহণে সক্ষম হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে মনস্কামনা কোন মতে সিদ্ধ হয় নাই। হেষ্টিংস্ দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্য্য সহকারে পূর্ব্বমত রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, সুতরাং তদীয় বিপক্ষ-পক্ষের চেষ্টাসকল নিষ্ফল হইল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনেরল্ ক্লাবরিং মানবলীলা সংবরণ করেন, এবং তদীয় মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কর্ণেল মন্সনও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আয়ার কুট্ নামক সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ ক্লাবরিঙের পদে নিযুক্ত হন। তিনি নিরপেক্ষ হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জনজন্য সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। তদনুসারে ফ্রান্সিস্ এবং হেষ্টিংস্ উভয়ে বিবাদ-পরিহারপূর্ব্বক সম্মিলনে সম্মত হন।

কিন্তু তাঁহাদের ঐ মিলন অত্যল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ফ্রান্সিস্ ও হেষ্টিংস্ পুনরায় পরস্পর বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। হেষ্টিংস্ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ফ্রান্সিসের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখের লিপির উত্তর পশ্চাদ্রূপে প্রদান করিয়াছিলেন—"আমি ফ্রানসিসের অঙ্গীকারে কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, কারণ তিনি আপন অঙ্গীকার আপনি রক্ষা করিতে অক্ষম; তাঁহার গার্হস্থ্য ব্যবহার যে রূপ নিন্দনীয়, তাঁহার সাধারণ স্বভাবও তদ্রূপ।" ফ্রানসিস্ এতাদৃশ উত্তর প্রাপ্তিতে ক্রোধানলে হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইলেন, এবং এক দিন কৌন্সলের সভা ভঙ্গের পর হেষ্টিংস্‌কে নির্জ্জনে ডাকিয়া, স্থান ও সময় নিরূপণ-পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আগষ্ট মাসের ১৭ই অরুণোদয়-কালে আলিপুরের বেল্‌বিডিয়র উপবন-নিকটবর্ত্তী স্থানে হেষ্টিংস্ এবং ফ্রান্সিস্ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ফ্রান্সিস্ হেষ্টিংসের পিস্তলদ্বারা আহত হইয়া অচেতন-প্রায় ভূতলে পতিত হইলেন। ঐ আঘাতে তিনি অতিশয় ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অবশেষে ভিষগ্‌দিগের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের পর, তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে অর্ণবপোতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে কিয়দ্দিন আবদ্ধ ছিল, তজ্জন্য তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। রাজা এবং রাজ্ঞী তদীয় আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সাদরসম্ভাষণ পুরঃসর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ডাইরেকটর্‌গণও তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া ভারতবর্ষীয় শাসন-বিষয়ক সকল সমাচার অবগত হইলেন। ভারতবর্ষে যে সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থাদ্বারা বিশৃঙ্খলতা ও অহিতাচার হইত, এবং হেষ্টিংসের শাসন-সময়াবধি প্রজাবর্গের যে সকল ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, তৎসমুদায় এক বিস্তীর্ণ পত্রে প্রকটন করিয়া ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। ফলে তিনি ইংলণ্ডে নরপতির, তথা সর্ব্বসাধারণ জনগণের, বিশেষতঃ মিষ্টর বর্কের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন।

ফ্রানসিস্ স্বদেশে হেষ্টিংসের বিপক্ষতাচরণে বিরত হইতে পারিলেন না। তিনি মেকিণ্টস্ নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের অত্যাচার এবং কুশাসন সম্বন্ধীয় এক পুস্তক প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। মেকিণ্টস স্কটলণ্ড দেশীয় এক সামান্য কৃষকের সন্তান ছিলেন। তিনি ফ্রান্সিসের অনুরোধে "ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নাম এক পুস্তক প্রচার করেন। তাহাতে হেষ্টিংসের নিন্দাবাদ এবং ফ্রান্সিসের প্রশংসাবাদ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সিস্ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং যদিও বাক্পটুতা ও সদ্বক্তৃতাতে সক্ষম ছিলেন না, তথাপি চতুরতা-প্রকাশ-পূর্ব্বক উক্ত গুণসকলের অভাব গোপন করিয়া সর্ব্বদা সদ্বক্তার অভিমান রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্লিয়মেণ্ট সভায় প্রবেশ করিবার কিছু দিন পরেই তিনি সুপ্রসিদ্ধ ও সদ্বক্তা পিট সাহেবের বিরক্তির ভাজন হন, এবং তৎপ্রযুক্ত সেই মহাশয় ব্যক্তির জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কোন রূপ রাজকীয় সম্মান লাভে সক্ষম হন নাই।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি এক ঘোর বিপদে পতিত হন। পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্যেরা তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার মানসে এক কমিটী স্থাপন করেন। উক্ত কমিটীদ্বারা দোষানুসন্ধানের পর হেষ্টিংসের নামে পার্লিয়মেণ্ট সভায় অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ-সম্বন্ধে বর্ক সাহেব এবং অন্যান্য সভ্যেরা যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি সাহায্য করেন। ফ্রান্সিস্ যদিও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে সক্ষম ছিলেন না, তথাপি অনেক বিষয় সুচারুরূপে বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের বাদানুবাদ হইলে তাঁহার মত সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি দাস-ক্রয়-বিক্রয়-বিষয়ে নিতান্ত বিরোধী ছিলেন; এবং স্বয়ং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও উক্ত নির্দ্দয় বহুদোষাকর প্রথা নিবারণ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্ পদ-প্রাপ্তির জন্যও বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। পরন্তু তিনি ককস্ এবং বর্কের সহিত বন্ধুতাভাবে সহবাস করিতেন, এবং ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড গ্রেন্‌বিলের অনুরোধে নরপতির নিকটহইতে "নাইট অব্ দি বাথ" নামক এক সম্মান-সূচক পদ প্রাপ্ত হন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সিস্ ক্লেশকর পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। সমাধি-ক্রিয়া মর্টলেক নামক গির্জার প্রাঙ্গণে অতি গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি দুইটী কন্যা ও একটী সন্তান রাখিয়া তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সিস্ কোন মতে মহৎ নামের অধিকারী নহেন। তিনি আত্মাভিমানে স্ফীত ও মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শঠতা ও প্রবঞ্চনা তাঁহার সঙ্গীস্বরূপ এবং ন্যায় বিরুদ্ধতা তাঁহার পন্থা স্বরূপ হইয়াছিল। পরন্তু তিনি চতুরতা ও কার্য্য-দক্ষতা গুণে সকল কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম ছিলেন; এবং এতদ্দেশে হেষ্টিংসের অত্যাচারের প্রতিরোধদ্বারা প্রজাদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে হেষ্টিংসের অভিযোগের তিনি একটি প্রধান কারণ ছিলেন, এবং সেই অভিযোগে হেষ্টিংসের দুশ্চরিত্রের কথা ও এখনকার রাজকার্য্যের দোষসকল প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতে রাজ্য-প্রণালীর অনেক দোষ সংশোধিত হয়। তাঁহার স্বপক্ষেরা কহে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যাচারী শঠ ও ধূর্ত্ত ছিল, এবং তাহাদিগের দমনের নিমিত্ত তিনিও তাহাদের অস্ত্র স্বীকার করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ভদ্রের কর্ত্তব্য নহে। যদি তিনি ঐ সাধুবিগর্হিত অসদুপায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা সৎপথের পান্থ হইতেন, তাহা হইলে প্রগাঢ় অনুরাগের পাত্র হইয়া সকলের মনোমন্দিরে দেদীপ্যমান রহিতেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।
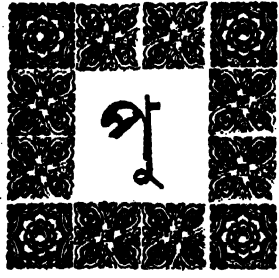
"পুরাণ রত্নাকর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্ন-কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।" আমরা এই অভিনব পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ আছে। ঐ পুরাণের অবশিষ্টাংশসকল মুদ্রিত হইলে অনুবাদক মহাশয় ক্রমশঃ অপরাপর পুরাণ প্রকটন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থের নাম বিষ্ণুপুরাণ না রাখিয়া "পুরাণ রত্নাকর" রাখিয়াছেন। পরন্তু তিনি অষ্টাদশ পুরাণের সমুদায় ছাপাইতে না পারিয়া কেবল দুই চারি খানি পুরাণ বঙ্গভাষায় প্রকটিত করিতে পারিলে সাধারণের বিশেষ উপকার করিবেন, সন্দেহ নাই; তদভাবে কেবল বিষ্ণুপুরাণ খানি সম্পূর্ণ করিলেও প্রশংসার ভাজন হইবেন, অতএব আমরা তাঁহার অনুমোদন করিতেছি, এবং বিদ্যানুরাগী সর্বসাধারণ জনগণ এই পুস্তক গ্রহণদ্বারা অনুবাদকের শ্রম সফল করুন এই অনুরোধ করিতে প্রস্তুত আছি। পরন্তু এই স্থলে বক্তব্য হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন মাহাশয় গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ না করিলে তাঁহার পুস্তক কদাপি সমাদরণীয় হইবেক না। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি এই খণ্ডের অনুবাদ কালে মূলগ্রন্থের অন্যথা না করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সমন্বয় রাখিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই, এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সর্বপ্রধান পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন ও দুরূহ স্থলসমুদায়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।" পরন্তু আমাদিগের বক্তব্য হইয়াছে যে বিদ্যারত্ন ও তর্কবাগীশ মহাশয়দিগের সমবেত-পরিশ্রম তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় নাই। তাঁহাদের অনুবাদ অনেক স্থলে মূলগ্রন্থের ভাষ্য বলিলে বলা যায়, কোন মতে অবিকল অনুবাদ বোধ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা তাঁহাদের প্রথম তিন পঙ্ক্তির উল্লেখ করিতে পারি; তাহাতে লিখিত আছে—

"পুরাণকর্ত্তা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুর স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে কহিয়াছিলেন" ইত্যাদি। পরন্তু ঐ বাক্যগুলি কোন প্রাচীন পুস্তকে নাই, এবং প্রতীত হইতেছে যে তাহা অনুবাদকের স্বকপোলকল্পিত আভাস; উহা মূলের সহিত একত্র করা কোন মতে বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই। এই ক্ষণকার পাঠকেরা প্রাচীন গ্রন্থের অবিকল প্রতিরূপ দেখিতে চাহেন; তদন্যথায় কাশীদাসী অনুবাদের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রাচীন কিঞ্চিৎ আধুনিক বাক্য একত্র করিয়া ছাপাইলে সমুদায়ই হেয় হইয়া উঠে। অপর এই আভাসই যে দূষণীয় হইয়াছে এমত নহে। শ্লোকের অনুবাদেও বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক অপ্রয়োজনীয় স্বকপোলকল্পিত কথার যোজনা করিয়াছেন তাহা মূলের অনুযায়ীও নহে ও কোন মতে বিহিতও নহে। ইহার প্রমাণার্থে আমরা প্রথম শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিতে পারি, তদ্যথা—

জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ ॥ ১ ।

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্ম্মি-সৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদিজগৎপ্রপঞ্চঃ স নোঽস্তু বিষ্ণুর্মতিভূতিমুক্তিদঃ ॥ ২ ॥

ইহার অবিকল অনুবাদ এই রূপ হইলে প্রস্তের রক্ষা হয়; যথা—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তোমার জয় হউক। হে বিশ্বভাবন, তোমাকে নমস্কার।

হে হৃষীকেশ, হে মহাপুরুষ, হে পূর্ব্বজ, তোমাকে নমস্কার।"

"যিনি সৎ ও ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর, যিনি পুরুষ, যিনি ত্রিগুণের ঢেউদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের লয়স্বরূপ, যিনি প্রধান-বুদ্ধ্যাদি জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমাদিগের বুদ্ধি ধন ও মুক্তিদাতা হউন।"

এই স্বল্প কথা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যারত্ন লেখেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই চরাচর-সম্বলিত সমুদায় জগৎ তোমাহইতে সৃষ্ট হইয়া তোমারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে; তুমি বিশ্বভাবন, হৃষীকেশ, নিত্য, অক্ষর, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর ও প্রধান পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাক। তুমিই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিতেছ, এবং তোমাহইতেই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বসম্বলিত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব তুমি আমাদিগের বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি প্রদান কর।"

এই রূপ অনুবাদে প্রকৃতের হানি বই কদাপি উপকার হইতে পারে না? পুস্তকের অন্যত্র এই রূপ সন্দেহ জনক অযথাযথ অনুবাদ অনেক আছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার পরিহার-পূর্ব্বক সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করিলে সহৃদয়দিগের প্রীতি-ভাজন হইবেন, এবং তাঁহার গ্রন্থ দেশের উপকার-জনক হইবেক। তদন্যথায় তাঁহার পরিশ্রম অনেকাংশে বিফল হইবে। এ বিষয়ে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত আপনার আদর্শ স্বীকার করুন; তাহা হইলে আর তাঁহার ভ্রমের আশঙ্কা থাকিবে না।

২। "কাব্যমঞ্জরী। প্রথমভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।" ৫১ পৃষ্ঠা পরিমিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

"এই পুস্তকে চতুর্দ্দশটী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তৃতীয়, দশম ও একাদশ, এই তিনটী কবিতা এবং চতুর্থের কোন কোন অংশ ইংরাজিহইতে সঙ্কলিত; অবশিষ্টগুলি নূতন রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক যে বিদ্যালয়স্থ বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। এক্ষণে যদি কাব্যমঞ্জরী সহৃদয় পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদায়িনী হয়, তাহা হইলে আমি সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।" কবিতা গুলি পাঠে বোধে হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাব্য-রচনায় নূতন ব্রতি; পরন্তু তাঁহার পদ্য গুলি যে নিতান্ত অপ্রিয় নহে তাহা পাঠকবৃন্দ নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তে বিজ্ঞাত হইবেন।

কাব্য দেবী।

"জননী গো ঠেলনা চরণে।
কৃপাদৃষ্টি কর অকিঞ্চনে।
তব পদাশ্রিত দাস, হইতে সর্ব্বদা আশ,
এ মূঢ় পামর করে মনে॥
শিশুকাল হোতে সাধ মনে,
সুরেন্দ্রবন্দিনী বরাননে!
পুজিয়া বিমলপদ, জিনি ফুল্ল কোকনদ,
লভিব মা বাঞ্ছিত রতনে॥

গাঁথি নব মালা সুকৌশলে।
দোলাইব তব চারু গলে।
ভ্রমর ভ্রমরী সহ, গুঞ্জরিবে অহরহ,
মোহিত হইয়া পরিমলে।
ধন্য ধন্য তোমার মহিমা।
কার সাধ্য দিতে পারে সীমা।
তব কৃপাবলোকনে, কাতর দরিদ্রগণে,
রচিয়াছে কাব্য মধুরিমা॥

তব কৃপা হয় যেই জনে।
বল তার কি ভয় মরণে।
সে জন অমর ভবে, চিরকাল যশ রবে,
অবহেলি দুরন্ত শমনে ॥

বরদে! দেহ গো বর দাসে।
বাঁধে যেন মন প্রেমপাশে,
ও অতুল পাদপদ্ম, সুখ মধুরতাসদ্ম,
মাতঙ্গ যেমতি লতা ফাঁসে ॥

কৃপাময়ী বচন ঈশ্বরী।
পদছায়া দেহ কৃপা করি।
আমি মা পামর অতি, আপনার গুণে সতী,
দূর গো দুর্গতি শুভঙ্করী ॥"

৩। "কর্ত্তব্যোপদেশ। শ্রীনরনারায়ণ রায় প্রণীত।" এই পুস্তকখানি গদ্যপদ্যে মিশ্রিত, এবং বালকদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে ইহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী অধীন পৃভৃতি আত্মীয়বর্গের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কএকটি কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ করা হইয়াছে। ঐ উপদেশ গুলি বালকদিগের সুপাঠ্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিলাম। অধিকন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ঐ যন্ত্রে ইদানীন্তন অনেক গুলি সুপুস্তক প্রকটিত হইতেছে, অতএব তাহারও প্রশংসা কর্ত্তব্য। ফলে সম্প্রতি ঢাকা কালেজে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষার বিশেষ অনুমোদন করিতেছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে প্রসিডেন্সী কালেজে শিক্ষিত এতন্নগরীয় মহাশয়দিগকে শিথিল বলিলে বলা যায়; এবং যেহেতু মাতৃভাষায় অনুরাগ প্রকৃত সভ্যতার এক প্রধান চিহ্ন, অতএব আমরা ঢাকাস্থ সহৃদয়দিগের ধন্যবাদ করিতেছি।

৪। "চীনের ইতিহাস; অতীব প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।" এই গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদরণীয়, যেহেতু অতি প্রাচীন ও জগদ্বিখ্যাত চীন-রাজ্যের ইতিহাস-বিষয়ে বঙ্গভাষায় এই প্রথম গ্রন্থ, এবং ইহার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছে। অপর ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের অবহেলা করিয়া থাকেন বলিয়া সভ্য-সমাজে তাঁহাদিগের এক গুরুতর নিন্দা আছে। তাহার অপনোদন করা হিন্দু সুশিক্ষিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, এবং ইতিহাস রচনা ও তৎপাঠে অনুরাগই তাহার অপনোদনের একমাত্র উপায়; সুতরাং বঙ্গভাষায় যত ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, ততই মঙ্গল; এই বিবেচনায়ও আমরা এই গ্রন্থের বিশেষ অনুমোদন করি।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র ।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা । বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা । [৪২ খণ্ড

ভুবনেশ্বরের মন্দির ।

ভুবনেশ্বর নগর ।
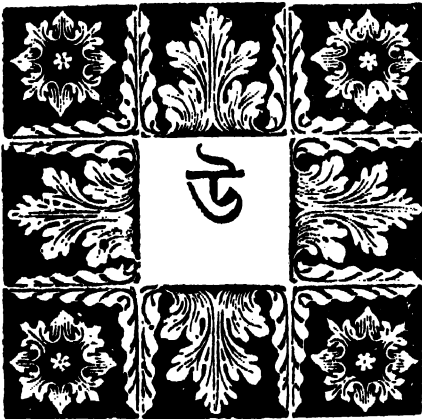
উৎকলদেশ অতি প্রাচীনকালাবধিই পবিত্র প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই প্রদেশে অসঙ্খ্য দেবালয় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হরক্ষেত্র, বিষ্ণুক্ষেত্র পদ্মক্ষেত্র ও পার্ব্বতীক্ষেত্র, এই চারি স্থান দেবালয়ে পরিপূর্ণ ও সমধিক কৌতুকাবহ। এই সমুদায় স্থান দর্শন বা ইহার সমালোচন করিলে পূর্ব্বকালের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গৃহনির্ম্মাণাদি বিষয়ের শিল্পনৈপুণ্য বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত চারি ক্ষেত্রের মধ্যে হরক্ষেত্রে এক মহাদেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম, “লিঙ্গরাজ-ভুবনেশ্বর।” ঐ নামানুসারে যে প্রদেশে তাহা আছে তাহাও ভুবনেশ্বর নগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই নগরে প্রাচীন ভূপতিদিগের সংস্থাপিত অত্যুন্নত ও প্রাচীন মন্দিরসকল অদ্যাপি ইহার সমৃদ্ধির সাক্ষী প্রদান করিতেছে। ললাটেন্দুনামা এক জন কেশরিবংশীয় নরপতি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি খ্রীষ্টীয় ৬১৭ অব্দহইতে ৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত এখানকার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কেশরি-

বংশীয় ভূপালগণের শাসন-সময়ে এই নগর এত অসংখ্য দেবালয়ে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল যে ভারতবর্ষমধ্যে ইহা একটী প্রধান জনপদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরই এখানকার প্রধান দেবালয়। এই মন্দিরের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একেবারে ৪০-৫০ টীরও অধিক দেবালয় নেত্রপথে নিপতিত হয়। এখানকার অধিবাসিরা কহিয়া থাকে যে, পূর্ব্বকালে এই ভুবনেশ্বর নগরের মধ্যে সপ্ত সহস্র অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মহাদেব-মন্দির নির্ম্মিত ছিল। এক্ষণে সমুচিত যত্ন না থাকাতে যদিও ঐ সকল দেবালয় ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, তথাপি অবশিষ্টাংশ অবলোকন করিলে বোধ হয় যে এককালে এই নগরের সমৃদ্ধির সময় ইহাতে অসংখ্য শিবলিঙ্গ ও শত শত দেবমন্দির নির্ম্মিত ছিল। জগতের কি আশ্চর্য্য গতি! পূর্ব্বকালে যে নগরে সমৃদ্ধির পরিসীমা ছিল না, এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং যে সকল দেবালয় অত্রত্য সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত, তাহাও এক্ষণে স্তূবাকার প্রস্তর-রাশিতে পরিণত ও নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে!

এই নগরে কেবল অধিক সংখ্যক দেবালয় থাকাতেই ইহা বিশেষ বিখ্যাত ও বিস্ময়াবহ হইয়াছে তাহা নহে; এখানকার মন্দিরের শিল্প নৈপুণ্যও অতি চমৎকার। ঐ সকল মন্দিরের আকৃতি, গঠনপ্রণালী, ও বিবিধ বিভূষণ দর্শন করিলেও মন একেবারে বিস্ময় ও হর্ষরসে আর্দ্র হয়। মন্দিরগুলি এই নগরের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-হইতে আনীত বিবিধ প্রকার প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, এবং সকলেরই শিখরদেশ গোলাকার। ঐ দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর ছিল, তাহা এক্ষণে গতপ্রায় হইয়াছে। অত্রত্য সাধারণ মন্দিরের ঔন্নত্য ৩০-৪০ হাত এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গুলির উচ্চতা এক শত হস্তের ন্যূন নহে। কোন কোনটীও বা এক শত বিংশতি হস্ত পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক এই দেবালয় গুলি এত উন্নত ও প্রশস্ত, তথাপি ইহার মধ্যে একটাও কাষ্ঠের কড়ী নাই। যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কেবল সে স্থানে লৌহকড়ী বা লৌহস্তম্ভ প্রদত্ত হইয়াছে; নতুবা সমুদায়ই প্রস্তরময়। এখানকার পূর্ব্বতন স্থপতিগণ খিলান করিবার প্রণালী অবগত ছিল না; এই জন্য দুই পার্শ্বহইতে উপর্য্যুপরি একটু একটু বহিষ্কৃত করিয়া প্রস্তর সাজাইয়া পরিশেষে যখন শিখরদেশ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিত তখন তাহার উপর একখানি বৃহৎ প্রস্তর প্রদান করিয়া খিলানের কার্য্য সমাধা করিত। নির্ম্মাণের এরূপ চমৎকার কৌশল যে মন্দির গুলির চতুষ্পার্শ্বে পর্য্যায় ক্রমে একটী বৃহৎ ও একটী করিয়া ক্ষুদ্র পল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া শিখরদেশের নিকট পরস্পর সংযুক্তপ্রায় হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভুবনেশ্বরমন্দিরের বহির্ভাগ নানাপ্রকার খোদিত মূর্ত্তিদ্বারা বিভূষিত; এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাঙ্গণভূমি সমুদায় বৃষ, শিবলিঙ্গ, গণেশ, হনুমান, হরপার্ব্বতী, দুর্গা, কালী ময়ূরারোহী কার্ত্তিক, কুমারী, নরসিংহ ও বামন অবতারের মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। এই মন্দিরের ভিত্তির মধ্যভাগের প্রস্তর পরিষ্কৃত নহে; কিন্তু ঐ ভিত্তির গাত্র চিক্কণীকৃত; তাহার উপর কোন স্থানে একটী কোন স্থানে বা কতগুলি অপ্সরোমূর্ত্তি, কোথায়ও বা হরপার্ব্বতী দণ্ডায়মান ও কোথায়ও বা উপবিষ্ট; কোন স্থলে বা হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধৃগণ খোদিত আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে অথবা রাজকীয় মঙ্গল

কার্য্যোপলক্ষে সুসজ্জিত হইয়াছে। কোথায় বা অতি কৌতুকাবহ মুখশ্রী-সম্পন্ন কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তিসকল বিন্যস্ত হইয়াছে; এবং কোন কোন স্থলে বা গম্ভীরাকৃতি শান্তস্বভাব মুনিগণ শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রত্যেক মন্দিরের দ্বারদেশোপরি নবগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত আছে।

এই ভুবনেশ্বর নগর কিংবা এই প্রদেশের সমুদায় মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী একরূপ। এই জন্য ভুবনেশ্বরের একমাত্র বৃহন্মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিলেই, অপরাপর সমুদায় মন্দিরের আকার অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব এই প্রস্তাবের শিরোভাগে কেবল লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চিত্র মুদ্রিত করা গেল। ঐ দেবালয় বাটী চতুষ্কোণ; এবং ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রাচীর আছে। প্রত্যেক দিকের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য চারি শত হস্ত। ইহার পূর্ব্বদিকে যে প্রবেশদ্বার আছে তাহার উভয় পার্শ্বে পক্ষযুক্ত দুইটী ভীষণাকার সিংহমূর্ত্তি অবস্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরের ঔন্নত্য এক শত বিংশতি হস্ত। ইহার ভিত্তিতে অর্দ্ধ গোলাকৃতি অতি বিস্তীর্ণ ১৬ ষোলটী পল আছে। ঐ পল গুলি পর্য্যায় ক্রমে একটী বৃহৎ ও একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, এবং একেবারে অলিন্দের উপরহইতে মন্দিরের অগ্রভাগ-পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া সকল গুলি বক্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে; কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত হয় নাই। উহার গলদেশ গোলাকার তদুপরি আটটী সিংহমূর্ত্তি আছে। ঐ সিংহের পৃষ্ঠদেশে শিরোবেষ্টনের ন্যায় গোলাকার এক খণ্ড প্রস্তর অবস্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রস্তরের উপর আবার আর এক-খণ্ড গোলাকার প্রস্তর প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ প্রস্তরখণ্ডের আকৃতি আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুল বলিয়া উহাকে "আমলা শিলা" কহে। অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা-সম্পাদনের নিমিত্ত ঐ আমলা শিলার উপর আবার দুই খানি শানকির মত প্রস্তরখণ্ড উপর্য্যুপরি বিপরীত ভাবে আছে। অপরাপর মন্দিরে তাদৃশ কএক খানি প্রস্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ প্রস্তর খানির যে রূপ বিস্তার হয়, তদনুসারে কখন উহার উপর একটী লৌহ শলাকা কখন বা বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। উৎসবের সময় উপস্থিত হইলে ঐ শলাকা বা বিষ্ণুচক্রের উপর পাণ্ডারা পতাকা প্রদান করিয়া থাকে। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিম্নভাগহইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সিংহের আকৃতি সকল খোদিত আছে। তাহাদিগের আস্যদেশ অতি অদ্ভুত। পৃথিবীর কোন প্রাণীর সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। সিংহমূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তরগুলির মূল মন্দিরের ভিত্তির সহিত সংযুক্ত; কিন্তু মূর্ত্তি গুলি অসংলগ্ন ও বহির্মুখ আছে। পাঠকগণ অস্মদ্দেশের রথযাত্রার সময় অশ্ব যেরূপে রথে সংযুক্ত থাকে তাহা স্মরণ করিলেই ঐ প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেবালয়ের পূর্ব্বদ্বারে দুইটী সিংহমূর্ত্তি আছে; ঐ মূর্ত্তিদ্বয় অতিশয় বৃহৎ ও ভীষণাকার, এবং উহার পদদ্বয়ের মধ্যে মাতঙ্গের মূর্ত্তি আছে।

ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের অভিমুখে আর একটী অট্টালিকা আছে তাহাও মন্দিরের ন্যায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত ও নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তিতে সুসজ্জিত। সন্ন্যাসিগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তিরও পূজা করিয়া থাকে। উৎকলদেশের ঐ সকল মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখস্থিত নাটমন্দিরসকল অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। সম্মুখস্থ অট্টালিকাকে উড়েরা "জগন্মোহন" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। জগন্মোহনের সম্মুখে যে আর একটী চতুষ্কোণ গৃহ আছে তাহার নাম "ভোগমণ্ডপ।" ঐ গৃহে ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণের ভোগ

প্রস্তুত হইয়া নিবেদিত হইলে পাণ্ডা ও আগন্তুক লোকসকল ভক্তিসহকারে তাহা ভোজন করে।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ভুবনেশ্বরের বাটীর মধ্যে অন্যান্য অনেক মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরস্থিত দেবগণেরও পূজা হইয়া থাকে। তাহার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ সমুদায় মন্দিরই কার্ণিস, স্তম্ভ, মনুষ্য, সর্প, পশু, পুষ্প ও দেবতাপ্রভৃতি বিবিধ ভাস্কর কার্য্যে পরিপূর্ণ। তৎসমুদায় দর্শন করিলে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া বা কি উদ্দেশে সে সকল খোদিত হইয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বৃহন্মন্দিরের মধ্যদেশে ভিত্তির গাত্রে একত্র কতগুলি সুসম্বদ্ধ চিহ্ন খোদিত আছে। এখানকার ব্রাহ্মণেরা সে সকলকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

যাহা হউক ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী অতি চমৎকার ও প্রাচীন। ইতিহাসগ্রন্থে এবং লোক পরম্পর ইহার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বহুকাল পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। অপর উহার গাত্রে এক বিজক খোদিত আছে তাহাতে লিখিত আছে যে উহা ললাটেন্দুকেশরী রাজার আজ্ঞায় ৫৮৮ শকাব্দে (৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বিজক যথা,

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

ভুবনেশ্বরের মন্দির ভিন্ন আর সমুদায় মন্দিরই উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। খুরদার রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা এখানকার ব্রাহ্মণগণকে যে ভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে তাহার উপসত্ত্বেই অতি সামান্যরূপ সেবাকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রহইতে এই নগর অতি দূরবর্ত্তী নহে। অস্মদ্দেশীয় যাত্রিকগণ যখন পুরুষোত্তম-দর্শনে গমন করে তখন অনেকে ভুবনেশ্বর-দর্শন করিতেও গমন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রতিবৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে বহুসংখ্যক দেশীয় লোক সমবেত হইয়া এখানে একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটে কেশরিবংশীয় দুইটী বিস্তৃত রাজভবন ছিল, তাহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের উত্তরদিকে একটী সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা আছে, তাহাকে "বিন্দুসাগর" বলিয়া লোকে উল্লেখ করে। দীর্ঘিকাটী দেখিতে অতি মনোহর। ইহার এক দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর এবং অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরশ্রেণী। মন্দিরগুলি ঊর্দ্ধে এত উন্নত যে তাহার মধ্যে একটী লোক অনায়াসে উপবেশন করিয়া থাকিতে পারে। বহুকাল অতীত হইল ৬০ যষ্টি সংখ্যক সন্ন্যাসিনী ঐ সকল ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দেবীর উপসনায় জীবিতকাল ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের অপরাপর আশ্চর্য্যের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক। ঐ মূর্ত্তির নাম "ভাস্করেশ্বর।" ভাস্করেশ্বরের মূর্ত্তি একখানি বৃহৎ প্রস্তরহইতে খোদিত। উহার কিয়দংশ গহ্বরের মধ্যে কিয়দংশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত, কিন্তু তাহা তাদৃশ আশ্চর্য্যজনক নহে।

কটকস্থ

উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায়
শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের
বক্তৃতা।

"আমাকে এ সভার প্রধান আসনে আহূত করা শোভনীয় হয় নাই, যেহেতু আমি এদেশীয় মনুষ্য নহি; বিশেষতঃ এ সভার উদ্দেশ্য উৎকল ভাষার উদ্দীপন, সুতরাং তদ্ভাষাতেই ইহার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হওয়া বিধেয়; আমি বিদেশীয়

লোক, উৎকল-ভাষা-কথনে আমার তাদৃশ পটুতা নাই, অতএব এরূপ স্থলে অযোগ্য-পাত্রে নিরতিশয় সম্মান প্রদত্ত হইতেছে। পরন্তু যদ্যপি আপনারা আমাকে আমার মাতৃভাষায় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করণে অনুমতি দেন. তবেই আমি এ গৌরবাস্পদ-আসন-গ্রহণে সাহস করিতে পারি।”—

(উপস্থিত সভ্যেরা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করণে অনুমতি দিলেন)

বক্তৃতা।

“উৎকল-ভাষা এবং বঙ্গভাষার মধ্যে তাদৃশ বিভিন্নতা নাই, একথা সকলেই অবগত আছেন। সকল ভাষারই ভিত্তি এবং পত্তন স্বরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়া,—এই চতুর্ব্বিধ ভাষামূল উৎকল এবং বঙ্গভাষায় প্রায় একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয়সকল এক প্রকার না হইবাতে প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে। অপর, বিশেষণ ও বিশেষ্য বাচক শব্দসকলের উচ্চারণও প্রায় এক প্রকার, তবে এদেশে, অদন্ত শব্দাবলী যথাক্রমে উচ্চারিত হয়, আমাদের দেশে ঐ অদন্ত স্থলে হসন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর উৎকলে বহুতর শব্দের অন্তে বা মধ্যে ‘ল’ বর্ণ বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হয়। পরন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার ‘ল’ কিছু উৎকল দেশে সৃষ্ট হয় নাই; দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণ দেশে তাহা প্রচলিত আছে, এবং ফ্রান্সীয় কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত বর্ণ বেদ-মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অধুনা আর্য্যাবর্ত্তে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর ও মধ্য দেশের অনেকাংশে ইহার লোপ হইয়াছে, সুতরাং উৎকলীয় লোকের মুখে উক্ত বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া উত্তরস্থ লোকেরা “উড়িয়া কড় মড়” বলিয়া উপহাস করেন। ফলতঃ উপহাসের কোন বিষয় দেখা যায় না। ললিত অর্থাৎ শ্রুত মধুর বর্ণমধ্যে ‘ল’ বর্ণটী প্রধান, তাহার অন্যতর উচ্চারণ দেশভেদে বিলুপ্ত; সুতরাং ললিত বোধ হয় না। যে বর্ণ আমাদিগের কষ্ট শ্রেষ্ঠে উচ্চার্য্য তাহাই কঠোর বোধ হয়। বিশেষতঃ ‘ল’ বর্ণের আদ্যতালব্য, উচ্চারণ-সুমধুর এবং অনায়াসে রসনাদ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে; এই জন্যেই আমাদিগের শ্রুতি-বিবরে উৎকলে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণ মিষ্ট বোধ হয় না, গীতগোবিন্দে বর্ণিত “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,” এই পদ আবৃত্তি-সময়ে কবির অভিপ্রেত অনুপ্রাস ভঙ্গ করিয়া উৎকলীয় পণ্ডিতেরা তিনটী ল এক প্রকার এবং অপর চারিটী ল অন্য প্রকারে উচ্চারণ করিবেন, ইহা বিশুদ্ধ হইলেও আমাদিগের নিকট ললিত বোধ হয় না।

পরন্তু উৎকলীয় সর্ব্বনাম-সমূহ যেরূপ সংস্কৃতমূলহইতে উৎপন্ন, বঙ্গীয় সর্ব্বনামসকলও তন্মূলহইতেই প্রজাত;-বরং উৎকলীয় ‘আম্ভ’ ‘তুম্ভ’ প্রভৃতি সর্ব্বনাম অবিকল প্রাকৃত; বঙ্গীয় সর্ব্বনাম ‘আমি’ ‘তুমি’ সবিশেষ অপভ্রংশ-দশাপ্রাপ্ত। তৃতীয় পুরুষের এক বচনে সংস্কৃত ‘সঃ’ হইতে ‘সে’ উৎপন্ন হয়; ইহা উৎকল এবং বঙ্গভাষায় একাকারেই বর্ত্তমান; কিন্তু বঙ্গভাষাতে ইতরাভিধান স্থলেই ব্যবহৃত, গৌরবোক্তি স্থলে বাঙ্গালায় তৎহইতে তিনি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অপর, কৃ; ভূ, স্থা, এবং গম্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতুহইতে উৎকল ও বঙ্গভাষায় অশেষবিধ ক্রিয়ার বিশেষার্থ প্রকাশ করে; কিন্তু বঙ্গাপেক্ষা উৎকলে ক্রিয়ার বিভক্তিসকল অনেকাংশে অদ্যাপি পূর্ব্বরীতির অনুসারে সংযোজিত হইয়া থাকে, যথা সংস্কৃত ‘ভবন্তি,’ প্রাকৃত ‘হোন্তি’ উৎকল ‘হুঅন্তি।’ বাঙ্গলা ভাষায় কেবল গৌরব সূচনার সময়ে ‘ন্তি’ লুপ্ত হইয়া হন্ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ‘স্থা’ ধাতু স এবং থ এই দুই বর্ণে সং

যুক্ত,-বাঙ্গলাতে স স্থলে 'হ' হইয়াছে; যথা, ছিলা, উৎকলে 'থ' মাত্র ব্যবহৃত; সুতরাং 'ছিলা' স্থলে "থিলা" হয়। এই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-গত প্রত্যয়-বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। আদৌ সংস্কৃত-জাত-ভাষাসমূহে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের এক বচনে ক্রিয়া-সকল স্ব স্ব কর্ত্তার প্রকৃতির অনুসারে ইকার উকার এবং একার প্রত্যয় যুক্ত হইত এমত অনুভব হয়; কিন্তু কালক্রমে এ নিয়মের বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে; যথা, কৃ ধাতুর অন্তর্গত ক্রিয়ার প্রথমা বিভক্তিতে এক বচন ও ভবিষ্যৎকালে কোন দেশে 'করিব' কোন দেশে 'করিমু' এবং দেশান্তরে 'করিমি' হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত বিভক্তির আকারই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ, যেহেতু সংস্কৃত করিষ্যামির অপভ্রংশে 'করিমি' বিহিত বোধ হইতেছে। বলা বাহুল্য উৎকলে এতদাকারেই উহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

এই ক্ষণে ষট্‌কারক সম্বন্ধে উৎকলে এবং বঙ্গ-ভাষায় যে সকলে বিভক্তি হয়, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ বক্তব্য। প্রথমার এক বচনে সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অকার বিসর্গান্ত হয়; এ নিয়ম উৎকলে ও বঙ্গভাষায় বিলুপ্ত হইয়াছে। উৎকল ভাষার কর্ত্তৃবাচ্যে শব্দ সকল অদন্ত হয়,-বঙ্গভাষায় সে স্থলে হসন্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীতে উৎকলে 'কু' এবং বাঙ্গলায় 'কে' প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ তৃতীয়া এবং সপ্তমীতে উৎকলীয় 'রে' প্রত্যয় স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় 'তে' প্রত্যয় হয়। তদ্ভিন্ন উভয় ভাষাতেই 'এ' প্রত্যয় একাকারেই আছে। পঞ্চমীতে উৎকলের 'রু' ও 'বু' স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় 'হইতে' 'থেকে' ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। ষষ্ঠীর চিহ্ন 'র' উভয় ভাষাতে এক প্রকার, কোন ভেদ নাই। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন, এই সকল প্রত্যয়চিহ্ন কিছুই সংস্কৃত অনুযায়ী নহে। হিন্দু জাতি এই সকল প্রত্যয় বিশেষতঃ তৃতীয়া এবং সপ্তমীর চিহ্ন 'কু' এবং 'কে' ভারতবর্ষীয় আদিম জাতীয়দিগের স্থানে পরিগৃহীত করিয়াছেন, যেহেতু তাহাদের ভাষাতে 'কু' প্রত্যয় আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অপর এক সম্প্রদায় বিদ্যাবিশারদ-দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে; তন্মধ্যে আমার সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রবিৎ বন্ধু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ রএল আশিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্য-পুস্তক-বিশেষে লিখিত হইয়াছিল, সংস্কৃত অধিকরণ কারক বিশেষে "কৃতে" প্রত্যয় হয়; এই প্রত্যয় প্রাকৃত ভাষায় 'কি তো' তদনন্তর অপভ্রংশে 'কি ও' এবং পরিশেষে 'কো' হইয়াছে। হিন্দীভাষায় অদ্যাপি ইহা এতদাকারেই আছে। উৎকলে 'কু' এবং বাঙ্গলাভাষাতে 'কে' হইয়াছে। এই রূপ সংস্কৃত 'ঋতে' স্থলে 'রে' ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার অসেচনক মিত্র এ সিদ্ধান্তে সন্তুপ্ত হন নাই। তাঁহার মতে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষার্থে বা স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইবার রীতি আছে, তাহা হইতেই হিন্দী 'কো', উৎকলীয় 'কু' এবং বাঙ্গালা 'কে' সৃষ্ট হইয়াছে। এই রূপ অপরাপর প্রত্যয়ের প্রভিন্নতা ও স্থিরীকৃত হইতে পারে, তদ্বিস্তার বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। ফলে এই কতিপয় প্রত্যয়ের ভিন্নতায় বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার মধ্যে ঔদাসীন্য প্রতিপন্ন করা অনভিজ্ঞতা মাত্র; তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষাকে এক স্বতন্ত্র ভাষা বলা কর্ত্তব্য হয়; যেহেতু তথায় 'করিব' স্থলে 'করিমু' হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কলিকাতার বাঙ্গলা এবং চট্টগ্রামের বাঙ্গলার মধ্যে যত প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা এবং উৎকলীয় সাধুভাষার মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে।

আমি বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার একজাতিত্ব এবং নিকট-সম্বন্ধ বিষয়ে এতাবন্মাত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম; এবং উৎকলে সর্ব্ব-গৌরবাধান সংস্কৃত ভাষানুযায়িনী নিয়মাবলীর যে প্রাচুর্য্য আছে তাহাও সঙ্ক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বাঙ্গলাদেশ সার্দ্ধ ৬ শত বর্ষ যবনাক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দেশীয় ভাষায় বিজাতীয় অর্থাৎ পারস্য আরব্য শব্দের যে পরিমাণে সংস্রব দেখা যায়, তদপেক্ষা উৎকল ভাষায় তাহা সমধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত এমত বোধ হয়, অথচ উৎকল দেশে মুসলমানদিগের সমাগম সার্দ্ধ ৩ শত বৎসরও সম্পূর্ণ হয় নাই। সত্যবটে মুসলমানেরা যে সকল দেশ অধিকৃত করে, সে সকল দেশে আপনাদিগের ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি প্রচলিত করণে অতিমাত্র সোৎসুক, তথাপি পরাভূত দেশীয়দিগের তত্তাবৎ অবাধে অঙ্গীকার করা উচিত নহে। মুসলমান-দিগের অধিকারের পূর্ব্বে উৎকল-প্রদেশে ভারত-বর্ষের প্রাচীন রাজ্যপ্রণালী স্থাপিত ছিল। এখানে দেশের বিভাগ সকল "খণ্ড" এবং "বিচ্ছিত্তি" (অপভ্রংশ বিসী) নামে খ্যাত হইত। মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে 'পরগনা' ও 'চাক্‌লা' শব্দ প্রচলিত করে, কিন্তু অদ্যাপি 'খণ্ড' এবং 'বিসী' শব্দ অনেক স্থলে অন্তর্হিত হয় নাই; যথা, কেরবাল খণ্ড, তপন খণ্ড, বালু বিসী, ডেরা বিসী ইত্যাদি। অপর এদেশে ভারতবর্ষের সনাতন নিয়মানুসারে দেশাধিকারী এবং গ্রামাধিকারী পদের প্রচলন ছিল; অদ্যাপি "দেশপণ্ডা" এবং "গ্রামপণ্ডা" শব্দের তিরোধান হয় নাই। মুসলমানেরা তৎ-পরিবর্ত্তে "মোকদ্দম" এবং "সরবরাঃকার" প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করে। অদ্যাপি "স্থানপতি" এবং "পদপতি" এতদুভয় প্রকার প্রজার আখ্যা "থানী" এবং "পাহী" শব্দদ্বয়ে জাগরূক্ আছে। অনেক স্থলে এই ক্ষণেও চৌকীদারকে 'দণ্ডবাসী' কহে। এই রূপ প্রীতিকর উপাদানসকল সত্ত্বেও উৎকল-ভাষায় মুসলমানী শব্দের প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা অতীব পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদেশীয় শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষ নহি, যে স্থলে কোন বিদেশীয় শব্দ ব্যতীত মানসিক ভাব বিশেষ ব্যক্ত করণের উপায় নাই, সেই স্থলেই তাহা ব্যবহার করা বিধেয়; নতুবা দুই ছত্র উৎকল বা বাঙ্গলা লিখনে শতকরা ৫০-৬০ পারস্য শব্দের ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। এই রূপ কুরীতি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশেও অবলম্বিত হইত। কিন্তু এই ক্ষণে তাহা অপসারিত হইয়াছে। আর কেহ এক্ষণে মুসলমানী বাঙ্গলার প্রিয় নহেন। তবে বিচারালয়সমূহে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু স্বদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত লোক-সকল যত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন, ততই তাহা দিনদিন অশ্রদ্ধেয় হইয়া আসিতেছে। উৎ-কলদেশেও তদ্রূপ সঙ্ঘটনের বাধা কি? হালিডে সাহেবের সময়হইতে অদ্যাবধি গবর্ণমেণ্ট বারং-বার অনুজ্ঞা করিতেছেন, সুশিক্ষিত লোক ব্য-তীত অন্য কেহ তাইদ্ এবং আম্‌লা কার্য্যে নি-যুক্ত হইতে পারিবেক না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপি এই রুচির রাজাদেশ ফলবান হইতেছে না। প্রধান পদস্থ আম্‌লাগণ প্রকৃত-পক্ষে রাজদ্বারে প্রবল; তাহারা আপনাদিগের নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অধীন আম্‌লা পদে সর্ব্বথা প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে, তৎপ্রযুক্ত এই কুরী-তির উচ্ছেদ করা সুকঠিন হইয়াছে। আমার বিবে-চনায় এই সভা সময়ে সময়ে ইহার নিরাকরণ-নিমিত্ত বিহিত চেষ্টা পাইবেন। আম্‌লাদিগের মূর্খতম জ্ঞাতিগোষ্ঠীজ কোন ব্যক্তি রাজকার্য্যে যখন প্রবিষ্ট হইবেক, সভা তৎক্ষণাৎ তাহা রাজ-পুরুষদিগের সুগোচর করিবেন, এবং যাহাতে

সুশিক্ষিত লোক প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহাতে যত্নশীল হইবেন। তবে ইহাও লজ্জার বিষয়, এদেশীয় লোকেরা বিশুদ্ধ নিয়মে শিক্ষা প্রাপণে তাদৃশ উদ্যোগ পরায়ণ নহেন, সুতরাং সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সভা এ-বিষয়ের প্রতীকারপক্ষে প্রয়াস পাইবেন, যাহাতে দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব সন্তানগণকে রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তৎপক্ষে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিবেন।

আমি অতঃপর ভাষার উৎকর্ষ-সাধন-বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা নিতান্ত অল্পকালমধ্যে কি রূপে শারদীয়-পদ্মবন-বৎ সৌষ্ঠবান্বিত হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হয়, যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং কোন কোন ধর্ম্ম-প্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রযত্নেই তাহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণকর্ত্তৃক উক্তধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী সংরচিত হয়। তদনন্তর শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সময়ে তাহা বিপুলীকৃত হইয়া আইসে। অপর শ্রীরামপুরের মিশনরি এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল সংবাদ পত্র এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তৎসমুদায়ের মূলাভিপ্রায় স্ব স্ব ধর্ম্মের বা মতের প্রকৃষ্ট প্রচার মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রকৃত অভিসন্ধি যত সিদ্ধ হউক বা না হউক বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনপক্ষে তাহাদিগের প্রয়াস বিশেষ হিতকর হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা লিখনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক আদর্শ; ইহাও উক্ত-ধর্ম্ম-প্রচার উদ্যোগের এক ফলমাত্র। ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের হেতু এই যে প্রচরণীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম যত সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় ততই ফল-লাভের সম্ভাবনা; সুতরাং সহজে আন্তরিক প্রগাঢ় ভাব-সমূহের স্ফূর্ত্তি করিবার প্রয়াস হইলেই ভাষার প্রসাদ এবং ওজঃ গুণ প্রভৃতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই রূপে ধর্ম্ম-প্রচার সঙ্কল্পে ভাষার শ্রী সাধিত হইলেও তাহা উপায়ান্তরদ্বারাও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাতে গ্রন্থাদি রচনার রীতি নিতান্ত আধুনিক নহে। ৯০০ বৎসর হইল, ত্রিপুরার রাজবংশীয়দিগের বিবরণ "রাজমালা" গ্রন্থে লিপি করণারম্ভ হয়। পরন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের বয়স ৪০০ বৎসরের ন্যূন নহে। তদনন্তর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। এক শত বৎসর হইল ভারতচন্দ্রকর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে। মুদ্রা যন্ত্রের প্রসাদাৎ এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইলে পর আমাদিগের দেশে গ্রন্থাধ্যয়নের পিপাসা প্রবল হইল। এই সকল গ্রন্থপ্রচারে শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেবেরা এবং রামমোহন রায়ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। উক্ত মিশনরিদল রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আপনাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের পিপাসা এক বার প্রবল হইলে আর তাহা সহজে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যেরূপ প্রাকৃত পিপাসায় আতুর হইয়া মনুষ্য অতি কলঙ্কিত পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীস্থ সলিলকেও সুধাজ্ঞানে পান করিতে থাকে, কিন্তু পানান্তে তৃপ্তি লাভ হয় না, সে তখন নির্ঝরস্থ স্ফটিক-সন্নিভ নির্ম্মল বারি অন্বেষণ করিতে থাকে, সেই রূপ বিদ্যাপিপাসাতুর মনুষ্য প্রথমতঃ যাহা সমক্ষে প্রাপ্ত হয়, তাহাই পরম মধুর জ্ঞানে আস্বাদন করিতে থাকে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহার পরিজ্ঞান জন্মিতে থাকে; তখন ঘৃণা সহকারে অতৃপ্তি আ-

সিয়া সমুদিত হয়। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি তখন বিমলবিদ্যাবারি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। উৎকলদেশে এক্ষণে কথঞ্চিদ্রূপে সেই পিপাসা জন্মিয়াছে। অতএব যে সকল পুরাতন কাব্য গ্রন্থাদি তালপত্রে বর্ত্তমান আছে, তত্তাবৎ মুদ্রিত করা আবশ্যক। এই সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে উৎকলে ভাষা রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি গ্রন্থ বহুকালহইতে প্রচলিত আছে; কিন্তু তত্তাবতের প্রণয়নের কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থ প্রণেতাগণ কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন, ইত্যাকার শুশ্রূষণীয় বিষয়সকলও এই সভার যত্নে নিরূপিত হইতে পারে। গ্রন্থসকল নিতান্ত অশুদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের পঙ্কোদ্ধার হইলে সমধিক প্রতিষ্ঠার কার্য্য হইবেক। অপর রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ে দীনকৃষ্ণদাস নামক এক কবিকর্ত্তৃক "রস কল্লোল" আদি কাব্য বিরচিত হয়। তদ্ব্যতীত অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের সমকালে ঘুরসরাধিপতি উপেন্দ্রভঞ্জকর্ত্তৃক "বৈদেহীশ বিলাস", "সুভদ্রাপরিণয়", "কাঞ্চনলতা" এবং "প্রেমসুধানিধি" প্রভৃতি বহুতর কাব্যকলাপ বিকাশমান হয়। যদিও এই সকল কাব্যে ভাবালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কারের অতিশয় প্রাচুর্য্য, তথাপি তত্তাবৎ পাঠে প্রণেতাগণের অসাধারণ ক্ষমতা প্রতিপন্ন হইতে থাকে। অতএব এই সকল গ্রন্থ অতি সুলভমূল্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদেশমধ্যে প্রচারিত করা প্রয়োজন। অধন সধন সর্ব্বসাধারণ সকল প্রকার শ্রেণীস্থ লোক তত্তাবৎপাঠ করিতে করিতে ক্রমে তাহাদিগের মনে সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রভৃতির কথঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইতে থাকিবেক; তখন তাহারা তদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থকরণার্থ উদ্যোগ পাইবেক। সেই সময়ে বিসদভাবপূর্ণ ললিত ভাষায় ভাষিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজন হইবেক। পরমেশ্বর কোন অভাব চিরদিনজন্য প্রাদুর্ভূত রাখেন না, সর্ব্বপ্রকার অভাব নিরাকরণ-নিমিত্তে মনুষ্যের মনে সমুচিত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন; অবশ্যই অকুলানে সঙ্কুলান হয়। অত্রত্য বিদ্যালয়-নিকরে অধুনা যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতেছে, কালে তাহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং সুকবি হইয়া উঠিতে পারে। কোন ইংলণ্ডীয় কবি কহেন, "কাননে অনেক মনোহর পুষ্প বিকসিত হইয়া জাঙ্গলীয় সমীরে আপনাপন মধুর সৌরভ-ভার বিধ্বংস করিতেছে, এবং কত কত সুবিমল জ্যোতির্ম্ময় রত্নাবলী রত্নাকরের নিয়ত-তিমিরপূর্ণ তরঙ্গমালামধ্যে নিহিত রহিয়াছে;" সেই রূপ আমাদিগের বিদ্যালয়-সমূহে অনেক ছাত্র থাকিতে পারে, যাহারা কালক্রমে বিদ্যাবিষয়ে ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যশস্বান হইবে, এবং তাহাদিগদ্বারাই অনাদৃত উৎকলভাষা বিমলবিভায় সন্দীপিত হইবেক। কিন্তু যেরূপ কোন পুত্তলিকা গঠন করিতে হইলে প্রথমে তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, সেই রূপ সদ্ভাষার সৃষ্টি কল্পে তাহার প্রধান উপাদান পূর্ব্ববিরচিত গ্রন্থাদির আবিষ্কার। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে এই সভা উৎকল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থসকল সংগ্রহ-করণ-পূর্ব্বক যথাক্রমে এবং যথানিয়মে মুদ্রিত ও প্রচারিত করুন।"

আসফ্ উদ্দৌলা।
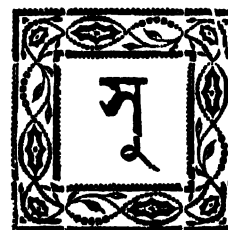
বিখ্যাত মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তদীয় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া দুরবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল। তদীয় হীনবল উত্তরাধিকারীদিগের শাসন-সময়ে

রাজ্যান্তর্গত প্রদেশস্থ প্রতিনিধিরা সম্রাট্‌দিগের দুর্ব্বলতারূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, স্বাধীনতা-লাভে সবিশেষ সচেষ্টিত হইয়াছিল। তৎকালে সয়াদৎ খাঁ দিল্লীর অধীশ্বর মুহম্মদ শাহকর্ত্তৃক অযোধ্যা নামক প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশের প্রতিনিধিপদে নিযোজিত হইয়া নিজ বুদ্ধি ও কৌশল-প্রভাবে আপনি প্রায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্দর জঙ্গ অযোধ্যায় নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; এবং দিল্লীর সম্রাট্ অহমদ শাহ তাঁহাকে 'উজীর' অর্থাৎ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। তদবধি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তারা "নবাব উজীর" উপাধিদ্বারা খ্যাত আছেন। সফ্দর জঙ্গ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিখ্যাত সুজা উদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রায় বিংশতি বৎসর প্রবল-পরাক্রমে রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে তদীয় জ্যেষ্ঠাত্মজ মির্জা আমিন্ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আসফ্ উদ্দৌলা নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া আসফ্ উদ্দৌলা দিল্লীশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে বহুল অর্থ ও সৈন্য সামন্ত উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া পরম আহ্লাদিত হন, এবং আপনাকে সাতিশয় উপকৃত বিবেচনা করিয়া আসফকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসফ্ উদ্দৌলা এজন্য তৃতীয় নবাব উজীর বলিয়া পরিগণিত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই তিনি নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।

তদীয় পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্যেরা পূর্ব্ব-সন্ধিচ্ছেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বহুবিধ বাদানুবাদের পর প্রতিনিধি ব্রিষ্টো সাহেব ২১ শে মে মাসে নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি সংস্থাপন করেন। ঐ সন্ধির অনুসারে নবাব বারাণসী ও গাজীপুর নামক ঋদ্ধিমন্ত নগরদ্বয় ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন; এবং তদীয় রাজ্য-রক্ষার্থে ইংরাজদিগের যে এক সৈন্য-দল অযোধ্যায় উপস্থিত থাকিবে, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক ২,৬০,০০০ দুই লক্ষ ষষ্টি সহস্র টাকা প্রদানে সম্মত হইলেন; আর বিদেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে স্বীয় অধিকারহইতে দূরীকৃত করিয়া, ইংরাজদিগের বিষম শত্রু সমরু এবং কাসম আলীকে ধৃত করিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন; এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তাঁহার পিতা যে সকল ঋণে আবদ্ধ ছিলেন তৎসমুদায় পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এতদ্বিনিময়ে ইংরাজেরা অযোধ্যা-রাজ্য এবং তদন্তর্গত প্রদেশসকল রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই রূপে পৈত্রিক সিংহাসনের অধিকারী হইবা মাত্রেই পৈত্রিক রাজ্যের কিয়দংশহইতে বঞ্চিত হইয়াও নূতন নবাবের আপৎ শেষ হইল না। তিনি অনতিবিলম্বে আর এক বিষম বিপদে

পড়িয়াছিলেন। হেষ্টিংসের বিপক্ষ পক্ষীয় সভ্যেরা মৃত নবাবের ধনসম্পত্তি তদীয় বিধবা স্ত্রী বহুবেগমকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধি ব্রিষ্টো সাহেবকে আদেশ করেন। এই আজ্ঞায় নব্য নবাব আসফ্ উদ্দৌলার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছিল; কারণ নবাবকে তদীয় পৈত্রিক ধনসম্পত্তিহইতে বঞ্চিত করা ইংরাজদিগের কোন রূপ ক্ষমতা ছিল না। হেষ্টিংস্ এতদ্বিষয়ে কোন মতেই সম্মতি প্রদান করেন নাই। যাহা হউক গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় সভার সভ্যেরা পরস্পর বিরোধী না হইলে অযোধ্যার রাজপুরীতে গৃহবিচ্ছেদ হইত না, এবং আসফ্ উদ্দৌলাও মাতৃধন লুণ্ঠন-দোষে অপরাধী হইতেন না।

ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি অনুসারে আসফ্ উদ্দৌলা পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে পৈত্রিক ধনসম্পত্তিহইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন; রাজকরসকল যথাসময়ে না সংগৃহ হওয়াতেও তিনি অর্থাভাবে সমধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং রাজ্যের ব্যয়াধিক্যপ্রযুক্ত তিনি উত্তরোত্তর ঋণে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। নবাবের এতাদৃশ দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তদীয় মাতা বহুবেগম ইংরাজ প্রতিনিধির অনুরোধে, সন্তানের সাহায্যার্থে ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, এবং তদ্দ্বারা আসফ্ উদ্দৌলাকে আসন্ন বিপদহইতে মুক্ত করিলেন।

নবাব ঐ অর্থ পাওয়াতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সৈন্যগণের তদানীন্তন অবস্থা উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যদলমধ্যে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা প্রচলিত করিবার মানসে তিনি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতিপয় ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীর সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে কতিপয় সুশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হয়, এবং তাঁহারা অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক সুচারুরূপে সৈন্য-শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কতকগুলিন অশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে, একত্র সমবেত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগের সহিত নবাবের সৈন্যের এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়; তাহাতে বিস্তর শোণিতপাতদ্বারা উভয় পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। অযোধ্যায় এবম্প্রকার অনিয়ম ও অব্যবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে, দুই দল ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়, এবং তাহাদের সাহায্যে সর্ব্বত্র পুনরায় নিয়ম ও কুশল সংস্থাপিত হইল।

সৈন্যদিগের এতাদৃশাবস্থা অবলোকন করিয়া, নবাব কোনরূপে ভীত বা উদ্বিগ্নচিত্ত হন নাই। কেবল সুরাপানে মত্ত হইয়া ও ইন্দ্রিয়সুখে ব্যাপৃত থাকিয়া অহর্নিশি কালাতিপাত করিতেন। দুর্নিবার ইন্দ্রিয়দিগের পরতন্ত্র হইয়া নবাব রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা প্রায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং তদীয় অমাত্য মুর্ত্তজা খাঁর হস্তে প্রায় সমস্ত রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন ঐ ভারবহন করিতে হয় নাই। খোজা বসন্ত নামক এক জন অসাধারণ পরাক্রমশালী সৈনিক, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও সাধারণের অসন্তোষ সন্দর্শন করিয়া, নবাবের অনুজ সাদৎ আলীকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল। একদা উক্ত নপুংসক কোন মহোৎসবের উপলক্ষে নবাব এবং তদীয় মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলে, তাঁহারা রজনীযোগে তাহার আবাসে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীতোদ্ভব সুখানুভব করিতেছিলেন, এমত সময়ে বসন্ত গুপ্তবেশধারী হত্যাকারীর প্রতি মন্ত্রিবরের প্রাণনাশের আজ্ঞা প্রদান করিয়া তথাহইতে প্রস্থান

করিল। হত্যাকারী আদেশানুসারে মন্ত্রির মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক, উন্মত্ততা প্রযুক্ত, নবাব-সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রগল্‌ভ বাক্যে ঐ গর্হিত কর্ম্মের ব্যাখ্যান করিতে লাগিল। নবাব তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া হত্যাকারীর শিরশ্ছেদন করিতে তৎক্ষণাৎ আদেশ এবং স্বয়ং পলায়ন পরায়ণ হইয়া দেহ রক্ষা করিলেন।

কিন্তু ইহাতে নবাবের কোন জ্ঞানোৎপন্ন হইল না; ও তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ মাত্রও সংশোধন হয় নাই। তিনি তাদৃশ আসন্ন বিপদহইতে মুক্ত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত রাজ্যভার হস্তান্তরে অর্পণ করিয়া, ইন্দ্রিয় সুখভোগে স্বয়ং সতত ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং রাজ্যের প্রায় সকল স্থানেই অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। এতাদৃশ সময়ে হেষ্টিংস্ নবাবের নিকটহইতে প্রাপ্য টাকার প্রাপ্তির মানসে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং বারাণসী নগরাধিপতি চৈত্র সিংহের সহিত বিবাদ-ভঞ্জন-পূর্ব্বক চুনার নগরে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এক নূতন সন্ধি সংস্থাপন-পূর্ব্বক হেষ্টিংস্ নবাবকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে তদীয় মাতা এবং পিতামহী বেগম্দিগের অগাধ ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে তাঁহাকে আদেশ দেন। নবাব ঐ অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগকে ৫৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, এবং অবশিষ্ট ২২ লক্ষ টাকা ক্রমে২ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু পরে তিনি স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে, হেষ্টিংস্ ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে পামর সাহেবকে অযোধ্যায় প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহার বাঞ্ছিত অভিপ্রেত কোনমতে সিদ্ধ হয় নাই। প্রত্যাশিত ধনলাভে নিরাশ হইয়া হেষ্টিংস্ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পাঁচ মাস অবস্থিতি করিয়া সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন-পূর্ব্বক নবাবের নিকটহইতে কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ সঙ্গ্রহ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিলে, নবাব তদীয় প্রধানতম অমাত্য হাইদার বেগ খাঁকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ-পূর্ব্বক পুনরায় সন্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কর্ণওয়ালিস্ অযোধ্যা-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-মানসে ঐ প্রার্থনায় সদয় হইয়া নবাবের সহিত এক নূতন সন্ধি নির্দ্ধারিত করেন। তদ্দ্বারা নবাব পূর্ব্বের ঋণহইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যমধ্যে স্বাধীনের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সর্ জন্ শোর গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অযোধ্যা রাজ্যের অবস্থা উন্নতি করিতে সমধিক সচেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু কোন রূপে সিদ্ধমনস্কাম হইতে পারেন নাই। নবাব সর্ব্বদা ভোগসুখে রত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে ধনাগার শূন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশাবস্থা অবলোকন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। এতাদৃশ সময়ে সর জন শোর্ অযোধ্যায় আগমন করিয়া নবাবকে নানাবিধ সদুপদেশ-প্রদান-পুরসরঃ তফজ্জল হোসেন্ নামক এক সুবিজ্ঞ পারদর্শী কর্ম্মচারীকে নবাবের মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। যেহেতু তাঁহার প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মানবলীলা সংবরণ করেন।

আসফ্ উদ্দৌলা আশিয়া খণ্ডস্থ নরপতিদিগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি ইন্দ্রিয়দিগের পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদা ভোগসুখে রত থাকিতেন; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি-

লেন। মন্ত্রিদিগের উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দিবানিশি স্ত্রী-সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। কতিপয় সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তিনি একেবারে কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। পরন্তু তিনি বহুব্যয়ী ছিলেন, এবং সর্ব্বদা উৎসব ও অর্থব্যয় করিয়া লোককে পরিতুষ্ট রাখিতেন; তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের প্রিয় ছিলেন।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

১। "কবিতালহরী। শ্রীরামদাস সেনকৃত।" বঙ্গবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অনেকেই বিদ্যানুশীলনে নিতান্ত বিমুখ; তাঁহারা সহচরগণ-পরিবৃত হইয়া অনর্থক চাটুবাক্য শ্রবণ ও হীন-ক্রীড়ার অবলম্বনে কালক্ষেপ করেন, এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। দীনাবস্থায় থাকিলে লোক সম্যক্ স্বেচ্ছামত অনুশীলনে পরাঙ্মুখ হইতে প্রণোদিত হয়, কারণ উদরপূর্ত্তি ও পরিবার-প্রতিপালন-জন্য তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। ধনবানেরা বিদ্যানুশীলনে প্রবর্ত্ত হইলে উদরের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, সুতরাং সমধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। এজন্য কোন ধনবান ব্যক্তি বিদ্যামোদী হইলে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হই। সম্প্রতি বহরমপুর নিবাসী সুবিখ্যাত সেনবংশজ শ্রীযুক্ত রামদাস সেনকৃত যে কয়েকটী নানাবিষয়িণী কবিতা "কবিতালহরী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি। রচয়িতা কবিতাগুলিন ইতিপূর্ব্বে প্রভাকর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পাদকগণের কোন সাহায্য না পাওয়াতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক রচনার দোষসকল অসংশুদ্ধ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাবমাধুর্য্য ও রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে, এবং সাবধানতা ও বিবেচনা সহকারে রচনা করিলে গ্রন্থকার যে পরিণামে উত্তম লেখক হইবেন তাহার সম্যক্ সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থকারের ভাষায় সম্যক্ অধিকার হয় নাই, কারণ যোগ্য শব্দ-বিন্যাস-বিষয়ে অপটুতাবশতঃ রচনার দোষ অনেক রহিয়াছে। পুনরুক্তি দোষ গ্রন্থের অনেক স্থানে আছে, এবং ছন্দঃপতনও দুষ্প্রাপ্য নহে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক চরণে তাহার প্রমাণ অনায়াসেই দৃষ্ট হইবে।

"সুধাংশু কিরণে যত, তরু লতা শত শত,
শোভিত হইল সবিশেষ।"
"যেমন প্রসূতি কোলে যত শিশুগণ।
নিদ্রাভরে রয় সবে হয়ে অচেতন॥"
"ঝিঁঝিঁ পোকাগণ সকলেতে গান করে।"
"কিঙ্খাপ মখমলের পরিচ্ছদ যত।
বিঁধে মোর অঙ্গে লৌহ শলাকার মত॥
গলকণ্ঠার হীরকের বহুমূল্য হার।"
"গন্ধরাজ মল্লিকা মালতী আদি করি।
এখন ফুটিছে কত ফুল আহা মরি॥"

রচনাগুলিতে এবম্প্রকার দোষ থাকাতেও আমরা প্রশংসা করিতে বিমুখ হইলাম না, কারণ দোষসত্ত্বেও নিম্নোদ্ধৃতের ন্যায় কবিতা পাঠ করিয়া কোন্ সহৃদয় পাঠক পরিতৃপ্ত না হয়েন?

"মধুসম মধুমাসে মোহন বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপগোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জনমন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমামুখে।
তান লয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুনঃ মেঘনাদমুখে রণভেরী শুনি।

সদর্পেতে বিরহিয়া জাগিল অমনি ॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্মে প্রীত॥
কাব্যের কানন-দিকে পুনঃ কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়!”

২। “তত্ত্ববিদ্যা। প্রথম খণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্তৃক প্রণীত।” তত্ত্ব-শাস্ত্রালোচনা-বিষয়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বহুকালাবধি সুবিখ্যাত আছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় শাখ্য পাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তর্ক শাস্ত্রের যে প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা প্রাচীন গ্রীক ভিন্ন কোন জাতীয়দিগের গ্রন্থে উপলব্ধ হয় না। পিথাগোরাস্, সক্রেতিস্, প্লেতো, জিনো প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকেরা তর্ক শাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু তাঁহাদিগের তুলনায় কপিল, গৌতম, জৈমিনি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ঋষিরাও কোন মতে কনিষ্ঠ নহেন। প্রত্যুত প্রবাদ আছে যে প্রাচীন বিদেশীয় পরিব্রাজকেরা এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক আমাদিগের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাই স্ব স্ব দেশে প্রচার করাতে, গ্রীকেরা দর্শন শাস্ত্রের বীজ প্রাপ্ত হয়। এ কথার বিচার এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক সকলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করেন যে আমাদিগের ঋষিরা তত্ত্ববিদ্যায় কোন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের কনিষ্ঠ নহেন। এই গরিমা আমাদিগের পণ্ডিতেরা আবহমানকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং তিন শত বৎসরাবধি নবদ্বীপে ন্যায়ের বিশেষ চর্চ্চায় তাহা বাঙ্গালীদিগের এক অসদৃশ গরিমার স্থল হইয়াছে। সে গরিমা রক্ষা করা বঙ্গবাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের মানসিক ক্ষমতা যে অদ্যাপি পুষ্ট আছে তাহার প্রমাণার্থে আমরা শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারি। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান; প্রাচীন ঋষিদিগের বংশজ; এবং সেই ঋষিদিগের বর্ণাদির সহিত তাঁহাদিগের মানসিক ক্ষমতারও উত্তরাধিকারী; এবং সেই দায় তিনি যে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা তাঁহার অভিনব গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দর্শন শাস্ত্রের যথাবিহিত আলোচনার নিমিত্ত পরিভাষার বিশেষ প্রয়োজন; তদভাবে কদাপি অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। বাঙ্গালী ভাষায় সেই পরিভাষার নিতান্ত অসদ্ভাব; পরন্তু সংস্কৃতের আশ্রয়ে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সে অভাব সহ্য করিতে হয় নাই; এবং বুদ্ধি-কৌশলে তিনি বাঙ্গালীতে যে রূপ দার্শনিক বাক্যের বিন্যাস করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্যার সমালোচন এই সন্দর্ভের উপযুক্ত পদার্থ নহে, অতএব আমরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতাবলীর বিচার করিতে প্রবৃত্ত নহি। পরন্তু তাঁহার গ্রন্থে ভবিষ্যৎ উৎকৃষ্টতার সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে ও গ্রন্থের বর্ত্তমান পারিপাট্য-বিষয়ে তাঁহার অবশ্য সমাদর করা কর্ত্তব্য হইয়াছে বলিতে হইবে। বঙ্গদেশে সম্প্রতি অনেক অভিনব গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে উত্তম গ্রন্থের বিশেষ অসদ্ভাব দেখা যায়। “তত্ত্ববিদ্যা” সেই আক্ষেপের অপনোদক; অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে সমুদয় পাঠকদিগকে ঐ গ্রন্থের আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থকার তরুণবয়স্ক, তাঁহার রচনা-প্রণালী অদ্যাপি নির্ম্মল হয় নাই। স্থানে স্থানে বৃথাবাক্য ও অযুক্ত উপমা দৃষ্ট হয়, বোধ হয় ভবিষ্যতে তাহা অনায়াসেই সংশোধিত হইবে। ঐ রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা এই স্থলে এতদ্দেশীয়দিগের তত্ত্ব-বিষয়ে হতাদরসূচক তাঁহার আক্ষেপ-বাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদের পুরাতন ভারতবর্ষের ইহা সামান্য মাহাত্ম্য নহে যে জ্ঞানোজ্জ্বল ইউরোপখণ্ডে তত্ত্ব-বিদ্যা-বিষয়ক যে সকল মূল-সিদ্ধান্ত ঘোরতর বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্কের পর সম্প্রতি কেবল পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য হইতেছে, তাহার প্রায় তাবৎই অত্রত্য দর্শন শাস্ত্রসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—কেবল আমরা নিজে অন্ধ বলিয়াই আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়া অবধি পরের মুখে রসাস্বাদন করা অভ্যাস-টি আমাদের বিলক্ষণ পাকিয়া উঠিয়াছে; এই জন্য আমাদের স্বদেশের দর্শন-শাস্ত্র-বিষয়ে অন্যে যাহা বলে তাহাই আমরা অন্ধ-ভাবে শিরো-ধার্য্য করি;—আপনারা যে একটু চক্ষু উন্মীলন করিয়া স্বাধীন-রূপে বিচার করিব, এ রূপ সামর্থ্য অনেক কাল হইল আমাদের এ দেশহইতে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু একটুকু স্বাধীন-রূপে প্রণিধান করিলেই আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব সন্দেহ নাই, যে—তত্ত্ববিদ্যার বীজ-সকল যাহা আমাদের এইখানকার এই মৃত্তিকাতেই পুরাকালে প্রচুর-রূপে বপিত হইয়াছিল, তাহারই শাখা-প্রশাখা* ইউরোপ-দেশে বিস্তারিত হইয়া, সম্প্রতি কেবল তাহাদের অগ্র-ভাগে শস্য উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাংসারিক সুখের পুষ্প পল্লবে বহিঃশোভিত—কুতর্ক সমূহের গ্রন্থি-ময় কণ্টক-ময় বক্র প্রণালীসকল বীজের সহিত যাহার কিছুই মিল হয় না, তাহাই সেই শাখা প্রশাখা; এবং শস্যের মধ্য-হইতে যেমন বীজই পুনর্ব্বার বহির্গত হয়, সেই রূপ—আমাদের এই দেশে যে সকল তত্ত্ব জ্ঞান অদ্যাপি গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহাই অধুনা ইউরোপ খণ্ডে সাধারণ-সমক্ষে অল্পে অল্পে অনাবৃত হইতেছে।"

* বীজের শাখা প্রশাখা কি?

৩। "ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ।" ধর্ম্মই জীবনের সার, এবং তাহার যাথার্থ্য যাহাতে নিশ্চিত হয়, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবশ্য আদরণীয় হইবে। এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে। পরন্তু এই সন্দর্ভে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ, অতএব আমরা উপস্থিত গ্রন্থের বিশেষ সমালোচন করিতে এ স্থলে সমর্থ নহি। ইহার রচনা প্রাঞ্জল হইয়াছে, এবং ইহার পদার্থ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গ্রন্থকার আমাদিগের স্বদেশীয় সদ্বিদ্বান, সদ্বিবেচক, পরম ধার্ম্মিক, দেশহিতৈষি জনগণ মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য। তাঁহার অভিনব গ্রন্থের জন্য আমরা তাঁহার অভিবাদন করিতেছি।

৪। "নীতিমালা, সংস্কৃত পাঠশালাছাত্র শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তি-প্রণীতা।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ২২৮ টী সংস্কৃত শ্লোক আছে। ইহার রচনা সুললিত হইয়াছে, এবং তদ্দৃষ্টে নূতন কবির রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে, ইহা অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট হয়। অভ্যাস-সাহায্যে ইনি এক জন সুকবি হইবেন ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

৫। "রামাভিষেক নাটক-অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস। শ্রীমনোমোহন বসুপ্রণীত।" এই পুস্তক খানি বিশেষ প্রশংসার পদার্থ নহে। ইহাতে সাহিত্য শাস্ত্রের বিরোধী অনেক বিষয় আছে, এবং রচনাও তাদৃশ প্রাঞ্জল বা ওজোগুণ বিশিষ্ট নহে। পরন্তু আমরা ইহার বিশেষ নিন্দা করিবারও কোন কারণ দেখি না। যদ্যপি ইহার কবিতাসকল উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি তাহা নিতান্ত হেয় নহে। ইহাতে নূতন ভাব কিছুই নাই, পরন্তু প্রাচীনভাবের বিন্যাসে ইহা যে একেবারে অপদার্থ তাহাও নহে। যদিচ আমরা "পাবো" "অন্ধকারো" "বাহিক" প্রভৃতি বহুতর বসুজার প্রযুক্ত শব্দ অত্যন্ত অশুদ্ধ জ্ঞান করি, তথাপি নাট-

কের কোন কোন স্থান আমরা প্রশংসনীয় নহে বলিয়া স্বীকার করি না, এবং বোধ করি পাঠকবৃন্দ নিম্নোদ্ধৃত রামের শোক বাক্য পাঠে আমাদিগের সহিত এক বাক্য হইবেন।

"রাজা। (সকাতরে) হা রাম! তুমিই সাধু—তুমিই সুপুত্র—তুমিই সার্থক মানবজন্ম ধারণ করেছিলে! কোন্ সময় বীর্য্য প্রকাশ, আর কোন্ সময় ধৈর্য্যধারণ কোর্ত্তে হয়, তা তুমিই জেনেছ!—পুত্র হোয়ে ঔরসদাতার জন্য—ধর্ম্মের জন্য, কেমন কোরে অতুল ঐশ্বর্য্যেরও ভোগলালসা ত্যাগ কোর্ত্তে হয়, জগতে তুমিই তার প্রথম পথ দেখালে! তোমার পবিত্র চরিত্র মুনিঋষিরও শিক্ষার স্থল—দেবলোকেরও অনুকরণ যোগ্য! যাবৎকাল দিবাকর ভুবনত্রয়কে আলোক দানে বিরত না হইবেন, তাবৎ কালপর্য্যন্ত তোমার এই অনুপমকীর্ত্তি দীপ্তিমান্ থাক্‌বে! হা লক্ষ্মণ! তুমি যথার্থই বোলেছ, আমার ন্যায় নৃশংস পাপিষ্ঠ নরশার্দ্দূল কি ভূমণ্ডলে আর আছে? আমি এমন সাধু পুত্রের নির্ব্বাসনের কারণ হোয়েও স্বচ্ছন্দে রাজভবনে ও দেহভবনে বাস কোর্চ্ছি! বাহ্যিক শোকাড়ম্বর দেখিয়ে যেন কলঙ্ক ও মৃত্যুর হস্তে অব্যাহতির চেষ্টা পাচ্ছি! হা নিদারুণ প্রাণ! তুমি কণ্ঠাগত হোয়েও বহির্গমনে বিমুখ হোচ্ছ কেন? তুমি ভরতের রাজ্যাভিষেক কালে, কৈকেয়ীর হাস্যবদন দেখ্‌বে বোলে কি অপেক্ষা কোরে আছ? তা তো কখনই হবে না—কখনই হবে না! তুমি এখনি নির্গত হও—এখনি নির্গত হও!—ওহে ঘৃণা! ওহে লজ্জা! ওহে শোক! ওহে কলঙ্ক! তোমরা কোথায়? তোমাদের রাজা যে দশরথের প্রাণ, সে অতি বিপন্ন হোয়েছে! কারাগারে বদ্ধ রোয়েছে—অনিচ্ছায় বদ্ধ রোয়েছে! নির্গমনের পথ দেখ্‌তে পায় না! তোমরা এসে পথ দেখিয়ে দেও—হাত ধোরে নির্গত কোরে দেও! আর বিলম্ব কোরো না—আর সহ্য হয় না!—অয়ি প্রিয়ে কৌশল্যে! অয়ি প্রিয়ে সুমিত্রে! এই জন্মশোধ দেখা! আমার দোষ মার্জ্জনা কর! আমায় ধর! আমায় ধর! আর আমি চক্ষে দেখ্‌তে পাইনে—আর আমি কর্ণে শুন্তে পাইনে—আর আমি স্থির থাক্‌তে পারিনে! (কম্পিত) আমার হৃৎকম্প হোচ্ছে—শরীর অবশ হোয়ে আস্‌ছে—আমার আসন্নকাল উপস্থিত! হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! তোমরা কোথায়? আমার অন্তিমকালে এক বার এসে দেখা দিয়ে যাও।"

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৩ খণ্ড

উইলিয়ম কেরির জীবন-বৃত্তান্ত।

লণ্ডদেশে নরথামটন্-সায়ার্ নামে এক সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশের অন্তঃপাতি পেরি কিংবা পালাসপেরি নাম্নী পল্লীতে উইলিয়ম কেরি ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঐ স্থানের ধর্ম্মোপদেশক ও গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শৈশবকালেই কেরি অসামান্য বুদ্ধি-চাতুর্য্যের বিশেষ প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাটীগণিতের সামান্য অঙ্কসকলের উত্তর প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত না করিয়া অনায়াসে মনে মনে গণনা করিয়া বলিতে পারিতেন। কেরি আপন জন্ম-গ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষায় যৎসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতার দরিদ্রতা-প্রযুক্ত বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হেকলটন্ গ্রামের নিকল্‌স্ নামক পাদুকৃতের নিকট পাদুকা-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। বৎসরদ্বয় তথায় অতিবাহিত করণানন্তর নিকল্‌সের প্রাণ বিয়োগ হইলে ওলড্ সাহেবের নিকট তিনি পাদুকৃৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎ পরে ওলড্ সাহেবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে কেরি তাহার সমুদয় মূলধন ও ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক তৎসহোদরার সহিত উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করত পাদুকা-বিক্রয়-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেরি যদিও ঈদৃশ নিকৃষ্ট-ব্যবসায় অবলম্বনদ্বারা সতত অন্নচিন্তায় বিব্রত থাকিতেন তথাপি বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলে একচিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয়-সহকারে ইংরাজী ও লাটীন ভাষার অনুশীলনে সবিশেষ চেষ্টা পাইতেন। অল্পকাল মধ্যে দৃঢ়তর-অধ্যবসায়ের সাহায্যে তিনি উক্ত ভাষাদ্বয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অপর তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক পাঠে সতত ব্যাসক্ত থাকিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে এতাদৃশ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, হেকলটনের গির্জায় কৃষকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তথা তাঁহার বিনয়তা, নম্র ব্যবহার, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মালোচনার প্রতি সবিশেষ প্রযত্ন সন্দর্শনে সকলেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কেরি পাদুকা-ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রাম্য-ধর্ম্মশালায় পৌরোহিত্য

পাদরী কেরি সাহেব।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার আয়ের সমধিক বৃদ্ধি না হওয়াতে তিনি সংসার-যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে কোন সহৃদয় মিত্রের সাহায্যে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিষ্টর গ্রামের ধর্ম্ম-যাজকতা-কর্ম্মে নিয়োজিত হন; তথায় তিনি এক গ্রাম্য-বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার বেতন এবং যাজকবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদা কেরি সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী কাপ্তেন্ কুকের পৃথিবী-বেষ্টন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে২ বহু দেবদেবীর উপাসকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক ভ্রম ও তাহাদিগের চিরানুগত কুসংস্কারসকল অবগত হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারদ্বারা উক্ত দোষসকল তিরোহিত করিতে মানস করিলেন; এবং কতিপয় বিশেষ বন্ধুগণের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক সভা সংস্থাপনজন্য অনুরোধ করেন। তদবধি তিনি কি রূপে বহু দেব-দেবীর উপাসকদিগের দেশে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগের কুসংস্কারসকল দূরীকরণ করিবেন, কি রূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারদ্বারা পৌত্তলিকদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী করিবেন, এবং কি রূপে ঐ দুরূহ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া স্বীয়-মনোরথ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, এই সমস্ত প্রস্তাব মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতেন। কেরি এতদর্থে অজ্ঞান পৌত্তলিকদিগের হীনাবস্থা বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করিয়া এক পুস্তক প্রকটন করেন; এবং তদ্দ্বারা খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচার-বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নটিংহাম প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সাংবৎসরিক সভার অধিবেশনে, কেরি সাহেব ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করণার্থে এক সভা-সংস্থাপনজন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাগণ তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, "বাপ্তিষ্ট মিষনরি সোসাইটী" নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়। কিন্তু লণ্ডন ও স্কটলণ্ড দেশীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ ক্ষুদ্র গ্রাম্য-সমাজের আগ্রহিতা সন্দর্শন করিয়া অসম্ভব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অবিধেয় বিবেচনায় তাহাদিগের প্রস্তাবের ও চেষ্টার আনুকূল্য না করিয়া, কেবল অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের এতাদৃশ ঘৃণা অবলোকনে, কেরি ও তৎসহযোগী মিষ্টর ফুলার কোন রূপে ভীত না হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়-সহকারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকরণে কৃত নিশ্চয় হইলেন। ইতিমধ্যে মিষ্টর তমাস নামক এক জন ধর্ম্ম-প্রচারক বঙ্গদেশহইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি বাপ্তিষ্ট মিষনরি সোসাইটী নাম্নী সভার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার-করণ বিষয়ক সঙ্কল্প অবগত হইয়া, কোন সহকারী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে পুনর্গমন করিতে সম্মত হইলেন। কেরি তমাসের প্রস্তাবে পরমাহ্লাদিত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে গমন করিতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পাথেয়ের অভাবে

তিনি সঙ্কল্পিত কর্ম্মহইতে বিরত না হইয়া, দানশীল মহোদয়গণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পরিশেষে পথের ব্যয়োপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইলে, কেরি সপরিবারে তমাসের সমভিব্যাহারে দিনামারদিগের অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ১১ নবেম্বরে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন।

অপরিচিতের ন্যায় এক মাস কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কেরি হুগলীর নিকটবর্ত্তী বান্দেল গ্রামে প্রস্থান করেন। তথায় স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া তমাসের সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে যাত্রা করত তথাকার পণ্ডিত মহোদয়গণের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত ও তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করিয়া কলিকাতায় পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর এতদ্দেশীয় এক ধনাঢ্য ও বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে কেরি কলিকাতার অন্তঃপাতি মানিকতলাপল্লীতে সপরিবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে পরিবার সমভিব্যাহারে বিদেশে থাকায় তাঁহার ক্লেশের ও দুঃখের এক শেষ হইতে লাগিল। তাঁহার সহচর তমাস্ ধর্ম্মযাজকতা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের অবলম্বনদ্বারা সমৃদ্ধিশালীর ন্যায় জীবন-পাত করিতেছিলেন; কিন্তু কেরির দুরবস্থাদর্শনে কোন রূপ সাহায্য বা দুঃখ মোচনের উপায় উদ্ভাবন করেন নাই।

এই রূপে হীনবেশে ও দীনভাবে কেরি কলিকাতায় স্বদেশীয় বাপ্‌তিষ্ট মিষনরি সোসাইটী নাম্নী সভার সাহায্যে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কলিকাতায় সামান্য রূপে জীবনপাত করা ক্লেশকর বিবেচনায়, তিনি সুন্দরবনে গমনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। সুন্দরবন যে শার্দ্দূল-পরিপূর্ণ ভীষণ স্থান তাহা পাঠক-বর্গের অবিদিত নহে। ইহা পুরাকালে এক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল। যবন রাজ্যের চরমাবস্থা উপস্থিত হইলে আরাকান প্রদেশস্থ মগদ্বারা লুণ্ঠিত ও জনশূন্য হইয়া শার্দ্দূলাদি ভীষণাকার পশুদিগের আবাস-স্থান হইয়াছে। কেরি ঐ অরণ্যের ভীষণমূর্ত্তি, বন্যজীবের প্রাদুর্ভাব, এবং ভয়ানক জন্তুদিগের অহিতাচরণ সন্দর্শনে ভীত হইয়া কোন সাস্থ্য-দায়ক প্রদেশে প্রস্থান করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তমাসের অনুরোধে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ প্রদেশের অন্তঃপাতী মদনবাটী গ্রামস্থ অডনী সাহেবের নীলকুঠীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন। তথায় মাসিক দ্বিশত মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে সবিশেষ যত্নবান হইলেন। তিনি নিয়মিত সময়ে নীলকুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক গ্রামের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; এবং উক্ত স্থানে এক বিদ্যালয় সংস্থাপনপূর্ব্বক দীনদরিদ্রের সন্তানদিগকে বাঙ্গলা, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে নিযুক্ত হন।

যে পথে কেরির প্রতিভা দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তিনি সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে সেই পথের পান্থ হইলেন। তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণাবধি বঙ্গভাষায় সম্যক্ জ্ঞান উপার্জ্জনে তৎপর থাকিয়া, অল্প দিন মধ্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঐ রূপ জ্ঞান হইলে "নিউটেষ্টমেণ্ট" নামক ধর্ম্মপুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বহুক্লেশ ও পরিশ্রমের সহিত সরলভাষায় অনুবাদ সমাপ্ত করেন। কিন্তু উহার মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে কোন সুবিধা না দেখিয়া সার্ চারল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্ নামক বি-

খ্যাত ভাষাজ্ঞ সাহেবের নির্ম্মিত বঙ্গাক্ষরের ছাঁচদ্বারা স্বয়ং অক্ষর প্রস্তুত করিয়া অড্নী সাহেবের প্রদত্ত এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুদ্রা-যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাপার তাঁহার পক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া মানিতে হইবেক।'

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনবাটীর কার্য্যের সুবিধা না হওয়াতে কেরি অধ্যক্ষ-কর্ম্মহইতে অপসারিত হইলেন; এবং তন্নিকটস্থ খিদিরপুর নামক এক ক্ষুদ্র নীলকুঠী ক্রয় করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফৌন্টেন্ নামক এক জন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কেরির সহচর রূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারে বহুবিধ সাহায্য করিতে লাগিল। তৎপরে মিষ্টর ওয়ার্ড এবং মার্ষমান নামক অপর দুই জন সাহেব এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক দিনামারদিগের রাজ্যান্তর্গত শ্রীরামপুর নামক নগরে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহারা কেরির সমুদয় কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে শ্রীরামপুরে আনিবার মানসে ওয়ার্ডকে খিদিরপুরে প্রেরণ করিলেন। কেরি মিষ্টর ওয়ার্ডের সম্মিলনে পরমাহ্লাদিত হইয়া দিনাজপুর, মালদহ এবং গৌড় প্রদেশসকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ১০ই জানুয়ারিতে শ্রীরামপুরে সপরিবারে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তৎকালে এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। তথায় তাঁহারা বহুমূল্যে এক বাটী ক্রয় করিয়া সকলে সমবেত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারার্থে বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু-কাল-মধ্যে তাঁহারা এক নিয়মিত ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া কেরিকে ধর্ম্মযাজক পদে নিযুক্ত করেন। কেরি আপন মুদ্রা-যন্ত্র তথায় আনয়ন করিয়া ওয়ার্ডের সাহায্যে বঙ্গভাষায় পুস্তক-সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। একোনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে "গসপেল মেসেঞ্জার" অর্থাৎ 'খ্রীষ্টধর্ম্ম-শুভ-সংবাদবাহক' নামে এক খানি পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রথমে উপরোক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই রূপে কেরি এবং তদীয় সহচরগণ বিবিধ উপায় অবলম্বনদ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্যক্ রূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপাল নামক এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কেরির উপদেশে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরি "নিউটেষ্টমেণ্ট" নামক ধর্ম্মপুস্তকের স্বকৃত অনুবাদ শ্রীরামপুর যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। তদনন্তর তিনি ঐ অব্দের এপ্রেল মাসে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল্ লার্ড ওয়েলেসলির সংস্থাপিত "ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ" নামক বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার শিক্ষক পদে মাসিক পঞ্চ শত মুদ্রা বেতনে নিয়োজিত হন। তৎকালে বঙ্গভাষায় কোন রূপ গদ্য-রচিত-পুস্তক না থাকায় ছাত্রদিগের শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যাঘাত দেখিয়া, কেরি প্রথমে রামবসু নামা এক ব্যক্তিদ্বারা রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত প্রস্তুত করাইয়া প্রচার করেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং এক খানা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, ও "কথাবলী" নামক বঙ্গভাষায় সাধারণ কথোপকথন সঙ্কলন করিয়া প্রকটন করেন। কেরি উক্ত বিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষার শিক্ষা-কার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। তিনি সমধিক পরিশ্রম ও প্রযত্ন-সহকারে এক সহস্র চতুর্বিংশতি পৃষ্ঠা পরিমিত এক সংস্কৃত ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া লার্ড ওয়েলেস্লির সাহায্যে প্রচারিত করেন। ঐ ব্যাকরণ তাঁহার নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ, এবং তদর্থে তিনি বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে

ফোর্ট উইলিয়েম কালেজ নামক বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক পরীক্ষাতে কেরি সাহেব বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন। পরীক্ষা কার্য্য সমাপ্ত হইলে কেরি সাহেব ঋজু সংস্কৃত ভাষায় এক পত্রে লার্ড ওয়েলেস্লির প্রশংসাবাদ প্রকটন করিয়া উপস্থিত মহোদয়গণের সমক্ষে পাঠ করেন। উহাতে গবর্ণর জেনেরেলের সুশাসনপ্রণালী, সুবিচার ও ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ প্রযত্ন বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সমস্ত মহোদয়গণ কেরির সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তিসন্দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং লার্ড ওয়েলেস্লি সর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া কেরিকে নিম্নলিখিত বাক্যে এক পত্র প্রদান করেন, "আমি কেরির অত্যুত্তম সংস্কৃত রচনায় পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহার কোন অংশ আমি পরিত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। রাজার কিংবা পার্লিয়মেণ্ট সভার প্রশংসার অপেক্ষা ঈদৃশ ব্যক্তির প্রশংসাপত্রে আমি আপনাকে অধিকতর সম্মানিত বোধ করি।" কেরি এতাদৃশ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া জ্ঞান করিলেন, এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে বিশেষ সচেষ্টিত হইলেন। হিন্দু যোষিৎ-বর্গের সহমরণ প্রথা সন্দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তিনি ঐ বিগর্হিত দোষাকর প্রথার নিবারণজন্য গবর্ণর জেনেরেলের সমীপে এক আবেদনপত্র প্রদান করেন। উক্ত পত্রে হিন্দু-শাস্ত্রের কতিপয় মূলবচন উদ্ধৃত করিয়া এবং প্রতি বৎসর যে শত২ কামিনীগণের অকারণে প্রাণ বিয়োগ হয় তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত প্রথার দোষ সকল বিস্তীর্ণ রূপে বর্ণন করেন। কিন্তু ওয়েলেস্লি অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষহইতে বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে ঐ প্রস্তাব কিছুকালের নিমিত্ত রহিত হয়।

ইংরাজী ১৮০৪ অব্দে কেরি সাহেব কলিকাতায় কৃষিবিদ্যাবিষয়ক একটী সমাজ সংস্থাপন করিয়া এতদ্দেশের কৃষিবিষয়ের বিশেষ উপকার করেন; তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।

ইংরাজী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরি সাহেব আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড ষ্টেটস্ নামক রাজ্যের অন্তর্গত "ব্রোন" নামক বিশ্ববিদ্যালয়হইতে "ডক্তর অফ ডিবিনিটী" নামক উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, দৃঢ়তর অধ্যবসায়, বিবিধ ভাষায় ব্যুৎপত্তি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায়, ও ধর্ম্ম প্রচারের প্রতি বিশেষ প্রযত্নদ্বারা তিনি উক্ত উপাধি ধারণের উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী দ্বাদশ বৎসর ক্ষিপ্ত থাকিয়া উক্ত বর্ষের ৭ই ডিসেম্বরে লোকযাত্রা সংবরণ করেন। কয়েক মাস পরে কেরি যারলেট্ রোমর নাম্নী কামিনীর সহিত শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় পরিণয় সম্পন্ন করিয়া তাহার সহবাস-সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কেরি, মার্সমান্, ওয়ার্ড, ব্রোন এবং অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচার-বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের প্রযত্নে অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। কেরির পুত্র ফিলিকস্ কেরি শ্রীরামপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া পিতার ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার মানসে ব্রহ্ম-দেশান্তর্গত রেঙ্গুন নগরে যাত্রা করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরেল পদে নিযুক্ত হন। কেরি ঐ সময়ে সংস্কৃত রামায়ণ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আষিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভার সাহায্যে তিন খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। উহা শ্রীরামপুর-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকা-

শিত হয়। লর্ড মিণ্টো এ পুস্তক সন্দর্শন করিয়া কেরিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরি মার্সমানের সাহায্যে "সমাচার দর্পণ" নামক সপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রথমে শ্রীরামপুর যন্ত্রহইতে প্রকাশিত করেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কেরির দ্বিতীয়া জায়া মৃগীরোগে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তিনি কিছুকাল বিরহ-ভোগ করিয়া অবশেষে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত মিষ্টর হিউজসের বিধবা স্ত্রীর সহিত তৃতীয় বার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গলা অনুবাদক পদে নিযুক্ত হইয়া, ১৮২২ সালের বাজেয়াপ্তি আইন দৃঢ়তর পরিশ্রমে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ইংরাজীতে বঙ্গ-ভাষার অভিধান সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহা শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। ঐ গ্রন্থ কেরির অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কেরি উক্ত অব্দে লণ্ডন নগরস্থ "লিনিয়ান সোসাইটী" নামক সভার এক জন মান্য সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। তৎপরে ঐ স্থানের "জিওলজিকাল সোসাইটী" অর্থাৎ ভূ-তত্ত্ব সভার এবং "হর্‌টীকলচুরাল সোসাইটী" অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌বিষয়ক সভার সভ্যপদে মনোনীত হন।

কেরি এই রূপে স্বদেশে ও বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের সম্বন্ধে, হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন সংশোধন-জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উৎকট পীড়ায় শীর্ণ কলেবর ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ৭৩ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইংরাজী ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ৯ ই তারিখে, তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন। তদীয় দেহ শ্রীরাম-পুরস্থ গির্জার প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হইয়াছিল।

ডাক্তর কেরি যে এক অসামান্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অবশ্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সহায়-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া কেবল স্বীয় বুদ্ধিবলে ও অসাধারণ পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহকারে আপনাকে অতি হীনাবস্থাহইতে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদিও অল্প বয়সে সামান্য পাদুকা নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ ও দৃঢ়তর প্রযত্নদ্বারা তিনি শিল্প সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা ও বহুবিধ ভাষায় সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন; এবং ব্যাকরণ অভিধানাদি অনেকানেক গ্রন্থ রচনাদ্বারা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কেরি স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ও শান্তমূর্ত্তি ছিলেন। পরহিতৈষিতা তাঁহার চরিত্রের এক প্রধান গুণ ছিল। তিনি সতত পরোপকারে রত থাকিতেন। অজ্ঞ অসভ্য জাতীয়দিগকে জ্ঞানদান ও সভ্যতা শিক্ষা এবং সকলকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার জন্য, তিনি ভারতবর্ষে প্রায় জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তদনুসারে "নিউটেষ্টমেণ্ট" নামক ইংরাজী ধর্ম্মপুস্তক প্রায় ত্রিংশৎ ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সমধিক যত্ন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষার সমুন্নতি-সাধনদ্বারা তিনি বঙ্গীয়দিগের যে মহোপকার করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

অপর তিনি মূচীর ব্যবসায়ে জীবনারম্ভ করিয়া কেবল সবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের সহায়তায় স্বদেশীয় তিন চারিটী ভাষা ও এতদ্দেশের ত্রিশটী ভাষা শিক্ষা করিয়া এতদ্দেশীয় সকল ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন, ইহা সামান্য প্রশংসার বাক্য নহে; এবং অধ্যবসায় যে কি আশ্চর্য্য গুণ, তাহার পরাকাষ্ঠা তাঁহার জীবনবৃত্তান্তই প্রদর্শন করিতেছে।

কোটারাজ্য।

য় সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ অতীত হইল উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপ সিংহ আপন কনিষ্ঠ সহোদর বুঁদী-রাজ্যাধি পতিকে কোটাপ্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর উমেদ সিংহের রাজত্ব কালপর্য্যন্ত তাঁহারই বংশধরগণ ঐ প্রদেশটীকে এক স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে সশান করিয়াছিল। পুনার দরবারের ন্যায় যদিও উক্ত মহারাজা উমেদ সিংহ কতক গুলি নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাহার ন্যায় রাজ্য শাসনের সমস্তই ভার মন্ত্রির প্রতি অর্পিত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক মহারাষ্ট্রীয়েরা অপরাপর রাজপুত্র-রাজ্যের সহিত কোটারাজ্যাধিপতিকে পরাভূত করিয়া উক্ত রাজ্য মালব প্রদেশের অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন কোটা রাজ্যকে হুলকার, সিন্ধিয়া, এবং পেসবার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল; এবং সেই অগমতা স্বীকারহেতু উপরোক্ত হুলকার, সিন্ধিয়া, এবং পেসবা বংশীয় ভূপতিগণকে প্রচুর কর প্রদান করিতে হইত। তদ্বিধায় উক্ত রাজ্য দিনদিন শ্রীহীন ও অতি মলিন হইতে লাগিল। কিন্তু সুদক্ষ নাবিকের হস্তে কর্ণ ন্যস্ত হইলে ভগ্ন তরিও হঠাৎ জলমগ্ন হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে প্রধ্বংসোন্মুখ কোটা-রাজ্যের মন্ত্রিত্বের ভার বৃহস্পতিতুল্য সুবুদ্ধিমান অতিবিচক্ষণ জালিম সিংহের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। জালিম সিংহ হর বংশীয় রাজপুত্র, এবং কোটার মহারাণা উমেদ সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার তুল্য সত্যব্রত, ধীর, সাহসিক, ও বহুদর্শী সচিব বহুকাল রাজপুতনায় কেহ জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই। সূর্য্য বংশ যাদৃশ মহাতেজস্কর, জালিম সিংহও তাদৃশ তেজস্বী রাজমন্ত্রী ছিলেন, এবং দয়া সারল্য ও বিবেকতা তাঁহার স্বাভাবিক গুণ ছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে তাঁহার তুল্য ন্যায়বান লোক তৎকালে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। জালিম সিংহের বাক্যই অন্যের শপথ বা লিখিত খতের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ছিল। তৎপ্রযুক্ত কথার উপমায় সকলে জালিম সিংহের সত্যপরতা এবং সরলতার উপমা প্রয়োগ করিত। বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভাবধি সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজপুতনায় অরাজকের সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়াছিল। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র-কুলসম্ভূত-নৃপতিবর্গ পরস্পর সর্ব্বদাই বিবাদে প্রবর্ত্ত হইতেন। সেই বিবাদানল উত্তরকালে সন্ধিদ্বারা শেষ হইত। পরন্তু রাজা জালিম সিংহের সাক্ষ্য ব্যতীত তাহা কদাপি সম্পন্ন হইত না।

মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিবর্গ ভুয়ো ভূয়ঃ রাজ্যাদি লুঠ করাতে জগৎ-বিখ্যাত রাজপুত্র কুলোদ্ভবগণ হতশ্রী হইয়াছিলেন,ও রাজপুতনা প্রদেশের উচ্ছেদ হইবারই উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু তাদৃশ অসৌভাগ্যের অবস্থায় জালিম সিংহ শরৎ-কালীয় হিমাংশুবৎ স্বকীয় প্রভাদ্বারা জন্মভূমি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কি মহারাষ্ট্রীয় কুল, কি ক্ষত্রিয়বর্গ, কি যবন-ভূপতি, সকলেই তৎকালে কোটা রাজ্যের প্রচুর সম্ভ্রমতা স্বীকার করিতেন। উক্ত রাজ্যের তাদৃশ আধিপত্য ও প্রভুত্ব জালিম সিংহদ্বারাই

সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিকন্তু মুসলমানেরা এতদ্দেশের অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সকলই প্রায় শেষ করিয়াছিল; অবশিষ্ট যাহা ছিল বর্গীরা তাহাও নিঃশেষ করণে প্রবর্ত্ত হইলে রায়রাণা জালিম সিংহ ঐ সমস্ত তস্করবৃত্ত্যবলম্বী দুষ্ট লোকদিগকে দূরীভূত করণে বিশেষ শৌর্য্য, ও সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার সুখ্যাতির সীমা ছিল না। এই ব্যাপারের উপলক্ষে ইং ১৮১৭ অব্দে কোটা রাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যে সন্ধি হয় তাহাতে এই নির্দ্দিষ্ট হয় যে বর্গীরা হতবল ও উচ্ছিন্ন হইয়া চৌর্য্য ব্যবসায়ে বিরত হইলে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কোটার মহারাণাকে চারিটী জনপদ প্রদান করিবেন। কিন্তু সর্ব্বাদৌ সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মহারাজের মন্ত্রী জালিম সিংহকে কথিত জনপদের একটী প্রদান করা আবশ্যক; কিন্তু জালিম সিংহ তাহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া ঐ জনপদটীও কোটার অধিকারের অন্তর্ভূত করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ষে ইংরাজদিগের সহিত আর এক সন্ধি সমাধা হয়, তাহাতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এবং কোটা রাজ্যের মহারাজা এই রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার কিশোর সিংহ এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন তিনিই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু রাওরাণা জালিম সিংহ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মাধব সিংহ বংশপরম্পরা ঐ রাজ্যের শাসন নির্ব্বাহ করিবেন।

উক্ত সন্ধি সমাধা হইলে মহারাজা উমেদ সিংহের মৃত্যু হয়। তাহাতে কুমার কিশোর সিংহ রাজপদে আরূঢ় হইয়া কোটা রাজ্যের পরম হিতার্থী শ্রীবিধায়ক রাওরাণা জালিম সিংহের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কোটা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মীয়বর্গ এবং নিকটস্থ সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিয়া তৎসমক্ষে জালিম সিংহকে পদচ্যুত করিবার দুরভিসন্ধিসকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি ৩ সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়পুরহইতে কোটাভিমুখে গমন করেন। পূর্ব্বসন্ধির প্রতিজ্ঞানুসারে ইংরাজেরা অগত্যা জালিম সিংহের সাহায্যার্থে মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবাতে তিনি অল্প সৈন্য-সহায়ে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মাড়বার রাজ্যে নাথদ্বার নামক দেবালয়ে প্রস্থান করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন; তাহাতে তাঁহার নাম মাত্র রাজা রহিল; কিন্তু রাজ্যভার সমস্ত জালিম সিংহকে প্রদত্ত হইল। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি এক লক্ষ চৌষট্টি মুদ্রা মাত্র অবধারিত হইয়াছিল; এবং অতি অল্প মাত্র সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। কোটা রাজ্যের তাৎকালিক আয় বিষয়ে কর্ণেল কোলফিলড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজ্যের প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন দিবসে রাজা জালিম সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়, ও তাঁহার পুত্র মাধব সিংহ কোটা রাজ্যের মন্ত্রির পদ গ্রহণপূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনে প্রবর্ত্ত হন। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় রাজকার্য্য-বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুঃপুত্র মহারাণা রাম সিংহ কোটা রাজ্যের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মাধব সিংহ তৎপরে তাহার পুত্র মদন সিংহের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইতে লাগিল; অবশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি হয়।

তাহাতে মহারাজা রাম সিংহ কোটা-রাজ্যের কিয়দংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদন সিংহের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মদন সিংহ কোটা-রাজ্যের অংশ গ্রহণ করত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বাধিকৃত রাজ্যের ঝলাবর নাম প্রদান করেন; তৎকালে তাঁহার বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোটার বর্ত্তমান মহারাজা রাম সিংহ অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও সদাশয়। বিগত সিপাহী-বিদ্রোহে তাঁহার সেনাগণ বিদ্রোহীদলে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চিম-দেশস্থ রাজ-প্রতিনিধিকে সপুত্রে হত্যা করিয়াছিল। তৎসময়ে মহারাজা উক্ত প্রতিনিধির উদ্ধারার্থে আনুকূল্য না করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার সম্ভ্রমার্থে যে ১৭ টী তোপে ধ্বনি হইত তাহা রহিত করিয়া ১৩ টী তোপ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে মহারাজের অধীনে ১৫,৮৮০ জন মাত্র সৈন্য আছে। কোটা-রাজ্যের বার্ষিক আয় ২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা নিরূপিত আছে। উহার পরিধি ১২৫০ বর্গ ক্রোশ। লোকের বসতি ৪৩৩,৮০০। রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্য সংস্থানের নিমিত্ত দুই লক্ষ টাকা ব্যতীত ১,৮৪,১২০ অতিরিক্ত মুদ্রা গবর্ণমণ্টকে কর-স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মহারাজা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঘণ্টাপক্ষী।
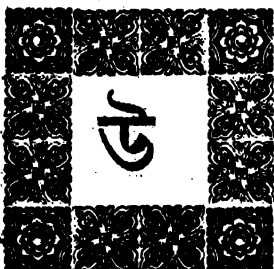
পরে মুদ্রিত চিত্রদৃষ্টে পাঠকবৃন্দ সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে,উহা সুচারু বটে। ইহার আদর্শ পক্ষীটীর প্রকৃত নাম "দারা"; স্থানীয় লোকেরা উহাকে "কাম্পানেরো" এবং ইংরাজেরা "বেল বর্ড" শব্দে কহে। আমরা শেষোক্ত শব্দের অনুবাদে ইহার নাম "ঘণ্টাপক্ষী" রাখিলাম। বিহঙ্গম জাতির মধ্যে এই পক্ষী একটী চমৎকার জীব। উহার গঠন সুচারু কপোতের ন্যায় সুন্দর; উহার গাত্র পরিশুদ্ধ-নীহারবৎ উজ্জ্বল

শুক্লবর্ণ ও যৎপরোনাস্তি মনোহর; এবং উহার স্বর অতীব আশ্চর্য্যজনক। এই পক্ষী দীর্ঘে ১ পাদ পরিমিত। ইহার চঞ্চু স্থূল, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং ইহার পদদ্বয় খর্ব্ব, দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহার গাত্রের বর্ণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে; পরন্তু ঐ বর্ণ কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুং পক্ষীতেই লক্ষ্য হয়; শাবকের বর্ণ ধূসরবৎ, এবং স্ত্রী-পক্ষীরাও মলিন বর্ণ হইয়াথাকে। এই পক্ষীদিগের বিশেষ লক্ষণ ইহাদিগের শিরোভূষণ; তাহা মাংসে নির্ম্মিত ও ৪ বা ৫ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইয়া থাকে। উহার বর্ণ ঘনমেঘবৎ কৃষ্ণ, এবং তদুপরি কতক গুলি ক্ষুদ্র শুক্ল পক্ষ নিবদ্ধ থাকে। স্বভাবতঃ এই শিরোভূষণ সঙ্কুচিত ও শ্লথ হইয়া মস্তকের এক পার্শ্বে নত হইয়া ঝুলিতে থাকে। তৎসময়ে পেরুর মস্তকের রক্ত বর্ণ শিরোভূষণ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ বোধ হয়। পরন্তু ঘণ্টাপক্ষী রাগান্বিত, বিরক্ত বা উল্লসিত হইলে উহা দৃঢ় ও উন্নত হইয়া উঠে, এবং তখন উহা গণ্ডারের খড়্গের সহিত উপমেয় হয়। কথিত আছে যে এই শিরোভূষণ শূন্যগর্ভ, এবং ঘণ্টাপক্ষীর তালুর মধ্যে এক ছিদ্রদ্বারা মুখের সহিত ঐ শূন্যতার সংযোগ আছে, এবং সেই সংযোগদ্বারা ইচ্ছানুসারে ঘণ্টাপক্ষী ইহার মধ্যে বায়ু সঞ্চালন করিয়া খড়্গাটিকে স্ফীত ও দৃঢ় করে, এবং তৎসাহায্যে আপন অসদৃশ স্বর প্রাপ্ত হয়। ঐ স্বর অবিকল গিরিজার ঘণ্টার সদৃশ, এবং তদ্রূপে সায়ং ও প্রাতঃকালে ঢং—ঢং—ঢং ইত্যাকারে নাদিত হয়। নিবিড় অরণ্যমধ্যে অত্যন্ত-উচ্চ-বৃক্ষ-শাখাহইতে ঐ শব্দ অতীব মনোহর বোধ হয়। ঐ সুমিষ্ট শব্দ শ্রবণার্থে রোধ হয় নারদ ঋষি আপন বীণা স্থগিত করেন, এবং উষা ও সূর্য্যদেব আপন গতি শ্লথ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ আমেরিকার গোয়ানা প্রদেশ এই পক্ষীর আবাসস্থান, এবং তথায় ইহা এতাদৃশ নির্জ্জনে বাস করে যে অদ্যাপি কেহ ইহার নীড় দেখে নাই; এবং ইহা কোন্ পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাও সপ্রমাণ হয় নাই; পরন্তু ইহার চঞ্চুর গঠন এবং ইহার শ্রেণীস্থ অপর পক্ষীদিগের আহার্য্য দৃষ্টে অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে ইহা ফল ও কীট-পতঙ্গ ভক্ষণদ্বারা উদর পূর্ত্তি করে।

ভূপালরাজ্য।

পালরাজ্য মালবের অন্তর্গত, এবং বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির গবর্ণর জেনেরলের আজ্ঞাধীন। ইহার উত্তর দিকে গোয়ালিয়র ও সিন্ধিয়ার রাজ্য; উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হুলকর ও সিন্ধিয়ার রাজ্য, এবং উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধিয়ার রাজ্য ও অসিতারা। এই রাজ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৭৯ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ ৩৮ ক্রোশের ন্যূন নহে। এই রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর উপকূলহইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ভূমি সমুদায় ক্রমশঃ উন্নত। বিন্ধ্য গিরির উত্তর দিকেই ভূমিপরিমাণ অধিক, এবং ঐ সকল ভূমি উত্তর দিকেই প্রবণ। বিন্ধ্যাচল এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ধাবমান হইয়াছে। ভুপালরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ ক্রমনিম্ন বলিয়া এখানকার নদীসমুদায়ও উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। নর্ম্মদা নদী এখানকার সমুদায় নদী-অপেক্ষা বৃহৎ এবং বর্ষাকালে হোসেঙ্গাবাদহইতে হিণ্ডিয়া পর্য্যন্ত নৌকায় গমনাগমনের সমধিক সুবিধা হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন বেত্তোয়া, বেস ও

পার্ব্বতী প্রভৃতি কতিপয় নদীও এই রাজ্যের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানে হ্রদের প্রসঙ্গও নাই; কেবল একটী প্রকাণ্ড কৃত্রিম দীর্ঘিকা আছে। এখানকার মৃত্তিকা বালুকাময়; স্থানে স্থানে গমনের সময় বালুকা-রাশিতে পাদনিমগ্ন হয়। এখানে আকরিক ধাতু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়লা অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক প্রকার রক্তবর্ণ লৌহ প্রায় অনেক স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট-গুণশালী নহে। কর্কচ লবণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে সকল সময়েই জল অতি সুলভ। নিদারুণ গ্রীষ্ম সময়ে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে সমুদায় স্থান শুষ্ক হইলেও এখানকার উপ-কূলবর্ত্তী ভূমি ৫—৬ হস্ত মাত্র খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপকূল ভিন্ন অন্য স্থানে ৫০ হস্তের অধিক খনন করিতে হয় না। যাহা হউক এই প্রদেশ সুলভসলিল বলিয়া সমধিক উর্ব্বর ও কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী। সুতরাং শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে মূল্য যে সুলভ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

অধিবাসীর মধ্যে আওরঙ্গজেবের সময় কত-গুলি পাঠান বংশীয় ব্যক্তি এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। তৎপরে কিছুকাল অতীত হইল কতগুলি মুসলমান রোহিলখণ্ড এবং কতগুলি বাণিজ্য উপলক্ষে গুজরাটহইতে আসিয়া উহা-দিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখানকার অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রজপুত, শূদ্র ও অপরাপর হীন জাতির সংখ্যাই অধিক। সমুদায়ে এখানকার লোক-সংখ্যা ৬,৩২,৮৭২।

ভূপালরাজ্যের শাসনকার্য্য তত্রত্য নবাবদ্বা-রাই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের অধীন। অন্যান্য মুসলমান রাজ্যাপেক্ষা এই স্থান সমধিক প্রজা-পরতন্ত্র। পূর্ব্বে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এখানহইতে ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা কর সঙ্গৃহীত হইত; কিন্তু পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিলুণ্ঠন করাতে একেবারে নয় লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। তৎপরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ৯,০০,০০০ নয় লক্ষ টাকা হয়। পরিশেষে ১৮৪৮ অব্দহইতে ২২,০০,০০০ টাকা সঙ্গৃহীত হইতেছে।

ভূপাল রাজ্যের মধ্যে চারটী প্রশস্ত রাজপথ আছে। প্রথমটী উত্তর-পূর্ব্বহইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত। উহা সাগর-প্রদেশ-হইতে ভূপাল-নগ-রের মধ্যদিয়া মহো পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয়টী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত; উহা ভিলসাহইতে হোসে-ঙ্গাবাদ গিয়া তৎপরে নাগপুরে বিশ্রাম করিয়াছে। তৃতীয়টী দক্ষিণ-পূর্ব্বহইতে উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত; উহার সীমা হোসেঙ্গাবাদহইতে নীমচ পর্য্যন্ত। চতুর্থটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; উহা ঝব্বলপুর-হইতে হোসেঙ্গাবাদের মধ্যদিয়া মহো পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়াছে। ভূপাল ইহার প্রধান নগর। তদ্ভিন্ন ইস্‌লামনগর, আস্থা, সিহোর ও রাইসেন এখানকার প্রধান নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে এই ভূপাল রাজ্য মলবার ও গোণ্ড-বান এই দুই ভাগে বিভক্ত থাকাতে ইহার উভয়-স্থলে দুইটী প্রকাণ্ড বহির্দ্বার ছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মুহম্মদ খাঁর প্রতি মলবার রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া-ছিলেন। মুহম্মদ খাঁ তৎকালে এক জন সাহসী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে আ-ওরঙ্গজেব মানবলীলা সংবরণ করিলে তিনি বারসি-য়া, ভূপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় নগরের উপর স্বীয় অক্ষুণ্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বয়ং নবাব পদবীতে অধিরোহণ করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভূপাল নামক নগর ও তাহার অনতিদূরে ফুটাগড় নামক এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ দুর্গই

তাঁহার বাসস্থান হইয়াছিল। সে যাহা হউক কালের হস্তে কাহারও অব্যাহতি নাই। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সের সময় কাল তাঁহার কেশাকর্ষণ করিল। তখন পাঠান বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সুলতান মুহম্মদকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনোনীত করিলে, নিজামের সহায়তায় মৃত মুহম্মদের উপপত্নী-পুত্র ইয়ার মুহম্মদ সেই পদে অধিরূঢ় হইলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ইয়ার মুহম্মদ চারি পুত্র রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। ঐ পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফিজা মুহম্মদ ভূপাল-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, সুলতান মুহম্মদ ভ্রাতৃপুত্রের সিংহাসনারোহণ সহ্য করিতে না পারিয়া বলবৎসহায়তার সাহসে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে পরাস্ত হইয়া রাজ্য সম্বন্ধীয় সমুদয় স্বত্ব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল রাতগড় নগরে পুরুষানুক্রমে স্বত্ববান হইলেন।

এই সময়ে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বাজিরাও দিল্লীহইতে প্রত্যাগমন সময়ে পাঠান বংশীয়েরা অন্যায়পূর্ব্বক যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল দিল্লীশ্বরকে তাহার প্রত্যর্পণ-প্রস্তাব করেন। তদনুসারে নবাব ফিজা মুহম্মদ মলবারের কয়েকটী নগর ও গোণ্ডবান বিভাগ ভিন্ন আর সমুদায় প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ফিজা মুহম্মদ ৩৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রাদি না থাকাতে তাঁহার ভ্রাতা হুসেন মুহম্মদ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই শমন-ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাঁহার ভ্রাতা হায়ত মুহম্মদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ বুদ্ধিশক্তি ছিল না, সুতরাং রাজ্য মন্ত্রি-পরতন্ত্র হইয়াছিল।

সে যাহা হউক ১৮০০ শতাব্দীর শেষেই মহারাষ্ট্রীয় পিণ্ডারীদল ও রঘুজী ভোঁস্‌লাকর্ত্তৃক এই রাজ্য আক্রান্ত হইল। ঐ সময় ওজীর মুহম্মদ স্বীয় মন্ত্রিদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়া ভূপাল-নগরহইতে পলায়ন করেন। পরে ঐ বিদ্রোহে মুহম্মদের পিতার মৃত্যু হয়। তাহার কিছুকাল পরেই তিনি পুনরায় ভূপাল-নগরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্য-রক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ওজীর মুহম্মদই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিবারণের একমাত্র নিদান। অধিক কি মহারাষ্ট্রীয়েরা যে সকল নগর অধিকার করিয়াছিল ইনি ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় পুনরুদ্ধার করিয়া প্রবল-প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে হায়ত মুহম্মদের পুত্র ঘোষ মুহম্মদের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য সিন্ধিয়া ও নাগপুরাধিপতির নিকট করপ্রদান অঙ্গীকার করিলেন। পরিশেষে কিছুকাল নবাব নাম মাত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্যের উপর তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা হয় নাই।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এই রূপ যুদ্ধ-স্রোত প্রবাহিত হওয়াতে ওজীর মুহম্মদ ১৮০৯ শতাব্দীতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত পিণ্ডারী-সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়াধিপতি এবং রঘুজী ভোঁস্‌লা উভয়ে একত্র হইয়া ১৮১৩ অব্দের শেষেই পুনরায় ভূপালরাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু ওজীর মুহম্মদকর্ত্তৃক ক্রমাগত নয়মাস তাহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। পরবৎসর

সিন্ধিয়াধিপতি পুনরায় আক্রমণ করিলে ওজীর ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন ভূপালরাজ্যের সহিত সংযোগ হইলে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব নিরাকরণের বিশেষ সদুপায় হয় বিবেচনায় ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-দানে সম্মত হইলেন। ঐ সাহায্য-লাভেই যুদ্ধ-ঘটনা অল্প আয়াসে প্রতিনিরত্ত হয়। কিন্তু ওজীর মুহম্মদের জীবদ্দশায় ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব বদ্ধমূল হয় নাই। পরিশেষে ১৮১৩ অব্দে ওজীর মুহম্মদ শমন-সদনে গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর মুহম্মদ কুকর্ম্মে নিরত ছিলেন বলিয়া রাজ্য-রক্ষণে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মতানুসারে ওজীর মুহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র নজীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ঘোষ মুহম্মদের কন্যা কুদ্‌সিয়ার সহিত ইহাঁর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভূপালবংশীয়েরা পিণ্ডারীদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। সিন্ধিয়া ও নাগপুরের উপদ্রব নিবারণই উক্ত সহায়তা-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ওজীর মুহম্মদ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য্য হন, তদবধি আর পিণ্ডারীদল সমাদৃত হয় নাই। তন্নিবন্ধন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারীদিগের সহিত নজীর মুহম্মদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট উক্ত যুদ্ধে বিশেষ সহায়তা করাতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূপালের নবাবের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তখন মুহম্মদের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমুদায় বিষয়ের প্রতিভূ হইলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে ৬০০ শত অশ্ব ও ৪০০ শত পদাতিসৈন্য উপহার প্রদান করিলেন। সুচতুর ইংলিষ গবর্ণমেণ্টও আবার তাঁহার আসবাবের জন্য তাঁহাকে সেই সমুদায় অশ্ব ও পদাতি প্রদান করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাঁহাকে মলবারের অন্তর্গত পাঁচ প্রদেশ এবং ইসলাম্বরা নগর ও তত্রত্য দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। এই রূপ সন্ধি সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই একদা নজীর মুহম্মদের অষ্টমবর্ষ বয়স্ক এক শ্যালকের হস্তহইতে পিস্তলস্ফুটিত হইয়া সহসা তাঁহার কলেবরে গুলিনিবিদ্ধ হওয়াতে, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সেকেন্দর বেগম নামক এক কন্যা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য সন্তান-সন্ততি ছিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যে, যে ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে সেই ব্যক্তি ভূপাল রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে। মুনিয়র মুহম্মদ ঐ কন্যার পরিণেতা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু তিনি রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া পাণিগ্রহণে অসম্মত হইলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জহাঙ্গীরের প্রতি বিবাহভার প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইলেন।

সেকেন্দর বেগমের মাতা কুদ্‌সিয়া স্বীয় জীবদ্দশায় রাজ্যভার অন্যের হস্তে সমর্পণ না করিবার মানসে স্বীয় তনয়ার বিবাহ-বিষয়ে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে নিজ মনোরথ পরিপূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা দেখিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিলে জহাঙ্গীরের সহিত তনয়ার পরিণয় পরম সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে শ্বশ্রূসত্ত্বে স্বীয় প্রতিষ্ঠালাভ নিতান্ত দুর্ঘট বোধ করিয়া জহাঙ্গীর তাঁহার প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দুরভিপ্রায় প্রকাশ হওয়াতে তাঁহাকে ভূপালনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক আস্থা নগরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস পরে তিনি পুনরায় ভূপালনগর আক্রমণ করাতে শ্বশ্রূ

ও জামাতা উভয়েই ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি মধ্যস্থভার সমর্পণ করিলেন। গবর্ণর জেনেরল মধ্যস্থ হইয়া কুদ্‌সিয়ার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাৎসরিক ষষ্টি সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে জহাঙ্গীর তাহাতেই সম্মত হইলেন। কুদ্‌সিয়াও তদবধি ইস্‌লামনগরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ১৮৩৭ সালে জহাঙ্গীর নবাব পদবীতে অধিরোহণ করিয়া নিরাপদে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেকেন্দর বেগমের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় হয় নাই। তন্নিবন্ধন কিছুকাল পরেই ঐ বেগম ইস্‌লামনগরে স্বীয় জননীর নিকট গমন করিলেন। পরে প্রায় ৭ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ১৮৪৪ অব্দে ডিসেম্বর মাসে জহাঙ্গীর কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃত নবাব ইতিপূর্ব্বে যেরূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন তদনুসারে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইল না। সেকেন্দর বেগমের শাহ জহাঁ নাম্নী এক কন্যা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ভূপালরাজ্যের সিংহাসনাধিরোহণে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যে, পূর্ব্বনিয়মানুসারে যে ব্যক্তি শাহজহাঁর পরিণেতা হইবে, সে ব্যক্তিই ভূপালরাজ্য শাসন করিবে। সম্প্রতি সেকেন্দর বেগম রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করুন।

এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার পর ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেকেন্দর বেগম ভূপালনগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বনিয়মসকল প্রায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ১৮৫৫ সালে বক্‌সি বাকি মুহম্মদের সহিত স্বীয় তনয়া শাহজহাঁর পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। পরিণেতা ভূপাল-বংশীয় নহেন বলিয়া ভূপাল-বংশীয়েরা বক্‌সি মুহম্মদকে শাসন-কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে আপত্তি উত্থাপন করিল। তদনুরোধে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, বক্‌সি নামমাত্র নবাব থাকিবেন, শাহজহাঁই রাজ্যশাসন করিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শাহজহাঁর এক বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম না হয়, সে পর্য্যন্ত সেকেন্দর বেগমদ্বারাই রাজকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।

সেকেন্দর বেগম এই প্রতিনিধি পদ প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অভিযোগ করিলেন যে, "আমিই এই রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারিণী; তবে আমি যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তত দিন আমার কন্যা কিরূপে উত্তরাধিকরিণী হইবে?" তাঁহার এই আবেদনে গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন নিয়ম অবধারিত করিলেন না। কিন্তু তাঁহার কন্যা শাহজহাঁ মাতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার স্বত্বপরিত্যাগ করিলেন। তদনুসারে ১৮৫৯ অব্দ-হইতে সেকেন্দর বেগম রাজ্ঞী পদে অভিষিক্ত হইয়া ভূপাল রাজ্য শাসন করিতেছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূপালরাজ্যকে প্রতি বৎসর ১,৩০,০০০ টাকা কর প্রদান করিতে হইত; জহাঙ্গীরের সময় ১৮৪০ অব্দে ১,৩৮,০০০ টাকা কর নিরূপিত হয়। পরিশেষে ১৮৪৯ অব্দে সেকেন্দর বেগমের সহিত যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে এই রূপ চিরস্থায়ী নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, সৈন্যদিগের ব্যয় যতই বৃদ্ধি বা হ্রাস হউক না কেন, ভূপাল রাজ্যকে বর্ষে বর্ষে ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করিতে হইবে না। কএক বৎসর এই নিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার পর ১৮৫৭ অব্দে সিপাহিবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ঐ নিয়ম একেবারে রহিত হয়। অনন্তর ১৮৫৯ অব্দে ভূপাল

রাজ্যের প্রত্যেক পল্লীহইতে সৈন্য সঙ্গ্রহ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে সেকেন্দর বেগম ঐ নিয়মে এবং সঙ্গৃহীত সৈন্য ও ব্রিটিষ সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহে সম্মত হন। এতদ্ভিন্ন মেজর হেন্‌লী মহোদয় ১৮১৮ অব্দে সিহোর নগরে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেলেন ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতি বৎসর ৫০০০, এবং রথ্যা নির্ম্মাণ ও সংস্করণার্থে প্রতি বৎসর ১২,০০০ টাকা প্রদান করিতেছেন।

সেকেন্দর বেগম ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের এক জন অনুরক্ত মিত্র। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি গবর্ণমেণ্টকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন্ ধার প্রদেশের বিদ্রোহসময়ে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বার্সিয়া নামক যে প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন বিদ্রোহ শান্তির পর তাহা উহাঁকে নিষ্কর রূপে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি “ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া” এই পর্য্যায়ের এক জন প্রধান নায়িকা পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বেগমও বিদ্রোহ সময়ে প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহাদিগকে অনেক ভূমিপুরস্কার দিয়াছেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

“জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়” ও “শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়” নামক দুই খানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিমোহন কর্ম্মকার রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে “শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়” খানি “সিমুলিয়া সকের যাত্রা কোম্পানীদ্বারা” প্রকাশিত ও অভিনয়তরুত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সম্প্রতি “জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়” প্রস্তুত করত শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। বোধ করি উক্ত মহোদয়ের বাটীতে ইহা অভিনয়িত হইবে। নাটক রচনা যে প্রণালীতে হইয়া থাকে, গীতাভিনয় লিখিবার পদ্ধতি সেরূপ নহে। ইহাতে অধিকাংশ কথোপকথন গীতদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আর গদ্যভাগাপেক্ষা গীতভাগ অধিক থাকাতে কেবল কবিতাশক্তিদ্বারা গীতাভিনয় সুসম্পন্ন হয় না; সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আবশ্যক করে। সকল রাগ ও রাগিণী সকল সময়ে সম্যক্ শ্রুতিসুখ প্রদান করে না; বিশেষ বিশেষ রাগ ও রাগিণীর গান বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কাল, করুণা ও আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রস নির্দ্দিষ্ট আছে। রস ও কাল বিবেচনা করিয়া গীতসকলেতে রাগাদি বিন্যাস করিতে না পারিলে গীতাভিনয় রচনায় কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। গ্রন্থকার উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে এই নিয়মটীর প্রতিপালন উত্তমরূপে করিতে পারেন নাই। ইহাঁর রচিত গ্রন্থদ্বয় করুণারসাত্মক, কিন্তু ইনি গীতসকলে ভৈরবী প্রভৃতি আনন্দসূচক রাগিণীসকল নিয়োগ করিয়াছেন. ইহাতে মহোদয়দিগরে তৃপ্তির হানি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের প্রমাণার্থ আমরা এস্থলে সঙ্গীতদামোদরের একটী প্রমাণ প্রযুক্ত করিলাম, তদ্যথা, “ধানসী মালসী চৈব ভৈরবী মাধবী তথা।। সুভগা পঞ্চমী নাটী বেলোয়ারী চ গুর্জ্জরী। কামদা চাপি কল্যাণী কোড়া কেদারিকা তুড়ী।। কৌমারী মায়ূরী চৈব দেশকারী চ সিন্ধুড়া। রামকেলী চ ভূপালী রাগিণ্যশ্চেতি বিংশতি।। আনন্দাংশা ইতি প্রোক্তা গীয়ন্তে গানকোবিদৈঃ।” ইনি গীত সকল যে২ রাগিণীতে বিন্যস্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে পাহিড়া (যাহাকে “পাহাড়ী” বলিয়া লিখিয়াছেন) রাগিণীটিই যোগ্যা হইয়াছে, কারণ পাহিড়া রাগিণী করুণাংশা অথচ সায়াহ্ণে গানযোগ্যা; তৎপ্রমাণ যথা “গান্ধারী দীপিকা চৈব কল্যাণী পুরবী

তথা। কানড়া সারবী চৈব গৌরী কেদারপাহিড়া॥ মায়ূরী মানসী নাটী ভূপালী সিন্ধুড়া তথা। সায়াহ্নে তাশ্চ রাগিণ্যঃ প্রগায়ন্তি চতুর্দশ॥” অপিচ “বেলাবলী চ গান্ধারী ললিতা পঠমঞ্জরী॥ বৈরাগী রাগিণী চাপি মোহরাটী চ পাহিড়া। করুণাংশা বিজানীয়াৎ সন্ত্যেতা রাগযোষিতঃ॥” সঙ্গীতদামোদর।

“শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয়” অতি জঘন্য পুস্তক, সুতরাং তদালোচনায় আমরা নিরস্ত হইয়া “জানকীর বিলাপ গীতাভিনয়” বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। এই গ্রন্থে মহাকবি ভবভূতি বিরচিত “উত্তর রামচরিত” নাম নাটকের আখ্যায়িকাভাগ সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা তিন অঙ্কে সম্পন্ন; প্রথমাঙ্কে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্মুখ-মুখে সীতার অপবাদ-বার্ত্তা-শ্রবণান্তে সীতা-পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প হওন পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয়াঙ্কে লক্ষ্মণের সীতাকে বনবাসে রাখিয়া প্রস্থান ও সীতার বাল্মীকাশ্রমে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে; এবং তৃতীয়াঙ্কে রামচন্দ্রের সহিত সীতা, লব, কুশ প্রভৃতির সাক্ষাৎ ও সীতার পৃথিবী-প্রবেশ পর্য্যন্ত বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। রচয়িতার রচনা-চাতুর্য্য এখনও জন্মে নাই। এতদ্গ্রন্থান্তর্গত গীতসকলের মধ্যে অনেক সদ্ভাব আছে, কিন্তু সেই সকল ভাব সুকবির ন্যায় প্রকাশ করিতে না পারায় তাহা ধূমবেষ্টিত আলোকের ন্যায় নিষ্প্রভাবস্থায় রহিয়াছে। গীতে ছন্দঃপতন হইলেও গানকালে বিশেষ অনিষ্টকর হয় না বটে, তথাপি গীতরচয়িতাদিগের পক্ষে ছন্দঃপতন একটি প্রধান দোষ বলিতে হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ছন্দঃপতন অনেক আছে, তাহার প্রমাণার্থ নিম্নে কএক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল।

“দাঁড়াতে না পারি আর, ওহে কান্ত রসময়।
যুগল আঁখিতে নিদ্রা দেবী নিয়েছেন আশ্রয়।”
“তুমি প্রিয়ে এ জনের, হেম হার হৃদয়ের,
অথ বা হৃদয়াকাশের, পূর্ণ-শশধর॥”
“লোক অপবাদে রাম কমললোচন।
তোমাধনে বনবাসে করেছেন বর্জ্জন॥”

এবম্প্রকার দোষ প্রস্তাবিত গ্রন্থে আরও অনেক আছে, তথাপি ইহার কোন কোন গীতটি পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে হয়। পরন্তু যে গুলি আসু সুন্দর বোধ হয় তাহাও নানা লক্ষণে দূষণায় অনুভূত হয়, তদ্দৃষ্টান্ত যথা,

“সোণার প্রতিমা সীতা, ভুবনমোহিনী।
ধরায় শোভিছে কিবা, ধরণীনন্দিনী॥
জনকরাজদুহিতা, কনকলতিকা সীতা;
হৃদয়ের ধন মম, আনন্দদায়িনী॥
একে পয়োধর ভারে, দাঁড়াইতে নাহিপারে,
এ কোন বিচিত্র ভবে, হবে হবেন ধরাশায়িনী॥”

এই গীতটির শব্দ গুলি আশু-গ্রাহ্য, সুশ্রাব্য এবং ভাব প্রকাশক বলিতে হয়, সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই গীতটিকে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তথাপি এ গীতে অনেক দোষ আছে। ইহার প্রথম দুই চরণ পাঠ করিলেই বোধ হয় যে পরে সীতার নিদ্রিতাবস্থার রূপ বর্ণন আছে, কিন্তু ফলতঃ তাহা নাই; তৃতীয় চরণে কনকলতিক সীতা বলায় পৌনরুক্তি দোষ হইয়াছে। দুই বা বহু কারণ না থাকিলে “একে” শব্দব্যবহৃত হয় না এজন্য পঞ্চম চরণের “একে” শব্দ অনর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে; ষষ্ঠ চরণে কবি “তবে” শব্দ কেন দিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। উহা “একে” শব্দের দ্যোতক হইতে পারে না। অপর স্তনভারে দাঁড়াইতে অশক্তা এ ভাবটী অত্যন্ত অশ্লীল অথচ কোন মতে প্রশংসাবাদ নহে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৪ খণ্ড

আপ্‌টরিক্‌স্‌ বা কিবিকিবি পক্ষী।
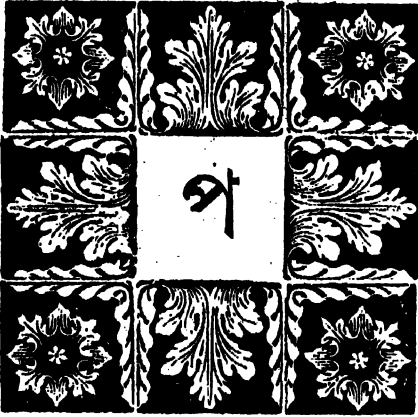
পরম কারুণিক জগৎ স্রষ্টার আশ্চর্য্য কৌশলময় এই মহীমণ্ডলে প্রস্তাবিত পক্ষীটীকে বিশেষ আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা দেখিতে অবিকল পক্ষী বটে, অথচ ইহার পক্ষ নাই, সুতরাং ইহা পক্ষী-পদের বাচ্য নহে। পক্ষীদিগের একটী প্রধান লক্ষণ আকাশে উড্ডয়ন করণ, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে "বিহঙ্গম" শব্দে কহা যায়; পরন্তু এ পক্ষীটীর পক্ষ নাই, সুতরাং ইহা উড়িবার বিষয়ে মনুষ্য বা গোর ন্যায় নিতান্ত অক্ষম; ফলে ইহা পক্ষহীন পক্ষী ও বিহায়সে গমনে অক্ষম বিহঙ্গম। এই রূপ জীব সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় কি ইহা নিরূপিত করা মনুষ্যের অসাধ্য; পরন্তু ইহার জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে ইহার পক্ষ না থাকায় ইহার দেহ-যাত্রার কোন হানি হয় নাই। কীট ও ক্ষুদ্র শম্বূক মাত্র ইহার খাদ্য, এবং তদর্থে ইহাকে কদাপি আকাশে উড়িতে আবশ্যক হয় না। অপর শত্রু হইতে পলায়নার্থে ইহার দৌড়াইবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে, সুতরাং তাহার নিমিত্তও ইহার ডানার অভাব কোন মতে অভাব বোধ হয় না।

যখন এই পক্ষীর বিবরণ প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হয় তখন লোকে ঐ বিবরণ-লেখককে ভণ্ড জ্ঞান করিয়াছিলেন। ফলে "পক্ষহীন পক্ষী" একথা এতাদৃশ অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে তদ্বিষয়ক সমস্ত বিবরণ অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য হইল। পরে এই পক্ষীর ত্বক্‌ ও শব বিলাতে আনীত হইলে সে ভ্রম দূরীকৃত হয়। এই ক্ষণে আপ্‌টরিক্‌স্‌ বা পক্ষহীন পক্ষী অনেক দৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহার বিবরণ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহার আবাসস্থান নিউ-জীলণ্ড দ্বীপ। তথায় নিভৃত বাদা ভূমিতে ইহা বাস করে, এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক তৃণ ও শৈবাল দিয়া আপন আবাস নির্ম্মাণ করে। ইহার দেহের পরিমাণ স্ত্রী-পেরুর সদৃশ, এবং ইহার পদদ্বয় ও চঞ্চু অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। ইহার খাদ্য-দ্রব্য কীট ও ক্ষুদ্র শম্বূক; তাহা প্রস্তাবিত জীবেরা রজনীযোগে আহরণ করে; এবং দিবসে নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকে। ফলে ইহারা নক্তঞ্চর, এবং নক্তঞ্চরের যে স্বভাব তাহা ইহাদিগেতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়।

কিবিকিবির মাংস কৃষ্ণবর্ণ, নীরস ও আঁসল, এবং তন্নিমিত্ত খাদ্য বলিয়া গণ্য নহে। ইহার স্বরও সুশ্রাব্য নহে, এবং অবয়বও এতাদৃশ সুন্দর নহে যে তন্নিমিত্ত লোকে ইহাকে পুষিতে ইচ্ছা করে; সুতরাং এই সকল কারণে ইহাকে ধরিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। পরন্তু ইহার দেহ অতি সু-কোমল পালখে আবৃত থাকে। সেই পালখ নিউ-জীলণ্ড-বাসীরা চিক্কণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিশেষ উপাদেয় জ্ঞান করে, এবং তদর্থে তাহারা রজনীযোগে কুক্কুর-সহকারে এই পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। পরন্তু ইহা এতাদৃশ দুর্গমস্থানে বাস করে, এবং পলায়ন করিতে ও বৃক্ষ কোটরাদিতে লুক্কায়িত হইতে এরূপ তৎপর, যে ধৃত করা দুঃসাধ্য। তথা ইহার সংখ্যা এত অল্প যে, ইহার পালখের পরিচ্ছদ অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া থাকে; এবং রাজা বা প্রধান দলপতি ভিন্ন অন্যে উহা ধারণ করিতে পায় না।

স্বভাবতঃ এই পক্ষী নির্বিরোধী; পরন্তু কুক্কুর-দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা আত্ম-রক্ষার্থে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে; এবং আপন সবল ওষ্ঠ ও নখদ্বারা শত্রুর বিশেষ অনিষ্ট করে।

এই পক্ষীর লক্ষণ বিবেচনা করিলে ইহাকে মৃতময়ুর্গের সহিত এক বর্গে নির্দিষ্ট করা যায়। ঐ মৃতময়ুর্গের পক্ষ অত্যন্ত খর্ব, এবং উড়িবার নিমিত্ত নিতান্ত অপদার্থ। ইমু পক্ষীতে ঐ

পক্ষ আরও খর্ব হয়। কাষোয়ারী পক্ষীতে ঐ খর্ব পক্ষের স্থানে দুইটী শলাকা লক্ষ্য হয়, এবং স্নীয়া পক্ষী ও বর্ত্তমান কিবিকিবি পক্ষীতে সেই শলাকাও খর্ব হইয়া মনুষ্যদেহে যে প্রকার স্তনের চিহ্নমাত্র থাকে, প্রায় সেই প্রকার ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ হইয়া আইসে।

কলম করিবার ধারা।

বীজদ্বারা বৃক্ষের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করাই স্বভাবসিদ্ধ উপায়; পরন্তু বীজহইতে উৎপন্ন বৃক্ষে যে তৎপিতার সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকিবেক ইহা সম্ভব নহে; মনুষ্যে ইহা সর্ব্বদা ঘটে না; সুচারু সুন্দর পুরুষের পুত্র কৃষ্ণবর্ণ ও ঋষি তুল্য ধার্ম্মিকের পুত্র অসৎ হইতে দেখা যায়। সেই রূপ সুমিষ্ট অম্রের আঁটির চারায় অম্লফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অন্যান্য উপায়ে বৃক্ষের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করা প্রথা হইয়াছে। তন্মধ্যে "কলম" করিবার নিয়ম একটী প্রধান। ঐ কলম বিবিধ প্রকারে নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। কতক গুলি বৃক্ষের শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার স্থূলাংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলে অঙ্কুরোদ্ভেদ হয়। কোন বৃক্ষের শাখায় সার বান্ধিলে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এবং কোন মহাকুহদল শুদ্ধ জলে ফেলিয়া রাখিলে তাহার শিকড় নির্গত হয়। পরন্তু বৃক্ষের স্বভাব ও ধর্ম্মানুসারে এই সকল প্রকরণের প্রভেদ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জবেত্তা লিনিয়স সাহেব লিখিয়াছেন যে কঠিন বৃক্ষসকলের কলম বালুকায় উত্তম রূপে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কোমল উদ্ভিদ সকল মৃদু-মৃত্তিকা-ব্যতীত জন্মে না। যে স্থানে কলম করিতে হইবে সেই স্থান কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক; এবং তদুপরি অৰ্দ্ধহস্ত পরিমিত খোলা ও ইষ্টক খণ্ড রাখিয়া তাহার উপর প্রচুররূপে শ্বেতাভ বালুকা ক্ষেপণপূর্ব্বক তাহাতে কাণ্ড সকল প্রোথিত করিতে হইবে, তদুপরি কাচের আবরণ চাপা দিয়া জলসেচন করা কর্ত্তব্য। অপর সূর্য্যের উত্তাপ আবর্ত্তন জন্য দুই হস্ত ঊর্দ্ধে একটা চাল বান্ধিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাতে কলম গুলি রৌদ্র ও উত্তাপহইতে রক্ষা হইতে পারে, এবং অঙ্কুরোদ্ভেদের কোন রূপ বাধা হয় না। প্রতি সপ্তাহে নিকৃষ্টকল্পে এক বার বা দুই বার মাত্র কলমের উপর বারি সেচন জন্য কাচাবরণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

অধুনা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "বয়ল্ বোটানিকল্ গার্ডন" নামক মহারাণীর উদ্যানে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে একটা বালুকাপূর্ণ টবের মধ্যে কলম করিয়া ঐ টব বালুকায় প্রোথিত করা হয়, ও তাহার উপর একটা কাচের আবরণ অথবা ঝুঞ্জন চাপা দিয়া তাহাতে প্রতিসপ্তাহে দুই বার জল সেচন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় উত্তম রূপে কলম হইয়া থাকে। কাচের আবরণ অভাব হইলে ছেদিত ক্ষুদ্র শাখাসকল টবের মধ্যে প্রোথিত করিয়া শুদ্ধ তাহার উপরি ভাগে এক খণ্ড সামান্য কাচ চাপা দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ প্রক্রিয়ার জন্য টবের অধোভাগে কতকগুলি পাথরের লোষ্ট্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি টব বসাইতে হয়। অপর প্রতিদিন প্রত্যুষে আবরণ খানি উলটাইয়া না দিলে যে সকল ঘনীভূত নীহার বিন্দু মেদিনীর আভ্যন্তরিক তেজোদ্বারা সমুত্থিত হয়, তাহা অঙ্কুরের হানি জন্মাইতে পারে।

ডক্তর লিণ্ডলি সাহেব জলের মধ্যে কলমের এই রূপ প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন যে একটা বৃহৎ জলাধার পরিষ্কার জলে পূর্ণ করিয়া অতি

সারবান কাণ্ডসকল তন্মধ্যে দিয়া পরিচ্ছন্ন স্থানে প্রলম্বিত করিয়া রাখিলে দুই পক্ষের মধ্যে ঐ শাখাহইতে তাহার শ্বেতবর্ণ অতি সূক্ষ্ম মূল নির্গত হয়, তৎপরে তাহা অতি সাবধানতার সহিত একটা টবে প্রোথিত করিয়া নিয়মিত রূপে বারি প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পরন্তু আধার পাত্র অধিক পরিসরযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তাহাতে জল দূষিত হয় না, এবং ঐ জল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক; নচেৎ তাহা দূষিত হইয়া আশু কলমের হানি করে। এ প্রকার কলমসকল অতি সাবধানপূর্ব্বক সর্ব্বদা আচ্ছাদিত এবং রাত্রি কালে গৃহের মধ্যে রাখিতে হয়। জল ও বালুকায় এই রূপে কঠিন কাষ্ঠ বিশিষ্ট বৃক্ষের কলম উত্তম রূপ জন্মিতে পারে। তৎ প্রকরণ এস্থলে বাহুল্য রূপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই দুই প্রকার কলমের মধ্যে ক্ষুদ্র-পুষ্প-বৃক্ষের নিমিত্ত প্রথম প্রকার কলমই প্রসিদ্ধ; তাহার নাম "খোঁচ কলম।" বৃহদ্‌ বৃক্ষের নিমিত্ত উহার ব্যবহার নাই। তদর্থে অপর তিন প্রকার কলম প্রচার আছে; তাহার প্রথমের নাম "গুল কলম," দ্বিতীয়ের নাম "যোড় কলম," এবং তৃতীয়ের নাম "চুজি কলম।"

গুল কলম প্রস্তুত করিবার প্রথা কোন মতে কঠিন নহে। তদর্থে একটা পাত্রে কতকটা মৎস্য পচাইয়া রাখিতে হয়। ঐ গলিত মৎস্যের সার এক অংশ ও উত্তম পাতাপচা সার ৩ অংশ এবং দোয়াঁস মাটি ৩ অংশ একত্র মিসাইলেই মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়। পরে বর্ষার প্রারম্ভে নেবু কি নিচু বৃক্ষের সতেজঃ ১ বা ১॥ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ডালে চারি অঙ্গুল পরিমাণ স্থান ছুরিকাদ্বারা এ প্রকারে চাঁচা কর্ত্তব্য যাহাতে সমস্ত ছাল তুলিয়া ফেলা হইবে অথচ কাষ্ঠে কোন আঘাত লাগিবে না। এই নিত্বক্‌ স্থানের চতুর্দ্দিগে পূর্ব্বোক্ত সার মৃত্তিকা লেপন করা আবশ্যক, এবং তদুপরি ঐ সার মৃত্তিকা এক মুষ্টি পরিমাণ স্থূল করিয়া দেওয়া বিধেয়। এই পিণ্ডের নাম "গুল" এবং তাহা-হইতে এই প্রক্রিয়ার নাম "গুল কলম" হইয়াছে। এই গুলের উপরি নারিকেলের কাতা কি শণ বা পাট দিয়া এ প্রকারে বন্ধন করা কর্ত্তব্য যাহাতে বর্ষার জলে ঐ মৃত্তিকা না ধৌত হইয়া যায়। দুই মাস কাল এই অবস্থায় থাকিলে শাখার নিত্বক্‌ স্থানহইতে প্রচুর শিকড় নির্গত হয়, এবং তাহা হইলে গুলের অধোভাগে শাখাটী কাটিয়া লইলেই কলম হইল। বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে গুল কলম সহজে হয় না। তৎসময়ে কলম করা আবশ্যক হইলে গুলের উপর একটা জলের ঝারা বসাইতে হয় তাহাহইতে জল সর্ব্বদা চ্যুত হইয়া বিন্দু বিন্দু পড়িলে বর্ষার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এবং কলমও অনায়াসে প্রস্তুত হয়। উক্ত প্রক্রিয়া নিচু নেবু প্রভৃতি বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত; কিন্তু কোন কোন আম্র বৃক্ষের পক্ষে ইহা উপকারী নহে। তদর্থে "যোড় কলম" প্রশস্ত; কারণ তাহাতে সর্ব্বদা অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে—প্রায় কখন নিষ্ফল হয় না। ঐ প্রক্রিয়ার নিমিত্ত প্রথম একটী আঁটির চারা বৃক্ষ আবশ্যক। ঐ একটা ক্ষুদ্র গামলায় পুতিয়া তাহার মূলহইতে অর্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে তিন অঙ্গুল পরিমাণ স্থানের এক পার্শ্বে ছুরি দিয়া অর্দ্ধাংশ চাঁচিয়া ফেলিবে। পরে যে বৃক্ষের কলম করিতে হইবে তাহার অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পদ পরিমিত একটী সতেজ অথচ এক বৎসরের প্রাচীন ডালের এক পার্শ্ব পূর্ব্ববৎ চাঁচিবে, এবং গামলার চারাটী নিকটে আনিয়া দুই কাটা স্থান একত্র মিলাইয়া সূক্ষ্ম রজ্জু দিয়া উভয়কে একত্র বান্ধিবে। বর্ষাকালে দুই মাস যাবৎ উভয় চাঁচা স্থান এই অবস্থায় বদ্ধ থাকিলে চারায়

গাত্রে ডালের যোড় লাগিয়া উভয়ে এক হইয়া যায়। তখন যোড়ের স্থানের নিম্নে ডালটি কাটিলে কলম স্বতন্ত্র হয়, এবং পরে যোড়ের ঠিক উপরের চারার শাখা কাটিয়া দিলে চারার মূল ও কাণ্ডে এবং বৃহৎ বৃক্ষের ডালে একটী স্বতন্ত্র বৃক্ষ হয়, এবং তাহার ধর্ম্ম এই যে, যে বৃক্ষের ডাল লওয়া যায় তাহারই সদৃশ হয়। আম্রের কলম এই নিয়মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার কলমের নাম "চুঙ্গী কলম।" উহা কেবল কুল ও অপর কএকটি সামান্য বৃক্ষের নিমিত্ত প্রশস্ত। ইহার প্রক্রিয়া অধিক নহে; পরন্তু ইহা সিদ্ধ করার নিমিত্ত বিশেষ চতুরতা ও কুশলতা আবশ্যক করে। এই কলমের নিমিত্তে একটি টোপা বা গোল কুলের আঁটির চারা লইয়া তাহার সকল শাখা পত্র কাটিতে হয়। পরে তাহার কাণ্ডের অগ্রভাগের এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানের ছাল চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। পরে কোন পাটনাই কুলের ডালহইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ছাল অঙ্গুরীয়ক বা চুঙ্গীর অবয়বে কাটিয়া বাহির করিয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত চারার অগ্রভাগে আরোপ করিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ও পাট দিয়া বান্ধিয়া দিলে এক মাস মধ্যে ঐ চুঙ্গী চারার গাত্রে বদ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহা হইলেই কলম প্রস্তুত হইল। পরে ঐ চুঙ্গীর গাত্রহইতে যে শাখা নির্গত হয় তাহাতে পাটনাই কুল জন্মিয়া থাকে। এই প্রক্রিয়া পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিজ্ঞাত ছিল না। কএক বৎসর হইল সুধীবর রাজা রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে তাঁহার উদ্যানে উহা প্রথম পরীক্ষিত হয়; এবং তদবধি উহা কলিকাতায় প্রচলিত হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক এবং দৈব বিদ্যা।

ভূমণ্ডলের প্রায় সকল স্থানেই মনুষ্যের এই রূপ বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্রবলে বা দৈবশক্তিদ্বারা স্বভাব-বিরুদ্ধ অনৈসর্গিক ব্যাপারসকল সম্পন্ন করিতে সক্ষম হওয়া যায়। বিশেষতঃ পুরাকালে মনুষ্যের মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাস দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়া ছিল। ভারতবর্ষ, পারস, চীন, মিসর, গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য প্রাচীন দেশসকল তাহার উদাহরণ স্থল। ঐ সকল দেশে নানাবিষয়িণী ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। দৈবজ্ঞেরা গণনা-পূর্ব্বক ভূত-ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিবার ক্ষমতা প্রকাশ করিত; ঐন্দ্রজালিকেরা মায়াজাল বিস্তারদ্বারা নানাবিধ বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শাইয়া দ্রষ্টৃবর্গকে আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় স্পন্দহীন করিতে চেষ্টা করিত; এবং মন্ত্র-সিদ্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রবলে ভূত, প্রেত, পিশাচ ও অন্যান্য দিব্য-যোনিদিগকে বশীভূত করিয়া স্বকীয় কার্য্য-সাধন জন্য নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারি বলিয়া প্রতারণা করিত। এই রূপে সাধারণ মনুষ্যগণের সাধ্যাতীত ব্যাপারসকল সম্পন্ন করিবার জন্য উক্ত দেশ সমূহে নানাবিধ গুপ্ত বিদ্যারও আলোচনা হইয়াছিল। আর কেবল যে ঐ সকল দেশে ঐন্দ্রজালিকের প্রকাশ ছিল এমত নহে; মানবগণের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাবধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে সকল দেশেই কোন না কোন প্রকার দৈব বা ভৌতিক বিদ্যায় লোকের বিশ্বাস ছিল, এবং অনেক দেশে অদ্যাবধি প্রবলরূপে বিশ্বাস আছে।

এতদ্দেশে ধারা নগরাধিপতি সুবিখ্যাত ভোজ রাজা ঐন্দ্রজালিকী-বিদ্যার প্রণেতা বলিয়া পরি-

গণিত হন। ঐ প্রবাদ সত্য নহে, পরন্তু তাঁহার সময়াবধি উক্ত বিদ্যার নাম "ভোজবিদ্যা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কথিত আছে তিনি মন্ত্রবলে মৃৎপিণ্ড-নির্ম্মিত পুত্তলিকাদিগকে প্রাণ-দান-পূর্ব্বক সৈন্যের ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে সজ্ঞানে যাত্রা করিতেন, এবং তাহাদের সাহায্যে জয়-লাভও করিয়াছিলেন। যোগী এবং উদাসীন-দিগের অসাধারণ-দৈবশক্তি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। বিখ্যাত পণ্ডিতগণদ্বারা প্রণীত হঠ যোগ নামক কএক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও তাহা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত তথাপি তাহাতে নানাবিধ শারীরিক প্রক্রিয়ার নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যেরা দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে।

দৈবজ্ঞেরা, করদর্শকেরা, এবং ডাইন, ভুত, প্রেত দৈত্য আদি বিষয়ক মন্ত্র-বেত্তারা যে কত প্রকারে নিজ২ বিদ্যা অনুশীলন করিয়া থাকে তাহা পাঠক মহাশয়েরা অনেকে অবগত আছেন। অসভ্য দেশে এই প্রকার মন্ত্রবেত্তাদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; পরন্তু বিদ্যার প্রভাবে সভ্যমণ্ডলী মধ্যে ইদানীং উল্লিখিত মন্ত্রসকল হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

পারস ও আরব দেশে যে পূর্ব্বকালে উক্ত বিদ্যাসকল অতীব প্রচলিত ছিল তদ্বিষয়েও সংশয়মাত্র নাই। আরব্য এবং পারস্য উপন্যাস পাঠে উহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে। যদিচ উক্ত উপন্যাস সকল অলীক গল্পে পরিপূর্ণ তথাপি উহাতে যে তাৎকালিক ব্যক্তিগণের রীতি নীতি এবং ভৌতিক বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার উপর বিশ্বাস উপলক্ষে বর্ণন আছে তাহা অবশ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীস ও রোম দেশের সুসভ্য ব্যক্তিরা বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত হইয়াও দৈববিদ্যার অদ্ভুত ক্রিয়াসকল অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। পিথাগোরাস্ এবং সক্রেতিস্ পণ্ডিতদ্বয়, যাঁহাদিগের অসাধারণ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবে গ্রীস দেশ সমুজ্জ্বলিত হইয়াছিল, যাঁহাদিগের অসামান্য বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানরাশি ও যশঃস্তম্ভ পৃথিবীমণ্ডলে এখন পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারাও ঐ অলীক বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিতে কোন মতে সঙ্কুচিত হন নাই। কথিত আছে পিথাগোরাস্ মায়াময় ভৌতিক বিদ্যার প্রভাবে বিবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে২ এক ধীবরকে মৎস্য-পরিপূর্ণ কূটযন্ত্র আনিতে দেখিয়া ধৃতমৎস্যের সংখ্যা নিরূপণ করিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি তাঁহার পোষিত ভল্লুকের কর্ণে কুহক-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে আমিষ ভক্ষণহইতে বিরত করিয়াছিলেন। তিনি আর মন্ত্রবলে উড্ডীন উৎক্রোশ পক্ষিকে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে স্থাপন করত পোষিত পক্ষির ন্যায় গাত্র-স্পর্শ করিতেন। কোন এক সময়ে এরিবিস্ নামক এক ব্যক্তি পিথাগোরাস্‌কে দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসা করিলে, পিথাগোরাস্ তাঁহার প্রশংসায় পরমাহ্লাদিত হইয়া তদ্বাক্য সপ্রমাণ করণজন্য স্বীয় জঙ্ঘা প্রদর্শন করেন, তাহা সুবর্ণময় দৃষ্ট হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সক্রেতিসের বিষয়ে কথিত আছে যে, তিনি সতত এক দৈত্য বা ভূতদ্বারা রক্ষিত ও সতর্কিত হইতেন। তদীয় শিষ্য প্লেটো বলেন যে ঐ দৈত্য সক্রেতিসকে কোন কর্ম্ম করিতে উত্তেজিত না করিয়া কেবল তাঁহার বা তদীয় বান্ধবগণের ভাবি বিপদ্ দূরীকরণ জন্য তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিত। ঐ আদেশ মৃদুমধুর স্বরে বায়ুসঞ্চালনের সহিত সক্রেতিসের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; উহা সন্নিকটস্থ অন্য কেহ শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না, কেবল সক্রেতিস্ মনে মনে জ্ঞাত হইতেন। অধিকন্তু তিনি হাঁচি বা ক্ষুৎপাত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। এই প্রথাটী যে বঙ্গদেশে এখন পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে তাহা পাঠকবর্গের গোচর করা বাহুল্য-মাত্র। সক্রেতিস্ যে দৈত্যের উপদেশ অবলম্বনদ্বারা ভাবি বিপদহইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত কএকটি দৃষ্টান্তে বর্ণিত আছে। একদা তিনি কতিপয় বন্ধুসমভিব্যাহারে বিবিধ-কথা-প্রসঙ্গে কোন রাজমার্গদিয়া গমন করিতে২ অকস্মাৎ পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং দৈত্যদ্বারা আদিষ্ট হইয়া উক্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক মার্গে গমন করিলেন। তিনি আশু বিপদ ঘটনের সম্ভাবনা

দর্শন করিয়া সমভিব্যাহারী বন্ধুগণকে ঐ রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেকেই তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল; কএক জন সেই অনুরোধ হেলন করিয়া সেই পথে চলিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের মঙ্গল হইল না। তাহারা বৃহদাকার বন্যবরাহদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছিল। অপর কোন সময়ে সক্রেতিস্ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন; ঐ সভাস্থ এক ব্যক্তি কোন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিতে মনস্থ করিয়া সভা-পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনোন্মুখী হইলে, সক্রেতিস এক বেতালদ্বারা ঐ ব্যক্তির মানস অবগত হইয়া তাঁহাকে গমন করিতে নিষেধ করিলেন। সক্রেতিসদ্বারা নিবারিত হইলেও সে অবশেষে তথাহইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক সঙ্কল্পিত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে। তৎপরে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সে দুঃখিত চিত্তে কহিল; “আমি সক্রেতিসের বাক্য অবহেলন না করিলে কখন এরূপ ভয়ানক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতাম না।”

ইউরোপ খণ্ডের পূর্ব্বতন অসভ্য দেশসকল বিজ্ঞান বিদ্যাসহকারে অধুনা সুসভ্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্ আধুনিক সর্ব্বাগ্র বলিয়া পরিগণিত। দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে এমৎ সুসভ্য দেশে ডাইন ও ভৌতিক বিদ্যা প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স্ দেশে জুয়ান অফ্ আর্ক নাম্নী কামিনীর অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সন্দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। তদ্বিশেষ এই;—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স্ সাম্রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজ্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরাজেরা অর্লিয়ঁ নামক দুর্গ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে জুয়ান অফ্ আর্ক ফরাসি রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া স্বীয় শুভ প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করিলেন; এবং কহিলেন যে তিনি দৈবাদেশে ইংরাজদিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য তদীয় নিকটে প্রেরিত হইয়াছেন। রাজপুত্র তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তৎসমভিব্যাহারে কিঞ্চিৎ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জুয়ান অফ্ আর্ক ঐ সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া অর্লিয়ঁ দুর্গে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি ফরাসী সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া এবং স্বীয় কৌশলে অক্লেশে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিলেন। ঐ বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকনে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল, এবং তাঁহার কীর্ত্তি দৈববলে নিষ্পন্ন হইয়াছে এই প্রবাদ সকলেই বিশ্বাস করিল। তিনি ফ্রান্স দেশীয় সপ্তম চারল্সকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রায় সমুদায় প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তহইতে মুক্ত করিয়া দেন। ইংরাজেরা ঐ রমণীর অলৌকিক বুদ্ধিচাতুর্য্য ও দৈবশক্তি মায়াদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং তাহার বিনাশ ব্যতীত ইংরাজদিগের জয় অসম্ভব বিবেচনায় তাহার সংহার করিতে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা জুয়ানকে ধরিল, এবং সে ডাইন এই অপবাদ দিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে কালক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করিল; পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এক বৎসর বিলম্বে তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল।

ইংলণ্ডদেশে দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে ডাইন ঐন্দ্রজালিকী এবং ভৌতিক বিদ্যার সত্যতাবিষয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিখ্যাত প্রথম জেমসের রাজ্যশাসন কালে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভাহইতে এতদর্থে এক আইন প্রচলিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল যে “যে ব্যক্তি কোন বেতালদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কোন রূপ মন্দ অশুভ সম্পাদন করিবে,

যে ব্যক্তি মায়া ও ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যকে মোহিত করিবে, এবং তদ্দ্বারা বিবিধ অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, এবং যে ব্যক্তি মন্ত্রবলে অন্যকে জাদু করিবে তাহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডবিধান করা হইবে।” এবং এই নিয়মানুসারে প্রতিবৎসর শত ২ ব্যক্তিকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। অধিকন্তু ঐ সময় বিশ্বাস ছিল যে ডাইনের শিরঃ ছেদ করিলে বা ফাঁসি দিলে সে মন্ত্রবলে পুনঃ সজীব হইতে পারিত; এই বোধে তৎকালের প্রাড্‌বিবাকেরা ডাইনকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ করিতেন; এই প্রযুক্ত ডাইন-অপবাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত। বিশেষতঃ কুরূপা বৃদ্ধা শীর্ণা দুঃখিনী নিঃসহায়া স্ত্রীকে দেখিলেই তাহাকে লোকে ডাইনী বলিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিত। এই প্রকারে অনেক স্ত্রী বিলাতে ভস্মীভূতা হইয়াছে। অপর বিলাতে বিশ্বাস ছিল যে হস্ত ও পদদ্বয় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া ডাইনদিগকে জলে ফেলিয়া দিলে তাহারা মন্ত্রবলে জলের উপর ভাসে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে যাহাকে ডাইন বা ডাইনী বলিয়া সন্দেহ করিত তাহাকে উক্তরূপে বদ্ধ করিয়া জলাশয়ে নিঃক্ষেপ করিত। তাহাতে ঐ অভাগা জলে নিমগ্ন হইয়াই প্রাণত্যাগ করিত, দৈব না নিমগ্ন হইলে লোকে তাহাকে ভাসিয়াছে দেখিয়া ডাইন বিশ্বাসে অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিত। ফলে যে দুর্ভগার এক বার ডাইন অপবাদ হইত, তাহাকে হয় জলে ডুবিয়া বা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত। জ্ঞানালোকের প্রভাবে এই দূষণীয় প্রকরণ বিলাতহইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

চা।

মণ্ডলমধ্যে প্রায় সকল সুসভ্য লোকেরা স্ব২ উপভোগার্থ নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ সকল পানীয়মধ্যে চীনদেশীয় চা প্রধান উপভোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। চা অতি প্রাচীন কালাবধি ঐ সুপ্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। চীনের টৌয়ং বংশীয় রাজাদিগের ইতিবৃত্তে কথিত আছে, যে তৎকালে উক্ত রাজগণকর্তৃক চার উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অপিচ আরব দেশস্থ এক বণিকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধাষ্টম শতাব্দীতে চীন দেশে ‘সা’ নামক এক তরুর পত্র সিদ্ধকৃত এক প্রকার পানীয় দ্রব্য বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। ইহাতেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত ‘সা’ তরু প্রসিদ্ধ ‘চা’ তরু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; যে হেতুক আরব্য বর্ণমালার দৈন্য-প্রযুক্ত চ অক্ষরের পরিবর্ত্তে স ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আশিয়া খণ্ডের প্রায় সমস্ত দেশীয়েরা প্রস্তাবিত বৃক্ষ ও তাহার পত্রকে “চা” নামপ্রদান করিয়া থাকেন; কেবল চীনদেশান্তর্গত ফকিম্ প্রদেশস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উহা ‘টী’ নামে পরিজ্ঞাত হয়। রুসিয়ার অধিবাসী এবং পর্ত্তুগিস ব্যতিরেকে প্রায় ইউরোপায় সকল জাতিদিগের মধ্যে ঐ টী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে উক্ত পত্র এবং তাহার সহিত উহার “টী” নাম ফকিম-প্রদেশ-হইতেই প্রথমে ইউরোপে নীত হইয়াছিল।

চাতরু পর্ব্বত এবং সমতল উভয় স্থলে উৎপন্ন

হইয়া থাকে; কিন্তু পর্ব্বত-প্রদেশে উৎকৃষ্ট চা জন্মে। পরন্তু নদীর তটবর্ত্তী ক্ষেত্র চা উদ্যানের উত্তম স্থান। হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বহইতে চীন দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকল স্থানে চাতরু অনায়াসে জন্মিতে পারে। বিষমোত্তপ্ত গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং চিরনীহারাবৃত হিম-প্রদেশে উহা উৎপন্ন হইতে পারে না; কেবল সম-মণ্ডল মধ্যে যে সকল দেশে বায়ব্য উষ্ণতার বার্ষিক গড় ১০০ এক শত তাপাংশের অধিক নহে, এবং যথায় বর্ষাকালে যথেষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া থাকে, তথায় চাতরু উত্তম রূপে জন্মে। অধুনা উদ্ভিদ্বেত্তা পণ্ডিতদিগদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে চাতরু চীনদেশে ২৩° উত্তর অক্ষাংশহইতে ৩৩° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সুচারু রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের আসাম ও কাচার প্রদেশে ২৩° অবধি ২৮° এবং ২৩° অবধি ২৫° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত স্থান চারৃক্ষের জন্ম ভুমি। চাতরু তিন বা চারি হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে, এবং তাহা যত খর্ব্ব ও ঝোপের ন্যায় হয় ততই অধিক চাপত্র উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। ইহার পুষ্প কাষ্ঠগোলাপ সদৃশ, এবং কুলপত্রের ন্যায় ইহার পাতা জন্মিয়া থাকে।

চৈনিকদিগের মধ্যে কি ধনী, কি নির্ধনী, কি ভদ্রলোক, কি নিকৃষ্ট ব্যক্তি, সকলেই চা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইউরোপীয় সুখাভিলাষীরা মদ্যপানকে যে রূপ সুখাবহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, চৈনিকেরা তদ্রূপ চা-প্রস্তুত পানীয় দ্রব্যকে সুস্বাদু ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় বলিয়া পরিগণিত করে। ঐ পানীয় প্রস্তুত করা চৈনীয় স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। শত শত কবিবৃন্দ উক্ত বিশুদ্ধ পানীয়ের গুণ বিস্তীর্ণ রূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। চীন-দেশবাসীরা চা পান করিতে এতাদৃশ আসক্ত যে ভ্রমণকারীরা চা পানের পাত্র স্ব স্ব বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া থাকে। অপর তথায় প্রায় সকল পথ পার্শ্বে উক্ত পানীয় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কৃষিজীবী চৈনিকেরা চা-উৎপাদন বিষয়ে সমধিক নিপুণ। তাহাদিগের উক্ত বিষয়ক প্রণালী অতিশয় সুকঠিন নহে। তাহারা ফাল্গুন মাসে চার বীজ বপন করে, এবং কিয়দ্দিনান্তরে ইহা অঙ্কুরিত হইলে চারাসকল অপর ক্ষেত্রে বিরলভাবে রোপণ করে। তদনন্তর বিশেষ প্রযত্নে বারিসেচন এবং সর্ব্বদা ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়; তদভাবে চারৃক্ষসকল উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয় না; যে হেতুক অনিষ্টকারী কীটসকল সতত চাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে, এবং তাহাদিগের বিনাশ করা চা চাষীদিগের এক প্রধান কার্য্য। সেই কার্য্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হয়। এই রূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তিন বৎসর মধ্যে চারৃক্ষ দ্বিহস্ত উর্দ্ধে পরিণত হইলে, চৈনিকেরা পরিষ্কার বেশে চৈত্র মাসে উহার পত্র সংগ্রহ করিতে প্রথমে আরম্ভ করে। প্রথম সঞ্চিত কোমল পত্রসকলদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং উহা রাজোপভোগের নিমিত্তই প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আহরণোপযুক্ত সমস্ত পত্র সংগৃহীত হয়। এই রূপে এক বৃক্ষ ৬-৭ বৎসর পর্য্যন্ত পত্র প্রদান করে; পরে নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক ও পত্রহীন হইলে চৈনিকেরা তাহা ছেদন করিয়া ফেলে।

চৈনিকেরা প্রথমতঃ চারৃক্ষহইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া উদ্যাননিকটস্থ একটী বাটীতে আনয়ন করে। তথায় সুনিপুণ শিল্পীসকল ভিন্ন ২ পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত হইয়া চা পত্র শুষ্ক করণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ প্রক্রিয়া কোন মতে যৎসামান্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না; যে হেতু চার উৎকর্ষতা, প্রস্তুত করিবার প্রণালীর উপরেই অধিকাংশ নির্ভর করে।

সংগৃহীত চাপত্রসকল প্রথমতঃ তাম্র কিংবা লৌহ কটাহে বিন্যস্ত হইয়া ঈষৎ উত্তপ্ত করা হয়। কিয়ৎ-কাল পরে তাহা এক বিস্তীর্ণ স্থানে প্রসারিত করিয়া রাখা হয়। তদবস্থায় পত্র গুলি কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, কয়েক জন লঘুহস্ত শিল্পী চঞ্চলতার সহিত তিন চারি বার হস্তে পাকাইয়া চাপত্রের সঙ্কুচিত অবস্থা নিষ্পন্ন করে। তাহা হইলে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল চাপত্র সমুচিত কোমল নহে, তাহা প্রথমে উষ্ণজলের বাষ্পে উত্তপ্ত করা হয়, তৎপরে উপরে উক্ত প্রকরণে শুষ্ক হইলে সামান্য চা প্রস্তুত হয়।

চা দুই প্রকার হইয়া থাকে, এক কৃষ্ণ, দ্বিতীয় হরিদ্বর্ণ। অনেকেই জিজ্ঞাসু হইতে পারেন যে উক্ত দ্বিবিধবর্ণের পত্র একবৃক্ষজাত কি ভিন্ন ২ বৃক্ষহইতে উৎপন্ন হয়। এস্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে যদিও সুবিখ্যাত উদ্ভিজ্জ বিদ্যা-বিশারদ মহাশয়দিগের অনুসন্ধানে ব্যক্ত হইয়াছে যে দুই বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকার চা উৎপন্ন হইতে পারে; তথাপি প্রস্তুত করণের প্রণালীভেদে এক প্রকার বৃক্ষের পত্রহইতেই উভয় বর্ণ চা হইয়া থাকে। পত্রের কোমলতা ও কাঠিন্য-প্রভেদে বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ চার অপেক্ষা হরিদ্বর্ণ চা উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান, যে হেতুক হরিদ্বর্ণ চা অতীব সুস্বাদু ও সুগন্ধ। ইহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতিশয় দুরূহ বলিয়া কিংবা ভূমি-বিশেষে চা-উৎপাদন বিশেষেই হউক এতদ্দেশে হরিদ্বর্ণের চা অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অধুনা ইংরাজদিগের উৎসাহে ও প্রযত্নে ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থানে চা উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে আসাম, কাচার, দার্জিলিং, কুমাউন এবং অন্যান্য প্রদেশে বহুল চা-ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। তথায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা প্রায় কোন অংশে চীন দেশীয় চা অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। আসাম প্রদেশে তিন বিঘা পরিমাণ ভূমিতে প্রায় ৭ মোন চা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এতদ্দেশে চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী চীন দেশের প্রণালীর অনুকরণ মাত্র, তথাপি ইংরাজদিগের বুদ্ধিবলে এবং শিল্প-নৈপুণ্যের প্রভাবে এতদ্দেশে চীনদেশের অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে পর্ব্বতনিকটস্থ সমতল-ক্ষেত্র চা-উদ্যানের উত্তম স্থান; যে হেতুক তথায় ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীসকল প্রবাহিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বিশেষ রূপে সংবর্দ্ধন এবং মেঘমালা নিকটস্থ পর্ব্বতে আহত হইয়া সতত সুবৃষ্টি বর্ষণদ্বারা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। অধিকন্তু ঐ ক্ষেত্রসকল অত্যুচ্চ হিমগিরির অন্তরালে থাকায় বায়ুকোণাগত শিলাবৃষ্টি ও ঝটিকা আসিয়া তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রায় দ্বি শত বর্ষ পূর্ব্বে চা ইউরোপীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় ওলন্দাজ বণিগ্দ্বারা ভারতবর্ষহইতে উহা প্রথমে বিলাতে নীত হইয়াছিল, এবং ঐ সময়ে ইংলণ্ডে প্রথম ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি এক ছটাক পরিমাণ চা ইংলণ্ডীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চার্ল্‌সকে উপঢৌকন প্রদান করেন। উহা তৎসময়ে এক বহুমূল্য দ্রব্য বলিয়া সাধারণের বিদিত ছিল; বস্তুতঃ এক সের পরিমাণ চা ৪২ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত।

টঙ্ক।

টঙ্ক রাজপুতানার অন্তর্গত একটী সামান্য নগর; তাহা দিল্লীহইতে এক শত নয় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বুনার নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৮০৩ অব্দে ইহা পাঠানবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ দস্যু আমীর খাঁর অধিকৃত হয়। তদবধি উহা একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং উহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রদেশ সকল ঐ রাজ্যের আধার হইয়াছে। এই নগরহইতে ঐ ক্ষুদ্র নদী পার হইবার নিমিত্ত নৌকাদি অন্য কোন জলযানের আবশ্যক রাখে না; কারণ এখানে সার্দ্ধেক হস্ত অপেক্ষা অধিক জল থাকে না, সুতরাং অনায়াসে পদব্রজে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই নগরের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর এবং পরিখাদ্বারা দুর্গরূপে বেষ্টিত আছে। ঐ দুর্গের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে আমীর খাঁর বাসভবন। ইনি রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত সম্বল নামক গ্রামে অতি সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অপর লোকের মনোবৃত্তি যে দিগে ধাবমান হয়, বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুসারিণী হইয়া উঠে। বাল্যাবধি তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি বলবতী হওয়াতে তিনি এক জন বিলক্ষণ প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও ঘোতর দস্যু হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁর হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। নরকলেবরে বিন্দুমাত্র শোণিত দর্শন করিলে শরীর চমকিত হয়, কিন্তু তিনি স্বহস্তে শত শত নরহত্যা করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না।

যাহা হউক তিনি ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভুপাল রাজ্যের রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অব্যবহিত পরেই [illegible]গড় নামক স্থানের এক দস্যুদলে মিলিত হন। দস্যুবৃত্তি ঐ দুরাত্মাদিগের সিদ্ধবিদ্যা ও জীবিকাস্বরূপ ছিল। কিয়ৎকাল এই রূপ দস্যুবৃত্তি করিবার পর আমীর খাঁ ইন্দোরের অধীশ্বর যশোবন্ত হুলকরের নিকট বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অনুগৃহীত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর হুলকর জয়পুরের রাজার নিকট হইতে ঐ টঙ্ক নগর ও তদধিকৃত প্রদেশ সমুদায় বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আমীর খাঁকে অর্পণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে সিরোঞ্জ নগর আমীর খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। সম্প্রতি টঙ্ক নগর তাঁহার অধিকৃত হওয়াতে তিনি ঐ স্থানে স্বীয় বাসভবন ও অন্যান্য রমণীয় হর্ম্ম্যসকল নির্ম্মাণ করাইয়া নগরের বিলক্ষণ সুশ্রীকতা সম্পাদন করিলেন। পরিশেষে তিনি ঐ নগরদ্বয়ের সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মালবের অন্তর্গত পারোয়া ও ছাপরা এবং মিবারের অন্তর্গত নিমরা ও অন্যান্য কএকটী পরগণা আত্মসাৎ করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ আমীর খাঁর প্রতাপ মালবের কুত্রাপি অবিদিত ছিল না; তাহাতে সকলেই কম্পান্বিত কলেবর হইয়া উঠিয়াছিল।

সে যাহা হউক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট যখন মালবের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন আমীর খাঁ তাঁহার নিকট আত্মরক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ক প্রস্তাব করিলে, গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সমুদায় বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক পরিশেষে তাঁহার রক্ষার্থ সম্মত হইয়া এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন যে “ আমরা তোমার সমুদায় সম্পত্তির প্রতিভূ হইতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমাকে এই পর্য্যন্ত দস্যুবৃত্তি ও সমুদায় সৈন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন তোমার যে সকল কামান আছে তাহার ৪০ টী বাদে অবশিষ্ট সমুদায় উপযুক্ত মূল্য লইয়া আমাদিগকে সমর্পণ করিতে হইবে। কেবল তুমি আত্মরক্ষার্থ

একদল সৈন্য রাখিতে পারিবে। তাহাও আমাদিগের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে।” আমীর খাঁ তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, তিনি পূর্ব্বাবধি হুলকরের এই রূপ অসৎ-উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে তাঁহার যাহা ক্ষতি হইবে ন্যায়ানুসারে সে ক্ষতি পূরণ করা হুলকরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমীর খাঁর সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল, ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমুদায় সম্পত্তির প্রতিভূ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আমীর খাঁকে রামপুর প্রদেশ ও তত্রস্থ দুর্গ নিষ্করৰূপে উপহার এবং ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমীর খাঁর যে ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ হইয়াছিল তাহাও পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্রের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপভোগের নিমিত্ত পল্লাল-প্রদেশও প্রদত্ত হইয়াছিল।

ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসংস্থাপনের সপ্তদশ বর্ষ পরে ১৮৩৪ অব্দে আমীর খাঁ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র উজীর মুহম্মদ তৎপদে অধিরূঢ় হইয়া টঙ্ক রাজ্য শাসন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর পিতা পল্লাল নামক যে প্রদেশ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকটহইতে লাভ করিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বৃত্তিস্বরূপ ইহাঁকে প্রতিমাসে ১২,৫০০ টাকা প্রদান করিতেছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি এক জন যথার্থ মিত্রের মত কার্য্য করিয়াছিলেন।

ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁকে কর প্রদান করিতে হয় না। ইহাঁর সম্মানার্থ সপ্তদশ তোপধ্বনি হইয়া থাকে; এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারির অভাবে মুসলমান ধর্ম্মানুসারে উত্তরাধিকারী লাভ করিবার অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। ইহাঁর রাজ্যের পরিমাণ ৯৩২ বর্গক্রোশ; এবং তাহার অধিবাসীর সঙ্খ্যা ১,৮২,৩৭২। এই রাজ্যে সাত লক্ষ অশীতি সহস্র মুদ্রা কর সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে রামপুর ও টঙ্কহইতে ২,০০,০০০, ছাপরাহইতে ১,০০,০০০, পারোয়াহইতে ১,০০,০০০, অলীগড়হইতে ৪০,০০০, সিরোঞ্জহইতে ২,০০,০০০, এবং নিম্রাহইতে ১,৪০০,০০ টাকা উৎপন্ন হয়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

“গদর্পণঃ।” জেমোকাঁদির বিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি এই গ্রন্থ খানি সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে পাণিনীয় ধাতুপাঠে পঠিত ধাতু সমস্তের রূপ সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ব্যাঘ্রডাঙ্গার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। যবনাধিকার হওনাবধি ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা দিন দিন শ্রীভ্রষ্টা হইতেছিল; উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তদ্ভাষায় রচিত হইবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বপণ্ডিতগণরচিত জ্ঞানগর্ভ ও বহুমানাস্পদ গ্রন্থসকল লোপ পাইতেছিল। এক্ষণে ইংরাজ, ফরাসিস্, জর্ম্মন প্রভৃতি ইউরোপীয় মনুষ্যদিগদ্বারা সংস্কৃতভাষা সমাদৃত হওয়াতে তাহার পুনরভ্যুদয় হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার বিষয়সমস্তের মধ্যে সংস্কৃতভাষা নিরূপণ করিয়া রাজপুরুষগণ তদ্ভাষার সম্যগ্ আলোচনার

সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সময়ে দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যত্নবান হইলে এতদ্দেশের গরিমার আস্পদ সংস্কৃত ভাষা বিহিত সমাদৃত হইতে পারে। তদর্থে লোকে সংস্কৃত ভাষা যাহাতে অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাই প্রথমতঃ আবশ্যক হইয়াছে; কিন্তু সে চেষ্টা বর্ত্তমানের গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় কেহই করেন না। "ধাতুপাঠ," "ধাতুপ্রদীপ," "ধাতুবিবেক" প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতুবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন খানিই সংস্কৃত পাঠকের বিশেষ উপকারী নহে; তাহা বাঙ্গালা-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে উপকারী। কোন বিশেষ গ্রন্থের শব্দার্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকটিত হইলে তাহার উপকারিতা যে রূপ অপ্রশস্ত বলিতে হয়, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসকলের উপকারিতাও প্রায় সেই রূপ। গণদর্পণকার স্বীয় বিজ্ঞাপনে যে কহিয়াছেন "—তন্মার্গকণ্টকীভূত ধাতুকাঠিন্যাপনয়নায় প্রয়াসো-মাভূন্নিষ্ফল—" ইহা যথার্থ। সংস্কৃতভাষাপথে ধাতুকাঠিন্য বিষম কণ্টক-স্বরূপ, এবং তদপনয়নজন্য গ্রন্থকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থখানি বিশেষ উপকারী হইয়াছে; তদ্দ্বারা কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলেই সময়ে সময়ে পরমোপকৃত হইবে। রচনাকালে নব্যেরা এক একটি পদ এরূপ-বিস্মৃত হন যে তাহা কোনক্রমেই আর স্মৃতিপথে আইসে না, সুতরাং রচনার ব্যাঘাত জন্মে; কিন্তু এই গ্রন্থ একখানি নিকটে থাকিলে সেরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; যেহেতু রচয়িতা যেরূপ নিয়মে ধাতুর রূপসকল বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা অতীব সরল ও সুন্দর, এবং তাহার সাহায্যে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সংস্কৃত ধাতুবিষয়ে বেষ্টরগার্ড সাহেব লাটিন ভাষায় যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট, এবং ইহা আক্ষেপের বিষয় যে অদ্যাপি এতদ্দেশীয় কোন পণ্ডিত তাদৃশ কোন গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে পারেন নাই, তথা বর্ত্তমান গ্রন্থ দৃষ্টে সে আক্ষেপ তীরোভূত হয় না; পরন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার উন্নতি বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্যকর, এজন্য আমরা তাহার রচয়িতার অভিবাদন করিতেছি॥

২। "তত্ত্ববিদ্যা। দ্বিতীয় খণ্ড।" পূর্ব্বে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম-খণ্ড-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম; এক্ষণে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অল্পমাত্র বক্তব্য আছে। বাঙ্গলা ভাষায় দর্শন শাস্ত্র অত্যল্প প্রকাশিত আছে, এজন্য বর্ত্তমানে তদ্ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি রচনা করিতে হইলে রচয়িতার গ্রন্থের পূর্ব্বে পারিভাষিক শব্দগুলি উত্তম ও সরলরূপে ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থ রচনাকালে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই যে ঐ রচনা-পাঠ করিবেন, আমাদিগের এরূপ বিবেচনা করা অনুচিত; কারণ যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারা তদ্ভাষায় প্রাপ্য মূলগ্রন্থ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী অনুবাদ পাঠ করিবেন না, এবং যাঁহারা কেবল বাঙ্গালী ভাষায় পটু তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যতিব্যস্ত হইলে সুদৃঢ় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ যত্ন করিবেন না; অতএব দর্শন গ্রন্থের উপকারিতা সুপ্রশস্ত করণার্থ বাঙ্গালী পরিভাষার প্রতি গ্রন্থকারদিগের সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য। অপর ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে যত্নবান হইবার পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রবিরল বাঙ্গলা-ভাষার পাঠকগণের ভ্রমতিমির তিরোহিত করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ সস্নেহ মস্তকে তৈলদানাপেক্ষা নিস্নেহরুক্ষমস্তকে তৈলদান

সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়। "তত্ত্ববিদ্যা" গ্রন্থের রচনা ইংরাজী ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গলা পাঠকগণের পক্ষে দুরূহ হইয়াছে, কারণ কেবল বাঙ্গলা জানিলে ইহার অধিকাংশ বুঝা যায় না। রচয়িতা কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী অর্থ দিয়াছেন বটে,কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙ্গলা পাঠকের কোন উপকার হয় নাই। আমাদিগের এই সমালোচন দর্শনে লেখক ক্ষুব্ধ হইবেন না। আমরা তাঁহার যথার্থ গুণানুরাগী; এবং যাহাতে তাঁহার গুণগরিমা বর্দ্ধিত হয় এই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সেই অভিপ্রায়ে ইচ্ছা করি, তিনি তত্ত্ববিদ্যার পর পর খণ্ডে পারিভাষিক শব্দ সমস্তের সরলরূপে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃত গ্রন্থ যথার্থ উপকারী হইবে। পরন্তু তাঁহার কৃত গ্রন্থ যে সুবিজ্ঞসমাজে প্রশংসাস্পদ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক কএকটী প্রবন্ধ সন্ন্যস্ত করা হইয়াছে। ভবানীপুরস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বক্তৃতারূপ "উপদেশ" বিশেষ আদরণীয়। যদিচ আমরা এতৎপত্রে ধর্ম্মবিষয়ের বিবরণে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত নহি, তথাপি এ প্রকার উপদেশগর্ভ বক্তৃতার মহোপকারিতা অবশ্য স্বীকার করি। সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যে মনুষ্যের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য ইহাই যে বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা, তাহা সদসৎবিবেচনা করিলেই স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায়; এবং সেই সমাজবদ্ধ হওনের বাধাস্বরূপ যে কলহ, তাহা নষ্ট করিতে সুস্বভাবের অত্যন্ত আবশ্যক। সচ্চরিত্র-সংস্থাপনবিষয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিই কৃতী। ধর্ম্মবুদ্ধি না থাকিলে লোক কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা করে না, সুতরাং সচ্চরিত্র সংস্থাপন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এবং সচ্চরিত্রাভাবে সমাজ ভগ্ন হয়। এই হেতুতে যে সকল উপদেশে ধর্ম্মবুদ্ধির উন্নতি করে তৎসমুদয় মনুষ্যমণ্ডলীর যথার্থ উপকারী।

৩। "এরাঁই আবার বড় লোক! প্রহসন।" এই গ্রন্থ খানি সমীচীন হয় নাই। গ্রন্থকার রহস্য ব্যঞ্জক বাক্যগ্রন্থনে পটু নহেন, এবং তাঁহার পরিহাস চিম্‌টী কাটিয়া হাস্য করাণর ন্যায় বোধ হয়। অপর তিনি নাটকরচনার নিয়মসকল উত্তমরূপে জ্ঞাত নহেন, এবং সেই জ্ঞানাভাবে অনেক স্থলে প্রহসন খানির ব্যাঘাত হইয়াছে। ইহার নাম পর্য্যন্তও বিহিত হয় নাই। প্রহসনের প্রধান উদ্দেশ্য হাস্যোদ্দীপন, এবং তদর্থে রসব্যঞ্জক বর্ণনার সাহায্যে ক্রমশঃ হাস্যরসের সম্পূর্ণতা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তদন্যথায় গ্রন্থকার এক দুঃখজনক স্ত্রীহত্যাদ্বারা আপন রচনা সমাধা করিয়া তাহার নাম "প্রহসন" রাখিয়াছেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্য কুরীতির নিন্দা, তদর্থে রাজাবাবু নামক এক পল্লীগ্রামের বড়মানুষের বর্ণন করিয়াছেন। সে ব্যক্তি জনসমাজে দেশহিতৈষীর ভাণ করিয়া গোপনে অত্যন্ত কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিত। লোক-সংমোহনার্থে সে দাতব্য বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সৎকার্য্য করিত, সকল চাঁদায় প্রচুর অর্থ প্রদান করিত, যে কোন প্রকারে সংবাদ পত্রে স্বীয় নাম সন্নিবেশিত হয় তাহার উপায়ানুসন্ধানে বিব্রত থাকিত; কিন্তু গোপনে জঘন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত। ইহার সহযোগী জয়কুমার নামা এক ডাক্তার বাবু ছিলেন। তিনি রাজাবাবুর অপেক্ষা পাপসোপানের এক গ্রাম ঊর্দ্ধে চড়িতেন। এই দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের অনেক গুলি কুপ্রথা ও কুমতের তিরস্কার করিয়া গ্রন্থকার রাজাবাবু ও তাহার স্ত্রী নির্ম্মলার সাক্ষাত করান। নির্ম্মলা অতি সচ্চরিত্রা, পতিব্রতা স্ত্রী; সে দুষ্টস্বামীর নিকট আপন অকপট প্রেম ও দুঃখ নিবেদন

করাতে ঐ ষণ্ডামার্ক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকে এক বোতল আঘাত করে; তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তাহার স্বামীর ভগিনী শ্যামা-লতার নিকট সে আপন আর্ত্তনাদে কহে—

"নির্ম্মলা। (চেতনানন্তর মৃদুস্বরে) দিদি, তুমি কি মনে করেছ আমি আর বাঁচ্‌বো! এ জন্মদুঃখিনী আজ তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হলো! আর কেঁদো না—আমার কপালে এই ছিল। যার হাতে আমি জীবন সমর্পণ করেছিলাম, বি-ধাতা তারই হাতে আমার মৃত্যু লিখেছিলেন! এখন এক বার দুঃখিনীর বাছাকে এনে দাও! আমি এক বার সে মুখ দেখে প্রাণত্যাগ করি! দিদি, আমি তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি, তা, তুমি সে সকল ক্ষমা কর, সে সকল ভুলে যাও। আমার দুঃখিনী মা আমাকে বড়-মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কত সুখেই ভাস্‌ছিলেন। তা, মা, তোমার দোষ কি, আমারই কপালে সুখ নাই! আমি তোমার অতি অপরাধিনী মেয়ে, তাই মরণকালে এক বার তোমার চরণ দেখ্‌তে পেলেম না। দিদি, ঠাক্‌রুণকে আমার প্রণাম জা-নিও, তিনি যেন এ অভাগিনী বৌকে এক এক বার মনে করেন। কই, দিদি, আমার সোণার শশী কই? ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! দি দি—(মৃত্যু)।"

এই বর্ণনা নিন্দনীয় নহে বলিয়া সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন; এবং আমরা ইহার প্রশংসা করি। পরন্তু আমাদিগকে ইহাও কহিতে হইবে যে, যে নাটক এই প্রকার শোকাবহ নয়ন-সলিল-নিঃসারক ব্যাপারে শেষ হয় তাহা কদাপি "প্রহসন" পদের বাচ্য নহে।

ডাক্তার বাবুর বিবরণ মন্দ নহে; এবং পল্লীগ্রামে অনভিজ্ঞ ডাক্তারের দোষে যে কি অনিষ্ট হয় তাহার আভাসে ক্ষমানাম্নী এক দুঃখিনী যাহা কহিয়াছে তাহা ভাবশুদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে, তদ্যথা,

"ক্ষমা। (স্বগত) অতি বড় শত্তুর যে সেও যেন ডাক্তারের ওষুধ না খায়। ইস্‌পিন্‌জুরির ফিক্‌চর আর কালকূট বিষ এ দুইই সমান। যাদের খেটে খেতে হয় তারা যেন সর্ব্বনেশে শিশির কাছে না যায়। বড়মানুষদের বড়বড় পেট, তাদের পেটে পিলে যকৃতের অনেক ঠাঁই, দুঃখিপ্রাণীদের তেমন পেট কই, যে কুইনেন্‌ খেয়ে পিলে পুষ্‌বে! কি ছিলেম, আর কি হয়েচি! তখন জ্বর জ্বালা হতো—বদ্দীর বড়ী খেয়ে ভাল হতেম, আর পাঁচ দিনেই গীতোর জলে উঠ্‌তো; এ যে, একেবারে গতোরের মাথা খেয়ে বসেচি! দুমাস ভাত খাচ্চি, তবু এখনো পা গুলো যেন ফোঁপ্‌রা হয়ে রয়েচে, মুখ হতে ফোয়ারার মত জল উঠ্‌চে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে ছাই এ বালাই ছিল না, রাজাবাবু শহুরে গোছের বড়মানুষ হয়ে দেশের কি ভালই কচ্চেন, এ হাতুড়ে ডাক্তারকে কেন আন্‌লেন মা! দুঃখী লোক, কি করি, একে দেশে মন্বন্তর, তাতে মারীভয়, রাজাবাবুর মাইনে-করা ডাক্তা-রের কাছে মিনি কড়িতে রোগ ভাল হবে বল্যেই তো এই ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়িচি। ওঃ! এ যম-দূতেরা দগ্ধে দগ্ধে মারে।"——

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৫ খণ্ড

ডুঙ্গরপুর।
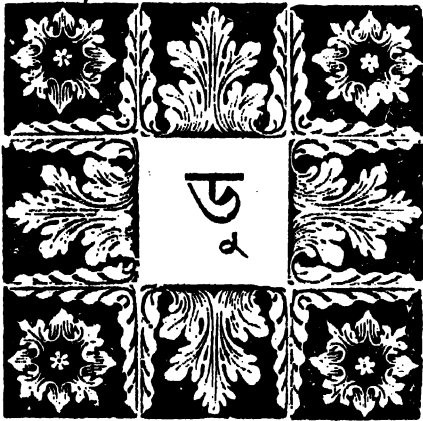
ঙ্গরপুর রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামান্য প্রদেশ। এখানকার রাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণরজেনেরলের আজ্ঞাধীন। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বে উদয়পুর, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বাঁসওয়ারা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গুজরাটের অন্তর্গত মহীকোটা প্রদেশ। এই রাজ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় বিংশতি ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ পঞ্চদশ ক্রোশের ন্যূন নহে। সমুদায়ে ইহার পরিমাণফল প্রায় পঞ্চ শত বর্গক্রোশ। ইহাতে অন্যূন এক লক্ষ লোকের বাস।

এখানকার নরপতিগণ সকলেই উদয়পুরের রাজবংশ সম্ভূত। এককালে এখানকার ভূতপূর্ব্ব নরপতিগণ স্বাধীনাবস্থায় অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালসহকারে মোগল রাজ্যের অবনতির সময়হইতে রাজপুতনার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এই প্রদেশকেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন হইয়া দুর্ব্বহ করভার বহন করিতে হইয়াছে। অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পর এখানহইতে ৩৫,০০০ সহস্র টাকা কর সঙ্গৃহীত হইয়া সিন্ধিয়া, হুলকর ও ধারা এই তিন স্থানে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত। পরিশেষে কেবল ধারা প্রদেশেরই ইহার উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হইয়া উঠে। অনন্তর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হুলকরের সহিত যখন ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সন্ধি সংস্থাপন হয় তৎকাল অবধি এই ডুঙ্গরপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ ইংলিষগবর্ণমেণ্টের অধীনে নীত হন। ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রৌষধিবদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় ডুঙ্গরপুরকে যেরূপে মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ইংলিষগবর্ণমেণ্টের অধীনে তাদৃশ কোন ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে না।

সে যাহা হউক এই ঘটনার এক বৎসর পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইল যে, পূর্ব্বাবধি যে যে টাকা বক্রী হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিপূরণের নিমিত্ত ৩৫,০০০ হাজার এবং ক্রম-বৃদ্ধি-নিয়মে প্রথম বৎসর ১৭,০০০, দ্বিতীয় বর্ষে ২০,০০০ এবং তৃতীয় বর্ষে ২৫,০০০ হাজার টাকা দিতে হইবে। তিন বৎসরের নিমিত্তে এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার পর ১৮২৩ অব্দহইতে ৩৫,০০০ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক কর সঙ্গৃহীত হইতেছে। ১৮২৪ সালে

যশোবন্ত সিংহ রাজ্যমধ্যে সৈন্য রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতিরেকে প্রতিবৎসর আর ৮৪০০ টাকা অধিক করপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।

এই রাজ্যের ইতস্ততঃ পার্ব্বতীয় ভিল্লজাতীয়েরা বাস করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ঐ অসভ্যেরা স্বজাতীয় প্রধান ব্যক্তিদিগকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত। এই কারণে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টকে তথায় সৈন্য সংস্থাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল হইল ঐ অসভ্যজাতীয় প্রধান ব্যক্তিরা ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছে।

অত্রত্য রাজা যশোবন্ত সিংহ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বটে, কিন্তু শাসনকার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র নিপুণতা ছিল না। প্রত্যুত তিনি কুক্রিয়াতে বিলক্ষণ আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইত্যাদি কারণে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার গৃহীতপুত্র দলপতি সিংহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ দলপতি সিংহ প্রতাপগড়ের রাজা সাবন্ত সিংহের দৌহিত্র। সাবন্ত সিংহের অন্য সন্তান-সন্ততি না থাকাতে তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; সুতরাং সাবন্ত সিংহ তাঁহার ডুঙ্গরপুরের সিংহাসনাধিরোহণ বিষয়ে অসম্মত হইলেন। কিন্তু দলপতি সিংহ তদবধি প্রতিনিধিরূপে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অনন্তর সাবন্ত সিংহের পরলোক লাভ হইলে, ১৮৪৪ অব্দে দলপতি সিংহ প্রতাপগড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ঐ সময় এই রূপ নানা আন্দোলন হইতে লাগিল যে, এক্ষণে কি দুই রাজ্য একত্র হইবে? অথবা দলপতি সিংহ দত্তক গ্রহণ করিবেন? কিংবা প্রতাপগড় ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইবে? অনন্তর দত্তক-গ্রহণের অনুমতিই বলবৎ হইলে, দলপতি সিংহ ঠাকুরবংশীয় উদয় সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, এবং যে কালাবধি উদয় সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি প্রতিনিধিরূপে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এদিকে ঐ সময় সিংহাসনচ্যুত রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় রাজ্যমধ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার এবং ঠাকুরবংশীয় হনুমন্ত সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে এই ফল লাভ হইল যে তাঁহাকে মাসিক ১০০০ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মথুরা প্রস্থান করিতে হইল।

অনন্তর প্রতাপগড়হইতে ডুঙ্গরপুরের রাজকার্য্য সম্পাদন অতি অসুবিধাজনক হয় বলিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট দলপতি সিংহের স্কন্ধহইতে প্রতিনিধি ভার অবতারিত করিয়া দত্তক পুত্রের বয়োলাভ পর্য্যন্ত, সেই ভার ডুঙ্গরপুরস্থ জনৈক প্রধান ব্যক্তির স্কন্ধে সমর্পণ করেন।

রাজা উদয়সিংহ এই ক্ষণে ডুঙ্গরপুরের অধিপতি। তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। ইহাঁর সম্মানার্থ পঞ্চদশ তোপধ্বনি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর নিকট ২০০ দুই শত পদাতি সৈন্য এবং ১২৫ এক শত পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য আছে।

গন্ধক।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে ভূমণ্ডলে বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বসুন্ধরাকে যে অত্যাশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনুষ্যেরা ভূপৃষ্ঠহইতে বিবিধ প্রকার শস্য ও অন্যান্য আহারোপযোগী দ্রব্যসকল উৎপন্ন করিয়া অনায়াসে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছে। নানা জাতীয় বৃক্ষসকল রসপূর্ণ ফলোৎপাদনদ্বারা এবং বহুবিধ সুন্দর সুকোমল পুষ্পসকল সৌরভ প্রদানদ্বারা মানবগণের সুখ সংবর্দ্ধন করিতেছে। পরন্তু ভূপৃষ্ঠে যে প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশল প্রতীয়মান হয়, ভূগর্ভেও সর্বতোভাবে তদ্রূপ কৌশল লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেকানেক আবশ্যকীয় পদার্থসকল ভিন্ন২ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যেরা কেবল বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রমসহকারে ঐ সমস্ত পদার্থ সঙ্গ্রহ করিয়া নানা প্রক্রিয়াদ্বারা বহুবিধ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতেছে। রজত কাঞ্চন হীরকাদি যে সমস্ত বহুমূল্য ধাতু ও রত্নসকল মানবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন তৎ-সমুদয় ভূগর্ভহইতে উত্তোলিত হয়। বসুন্ধরাকে এই নিমিত্তই আমরা রত্নগর্ভা নামে উল্লেখ করিয়া থাকি। পরন্তু যে সকল খনিজ পদার্থ মানবগণের সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে গন্ধক নির্ণনীয়, এবং তাহা কোন মতে এক সামান্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

গন্ধক ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে গণনীয় হইতে পারে না, কারণ ধাতুর যে সকল অসাধারণ লক্ষণ আছে, উহাতে তাহার কিছুই লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ মহাত্মারা উহাকে ধাতু আখ্যায়িকা প্রদান করেন না।

পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন হইল তাহাতে বোধ হইতে পারে যে, গন্ধক খনিভিন্ন অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না; ফলতঃ তাহা নহে, অনেক বৃক্ষে গন্ধকের অংশ আছে। রাই সরিষায় তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জীবদেহেও তাহা অপ্রাপ্য নহে, এবং হংসের অণ্ডে তাহা প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। পরন্তু বাণিজ্যের নিমিত্ত জীবদেহ বা কোন বৃক্ষহইতে গন্ধক সঙ্গৃহীত হয় না। তদর্থে ভূগর্ভই প্রধান আকর; কোন কোন স্থানে ভূপৃষ্ঠহইতেও ইহা সঙ্গৃহীত হইয়া থাকে। গন্ধক আগ্নেয়-পর্বত-সন্নিহিত প্রদেশে বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ সিসিলি দ্বীপস্থিত এটনা এবং আইসলণ্ড দ্বীপান্তর্গত হেক্লা এই পর্বতদ্বয়ের পার্শ্বে উহা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

যে সমস্ত গন্ধক সচরাচর বাণিজ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা দ্বিবিধ। প্রথম বাতি, দ্বিতীয় চূর্ণ। বাতি বা টোটা-গন্ধক নিম্ন লিখিতরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত গন্ধক খনিহইতে উত্তোলিত হইলে অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত করা হয়; ঐ দ্রবীভূত গন্ধক কাষ্ঠনির্ম্মিত নলে নিক্ষিপ্ত করিলে উহা কিয়ৎক্ষণ পরে শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় দণ্ডাকারে পরিণত হয়। ঈদৃশ গন্ধক প্রায় এতদ্দেশীয় পণ্যশালায় সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। অপর প্রকার গন্ধক প্রস্তুত করণের প্রণালী উপরোক্ত প্রকরণহইতে অনেক বিভিন্ন। তদর্থে প্রথমে অপরিষ্কৃত গন্ধক কোন এক কাচ বা মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করিয়া অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। পরে উহা গলিত হইলে বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া ধূমবৎ উত্থিত

হইতে থাকে। উক্ত ধূমসংহতি এক নলদ্বারা নীত হইয়া অপর এক শীতল পাত্রে ঘনীভূত হইলে অল্পক্ষণ মধ্যে চূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। ঈদৃশাবস্থায় গন্ধক অতীব পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণদ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিলে সূক্ষ্ম অর্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়।

গন্ধক পীতবর্ণ এবং চূর্ণনীয়। ঘর্ষণ করিলে উহাহইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; আর উহার দীপ্তি ঈষৎ নীলবর্ণ। জল অপেক্ষা গন্ধক দ্বিগুণতর ভারী, এবং তাহাতে উহা দ্রব হয় না।

ভূমণ্ডলমধ্যে যে সমস্ত গন্ধকাকর পরিদৃশ্যমান হয়, তন্মধ্যে সিসিলি দ্বীপস্থিত আকরসকল বিস্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। যে প্রদেশে উক্ত খনিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ-ফল প্রায় ৭০০ বর্গ ক্রোশ। তত্রত্য সমতল ভূমির অনেক নিম্নে গন্ধক স্তবকে২ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত দ্বীপে প্রায় সার্দ্ধশত গন্ধকাকর আছে, এবং প্রতি বৎসর প্রায় ২২,০০,০০০ মণ পরিমাণে গন্ধক তথাহইতে উত্তোলন করা হয়। গন্ধকের খনিমধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রম-নিম্ন সোপানদ্বারা সাবধানে গমন করিতে হয়। তন্মধ্যে বহুসঙ্খ্যক শ্রমজীবী বা কুলী বৃহদাকার অস্ত্রদ্বারা গন্ধক-খণ্ডসকল পৃথক্ করিতে নিযুক্ত থাকে, এবং ঐ খণ্ডসকল সঙ্গৃহীত হইলে খনিহইতে বহির্ভাগে আনয়ন করে।

উক্ত প্রকার আকরোত্তোলিত গন্ধক অধিক পরিমাণে সঙ্গৃহীত হইলে প্রথমে কুম্ভকারের পোয়ানের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে উত্তপ্ত করা হয়। তৎপরে উহা অধ্যুত্তাপে মৃত্তিকা বা প্রস্তর পাত্রে দ্রবীভূত করিয়া ইচ্ছামত পূর্বোক্ত দুই আকারের অন্যতর আকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার গন্ধক সিসিলি দ্বীপহইতে প্রায় ইউরোপের সকল দেশে এবং আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড্ রাজ্যে নীত হয়। গন্ধক পূর্বে বিলাতে কেবল দিয়াশলাই ও বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক হইত, কিন্তু অধুনা রসায়ন-বিদ্যার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে উক্ত আকরীয় পদার্থ বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহৃত হইতেছে; এবং তজ্জন্য উহা সিসিলি দ্বীপহইতে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঙ্গৃহ করা হইতেছে। এতদ্দেশে বহুকালাবধি গন্ধকের ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। উহা বারুদের এক প্রধান অঙ্গ, এবং রসসিন্দূর গন্ধক ব্যতীত প্রস্তুত হয় না। অপর ঔষধার্থেও উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গন্ধকহইতে গন্ধক-দ্রাবকও প্রস্তুত হয়।

মেরিণো মেষের লোম।
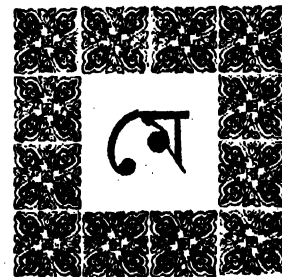
মেষের লোম শুনিতে বিশেষ রম্য পদার্থ নহে। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ মনোজ্ঞ প্রস্তাব রচনাও সম্ভাবনীয় হইতে পারে না। বোধ হয় শিরোনামে উল্লেখ দেখিয়া অনেক পাঠক এই পাত ত্বরায় উল্টাইয়া ফেলিবেন; এবং রহস্য-চতুর অনেকে আমাদিগের প্রতি উপহাসও করিতে পারেন। কেহ কেহ কহিবেন রহস্য সন্দর্ভের চরম দশা উপস্থিত, তাহাতে সৎ কথার শেষ হইয়াছে। এবং এই ক্ষণে

মেরিণো মেষ।

"ভেড়ার লোমে" উহার উপসংহার করিতে হইয়াছে। পরন্তু ঐ অবিতর্কদিগকে নিরস্ত করা কোন মতে দুষ্কর নহে। তাঁহারা সকলেই অর্থের গরিমা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং সেই অর্থের শলাকাদ্বারা তাঁহাদিগের জ্ঞান-চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করা অতি সহজ ব্যাপার। "আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর" লয় না, যেহেতুক আদা অতি সামান্য দ্রব্য, তাহার প্রয়োজন অতি অল্প; সামান্যতঃ লোকে এক পয়সার অধিক মূল্যে আদা ক্রয় করে না; তাহার সহিত বৃহদ্ ব্যাপার জাহাজের কোন সম্পর্ক হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের ব্যবসায়ীরা পরস্পরের "খবর" লইতে ইচ্ছুক নহে। পরন্তু তণ্ডুল, কি লবণ, কি শোরা, কি চীনী, কি নীল, কি রেশম, আদার ন্যায় সামান্য নহে; তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে; এবং তদ্দ্বারা অনেক জাহাজ সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুল বর্ষে প্রায় দুই কোটি টাকামূল্যের পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয়। বিলাতহইতে আনীত ও এতদ্দেশে প্রস্তুতীকৃত সমস্ত লবণের মূল্য শুল্ক ব্যতীত এক কোটি টাকা হইবে। শোরার ব্যবসায় এই ক্ষণে অতি সামান্য হইয়াছে, বর্ষে ৬০ লক্ষ টাকার অধিক শোরা বিদেশে প্রেরিত করা হয় না। বিদেশে প্রেরণীয় চীনীর বার্ষিক মূল্য ৮০,০০,০০০ টাকামাত্র। নীলের আরম্বড় অধিক, এবং তাহার বার্ষিক মূল্য সার্দ্ধদুইকোটি টাকা, এবং রেশমের মূল্য এক কোটির অধিক নহে। ফলে এতদ্দেশের এই ছয়টী সর্ব্বপ্রধান দ্রব্যের সমষ্টি মূল্য আট কোটি টাকা; আর বিলাতে প্রতিবর্ষে যে মেষ লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ১০,৭৫,০০,০০০ সের, এবং তাহার মূল্যে দশ কোটি টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর বিদেশ-

হইতে বিলাতে প্রতি বর্ষে প্রচুর পরিমাণে লোম আনীত হয়; তদ্বিশেষ—

স্পেন দেশহইতে	৭৩,০০০ সের
জর্ম্মন দেশহইতে	৯০,০০,০০০ সের
উইরোপের অন্যান্য দেশহইতে	১,২৫,০০,০০০ সের
আফরিকাখণ্ডহইতে ..	৭১,০০,০০০ সের
মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের দেশহইতে	৭২,০০,০০০ সের
অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপহইতে ..	২,৯৮,০০,০০০ সের
দক্ষিণামেরিকাহইতে ..	৪৮,০০,০০০ সের
অপরাপর দেশহইতে ..	৯,৫০,০০০ সের
সর্ব্বসমেত	৬,৮৪,২৩,০০০ সের

এই প্রায় শাত কোটি সের লোমের মূল্য ৯,৮৩,০০,০০০ নয় কোটি তিরাশী লক্ষ টাকা, ফলে তাহাও আমাদিগের ছয়টী সর্ব্বপ্রধান পণ্য দ্রব্যের অপেক্ষা বহু মূল্য; অতএব মেষের লোম যে হেয় না হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। আমাদিগের চীনী বা রেশমে যে লাভ হয়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মেষ লোমে প্রায় সেই রূপ লাভ হইয়া থাকে।

ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে বঙ্গদেশে মেষ লোমের ব্যবসায় অধিক নাই, এবং তন্নিমিত্তই তাহা জনসমাজে বিশেষ আদরণীয় হয় নাই। পরন্তু সে কারণে তাহার অনাদর না করিয়া বরং বিশেষ আদর করাই উচিত, যেহেতু আদর হইলেই মেষ লোম এতদ্দেশে অধিক উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই জনগণের লাভের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে। পঞ্চাশ বৎসর হইল অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে লক্ষ মুদ্রারও লোম উৎপন্ন হইত না, এবং এক শত বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটী মাত্রও মেষ ছিল না। ইংরাজদিগের উৎসাহে অল্প কালমাত্র তথায় মেষ নীত হয়, এবং অধুনা তাহা এত অধিক সঙ্খ্যক হইয়াছে যে প্রতি বর্ষে আড়াই কোটি টাকার লোম বিক্রয় করা সহজ হইয়াছে। উৎসাহ ও ব্যয় করিলে ভারতবর্ষেও মেষ অনায়াসে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং তাহার লোমে আড়াই কোটির পাঁচ গুণ অধিক অর্থ পাওয়া কোন মতে অসম্ভব নহে। এতদ্দেশে স্থানের অভাব নাই, তৃণের অভাব নাই, শস্যের অভাব নাই, মেষপালক মনুষ্যের অভাব নাই, এবং প্রয়োজনীয় অর্থেরও অভাব নাই;—এতৎ সকলই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কেবল উৎসাহই আমাদিগের এক মাত্র অভাব, এবং তদভাবেই আমরা অনেক বিষয়ে বঞ্চিত রহিয়াছি। উৎসাহ হইলে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় বহুলক্ষ মেষ বিনাব্যয়ে প্রতিপালিত হইতে পারে, এবং তাহাদের মাংস ও লোম ও ত্বক্ বহু মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। বীরভূম, মানভূম, হাজারীবাগ, রাজমহল, ভাগলপুর প্রভৃতি প্রদেশে অনেক পার্ব্বত্য স্থান আছে যথায় শস্যাদি কিছুই হয় না, পরন্তু তথায় তৃণের অভাব নাই, এবং সেই তৃণে বিনা-ব্যয়ে কোটি কোটি মেষ প্রতিপালিত হইতে পারে; এবং সেই মেষে কোটি কোটি টাকাও উৎপন্ন হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? পরন্তু উৎসাহী মনুষ্যাভাবে সেই স্থানসমস্ত ব্যর্থ পড়িয়া রহিয়াছে, অথবা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস এবং মারাত্মক ব্যাধির উৎপাদক হইয়া মানবমণ্ডলীর অনিষ্ট করিতেছে। সত্য বটে যে গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশে মেষের যে লোম উৎপন্ন হয় তাহা সমধিক কোমল ও সুচিক্কণ হয় না পরন্তু তাহাতে লাভের ইতর বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু তাহার অভাব কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। অপর বিন্ধ্য-গিরির ঊর্দ্ধভাগে অনেক

স্থান আছে যাহা গ্রীষ্মমণ্ডলান্তর্গত হইলেও উচ্চতাপ্রযুক্ত বিশেষ শীতল; তথায় অনেক মেষের প্রতিপালন হইতে পারে; এবং ঐ মেষের লোম শীতপ্রধান দেশের মেষের লোমের প্রায় তুল্য হইবে। তথা, হিমালয়ের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে কাশ্মীরহইতে আসামের উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে কোটি কোটি মেষের প্রতিপালন হইতে পারে; এবং ঐ মেষের লোম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তথাকার এক একটী মেষে ৫-৬ সের লোম উৎপন্ন হয়, ও উত্তম লোমের সের ১০ বা ১৫ টাকায় বিক্রীত হইতে পারে। পরন্তু ইহা স্মর্তব্য যে কেবল শীতের তারতম্যে মেষের লোমের তারতম্য ঘটে না; মেষের জাতিভেদেই ঐ তারতম্য উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের উচ্চশিখরে বঙ্গদেশীয় মেষ লইয়া গেলে তাহা শালের উপযুক্ত লোম উৎপাদন করিবে না; আর শাললোমের ছাগ বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় থাকিলে অশ্বকম্বলোপযোগী লোম ধারণ করে না। উত্তম জাতীয় মেষ উষ্ণদেশেও অপেক্ষাকৃত সুকোমল লোম ধারণ করে। অতএব কেহ মেষ প্রতিপালনের মানস করিলে আদৌ তাঁহাকে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কোন্ জাতীয় মেষ তাঁহার উদ্দেশ্য স্থানে প্রতিপালিত হইতে পারে, এবং সযত্নে সেই মেষ সঙ্গ্রহ করিবেন। মেষ-জাতি-মধ্যে মেরিণো সর্ব্বপ্রধান; তাহার লোম অতি সুকোমল হইয়া থাকে; এবং তাহাতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা "মেরিণো" নামে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ মেষের প্রতিকৃতি ১৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

আরাকান।
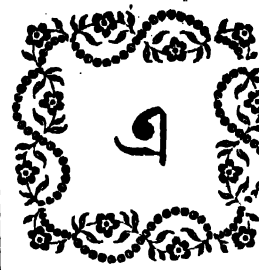
এই প্রদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে নাফ্নাম্নী নদী ও বেলী নামক্ পর্ব্বত ইহাকে চট্টগ্রামহইতে পৃথক করিতেছে। দক্ষিণ দিকে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকৃত পেগুপ্রদেশ, এবং ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই বঙ্গোপসাগর ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তার করিতেছে। এই প্রদেশ দক্ষিণ-উত্তরে ১৪৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার প্রাশস্ত্য-পরিমাণ উত্তর দিকেই অপেক্ষাকৃত অধিক। রামুহইতে উমাদং পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রাশস্ত্য ধরিলে ৪৫ ক্রোশের ন্যূন নহে। উহার দক্ষিণ দিক্ ক্রমশঃ এত অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে, যে, সমুদায়ে ইহার প্রশস্ততা পঞ্চদশ ক্রোশ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যাহা হউক সমুদায়ে ইহার পরিমাণফল ৭,৩৪২ বর্গ ক্রোশ।

এই প্রদেশের পশ্চিমবর্ত্তী উপকূলভাগ কতগুলি দ্বীপপুঞ্জে পরিবেষ্টিত। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে রামরী, চেদুবা ও শাহপুরই সমধিক বিখ্যাত। আরাকান ও নাফ্ নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত উপকূল-ভাগ বালুকাময়। উহার কিয়দ্দুর দক্ষিণে পর্ব্বতময় যেসকল দ্বীপপুঞ্জ আছে, তথায় কৃষিকার্য্যের প্রসঙ্গও নাই। এতদ্ভিন্ন রামরীহইতে কিণ্টালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে উপকূল ভাগ পতিত রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বন্ধুর ও কঙ্করময়। ঐ উপকূলভাগের মধ্যে মধ্যে উপসাগর বহুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি অর্ণবযানাদি থাকিবার নিরাপদ বন্দর নাই। কূলদায়িনী এবং সাণ্ডওয়ে নাম্নী নদীর মধ্যবর্ত্তী উপকূলভাগ নিরবচ্ছিন্ন বক্রাকৃতি

ক্ষুদ্রনদী ও সাগরশাখাতে-পরিপূর্ণ। সন্নিহিত পর্ব্বত-শ্রেণীহইতে যে সমুদায় নদী নির্গত হইয়াছে তৎসমস্তই ঐ সকল সাগরশাখাকে সংযুক্ত করিতেছে।

এই প্রদেশের প্রাকৃতিক ভাব নানা প্রকার। ইহার কোন স্থান পর্ব্বত ময়, কোনস্থান সমতলক্ষেত্র, এবং কোন স্থান বা উপত্যকায় ব্যাপ্ত। তন্মধ্যে উপত্যকাভাগ সমধিক উর্ব্বর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল ইহার অন্তর্নির্বিষ্ট থাকাতে ঐ উপত্যকা ভূমি কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন এখানে জলাকীর্ণ ভূভাগেরও কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। ঐ সকল ভূভাগ নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ; আবার উহার মধ্যে মধ্যে নদী ও পরিখা সকল বক্রাকারে ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌হইতে সমাগত হইয়া পরস্পর মিলিত হওয়াতে অত্রত্য স্থলবর্ত্ম অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি জলযান ভিন্ন স্থানে স্থানে গমনাগমনের কিছুমাত্র উপায় নাই। ফলতঃ স্থলপথ অপেক্ষা এখানকার জলপথই সমধিক প্রবল ও সুবিধাজনক।

এই প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত এক সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। উমাদং তাহারই একটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতদ্বারা আরাকান নগরহইতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত পেগু পর্য্যন্ত ভূভাগসমুদায় সুদৃঢ় দুর্গাকারে পরিণত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর ঊর্দ্ধতন পরিমাণ সকল স্থানে সমান নহে। স্থানভেদে উচ্চতার বিলক্ষণ তারতম্য আছে। সে যাহা হউক ঐ পর্ব্বতবাসী লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত, এবং উহারা সকলেই স্বস্বপ্রধান। এ কাল পর্য্যন্ত উহারা কখনই কোন গবর্ণমেণ্টের শাসনভার বহন করে নাই। এই জাতীয় মহিলাগণ দেখিতে অতি খর্ব্বাকার; কিন্তু তাহাদিগের শরীর অত্যন্ত সরল ও সুদৃঢ়। কৃষিবিষয়ে ইহাদিগের বিশেষ নৈপুণ্য নাই। ইহারা কেবল নিবিড় অরণ্য ছেদন ও তৃণাদি উত্তোলন করিয়াই বীজ বপন করে। ধান্য ও তূলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে নদীতটে তামাক ও সুখাদ্য ভোজ্য বস্তুও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতোপরি চতুর্দ্দিকে বহুতর প্রশস্ত পথ আছে। তন্মধ্যে আয়েঙ্‌নামক পথই অপেক্ষাকৃত সুপ্রসিদ্ধ ও রম্য। পূর্ব্বকালে এই পথে আবা নগরের সহিত আরাকান নগরের বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদিত হইত। এমন কি প্রতিবৎসর চত্বারিংশৎ সহস্র লোক বাণিজ্যের উপলক্ষে এই পথে গমনাগমন করিত। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরহইতে ব্রহ্মদেশের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ হওয়াতে উক্ত বাণিজ্যকার্য্য একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

নদীর মধ্যে মায়ু, কুলদায়িনী, লেমাও, আরাকান, তলাক্ ও আয়েঙ্ নদীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সমুদায় নদী উত্তরহইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৭৫ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে হণ্টর খাড়ীতে নিপতিত হইতেছে। ইহাদিগের পরস্পরের দূরত্ব দশ ক্রোশের অধিক নহে। তলাক নদীর প্রবাহ পর্ব্বতোপরেই অধিক; কেবল শেষ দ্বাদশ ক্রোশ গভীর ও নৌকাসাধ্য। আয়েঙ্ ও তলাক উভয় নদী উমাদং পর্ব্বতহইতে নির্গত হইয়া কম্বর-মিয়র খাড়ীতে নিপতিত হইয়াছে। এখানে হ্রদের প্রসঙ্গও নাই।

এই প্রদেশের জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের পক্ষে যেমন অস্বাস্থ্যকর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর পক্ষেও সেই রূপ। ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধের সময় ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অনেক সৈন্য এখানে কালকবলে নিপতিত হইয়াছিল। ফলতঃ আরাকানের মধ্যভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-

কর। আকারাব সাণ্ডওয়ে ও কায়ুক্‌ফিউ এই কয়েকটী নগর সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। এই প্রযুক্ত ঐ সকল স্থানের জল বায়ু তাদৃশ অস্বাস্থ্যকর নহে। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এখানকার প্রধান ঋতু। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই জলদজাল সমুদিত হইয়া ধারা বর্ষণ করিতে থাকে, আশ্বিন মাস গত না হইলে আর নিবৃত্ত হয় না। কার্ত্তিক মাসের শেষহইতে প্রায় ফাল্‌গুন মাস পর্য্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে; কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে তত্রত্য গ্রীষ্মকাল যেরূপ এখানকার শীতকালও সেই রূপ। এই সময়টী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। ফাল্‌গুন মাসের শেষহইতে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে। পরন্তু সমুদ্রের শীতল বায়ু প্রবাত হওয়াতে সর্ব্বদা কাশী প্রয়াগাদি নগরের ন্যায় এখানে কদাপি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় না, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্নে গ্রীষ্ম অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাপমান-যন্ত্রের ৯০ অংশ পরিমাণ গ্রীষ্ম হইয়া সূর্য্যাস্ত সময়হইতে আবার ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে। কলিকাতায় ঐ সময়ে ৯৫ হইতে ১১০ অংশ পরিমাণ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়া থাকে।

এখানে প্রাকৃত অগ্ন্যুৎপাতের অনেক লক্ষণ লক্ষিত হয়। ১৭৬৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এতৎপ্রদেশে যে দুইটী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত ভীষণ। ঐ ভূমিকম্পটীর প্রভাবে ৪টী পর্ব্বত প্রায় ২০ হইতে ৪০ হস্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমতলক্ষেত্রের অনেক স্থান বিদীর্ণ হইয়া গন্ধকগন্ধযুক্ত কর্দ্দম ও জল উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং কায়ুক্‌ফিউনগরের নিকটবর্ত্তী নিয়াদং পর্ব্বতহইতে ধূম ও অগ্নিকণা বহুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল।

রামরী ও চেডুবা দ্বীপে লৌহের আকর আছে; কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট গুণশালী নহে, এবং বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। সাণ্ডওয়ে এবং রামরী দ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে উৎখাত হয় না। রামরী ও চেডুবা দ্বীপের মৃত্তৈল অতি সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু অতি অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবরাহ, বনবিড়াল, বানর ও কএক প্রকার হরিণ এখানকার বন্য, এবং অশ্ব, গো ও মহিষ, গ্রাম্য জন্তু। তন্মধ্যে গো ও মহিষদ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষতঃ ধান্য-মর্দ্দন ও ভারবহনের অনেক সাহায্য হয়। গো ও মহিষের মাংস ভক্ষণ করা এখানকার ধর্ম্মানুগত নহে; কিন্তু অনেকেরই উহাতে আপত্তি নাই। অত্রত্য লোকেরা প্রায়ই আরোহণ ভিন্ন কখন অশ্বকে অন্যবিধ ভারবহনে নিযুক্ত করে না। আবা নগরহইতে এতৎপ্রদেশে টাটু ঘোড়ার আমদানি হইয়া থাকে। যদিও এই অশ্বগুলো দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু তথাপি ইহারা সুদৃঢ়, সবলশরীর, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধঘটনার সময় হস্তী, উষ্ট্র ও গোপ্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় জন্তুই ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু অত্রত্য অশ্বগণ উপযুক্ত আহার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম স্থানের অভাবেও সবল ও সুস্থ শরীর ছিল। গৃহপালিত পক্ষী ও মৎস্য এতৎপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্য ও তণ্ডুল অত্রত্য লোকদিগের প্রধান খাদ্য দ্রব্য। এখানে শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসা প্রচলিত আছে।

এখানকার পর্ব্বতের উত্তর ও পূর্ব্ববিভাগের সমুদায় অরণ্যই ওক ও সেগুনবৃক্ষে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানহইতে কাষ্ঠ আনয়ন করা বহুব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া পেগুর অন্তর্ব্বর্ত্তী বাসিন্‌ নগরহইতে উক্ত বাহাদুরকাষ্ঠের আমদানি হয়। এতদ্ভিন্ন কাঁঠাল, অশ্বত্থ, তেঁতুল, গর্জ্জন, তুন্দ ও কদলীবৃক্ষ

অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রত্য কদলীবৃক্ষ কেবল ফলের জন্য নয় ক্ষারের নিমিত্তও ব্যবহৃত হয়। গর্জ্জন-বৃক্ষহইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, উহাকে গর্জ্জন তৈল কহে। এতদ্ভিন্ন তামাক, চিনি, তুলা, নীল, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ কাগচ, তণ্ডুল, গুবাক, লবণ, মহিষের চর্ম্ম ও শৃঙ্গ, হস্তী ও গজদন্ত প্রভৃতি সামগ্রী সমুদায়ও এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। আকিয়াব এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান। ইংলণ্ডহইতে এখানে সূত্র ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্র, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র এবং কাচপাত্র, প্রচুরপরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক এইমাত্র বলিলেই পর্য্যবসিত হইতে পারে যে, আরাকান, আবা, আয়েং, তলাক ও কাযুক্‌ফিউ প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই বাণিজ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রদেশ আরাকান, সাণ্ডওয়ে ও রামরী এই তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে আরাকান বিভাগ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, উপত্যকাময়, নিম্ন ও সমতল। সাণ্ডওয়ে বিভাগ পর্ব্বতময় ও নদীপরীত; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যপ্রদ। আয়েং প্রদেশ এবং রামরী ও চেডুবা এই কয়েকটী দ্বীপকে রামরী-বিভাগ কহে। কাযুকফিউ চেডুবা দ্বীপের প্রধান নগর।

আরাকানের আদিম নিবাসীদিগকে মগ কহে। যৎকালে এই প্রদেশ ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হয়, তৎকালে এখানকার লোকসংখ্যা এক লক্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু ১৮৩৩ হইতে ১৮০৯ অব্দের মধ্যে ২,৪৮,০০০ সহস্র ব্যক্তি তথায় আসিয়া বসতি করে। বাণিজ্য ঐ সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মই এখানকার প্রধান ধর্ম্ম। কেবল এই প্রদেশ কেন, সমুদায় ব্রহ্ম-দেশেই ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত। কিন্তু ইহার উপাসকদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ একেশ্বরবাদী; কেহ কেহ ঈশ্বরের অসাধারণক্ষমতামাত্র স্বীকার করে; এবং কেহ কেহ আবার ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহারা কহিয়া থাকে, যদি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিত, তাহা হইলে কখনই ইহার প্রলয়কাল উপস্থিত হইত না, কারণ তিনি প্রলয়ের পূর্ব্বাহ্লেই সাবধান হইয়া স্বয়ং সমুদায় রক্ষা করিতেন। সে যাহা হউক জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা এই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; অত্রত্য সকল লোকই সদসৎ কার্য্যদ্বারা আত্মার উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনি-পরিভ্রমণ স্বীকার করিয়া থাকে। এখানকার সকল শ্রেণীর লোক পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে দুই বা তিন জন পুরোহিত আছে, তাহাদিগদ্বারা বালকগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হয়। পুরোহিতগণ অনেকেই নির্দ্দোষ, এবং বিশুদ্ধ-স্বভাব, তাহাদের কেহই বিংশতি অপেক্ষা অধিকবর্ষবয়স্ক না হইলে পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই পুরোহিতদিগকে অকৃতদার ও মুণ্ডিতমুণ্ড হইতে হয়; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তাহারা ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দারগ্রহণ করিতে পারে; তাহাতে সম্মানের কিছুমাত্র হানি হয় না। পুরোহিতগণ নিরামিষ ভিন্ন ইচ্ছামত অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিতে পারে না, এবং তাহারা নিয়ত মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গৃহে অবস্থান করিয়া থাকে। প্রত্যেক মন্দিরেই গৌতমের এক এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

অত্রত্য বৈবাহিক নিয়ম প্রায়ই বাঙ্গালীদিগের ন্যায়; কিন্তু ধর্ম্মসাক্ষী-করণ-বিষয়ে কোন আড়ম্বর নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্দান মাত্র হয়, পরে বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে বর ও কন্যা একাসনে আসীন হইয়া ভোজন করে, এবং বর কিছু দিন পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে থাকিয়া প্রিয়তমার সহ বাস করিয়া পরে তাহাকে গৃহে আনয়ন করে। এই

রূপে সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পর যদি স্ত্রীপুরুষে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছামত উভয়েই উভয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে। ঐ ঘটনাটী স্ত্রীর দোষে উৎপন্ন হইলে স্ত্রীকে ২৫ বা ৩০ টাকা দণ্ড দিয়া পতিকে পরিত্যাগ করিতে হয়; আর স্বামীর দোষে ইহা ঘটিলে স্ত্রী স্বীয় সন্তান ও স্বধন লইয়া স্বামীহইতে স্বতন্ত্র হয়; আর যদি উভয়ের দোষ সপ্রমাণ হয় তাহা হইলে উভয়ে সমুদায় বিষয় সমাংশ করিয়া স্ত্রী স্বীয় কন্যা এবং স্বামী স্বীয় সন্তান লইয়া স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক এখানে বালিকা বিবাহ প্রচলিত নাই, এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

মগদিগকে সচরাচর দীর্ঘজীবী হইতে শুনা যায়। অত্রত্যের ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া গেল যে চেস্তুবা নিবাসী জনৈক মগ ১০৩ বৎসর বয়সে কোন কর্ম্মানুরোধে সাত ক্রোশ দূরে গমন করিয়া সেই দিনই পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। মগেরা বৃদ্ধদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। চরমকাল উপস্থিত হইলে এখানকার ধনী লোকেরা শব দাহ এবং নির্ধন ব্যক্তিরা শব সমাহিত করে। পুরোহিতের মৃতদেহ ঔষধলিপ্ত করিয়া শব-সিন্দুকে সংস্থাপন-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিয়া দেয়। অনন্তর প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে যখন সেই দেহ দাহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে আনীত করে, তৎকালে পরস্পর দুই দল হইয়া ঘোরতর বিবাদের পর যে পক্ষ জয়ী হয় তাহারাই সেই দেহ দগ্ধ করে। দাহকালে বাজি পোড়ান প্রভৃতি নানাবিধ আনন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

মগদিগের গৃহসমুদয় বংশনির্ম্মিত, এবং দ্বিতল ও উচ্চ। উক্ত গৃহের নিম্নতলে গৃহপালিত পশ্বাদি রাখিবার স্থান থাকে। গৃহগুলি এরূপ প্রণালীতে নির্ম্মাণ করে যে, পবনদেব সহসা তথা প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হন।

আহার-বিষয়ে "ইহাদিগের কিছুই অখাদ্য নাই," এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উহারা মূষিকহইতে গজমাংস পর্য্যন্ত সকল মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

আতিথ্য বিষয়ে ইহাদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পান্থনিবাস আছে। ইহারা ভূতযোনিকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকে, এমন কি অত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে, তাহারা উন্নত বৃক্ষ ও পর্ব্বত মাত্রই ভূতগণের আবাসস্থান বলিয়া স্বীকার করে। ইহারা অনেকে ভূতযোনির আশঙ্কায় রজনীযোগে একাকী গৃহহইতে বহির্গত হয় না। তথাপি ইহারা বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ভীরুস্বভাব নহে, এবং যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আরাকান নিবাসী মগদিগের শিক্ষাকার্য্য পুরোহিতদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; ফলতঃ তাহা অবাস্তবিক নহে। বাল্যাবস্থাহইতে প্রায় সকলেই কিছু কিছু লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতে শেখে। শিক্ষকেরা শিক্ষাদান-বিষয়ে কি ধনবান কি নির্ধন কাহাকেও ইতর বিশেষ করেন না। তালপত্র ও এক প্রকার বৃক্ষত্বক এখানকার লেখনের প্রধান উপাদান। কিছু কাল হইল ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ হইবার পর আরাকান প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশ ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত হইলে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে ৭ সাতটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তম্মধ্যে তিনটী আকিয়াব নগরে এবং অবশিষ্ট চারিটী রামরী বিভাগে আছে। ঐ বিদ্যালয়স্থ কএকটী ছাত্র তথাহইতে আগমন করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নপূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

এই প্রদেশের মধ্যে কায়েঙ নামক এক জাতি

পার্ব্বতীয় মনুষ্য আছে তাহারা অদ্যাপি কি ব্রহ্মদেশবাসী কি ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট, কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই। উহারা নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোধী ও পরিশ্রমী।

আরাকান প্রদেশ সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন ছিল। অনন্তর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের অধীন হয়। পরিশেষে ১৮২৫ অব্দহইতে ব্রিটিষ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজদিগের আধিপত্য হওনাবধি এই দেশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

ফ্লামিঙ্গো বা ব্রহ্মহংস।
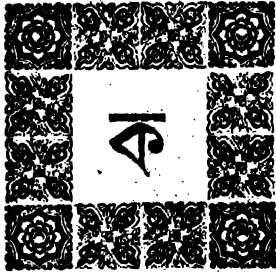
ক এক জাতীয় পক্ষী আছে যাহাদিগকে গ্রন্থকারেরা "জলচারী" নামে এক স্বতন্ত্রগণে নির্ণয় করেন, কারণ তাহারা অগভীর জলে ভ্রমণ করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বক, সারস, রামসালিক, লোহাজাং প্রভৃতি পক্ষীসকল তাহার দৃষ্টান্ত। ঐ সকল পক্ষী স্বভাবতঃ অতিদীর্ঘ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তৎসাহায্যে উহারা অনায়াসে জলে বিচরণ করিতে পারে, অথচ তাহাতে তাহাদের গাত্র সিক্ত হয় না। অপর জলজ কীট, শম্বুক ও ক্ষুদ্র মৎস্যাদি, ঐ পক্ষীসকলের প্রধান খাদ্য; ঐ আহার আহরণজন্য উহাদিগকে সর্ব্বদা জলে ভ্রমণ করিতে হয়; সুতরাং ঐ দীর্ঘপদ তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। কলে সকল জীবেরই এই রূপ শরীর ও প্রয়োজনের পরস্পর সাহযোগ্য আছে; দেহযাত্রার নিমিত্ত যাহার যে রূপ প্রয়োজন তাহার দেহও সেই রূপ হইয়া থাকে। আরব দেশের মরুভূমিতে তৃণের অত্যন্তাভাব, ও তথাকার এক মাত্র বৃক্ষ বাবলা; তথায় তৃণাহারী পশু কদাপি স্বভাবতঃ রক্ষা পাইতে পারে না; অতএব জগন্নিয়ন্তা আরবের প্রধান জীব উষ্ট্রকে কণ্টকাহারী করিয়াছেন, এবং উহা বাবলার কণ্টককেই মনোমত খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। কাষ্ঠের অন্তর্নিবিষ্ট কীটই কাটঠোকরা পক্ষীর প্রধান খাদ্য; এবং সেই খাদ্য উদ্ধারার্থে কাষ্ঠভেদী তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োজনীয়; অতএব ভগবান ঐ পক্ষীর চঞ্চুতে সেই অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। শীত-প্রধান-দেশে এতদ্দেশীয় ভল্লুক নীত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতপ্রভাবে মৃত হইত; অতএব এই কৌশল আছে যে তথাকার ভল্লুক দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট হয়, তাহাতে আর তাহাদিগকে শীতের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। অপরাপর অনেক জীবে এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রস্তাবিত ফ্লামিঙ্গো পক্ষীর উল্লেখ করা বিধেয়। ঐ পক্ষীর চিত্র দৃষ্টে সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে ঐ পক্ষী ভূমিতে উপবেসনের যোগ্য নহে; তাহার সুদীর্ঘপদ তৎকার্য্যের নিতান্ত প্রতিরোধী; অথচ অণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া তা না দিলে শাবক উৎপন্ন হয় না; এ বিধায় প্রস্তাবিত পক্ষীর দেহে এক আশ্চর্য্য কৌশল হইয়াছে। তাহারা বাদা জলার মধ্যে শৈবাল মৃত্তিকাদিদ্বারা এক কোণাকার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে; সেই স্তম্ভ জলহইতে এক হস্ত প্রায় উচ্চ হয়, এবং তাহার সূক্ষ্মাগ্রে এক ছিদ্র থাকে। ফ্লামিঙ্গো পক্ষী ঐ ছিদ্রমধ্যে অণ্ড প্রসব করিয়া স্তম্ভের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিদ্রোপরি পুচ্ছ স্থাপন করত তদ্দ্বারা অণ্ডে তা দিয়া থাকে। এতদর্থে তাহাদের শরীর এরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে যে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকায় কদাপি ক্লেশ হয় না।

এই পক্ষী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নহে। ইহার আবাস

ফ্লামিঙ্গো বা ব্রহ্মহংস।
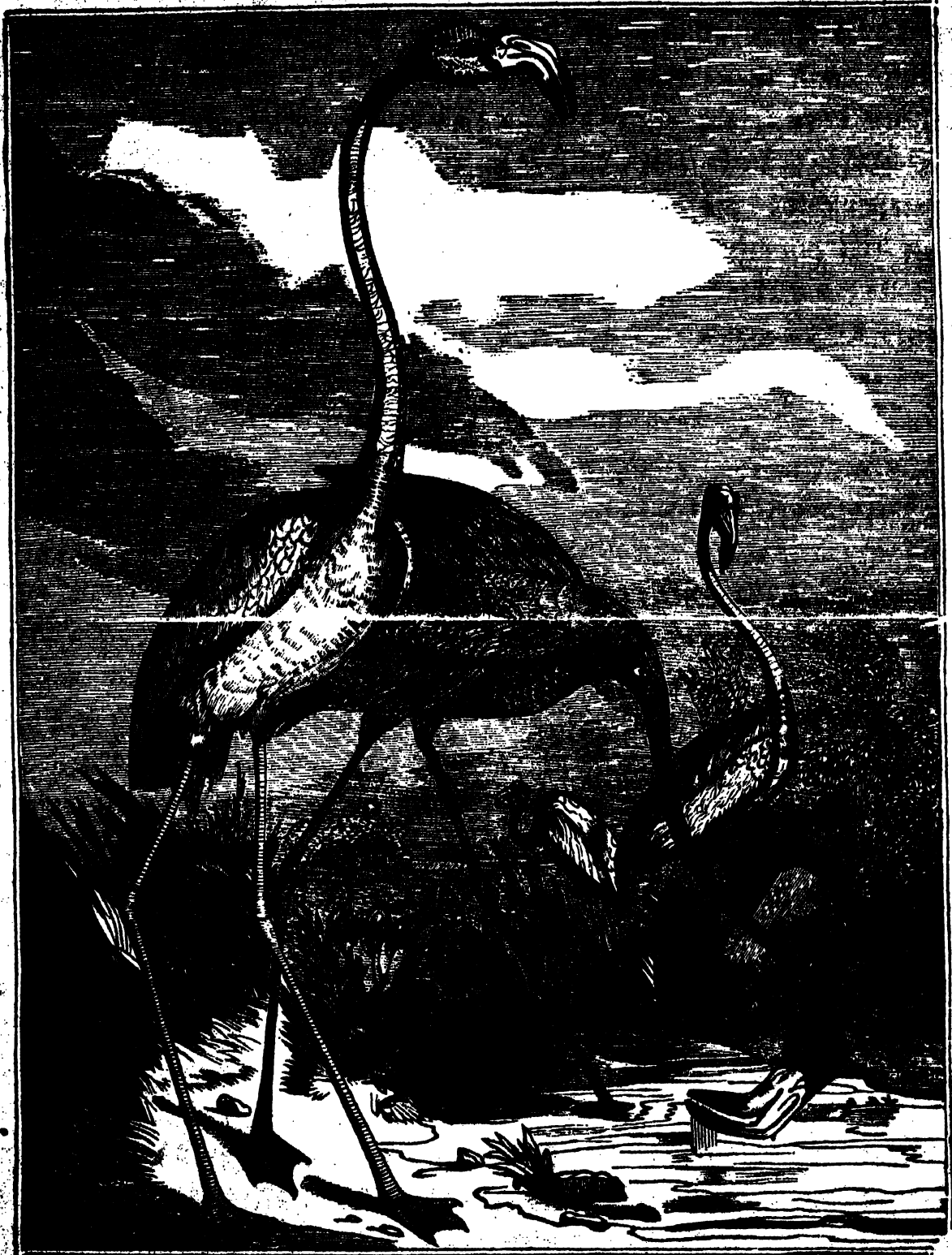
স্থান আফ্রিকা খণ্ডের গ্রীষ্ম-মণ্ডল ও দক্ষিণামেরিকার উত্তর ভাগ। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ কোন কোন দ্বীপেও উহার আবাস আছে। পরন্তু এক অত্যন্ত শীতল স্থানেও ইহার আবাস দৃষ্ট হইয়াছে; ঐ স্থান মানস সরোবর। ভ্রমণকারীরা তথায় অনেক ফ্ল্যামিঙ্গো দেখিয়াছেন; তাহারা তত্রত্য হিম ও শীতের প্রাখর্য্যে যে কোন ক্লেশ সহ্য করে এমত বোধ হয় না। ঐ সরোবরের সন্নিকট হিমালয়-বাসী লোকেরা এই পক্ষীকে "হংস" শব্দে বর্ণন করে, এবং কহে যে এই পক্ষীই ব্রহ্মার বাহন হংস। ঐ প্রবাদের পরবশ হইয়া আমরা এই পক্ষীর নাম "ব্রহ্ম-হংস" রাখিয়াছি, বোধ হয় তাহাতে কাহার আপত্তি হইবে না।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্র দৃষ্টে অনায়াসেই ব্যক্ত হইবে যে ব্রহ্মহংসের অবয়ব সারসের সদৃশ, পরন্তু সারসহইতে উহা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। উহা চঞ্চুহইতে পদশেষ পর্য্যন্ত চারি হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে পদ ও গ্রীবাই অধিকাংশ, মস্তক ও কাণ্ডের আয়তন অল্প মাত্র। পদের পরিমাণ পৌনে দুই হস্ত, এবং গ্রীবা প্রায় দেড় হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার পদদ্বয় সূক্ষ্ম ঈষৎ বক্র ও উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ, এবং নখ সকল সামান্য হংসের ন্যায় ত্বচে লিপ্ত।

ব্রহ্মহংসের বর্ণ উজ্জ্বল ঘোর পদ্ম বর্ণ, এবং নিতান্ত রমণীয়। এই পক্ষী পদাতিক সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, এবং স্বদলস্থ একটীকে নায়কের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে রাখে। কোন আপৎ উপস্থিত হইলে ঐ নায়ক দুন্দুভির ধ্বনির ন্যায় অত্যন্ত উচ্চশব্দ করে, তৎ শ্রবণমাত্র সমস্ত পক্ষীদল উড্ডীয়মান হইয়া পলায়ন করে। এই পক্ষীর আরক্ত বর্ণ, দীর্ঘ পদ, এবং ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়, এই সকল কারণে এক বার এক কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের পরস্পর যুদ্ধের সময় এই রূপ এক জনতা হয় যে ইংরাজেরা ফরাসীদিগের সেণ্ট ডোমিঙ্গো দ্বীপ আক্রমণ করিবে। এই অবকাশে এক ব্যক্তি কাফরী দূরহইতে সমুদ্রতটে এক দল ব্রহ্মহংস পক্ষী দেখিয়া মনে করিল যে লালকুর্ত্তি-ধারী ইংরাজ সৈন্যই দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। এই বোধে সে নগরে গিয়া ঐ সমাচার প্রচার করাতে তত্রত্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ বহুসঙ্খ্যক অশ্ব পদাতি ও কামান লইয়া আগত শত্রুর প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং দূরহইতে পক্ষীশ্রেণী দৃষ্টে শত্রুবোধে কামানধ্বনি করিলেন। তাহাতে পক্ষীসকল তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল, এবং সেনাপতি সসৈন্যে উপহাসাস্পদ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আরব দেশ।

(এই প্রস্তাবটী "ফিমেল নর্মাল স্কুল" নামক বিদ্যালয়ের এক ষোড়শী ছাত্রীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহার উৎসাহার্থে প্রকাশ করা গেল।)

রব দেশ বালুকাপূর্ণ প্রান্তর। অতি প্রাচীনকালাবধি অনেকে এদেশে পর্য্যটন করিয়াছে। তথাকার লোকেরা তাম্বুতে বাস এবং মেষ ও ছাগাদি লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমাদের তুল্য নগর-বাসিগণও আছে; তাহারা সাতিশয় ভীষণ এবং অসভ্য; এই প্রযুক্ত পর্য্যটকেরা আরব দেশের মধ্যদিয়া যাইতে ভীত হন, পাছে তত্রস্থ দস্যুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করত প্রাণে নিহত করে। মাৎসর্য্য তাহাদিগের প্রধান দোষ, এজন্য কোন প্রকার অসভ্যতা সহ্য করিতে পারে না। যদি

এক জন অন্যকে কহে "তোমার উষ্ণীষ বিপরীত দিকে বক্র রহিয়াছে," তাহাও সে বিস্মৃত হয় না, সুযোগ পাইবামাত্র তৎপরিশোধার্থে কোন না কোন অনিষ্ট করে। আরব্যেরা এমত হিংস্রক যে এক বৎসরান্তেও শত্রুতাপ্রযুক্ত অমঙ্গল সাধন করে। কোন সময় এক ব্যক্তি এক আরব্যের কটিদেশে খড়্গ ঝুলিছে দেখিয়া তৎকারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল, "আমার বৈরির দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিব এই অভিলাষে ইহা কটিতে রাখিয়াছি।" ঐ দেশবাসিগণ মুহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী। মুহম্মদ নিজে আরবীয় ছিলেন। যে সকল লোকেরা তাঁহার বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা হরিতবর্ণ উষ্ণীষ পরিধান করে; আর সে যদি অতীব দুঃখী হয়, তথাচ তাহার গর্ব্বের ইয়ত্তা থাকে না। আরব্য স্ত্রীলোকেরা সচরাচর অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের তুল্য অন্তঃপুরে থাকে, কিন্তু স্থানান্তরে যাইবার কালে অতি স্থূল পরিচ্ছদ পরিধান ও মুখাচ্ছাদন করে, কেবল দুইটা ছিদ্র রাখে তদ্দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয়। দুঃখী লোকদিগের ভার্য্যাগণ একটি কুর্ত্তি পরে, কিন্তু মধ্যবিত এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের পত্নীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শালদ্বারা অঙ্গাবরণ করে।

অঙ্গ শোভান্বিত করিবার জন্যে তাহারা চক্ষে অঞ্জন, নখাগ্রে মেহদী, এবং নাসিকা ও কর্ণে স্বর্ণালঙ্কার পরে। তাহারা ঘর সাজাইতে বড় ভাল বাসে; আর যে বাটীর প্রাচীর ও ছাদ কাচনির্ম্মিত তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করে; তাহাদিগের পক্ষে তত্তুল্য মনোরম পদার্থ আর কিছুই নাই।

আরব্যদের তাম্বু ছাগের লোমদ্বারা প্রস্তুত হওয়াতে কৃষ্ণবর্ণ হয়। তাহা এতাদৃশ বৃহদাকার যে তাহাতে তিনটি ভিন্ন২ কুঠরী থাকে। তাহার প্রথমটিতে পুরুষ, দ্বিতীয়টিতে স্ত্রীলোক, এবং তৃতীয়টিতে মেষ প্রভৃতি পশু থাকে।

উক্ত দেশীয়েরা ভূমিতে উপবেশন ও মেজের পরিবর্ত্তে একখানি পাদপীঠ ব্যবহার করে। আহারের সময় একটি পাত্রে মাংস আর অন্ন আনীত হইলে সকলেই ঐ পাত্রহইতে ভোজন করিতে থাকে; পৃথক্ ব্যক্তির নিমিত্ত পৃথক্ পাত্রের ব্যবহার নাই। ঐ এক পাত্রের অন্নে সকলের প্রতুল না হইলে যদবধি আহারকারিগণ পরিতৃপ্ত না হয়, পর পর এক এক পাত্র আনীত হয়। এই প্রকারে কখন কখন তের কিংবা চৌদ্দখান পাত্র আনীত ও শূন্য হয়। আরব্যেরা বড় শীঘ্র আহার করে, এবং এক ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজের ভোজন সাঙ্গ হইলে প্রস্থান করে। তৎপরে বারি দুগ্ধ এবং চীনীহীন কাওয়া পানে তৃষ্ণা দূর করে। তাহাদিগের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত আহার করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, কারণ তাহাদের দৃষ্টিতে উদরম্ভরি লোক অতিশয় ঘৃণার্হ।

আরব দেশের অনেক স্থানে কোন নদী বা স্রোত নাই। আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহা গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, এই নিমিত্ত উক্ত দেশে বড় জলকষ্ট হয়। সময়ে২ ঝাঁকে২ পঙ্গপাল আসিয়া হরিদ্বর্ণ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ সমূহ গ্রাস করে। পথিকগণ কখন২ বালুকাঝড়ে প্রাণে বিনষ্ট হয়, এজন্য যখন ঐ রূপ ঝড় আসিবার চিহ্ন দেখে তখন পাছে তদ্দ্বারা নাসিকা অবরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হয়, এই ভয়ে মুখ আবৃত করিয়া মৃত্তিকার উপর উপুড় হইয়া শয়ন করে। এরূপ ঝড়ের সময়ে অনেকানেক অশ্ব এবং মনুষ্যগণের প্রাণ বিয়োগ হয়। আরোহণার্থ যে সকল পশু ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে আরব দেশের

জন্তুদের তুল্য সুচারুজীব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ইংলণ্ডে অশ্ব এবং গর্দ্দভ পাওয়া যায়, কিন্তু উষ্ট্র তথায় জন্মে না। এই পশু প্রান্তরে আরব্য-দিগের পক্ষে বড় উপকারী, একারণ তাহা "মরুভূমির জাহাজ" নামে বিখ্যাত আছে। ইহাদিগের স্থূলাগ্র পদ বালুকার উপর চলিতে বিশেষ উপযুক্ত। ফলতঃ পদচতুষ্টয় মাংসল না হইয়া বরং ইণ্ডীয় রবরের ন্যায় স্থিতিস্থাপক বোধ হয়। উষ্ট্রের ওষ্ঠাধর এমত কঠিন যে তাহারা যখন প্রান্তরান্তঃপাতি স্থানদিয়া গমন করে তখন তাহারা কণ্টকবিশিষ্ট সামগ্রী আহার করিতে বেদনা পায় না। পৃষ্ঠস্থিত উচ্চ অস্থিতে যদি অধিক পরিমাণে মেদ থাকে তবে অল্পাহারে তাহারা অনায়াসে ভারবহন করিয়া দিনপাত করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের উদর অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঠিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরে অনেক জল থাকে। তাহাতে তাহারা তিন চারি দিবস তৃষ্ণার্ত্ত হয় না। তত্রত্য অশ্বগণ অতি বলবান ও বেগবান হইলেও সুবোধ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ক্ষুদ্র২ বালকেরা যেরূপ গর্দ্দভারোহণ করে এস্থানে অল্পবয়স্ক বালকেরা তদ্রূপে অশ্বে আরোহণ করে; তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।

কাওয়া, খর্জ্জুর, এবং গঁদের নিমিত্ত আরবদেশ অতি সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। কাওয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র তরুর ফল। তথাকার ক্ষুদ্র পর্ব্বতসমূহ ঐ তরুদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। বৃক্ষসকল শ্বেতবর্ণ পুষ্প এবং লোহিতবর্ণ ফলবিশিষ্ট হইলে সাতিশয় মনোরম বোধ হয়। আরবদেশের প্রধান উপজীবিকা খর্জ্জুর। যে স্থানে উহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর সে স্থানে উহারা অবস্থান করিতে ভাল বাসে না। আরবের বহুবিধ বৃক্ষহইতে সুগন্ধবিশিষ্ট অনেক নির্য্যাস নির্গত হয়। তন্মধ্যে "আরব্য গঁদ" অতি প্রসিদ্ধ। উক্ত বৃক্ষাদির বর্ণনাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আরবদেশ সম্পূর্ণরূপে মরুময় প্রান্তর নহে। ফলে কেবল তাহার উত্তরসীমা বালুকাদ্বারা পরিপূরিত আছে; তন্নিমিত্ত উক্তাংশ "প্রান্তর আরব" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আরবের মধ্যাংশের নাম "প্রস্তরময় আরব," তথাচ তথায় বহুবিধ উত্তম২ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণাংশ "সুখী আরব," নামে বিখ্যাত। ঐ স্থানে নানাবিধ সৌরভান্বিত মসলা এবং উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মক্কা মদিনা এবং মোকা এই তিন নগরের জন্যে আরবদেশ বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মক্কানগর সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ মুসলমানদিগের ধর্ম্মপ্রণেতা মুহম্মদ্ এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত পৃথিবীর সকল অঞ্চলহইতে অসংখ্য লোক মক্কার মন্দিরে সমাগত হইয়া থাকে। কোন কোন সময় তথায় এত অধিক লোক আইসে যে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন মৌচাকহইতে মৌমাছি বাহির হইতেছে। এই যাত্রিকগণ এক খানি কাল পাথর পূজা এবং সাত বার তাহা চুম্বন ও প্রদক্ষিণ করে। কথিত আছে যে স্বর্গহইতে কোন দূত মুহম্মদকে তাঁহার গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনার্থে ঐ প্রস্তর দিয়াছিলেন। অস্মদ্দেশীয় গঙ্গাস্নানের প্রথানুসারে এই যাত্রিকগণ একটী কূপের সলিলে অবগাহন করে। মদিনা নগরে মুহম্মদের কবর আছে। কিন্তু ঐ নগর মক্কাতুল্য সমৃদ্ধিশালী নহে। বোধ হয় মুসলমানেরা স্বীকার করিতে চাহে না, যে মুহম্মদ অপর মনুষ্যের ন্যায় মৃত্যুভোগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্তে মদিনার গৌরব অল্প।

শ্রীমনোমোহিনী রায়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৩ খণ্ড

মার্কুইস্ অফ্ করন্ওয়ালিসের জীবন-চরিত।

চারল্স্ করনওয়ালিস ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সসেক্স্প্রদেশস্থ এক প্রাচীন প্রসিদ্ধ সদ্বংশ-সম্ভূত। তাঁহার ষষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষ কুলীনপদে অভিষিক্ত হইয়া "বেরন্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহার পিতা বেরন্ হইতে এক পদ উচ্চ "আরল" উপাধি প্রাপ্ত হন। চারল্স্ ইটন্ নামক বিদ্যালয়ে প্রথমে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং তৎপরে কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "সেণ্ট জেম্স্" নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় অল্পকাল অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করেন। বিদ্যানুশীলনে তিনি সবিশেষ তৎপর ছিলেন না; কিন্তু অতি শীঘ্রই যুদ্ধ-বিষয়ে সাতিশয় আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি সৈনিক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দুই বৎসর মধ্যে কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেজর পদে অভিষিক্ত হইয়া মার্কুইস অব্-গ্রান্বির সমভিব্যাহারে ইউরোপ পরিভ্রমণে যাত্রা করেন, এবং তথাহইতে প্রত্যাগত হইলে লেফ্টেনেণ্ট করণেল পদ উপার্জ্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি হাউস্ অফ্ কমন্স্ সভার সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তিনি পৈত্রিক ধন সম্পত্তি এবং আরল্ উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ তৃতীয় জর্জের পারিষদ-পদে মনোনীত হইয়া অনতিবিলম্বে করনেল-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৩৩ পদাতিক-সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই রূপে লর্ড করন্ওয়ালিস্ রাজ-প্রসাদে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট পদে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন; ও তদীয় সৌভাগ্যসূর্য্য পূর্ব্বা-

হ্নের তপনের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। এতাদৃশ অপরিচ্ছন্ন সম্পদভোগে করন্ওয়ালিসের চরিত্র কোনরূপে দূষিত হয় নাই। তিনি স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণের মঙ্গলসাধনে সতত তৎপর থাকিতেন, এবং নিঃশঙ্কচিত্তে রাজমন্ত্রিদিগেরও দোষ পার্লিয়মেণ্ট-মহাসভার সভ্যদের নিকটে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজপারিষদ হইবার দুই বৎসর পরে তিনি জেমস্ জোন্স্ নামা এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা জেমিমার সহিত পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তদীয় সহবাসসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আমেরিকা-খণ্ডে এক ঘোরতর সঙ্গ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। তত্রত্য অনেকানেক প্রদেশে ইংরাজেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহুসংখ্যক উপনিবাস সংস্থাপন করে। উপনিবাসিরা অল্পকাল-মধ্যে পরিশ্রম-সহকারে প্রভূত-ধন-সম্পত্তি উপার্জ্জন করণপূর্ব্বক সম্যগ্ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ইংলণ্ডদেশীয় মন্ত্রিদিগের বিবিধ ন্যায়বিরুদ্ধ-নিয়মে তাহারা সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, স্বাধীনতালাভ-মানসে আদিম মাতৃভূমির অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদন করিতে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। ঐ বিদ্রোহিদিগকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিতে করন্ওয়ালিস্ প্রথমাবধি পার্লিয়মেণ্ট সভায় অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু যখন উপনিবাসিদিগের সহিত সমরানল কোনরূপে নির্ব্বাপিত হইল না তখন তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে অস্বীকার করেন নাই।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড করন্ওয়ালিস্ আমেরিকায় উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজসৈন্যাধ্যক্ষ সর্ উইলিয়ম হাউর অধীনে মেজর্ জেনরেল্ পদে নিউ-জেরসী-নামক-প্রদেশে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইলে বিপক্ষ-সৈন্য উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিল, এবং করন্ওয়ালিস্ সহজে ঐ প্রদেশ আপনার অধীনে আনিয়াছিলেন। করন্ওয়ালিস্ উক্ত বৎসরের শেষে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার মানসে ইঅর্ক টাউন্-নামক নগরে প্রস্থান করেন, কিন্তু রাজসৈন্যদের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তিনি স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন না। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউজেরসীহইতে চিসাপিক-প্রদেশে যাত্রা করেন, এবং ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহা হস্তগত করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি সর হেনরি ক্লিণ্টনের সমভিব্যাহারে কারোলিনা প্রদেশে গমন করিয়া চার্ল্‌স্‌টন্-নামক নগর আক্রমণ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গেটস্-নামা সুবিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষকে ঘোরতর সঙ্গ্রামে পরাজয় করিয়াছিলেন। পরন্তু যদিও তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি আমেরিক বিদ্রোহিদিগকে সম্যগ্‌রূপে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। বৎসরেক পরে জগদ্বিখ্যাত অসামান্যধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী আমেরিক-সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াসিঙ্টন্, তাঁহাকে ইঅর্ক-টৌন্-নগরে অবরুদ্ধ করেন। এই অবস্থায় করন্ওয়ালিস্ নানা-যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিলেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না, অগত্যা বিপক্ষদিগের নিকটে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পরে অপদস্থ ও হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তদীয় পরাজয় অবধি আমেরিকার বিগ্রহ একপ্রকার শেষ হইয়াছিল। কারণ ইংরাজেরা আর তথায় কিছুই করিতে পারেন নাই।

আমেরিকাহইতে প্রত্যাগত হইয়া করন্ওয়ালিস্ বৎসরদ্বয় প্রায় অপ্রকাশিত ছিলেন; কিন্তু যখন দুর্বিখ্যাত হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, আর যখন তদীয় ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যসকল পার্লিয়মেণ্ট-সভার সভ্যদের নিকটে স্পষ্ট বিদিত

হইল, তখন সর্ব্বসাধারণে করন্‌ওয়ালিস্‌কে ভারতবর্ষের শাসন-পতি-পদে নিযোজিত করিতে সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে করন্‌ওয়ালিস্ ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের অবিবেকতা, কার্য্যাক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার সন্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত করিতে প্রথমাবধি সমধিক যত্ন ও আয়াস পাইয়াছিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্যাংশে যে সমস্ত অনিয়ম ও মন্দ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তিনি তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং রাজকর্ম্মচারিদিগের দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বিবিধ বিগর্হিত অনিষ্টোৎপাদক ব্যাপারসকল নিবারিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি নিষ্কর্ম্মা বৃত্তিভোগিদিগকে রাজ্যের ভারস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদের বৃত্তিসকল লোপ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং অর্থলোলুপ স্বার্থ-পর রাজপুরুষগণকে প্রজাপীড়নহইতে নিবারণ করিলেন। এই রূপে রাজকার্য্যে সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

অতঃপর লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ এক তুমুল সঙ্গ্রামে জড়ীভূত হইয়াছিলেন। মহীসূরাধিপতি সুবিখ্যাত সম্রাট্ টীপু ইংরাজদিগের পরাক্রমের সর্ব্বদা ঈর্ষ্যা করিতেন, ও পরস্পর অসদ্ভাব থাকায় সর্ব্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত। মল্লবার তীরে ত্রিবঙ্কুরনামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। টীপু উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অশেষবিধ উদ্যোগ করিতেছিলেন। ত্রিবঙ্কুরের অধীশ্বর টীপুর অভিসন্ধি বুঝিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এবং স্বীয় রাজ্যের রক্ষাহেতু এক সুদীর্ঘ প্রাচীর ও নানা দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সঙ্গ্রামার্থে প্রস্তুত হন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীসূরেশ্বর বহুসৈন্য-সমভিব্যাহারে ত্রিবঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং তদবধি ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ টীপুর সহিত সমর অপরিহার্য্য দেখিয়া দক্ষিণ দেশের ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় মহামন্ত্রী নানা ফরনবীস্ * ও হাইদ্রাবাদের অধীশ্বর নিজামের সহিত সন্ধি স্থির করিয়া, মান্দ্রাজের গবর্ণর মিডোস্ সাহেবকে সেনাপতিপদে নিযোজিত করেন, এবং কলিকাতাহইতে এক দল সৈন্য করনেল্ ম্যাক্‌সোয়েল্ সাহেবের অধীনে প্রেরণ করেন। টীপু নানা-বুদ্ধি-কৌশলে ও অসীম-পরাক্রম-সহকারে উভয় সৈন্যাধ্যক্ষের উদ্যম নিষ্ফল করিয়াছিলেন। করন্‌ওয়ালিস্ সেনাপতিদ্বয়ের পরাজয় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে টীপু ফরাসীদিগের সহিত মৈত্রতালাভাশয়ে ত্রিচিনপল্লীনগরের সমীপে কালব্যয় করিতেছিলেন। করন্‌ওয়ালিস্ শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিবার মানসে বেলোর নগর অতিক্রমণপূর্ব্বক আম্বুর উপত্যকা দিয়া গমন করিলেন, এবং পথিমধ্যে বাঙ্গালোর দুর্গ অবরোধ করিয়া অল্প কাল মধ্যে তাহা হস্তগত করিলেন। টীপু এই সকল সমাচার অবগত হইয়া তদীয় রাজধানীর অনতিদূরে কাবেরী নদীর তীরস্থ এরিকারা-নামক স্থানে ইংরাজ-সৈন্যের আগমন-প্রত্যাশায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। করন্‌ওয়ালিস্ তথায় উপস্থিত হইলে এক ঘোরতর সঙ্গ্রাম আরম্ভ হয়। টীপু অসামান্যসাহস ও যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিলেও অবশেষে

* ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত রহস্যের এই পর্ব্বের ৪৯ পৃষ্ঠায় আছে।

পরাস্ত হইয়াছিলেন। করন্‌ওয়ালিস তদনন্তর শ্রীরঙ্গ-পট্টনাভিমুখে গমন করেন, কিন্তু আহারোপযোগী দ্রব্যসকলের অত্যন্ত অভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে পথহইতেই প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ও নিজামের সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যের সহিত মিলিত হইল, এবং করন্‌ওয়ালিস্ তাহাদের সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গ-পট্টন আক্রমণ করিতে পুনঃ যাত্রা করিলেন। পরে কএকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীর অনতিদূরে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক কাবেরী নদীর মধ্যবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকৃত করেন। মহীসূরেশ্বর ভয়াকুল হইয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। রাজধানী-রক্ষণে অশক্ত হইলে একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন ইহা তিনি বিলক্ষণ দেখিতে পাইলেন, অথচ বীর্য্যবান্ ইংরাজদিগের হস্তহইতে নগর রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুঃসাধ্য ছিল। তিনি এই সমস্ত বিবেচনাপূর্ব্বক করন্‌ওয়ালিসের সমীপে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, এবং যদিও উহা তাঁহার পক্ষে বিষম লজ্জাকর বোধ হইল, তথাপি তিনি অগত্যা অর্দ্ধেক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিসমাধা করিলেন।

লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ এই রূপে মহীসূরের বিগ্রহ সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনে ও প্রজাবর্গের সুখ-সম্বর্দ্ধনে সাতিশয় যত্নবান্ হইলেন। বিশেষতঃ রাজকর আদায়ের কোন সুপ্রণালী না থাকাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হওনাবধি রাজকর আদায়ের বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত প্রজাবর্গের ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা রাজকর আদায়ের জন্য প্রায় প্রতিবৎসর নূতন নিয়ম করিতেন, তাহাতে অনেকে ক্লেশ পাইত, কেহ২ বা অত্যল্প কর দিয়া অনেক ভূমি ভোগ করিত। প্রায় দ্বিশত বৎসর-পূর্ব্বে মোগল বংশোদ্ভব জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপরাক্রমশালী সম্রাট্ অকবরের মন্ত্রী টোডরমল্ল বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে করাদান-বিষয়ে একপ্রকার নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন। ইংরাজীকর্ম্মচারিগণ সেই নিয়ম অন্যথা করিয়া প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি ও দুরবস্থার কারণ হইয়াছিলেন। লর্ড করন্‌ওয়ালিস্ তৎসমুদায়ের প্রতীকার করিবার মানসে ইংলণ্ডীয় কার্য্যাধ্যক্ষদিগের মতানুসারে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভূম্যধিকারিদিগকে ভূমির স্বত্ব ও অধিকার এককালে প্রদানপূর্ব্বক দশ বৎসরের নিমিত্ত এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। পরে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দেন। এই প্রযুক্ত এই-ক্ষণকার বঙ্গদেশের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "দশ শালা বন্দোবস্ত" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্দ্বারা জমীদারগণের অধিকার ও স্বত্ব দৃঢ়ীকৃত হয়, কারণ তৎসময়ে যে কর নির্দ্ধারিত হইল তাহাহইতে কদাপি অধিক চাহিবেন না, রাজপুরুষেরা এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন; অথচ প্রাচীন গৃহস্থ প্রজার কর বৃদ্ধি না করিতে ভূম্যধিকারীরা স্বীকৃত হওয়াতে প্রজাবর্গের যে অশেষ উপকার হয় ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। জমীদারগণ এই বন্দোবস্তে যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু করন্‌ওয়ালিস্ সাহেব কেবল রাজস্বের সুপ্রথার জন্য এই বন্দোবস্তে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কি এতদ্দেশীয় জমীদারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় বলা কঠিন; কারণ যদিও তাঁহার আইনের ভূমিকাতে জমীদারের মঙ্গল-বিষয়ক কথার উল্লেখ আছে, তথাপি ইহা মন্তব্য যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা রাজকীয় নানা উচ্চপদের কর্ম্ম ও গুরুবেতন প্রাপ্ত হইত, তিনি আসিয়া একেবারে তাহা রহিত করিয়া কোন বাঙ্গালীকে ২৫ টাকা বেতনের অধিক

দেন নাই। তাঁহার আধিপত্যের শেষ বৎসরে আইন হইবার প্রথা হয় এবং তিনি যে সকল আইন করিয়া যান তাহা অত্যুত্তম হইয়াছিল, এবং তাহাতে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। ঐ সকল আইনের কএকটী গ্রন্থ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

লর্ড করন্‌ওয়ালিস্‌ ভারতবর্ষ-পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উপনীত হন। রাজা তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহাকে মার্কুয়িস্‌পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড-দেশে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, করন্‌ওয়ালিস্‌কে তত্রত্য রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তথায় বুদ্ধিকৌশল-সহকারে নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদক উপদ্রবসকল নিবারণ করেন। একোনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনার্থে তিনি ফ্রান্স-দেশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হন, এবং তথায় আমিয়েঁ-নগরে এক পরিপাটী সন্ধি-সমাধাদ্বারা প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

এইরূপে করন্‌ওয়ালিস্‌ রাজকার্য্যে ও স্বদেশের হিতার্থে প্রায়ঃ জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত করেন। পরে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি পরিজন-বেষ্টিত হইয়া আত্মীয়গণের সহবাস-সুখে কালাতিপাত করিবেন,ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সে আশায় বঞ্চিত হন। তদীয় প্রস্থান-সময়াবধি ভারতবর্ষীয় মহাকার্য্যক্ষেত্রে নানা অশুভ ও অনিষ্টোৎপাদক ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎসমুদায় নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহাকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গবর্ণর-জেনরেলপদে নিযুক্ত করা হয়। করন্‌ওয়ালিস্‌ যখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার উপনীত হন, তখন রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, এবং এতদ্দেশীয় রাজন্যবর্গেরা অনেকে ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সকল উপদ্রবের নিবারণার্থ তাঁহাকে বিশেষ প্রযত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময়ে তদ্রূপ শ্রমের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম তৎকালে ৬৫ বৎসর হইয়াছিল; তথা শারীরিক ক্লেশ মানসিক পরিশ্রম, এবং দীর্ঘ প্রবাসে, তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ১৮০৫ অব্দে ৫ ই অক্‌টোবর গাজীপুর-নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিসমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা বর্ত্তমান ছিল।
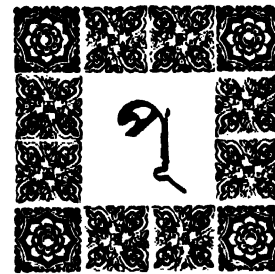
ত্রিপুরা।

পূর্ব্বে এই ত্রিপুরা-রাজ্য "কিরাত" নামে বিখ্যাত ছিল। পরে চন্দ্রবংশীয় জনৈক ত্রিপুর-নামক রাজার রাজত্ব-সময়ে এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়। ত্রিপুর সুপ্রসিদ্ধ রাজা যযাতির পুত্র। যযাতির সময়ে শৈবমতের বহুলপ্রচার ছিল; কিন্তু ত্রিপুর স্বীয়-শাসনসময়ে ঘোরতর ধর্ম্মদ্বেষী হইয়া শৈবমত বিলুপ্ত করিবার জন্য, এমন কি প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, সুতরাং প্রজাগণ একান্ত ভীত হইয়া স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাছাড়ে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। তথায় তত্রত্য নরপতির কোন সাহায্য না পাওয়াতে পাঁচ বৎসর পরে প্রজাগণকে অগত্যা পুনর্ব্বার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইল। গল্প আছে যে ঐ প্রজা দৃঢ়তর-ভক্তিসহকারে শিবের উপাসনা আরম্ভ করিলে মহাদেব সদয় হইয়া

আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, অচিরাৎ ত্রিপুরের নাশ, এবং উহার পত্নীর গর্ব্ভে ত্রিলোচননামে এক কুমার উৎপন্ন হইবে। তখন উপাসকগণ শিববাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। কিছু-কাল-পরে শিববাক্যের ফলোদয় হইলে প্রজাগণ পরমাহ্লাদিত হইয়া ত্রিলোচনকে সিংহাসনে আরোহিত করিল। অনন্তর মহাসমারোহে কাছাড়ের রাজতনয়ার সহিত ত্রিলোচনের বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। রাজতনয়ার গর্ব্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্র জন্মে। পরে কাছাড়ের নরপতি মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিলে তাঁহার দ্বাদশ দৌহিত্রের অন্যতম এক জন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। এদিকে ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচনও কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র দক্ষিণ, পিতার আদেশ ও প্রজাবর্গের মতানুসারে সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাছাড়হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই ব্যাপার-দর্শন ও শ্রবণপূর্ব্বক সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভ্রাতা দক্ষিণের প্রতিকূলে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন। সপ্তাহ-যুদ্ধের পর তিনি জয়পতাকা উড্ডীন করত স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক খালান্‌সা নদীর উপকূলে গিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিল। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিরুপদ্রবে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কালসহকারে তিনি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলে বিদ্রোহ-ঘটনার সূচনা হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে যেমন তিনি সিংহাসন-পরিত্যাগের বাসনা করিতেছিলেন অমনি মৃত্যুই তাঁহার আনুকূল্য সাধন করিল।

অনন্তর এই ত্রিপুরা-রাজ্যের সিংহাসনে ক্রমে ক্রমে ত্রিসপ্ততিতম রাজা অতীত হইলে চতুঃসপ্ততিতম রাজা জেরাফা রাজপদে আসীন হইয়া উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। উদয়পুরের রাজা লিকা সহস্রসঙ্খ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য এবং কুকিসৈন্যের সহায়তায় প্রাণপণে স্বীয় নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে ত্রিপুরারাজ জয় লাভ করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। এই জয়লাভে তাঁহার উৎসাহ এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে, তিনি সমস্ত বঙ্গদেশ পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই।

সে যাহা হউক, অনন্তর ষণ্ণবতিতম রাজা সস্তফারের শাসনসময়ে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৌড়দেশের নরপতিকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত কতগুলি মুদ্রা ও মহামূল্য হীরকাদি লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে ত্রিপুরা-রাজের আদেশানুসারে তৎসমুদায় বিলুণ্ঠিত হইলে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত গৌড়-রাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সমরানল সন্দীপিত করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ত্রিপুর-রাজ একান্ত ভীত হইয়া সন্ধিসংস্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহার প্রধানা মহিষী কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া তাঁহার ভীরুতার যথোচিত তিরস্কার করত সৈন্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন; "তোমাদিগের রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় আছেন বটে, কিন্তু শৃগালের ন্যায় কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন; অতএব যদি তোমাদিগের বাসনা থাকে, আমি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে সমবতীর্ণ হইতেছি, তোমরাও আমার অনুবর্ত্তী হও।" সৈন্যগণ রাণীর এই বীর্য্যপ্রোৎসাহকবাক্যে সমধিক-উৎসাহিত হইয়া সকলেই সম্মত হইল। অনন্তর রাজমহিষী সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ

হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর গৌড়াধিপতির সমস্ত সৈন্য পরাজিত করিলেন। সাহস অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ।

অষ্টনবতিতম রাজা খিসঙ্গফার শাসন-সময়ে রাজমহিষী সূচি-কার্য্যে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যমধ্যেও সূচিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হয়। উক্ত রাজার অষ্টাদশ পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণ থাকাতে, রাজা তাঁহাকে সিংহাসনভাগী করিবেন বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু নরপতির মৃত্যুর পর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে দেশভ্রমণার্থে প্রেরণ করিলে তিনি বহুকাল গৌড়ের রাজধানীতে অবস্থান করেন। অনন্তর প্রত্যাগমনকালে কতগুলি মুসলমান-সৈন্য-সমভিব্যাহারে স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক সহোদরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি অপহৃত স্থান-সমুদয় হস্তগত করিবার জন্য গৌড়ের রাজার নিকট ৪,০০০ সৈন্য এবং "মাণিক" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ত্রিপুরার রাজবংশধরেরা "মাণিক" এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

গল্প আছে যে ধর্ম্মমাণিক প্রথমতঃ সন্ন্যাসি-বেশে নানা-দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে যখন বারাণসী-তীর্থে সমুপস্থিত হন, সেই সময় একটী সর্প তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকোপরি ফণা ধারণ করে। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকলেই বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অচিরাৎ রাজপদে অভিষিক্ত হইবে। ফলতঃ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরাহইতে এক রাজদূত আসিয়া কহিল, "মহারাজ। নরপতি বসন্তরোগে স্বর্গলাভ করিয়াছেন; অতএব জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠকে রাজপদে বরণ করা প্রজা ও সৈন্যগণের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে আপনি স্বীয় রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করুন।" ধর্ম্মমাণিক তদনুসারে ত্রিপুরাগমনপূর্ব্বক ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তিনি চতুরধিকশততম রাজা, তাঁহার রাজত্ব-সময়ে ৩২ বৎসর কাল রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব ছিল না। অনন্তর তিনি মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিলে ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে অধিরোহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অচিরাৎ তিনি নিহত হইলে ধর্ম্মমাণিকের ভ্রাতা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৎকালে রাজ-মনোনীতকরণবিষয়ে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্মমাণিকের ভ্রাতা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি সেনাপতিদিগের নিতান্ত বিদ্বেষ থাকাতে, তাহারা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে; কিন্তু ধর্ম্মের এমনি কর্ম্ম, তিনি বিনষ্ট না হইয়া সেনাপতিগণই নিহত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার কিছু কাল পরে তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, গৌড়াধিপতি কতগুলি সৈন্যকে বন্দীকৃত করিয়া হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। এদিকে ত্রিপুরাধিপতি গৌড়ের অধিকৃত খান্দেল প্রদেশ-গ্রহণপূর্ব্বক এরূপ নিষ্ঠুররূপে বিলুণ্ঠন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তত্রত্য লোকদিগকে বৃক্ষত্বক্ পরিধান করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি কমিল্লার মধ্যে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। ঐ দীর্ঘিকা ধর্ম্মসাগরনামে প্রসিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বে থানাসিনামে একটী নগর ত্রিপুরার অধিকারস্থ ছিল, কিন্তু কুকিদিগের একান্ত উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে ঐ নগর তাহাদিগের অধিকৃত হয়। থানাসিমধ্যে ত্রিপুরাধিপতির এক শ্বেত হস্তী ছিল। কুকিদিগের নিকট ঐ হস্তী প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলে তাহারা অস্বীকৃত হওয়াতে ত্রিপুরাপতি থানাসি অবরোধ করিতে অনুমতি করেন।

তদনুসারে সেনাপতি রায়চাচগ সৈন্যসমভি-ব্যাহারে থানাসির দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু ক্রমাগত ছয় মাস অবরোধের পর রায়চাচগ বিরক্ত হইয়া কি উপায়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাহারই অনুসন্ধান এবং নানা প্রকারে স্বীয় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন গায়েনা-নামক একটী ক্ষুদ্র গৌ দুর্গহইতে নির্গত হইয়া বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতেছিল। সৈন্যগণ তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার গল-দেশে রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিল। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত গৌ যে পথে দুর্গে প্রবেশ করিবে সৈন্যগণও অনায়াসে সেই পথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। ভাগ্যক্রমে ঐ কৌশল ফলবৎ হওয়াতে সকলেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎকালে দুর্গের দ্বাররক্ষকগণ সুরাপানে একান্ত উন্মত্ত হওয়াতে সুবিধার পরিসীমা ছিল না। রায়চাচগ প্রবেশ করিবামাত্র দুর্গস্থিত পুরুষদিগকে বিনষ্ট এবং অবলাগণকে বন্দীকৃত করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করিবার পর অন্যান্য প্রদেশ সমুদায় অধিকৃত হইয়া উঠিল। ত্রিপুরাধিপতি ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়াধিপতির সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে বঙ্গদেশের অধিপতি হোসেন শাহ সৈন্যসংগ্রহ করণ পূর্ব্বক গৌর মাণিককে সেনানায়ক করিয়া ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। উক্ত সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে মেহরকুল দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়-দুর্গাধিকারের সময়ে পরাভূত হন। হোসেন শাহ পুনরায় হিতেন খাঁকে সেনাপতি করিয়া রাঙ্গামাটী আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরা-রাজ শ্রীধর্ম্মের সৈন্যগণ পলায়ন করে। পরে নরপতি কৌশলক্রমে নদীস্রোত রুদ্ধ করিয়া মুক্ত করিয়া দিলে শত্রুসৈন্য একেবারে জলস্রোতে ভাসিয়া যায়, সুতরাং হিতেন খাঁকে শিরে করাঘাত করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে হইল। প্রত্যাগমন করিয়াও তাঁহার শিরে করাঘাতের নিবৃত্তি হয় নাই। আসিবামাত্র গৌড়-নরপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। এ দিকে ত্রিপুরাধিপতি শ্রীধর্ম্ম রাজধানী-আগমনপূর্ব্বক মহাসমারোহে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতিবৎসর সহস্র নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু এই সময়-অবধি তিন বৎসরের অন্তর এক একটী নরবলির নিয়ম নিরূপিত হইল। শ্রীধর্ম্মের সময়ে সঙ্গীত শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। তিনি এক মণ পরিমিত স্বর্ণে ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎকালে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ-বয়সে বসন্ত রোগ তাঁহাকে হস্তাবলম্ব-প্রদান করিলে, তৎকালের সতীধর্ম্মানুসারে তাঁহার পত্নীও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র দেবমাণিক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। অনতিকালবিলম্বে তাঁহাকে যুদ্ধার্থে চট্টগ্রামে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ করিলে এক জন ব্রাহ্মণ কৌশলক্রমে তাঁহার চৌদ্দ জন সেনাপতিকে পূজিত দেবদেবীর নিকট বলিপ্রদান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণের দুরভিসন্ধিক্রমে এই বলিদান-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজা দেবমাণিক সেই রূপে ঐ ব্রাহ্মণকে বলিদান করিতে উদ্যত হইলেন। পরে রাজা দেবমাণিক ঐ ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে

না পারিয়া তাহার কূটবুদ্ধিজালে জড়িত হইয়া স্বয়ং কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ এই প্রচার করিয়া দিল যে, পূজাঙ্গের ব্যতিক্রম ঘটাতে দেবতারা কুপিত হইয়া নরপতিকে বিনাশ করিয়াছেন। ঐ সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণ মৃত রাজার কনিষ্ঠা পত্নীর সহযোগে রাজ্যভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা সহ্য হইবে কেন? অনতিবিলম্বেই প্রজাগণ মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই বিনষ্ট এবং একত্র প্রোথিত করিল। অনন্তর দেবমাণিকের পুত্র ব্রজমাণিক নব নরপতি হইলে, অমাত্যদ্বারা সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল: তিনি কেবল পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে আসীন থাকিতেন। ক্রমে নৃপতি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কৌশলক্রমে অমাত্যের বধ সাধন করিলেন। পরিশেষে তিনি সমরবেশে যাত্রা করিলে অনেক স্থলে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ঐ সময়ে কসাই এবং শ্রীহট্টের নরপতি তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের নরপতির প্রদত্ত উপহার নিতান্ত সামান্য দেখিয়া মনোমধ্যে অপমানবুদ্ধির উদয় হওয়াতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোদালী অস্ত্রধারী ১,২০০ মেহতর সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহাতে শ্রীহট্টরাজের অপমানের অবধি রহিল না। অনন্তর তিনি কাছাড়ের ভূপালদ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করাইলে ব্রজমাণিকের রোষানল উপশামিত হইল। তখন মেহতর সৈন্যসকল প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জয়ন্তী-নগরে প্রস্থান করিল।

ঐ সময়ে সহস্র-সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বেতন না পাওয়াতে ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করা তাহাদিগের একান্ত অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তাহা না ঘটিয়া তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হয়। এদিকে গৌড়াধিপতি ত্রিপুরা-আক্রমণ-জন্য ৩,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ হাজার পদাতি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে গৌড়ের সেনাপতি ধৃত ও বন্দীকৃত হওয়াতে সমরানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তৎপরে যখন বিজয়মাণিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন তিনি ২৬,০০০ পদাতি ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং লক্ষ্মী ও পদ্মানদী উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিলেন। অনন্তর সমরবিজয়ী হইয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দানপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানী রাঙামাটীতে প্রত্যাগত হন। ঐ সময়ে এক জন গণক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তমাণিক রাজ্যাধিকারী হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তীর্থযাত্রাচ্ছলে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিলেন। এ দিকে অনন্তমাণিক যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। কিয়দ্দিন-পরে বৃদ্ধ রাজা বসন্তরোগে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। এ দিকে গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় জামাতা অনন্তমাণিকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ, এবং উদয়মাণিক এই নামধারণ করিলেন। তৎকালে রাঙামাটী রাজধানী উদয়পুর-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিছু কাল রাজ্য-শাসন করিবার পর এক স্ত্রীজনপ্রদত্ত বিষবটিকা ভক্ষণ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্র জয়মাণিক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা না থাকাতে তাঁহার পিতৃব্য রুনাগনারায়ণদ্বারাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূতপূর্ব্ব রাজা বিজয়মাণিকের উপপত্নীগর্ভজাত পুত্র

অমরমাণিক সাতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি জয়মাণিক ও রুনাগনারায়ণের বধসাধনপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এ দিকে শ্রীহট্টের জমীদারদিগের মধ্যে অনেকেই, তিনি প্রকৃত রাজপুত্র নহেন, বলিয়া তাঁহার নিদেশ-প্রতিপালনে এবং কর-প্রদানে অসম্মত হইলেন; কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই বৈতসীবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত প্রদেশস্থ সকলেই কর-প্রদ হইল। অনন্তর তিনি আরাকান্ প্রদেশ আক্রমণ করিলে মগ-সৈন্যগণ পোর্তুগীজদিগের সহায়তায় প্রথমে তাঁহাকে পরাজিত করিল। পরিশেষে তিনি স্বীয় তনয়ত্রয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলে মগসৈন্যেরা সন্ধিসংস্থাপনে বাধ্য হইল; কিন্তু অল্পকালপরে প্রকারান্তরে অমরমাণিকের অন্যতম পুত্রের প্রাণ-সংহারপূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরামধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে অমর-মাণিক রাজধানী-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দমদম অরণ্যে পলায়ন করিলেন। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অপমানের অবধি রহিল না; সুতরাং তিনি অধিক পরিমাণে আফিম ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

যাহা হউক তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজ্যধরমাণিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি ঘোরতর বৈষ্ণব ছিলেন। প্রায় তিন বৎসর রাজ্য-শাসন করিবার পর তিনি গোমতী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে যশোধরমাণিক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পাঠানরাজ হুসেন শাহের সহিত ক্রমাগত একবিংশতিবর্ষ যুদ্ধ চলিতেছিল। এ দিকে জহাঙ্গীর বাদশাহ হস্তী ও অশ্বলাভের লোভে ফতেঃজঙ্গকে ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সেনাপতি ফতেঃজঙ্গ তথায় গমনপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া পরিশেষে যশোধরকে বন্দীকৃত করত দিল্লীতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে ত্রিপুররাজ বার্ষিক করস্বরূপ হস্তী ও অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিলে পুনরায় রাজ্যলাভে অনুমতি পাইলেন। অনতিকালবিলম্বে তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া স্বর্গলাভ করেন। অনন্তর ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণমাণিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইহাঁর শাসনসময়ে ব্রাহ্মণগণ ভূরিপরিমাণে ধনাদি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্বনাম ও শিবনামে অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ভূতপূর্ব্ব রাজার অঙ্গীকৃত হস্ত্যশ্ব-লাভে বঞ্চিত হওয়াতে পুনরায় ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কল্যাণমাণিক ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে উড়িষ্যা মথুরা বৃন্দাবন ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। এ দিকে গোবিন্দমাণিক সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক মুরসিদাবাদের নবাবের সাহায্যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। ঘটনাক্রমে অত্যল্পকাল-মধ্যে বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন গোবিন্দ মাণিক পুনরায় সিংহাসনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক ইহাঁর পর রত্নমাণিক, নরেন্দ্রমাণিক, ধর্ম্মমাণিক, ও সত্যমাণিক প্রভৃতি কতিপয় নরপতির শাসনসময় অতীত হইলে, যৎকালে কৃষ্ণমাণিক ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহায়তায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তৎকালে তিনি মহাসমারোহে তুলাকার্য্য সম্পাদন করিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজ্য-শাসনের পর রাজেন্দ্র

মাণিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুনির্ম্মিত এক দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি বৃন্দাবনে বিদ্যমান রহিয়াছে। মণিপুরের রাজতনয়ার সহিত ইহাঁর পরিণয়-কার্য্য সমাধিত হয়। ইনি একোনবিংশতি বৎসর রাজ্য করিবার পর ক্রমাগত চারি মাস বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র না করিয়া দেবোপাসনা করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভূরিপরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। তজ্জন্য ইহাঁর ভ্রাতা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে চাঁদাদ্বারা অর্থসঙ্গ্রহপূর্ব্বক ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা-রাজ্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইহার উত্তর-পশ্চিমে মেঘনা নদী, পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম, দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বাকরগঞ্জ ও ঢাকা। এই রাজ্য দক্ষিণোত্তরে ৫৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল ২,৪২৫ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে অন্যূন ১,৪০৬,৯৫০ লোকের বাস আছে।

চন্দ্র।

ন্দ্র কি? এ প্রশ্ন করিলে এতদ্দেশীয় অনেকে আমাদিগের প্রতি উপহাস করিতে পারেন; কারণ তাঁহারা কহিতে পারেন যে "চন্দ্র একটি গ্রহ ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জ্ঞাত আছে, ভদ্রের নিকট এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি?" পরন্তু এ কথায় আমাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পারে না; উহার শ্রবণে গ্রহ কি? এই প্রশ্নটি আমাদিগের মনে উদিত হয়। আর গ্রহকে জ্যোতিষ্ক-বিশেষ বলিলেও ঐ প্রশ্নের উপসংহার হয় না। পুরাণে চন্দ্রকে দেবতা-বিশেষ বলিয়া বর্ণনা আছে; এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে ঐ পরম সুন্দর দেবপুরুষের গাত্রে আমাদিগের বাল্যকালের কুলগাছের নীচে বুড়ী চরকা কাটিতেছে ইহা ঘটে না। অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ঋষি প্রজার উৎপাদনে অনুরক্ত হইয়া তিন সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিলে তাঁহার নেত্রদ্বয়-হইতে বীর্য্য নির্গত হয়, তাহাই চন্দ্র। পরন্তু তাহা হইলে ঐ বীর্য্যরূপ চন্দ্র কলঙ্কী হইয়া শশক বা মৃগী কোলে করিয়া কান্দিবে কেন? এইরূপ অনেক আপত্তি মনে হয়। বিলাতে অজ্ঞ স্ত্রীরা কহিয়া থাকে চন্দ্র "সবুজ পচা ছানায়" নির্ম্মিত; এ মীমাংসা মন্দ নহে; উহা এতদ্দেশীয় সংবিৎশৌণ্ডের "চাঁদ আধাছানার মোণ্ডার তাল" এই বাক্যের প্রতিরূপ বোধ হয়; পরন্তু ঐ পচা ছানা গলিয়া পড়িয়া যায় না কেন, অথবা মণ্ডা পচিয়া কাল হয় না কেন মনোমধ্যে এইরূপ ভাবনা উদ্ভাবিত হয়। আমাদিগের ধাত্রীর উপদেশানুসারে চন্দ্র আমাদিগের প্রাচীন "চাঁদামামা" ইহা বিশ্বাস আছে; পরন্তু ঐ নিষ্ঠুর মাতুল এক দিন ভাত দেওয়া দূরে থাকুক অনবরত আহ্বানে এ পর্য্যন্ত "চিত্তি" দিতেও আইসেন নাই; এই প্রযুক্ত আমরা আর তাঁহাকে মাতুল বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহি। কোন ধাত্রী চন্দ্রকে "সোণার থাল" বলিয়া আমাদিগকে প্রবোধ দিতেন; কিন্তু আকাশে এক থান সোণার থাল রাখিবার প্রয়োজন কি, ও তিথিভেদে তাহার হ্রাস,বৃদ্ধি এবং এক এক দিন লোপের অভিপ্রায় কি? এইরূপ নানা সন্দেহে বিব্রত হইতে হয়। এতদবস্থায় আমাদিগকে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আশ্রয় স্বীকার করিতে হইল; এবং ঐ অবলম্বনে কথায় যে বলে "মুরারেঃ তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" আমাদিগের তাহাই ঘটিয়াছে। ঐ শাস্ত্রে না "সোণার থাল," না "আধাছানার মোণ্ডা" না "পচাছানা," না "চাঁদামামা," না "দে-

পৃথিবীহইতে দৃষ্ট চন্দ্রের প্রতিকৃতি।

চন্দ্রহইতে দৃষ্ট পৃথিবীর প্রতিকৃতি।

বস্তা," না "কলঙ্ক" না "শশক," না "মৃগী" না "বুড়ির কুলগাছ," কিছুরই পোষকতা করে না; উহার মতে আমাদিগের পূর্ব্ব সংস্কার সকলই অমূলক, ও পূর্ব্ব উপদেষ্টারা সকলেই প্রতারক। ঐ শাস্ত্রে কহে যে চন্দ্র একটী গোলাকার বৃহৎ পার্থিবপিণ্ড বা ভাঁটা; তাহার ব্যাস ২,১৫০ ইংরাজী ক্রোশ, এবং তাহা পৃথিবীহইতে ২,৩৭,৬২১ ইংরাজী ক্রোশ অন্তরে গড়াইতে গড়াইতে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলে চন্দ্র আর একটী পৃথিবী বা পৃথিবীর পারিষদ—পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণন করিতেছে। ঐ ভ্রমণ অতিবেগে সম্পন্ন হইতেছে; এক এক ঘণ্টায় ২,৩০০ ইংরাজী ক্রোশ, বা এক মিনিটে ৩৮ ক্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া প্রায় দুই মিনিটে এক ক্রোশ ধাবন করে; তাহার তুলনায় চন্দ্র ৮০ গুণ অধিক বেগবান্; এবং ঐরূপ বেগে ভ্রমণ করিয়া তাহা ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট সময়ে পৃথিবীকে এক এক বার পরিবেষ্টন করে। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে চন্দ্রের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাতে চন্দ্র পৃথিবীর প্রায় চতুর্থাংশ বোধ হয়; এবং পৃথিবী যেমন স্থল-জল-পর্ব্বত-গুহাদিতে পরিপূর্ণ, চন্দ্রও সেই রূপ; তাহার কোন স্থান হিমালয় পর্ব্বতহইতেও উচ্চ শৃঙ্গে মণ্ডিত, কোন স্থান বালুকাময় মরুভূমিতে আকীর্ণ, ও কোন স্থান বা ভীষণ গভীর গুহায় অবনত।

কোন কোন জ্যোতির্বিশারদ কহেন, চন্দ্রে জল নাই, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ুও নাই। অপরে তদন্যথায় চন্দ্রে জল বায়ু উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যাঁহারা জলবায়ুর অভাব মানেন তাঁহারা অগত্যা কহেন, চন্দ্রে প্রাণী নাই; কারণ জল বায়ুর অভাবে প্রাণী থাকিতে পারে না। যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহারা চন্দ্রে মনুষ্য-পক্ষ্যাদি সকলপ্রকার প্রাণী আছে, ইহা স্বীকার করেন। কেহ কেহ কহেন যে, চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে জল বায়ু নাই, সুতরাং প্রাণীও নাই; পরন্তু অপর পৃষ্ঠে জল বায়ু ও প্রাণী সকলই প্রচুর আছে। এই তিন প্রকার মতের পোষকতায় অনেক প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু তাহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ইহা আমরা নির্দ্দিষ্ট করিতে অশক্ত; কেবল "চরকা কাটা বুড়ী" ও "মামার" প্রত্যাশায় আমরা বোধ

করি যে যাঁহারা চন্দ্রে মনুষ্যপশুপক্ষী আছে স্বীকার করেন তাঁহারাই যথার্থবাদী।

চন্দ্রের কলঙ্ক কিসে উৎপন্ন হয়, ইহার মীমাংসায় জ্যোতির্বেত্তারা কহেন, চন্দ্রের আলোক তাহার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে; চন্দ্র স্বয়ং অত্যন্ত-ক্ষীণপ্রভ, তাহার অল্প প্রভা পৃথিবীহইতে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু নিষ্প্রভ চন্দ্রের গাত্রে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া তাহা উজ্জ্বল হয়। ইহার প্রকৃত পরীক্ষাদ্বারা নিরূপণ করিতে আমাদিগের ধীমতী পাঠিকা কেহ অনুরাগিণী হইলে তেঁহ তাঁহার মুকুর রৌদ্রে তীর্য্যগ্‌ভাবে ধরিলে দেখিবেন যে যে রৌদ্র ঐ মুকুরে পতিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া নিকটস্থ নিষ্প্রভ প্রাচীরে পড়িয়া তাহা উজ্জ্বল করে। সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রে পড়িয়া তাহা আলোকিত করিবে, এবং তাহাহইতে ঐ রূপে পৃথিবীতে আসিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর, ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে ঐ প্রতিবিম্বিত আলোক অসম প্রাচীরে পড়িলে তাহার সকল স্থান তুল্যরূপে প্রদীপ্ত হয় না, উচ্চ স্থান অধিক ও নিম্ন স্থান অল্প উজ্জ্বল হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রের গাত্র অত্যন্ত অসম, কোন স্থান উচ্চ-পর্ব্বত, কোন স্থান সমতল-ক্ষেত্র, কোন স্থান বা অত্যন্ত নিম্ন-গহ্বর, সুতরাং তাহার উপর আলোক পড়িলে তাহার সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল হইতে পারে না, কোন স্থান অধিক উজ্জ্বল ও কোন স্থান বা অল্প উজ্জ্বল হইবে, এবং ঐ উজ্জ্বলতার তারতম্যে চন্দ্রের কলঙ্ক বা "বুড়ীর কুলগাছ" উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণার্থে জ্যোতির্বেত্তারা পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে কিরূপ কলঙ্কিত দৃষ্ট হইবে তাহার অনুভব করিয়া চন্দ্র ও পৃথিবীর কলঙ্কের ছবি বানাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আমরা ঐ ছবি পূর্ব্বপৃষ্ঠার শিরোভাগে মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু ইহাতে আমাদের বাল্যকালের "চাঁদামামা" ও "বুড়ীর কুলগাছের" অপলাপ হয় বলিয়া ইহাতে কোন মতে আস্থা করিতে পারি না। বোধ করি, পাঠকবৃন্দ আমাদিগের ন্যায় বাল্য-সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন না।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। "খগোল বিবরণ। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত-প্রণীত।" বহুকাল হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইংরাজী খগোল বিবরণের কএক খানি চিত্র বর্ণনার সহিত প্রকটিত করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর এক খানি খগোলের বাঙ্গালী পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ চিত্র ও পুস্তক দীর্ঘকালাবধি বিলুপ্ত হইয়াছে। তৎপরে তিন চারি খানি পুস্তক জ্যোতিষ্কগণের বর্ণনায় বঙ্গভাষায় বিন্যস্ত হয়; তন্মধ্যে একখানিমাত্র আমাদিগের মনোনীত হইয়াছিল। পাইকপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ ঘোষজ তাহার প্রণেতা; এবং প্রকৃত-বর্ণনা-বিষয়ে তাহা সুচারু হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থও সেই রূপ; পরন্তু ইহাতে গ্রহদিগের বর্ণন তদপেক্ষায় অধিক বিস্তাররূপে বিন্যস্ত আছে; এবং ঐ বর্ণনও সুচারু হইয়াছে মানিতে হইবে। ইহাতে যে সকল চিত্র আছে তাহাও মন্দ নহে। পরন্তু গ্রন্থকার এক বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ মনোবেদনা দিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের পরিবর্ত্তে কল্পিত বা ইংরাজীর অনুবাদ শব্দ প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থ খানি দূষিত করিয়াছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে আমাদিগের বিশেষ গরিমা আছে; আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষেরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহারা প্রয়োজনীয় অনেক পারিভাষিক শব্দ প্রস্তুত করেন। আমাদের শাস্ত্রে সেই পারিভাষিক

শব্দ প্রচুর থাকিতেও এবং তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে গ্রন্থকার অপ্রসিদ্ধ কল্পিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অ-পরামর্শসিদ্ধ হইয়াছে। এই আপত্তির প্রমাণার্থে আমরা একটী শব্দের উল্লেখ করিতেছি। দত্তজ এক তারকামণ্ডলীর নাম "বড় ভালুক" রাখিয়াছেন। ঐ বড় ভালুক কি তাহা এতদ্দেশের কোন লোক বুঝিতে পারিবেক না, সুতরাং তাহাতে তাহাদের কোন মতে আস্থা হইবে না। ঐ শব্দটী দৃষ্টে আমাদিগের মনে একটী উদ্ভট কথার উদয় হয়। একদা এক জন হিন্দু কোন মুসলমানকে এক খাদ্য দ্রব্যের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তদুত্তরে সে কহিল "আরে, কড়য়া হেয়, কড়ুয়া হেয়।" হিন্দু ঐ উত্তর না বুঝিতে পারিয়া খাদ্যটী মুখে প্রদান করিল; কিন্তু অবিলম্বে তাহার তিক্তরসে বিরক্ত হইয়া নিষ্ঠীবন-পূর্ব্বক "মর, শালা, বলে 'কেড়ো কোড়া,' যদি বল্‌তিস্ তেতো, তা হলে আর খেতুম না।" আমাদিগের গ্রন্থকারের "বড় ভালুকও" তদ্রূপ। ঐ শব্দের পরিবর্ত্তে যদ্যপি গ্রন্থকার এতদ্দেশ-প্রসিদ্ধ "সপ্তর্ষি" শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দিষ্ট তারকগণকে সকলেই জানিতে পারিত। ফলে ঐ তারকার ইংরাজী নাম সংস্কৃত নামের ভ্রম মাত্র। সংস্কৃত "ঋক্ষ" শব্দে তারকা, এবং সপ্তর্ষিতে সাতটী তারকা একত্র আছে বলিয়া তাহার নাম "সপ্তর্ক্ষ" হয়; পরে রূপকে সপ্তর্ক্ষের পরিবর্ত্তে "সপ্তর্ষি" শব্দ উৎপন্ন হয়। যে সময়ে রোমীয় জাতীয়েরা আমাদিগের গ্রন্থহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র অনুবাদ করেন তৎকালে "সপ্ত ঋক্ষ" শব্দে সপ্ত তারকা না বুঝিয়া ঋক্ষ শব্দের অপর অর্থ ভল্লুক জানিয়া সপ্তর্ষির নাম "অর্সা" বা "ভল্লুক" রাখেন, ও অপর এক তারকামণ্ডলাহইতে তাহার প্রভেদ করিতে "মেজর" বা "বৃহৎ" বিশেষণ প্রয়োগ করেন। আমাদিগের গ্রন্থকার সেই ভ্রমের পুনরনুবাদে "বড় ভালুক" উৎপাদন করিয়াছেন। এই ভ্রম এবং এতাদৃশ অপর কএক ভ্রম দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থকার কেবল ইংরাজী-গ্রন্থ-দৃষ্টে আপন অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন; আকাশের প্রতি কদাপি নেত্রপাত করেন নাই; সুতরাং গ্রহনক্ষত্রদিগের সহিত পরিচিত নহেন।

২। "চণ্ডকৌশিকম্। আর্য্যক্ষেমীশ্বর-প্রণীতম্।" এই নাটকখানি কলিকাতা-সংস্কৃত-কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশোধন-কার্য্য সুচারু হইয়াছে, এবং তর্কালঙ্কার মহাশয় এই-গ্রন্থপ্রকটনে সংস্কৃতানুরাগীদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় দৃষ্ট হইতেছে যে গৌড়াধিপ শ্রীমহীপাল দেবের রাজ্যসময়ে উহা প্রস্তুত হইয়া ঐ রাজার সন্তোষার্থে অভিনীত হয়; সুতরাং উহা নয় শত বৎসর প্রাচীন বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ভ্রমবশতঃ ইহার অন্যথায় গ্রন্থখানি চারি শত হইতে দশ শত বৎসরের মধ্যে কার্ত্তিকেয় নামা কোন রাজার বর্ত্তমান কালে প্রস্তুত হইয়াছিল লিখিয়াছেন। এরূপ অস্থিরতার প্রয়োজন দৃষ্ট নহে। এই নাটকে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে। ঐ উপাখ্যান বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ থাকায় এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এই নাটক দক্ষিণ দেশে "অরিচন্দ্র" নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে; এবং সম্প্রতি সিংহলদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত মতুকুমার স্বামী ইহার ইংরাজী অনুবাদ একখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) "বর্ণশিক্ষা।" কলিকাতা নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বর্ণশিক্ষা" এই নামে শিক্ষাপ্রণালী-সম্মত যে দুই খণ্ড বালকদিগের প্রথম পাঠ্য

পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন,তদ্দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার ইহাতে বালকদিগের সুকুমার বুদ্ধির অনায়াস-গ্রহণীয় শব্দ ও ভাবাদির প্রয়োগ-জন্য যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন।

(৪) "দুর্ভিক্ষ-দমন-নাটক।" নগরে নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিঃসৃত "গোলাপকান্ত," "নলিনীকান্ত," "কামিনীবিলাস," "দূতীবিলাস," প্রভৃতি কাব্য করকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গভাষানুরাগীমাত্রেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদ্‌হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলা-বৃষ্টিতে প্রায় সেই রূপ আপদ্ উপস্থিত; প্রায় প্রত্যেক গলীতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্ম্ম-লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছামত অঙ্গভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন; এবং এমত লোকও বর্ত্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার উলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না।

(৫) "চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা।" বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস সেন এই গ্রন্থের রচয়িতাঃ আমরা তাঁহার কৃত "কবিতালহরী" নামক গ্রন্থের সমালোচনকালে আশা করিয়াছিলাম যে ইনি সময়ে উত্তম লেখক হইবেন; এবং এই গ্রন্থ-পাঠে আমাদিগের ঐ আশা সত্বরে ফলবতী হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ৫০ টী কবিতা লিখিত আছে, এবং তাহার প্রায় সমস্তের বিষয় গুলি সুচারু এবং নীতিগর্ভ। "কবিতালহরীতে" ভাব ও রচনার দোষ যে পরিমাণে দেখা যায় বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার অনেকাংশে ন্যূন বোধ হয়। যদিও তৎকৃত-গ্রন্থপাঠে এরূপ অনুভব হয় যে রচয়িতা স্থানে স্থানে ভাব প্রকাশ করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি কবিতা-গুলিকে উত্তম বলিতে হইবে। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে অমিত্রাক্ষর কবিতা এতদ্দেশে নূতন সৃষ্ট হইয়াছে; নীর মিলের গুণে ইহাতে ভাবের অভাব ঢাকিবার উপায় নাই; সুতরাং ইহাতে রস-রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। শ্রীযুক্ত সেনজ সে কাঠিন্য সম্যক্ খণ্ডন করিতে পারেন নাই; তাঁহার মিত্রাক্ষর আমাদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত আদরণীয়। আদর্শস্বরূপে তাঁহার দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী॥"

"স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল!
সমুদ্র মন্থনে যাহা দেবতা সকল,
উঠাইলা যত্ন করি। পিতার আদেশ
পালিবারে, হলাহল, স্মরিয়া মহেশ,
মুহূর্ত্তেকে করি পান আহ্লাদ অন্তরে।
দেখুন আমার কার্য্য দেবতানিকরে॥
পরিণয় কালে নারী বরণ-ভূষণে
স্বসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; বিবিধ রঞ্জনে
রঞ্জে সুকোমল তনু; আমিও তেমন
পরিয়াছি চেলি বস্ত্র সুবর্ণ রতন,
সাধিতে পিতার আজ্ঞা! দেশের মঙ্গল
হয় যদি মোর হতে, জীবন সকল॥
বিসর্জ্জি পরাণ করি সর্প-বিষ পান।
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান!"

"কৃষ্ণকুমারীর মরণান্তে মহারাণা ভীমসিংহের প্রতি সর্দ্দার সগন্ত সিংহের উক্তি।"

"ক্ষত্রোচিত কার্য্য কি হে মিবারাধিপতি
এই হে তোমার! চিন্তিলে অশ্রুতপূর্ব

অদ্ভুত ঘটনা, শোক রাগ-হৃদি মধ্যে
হয় উপস্থিত; দহিতে জীবন মোর।
যবন লম্পট আমীরের উপদেশ
শুনি তুমি, কলিকালে এই বীরপনা
দেখাইলা আর্য্যগণে! এমন দুর্ম্মতি
কেন দিলা ভীমসিংহে একলিঙ্গ হর!
স্থাপন করিতে সন্ধি রাজপুতনায়,
সুবর্ণ-পুত্তলী কৃষ্ণা হৃদয়ের ধন
বিসর্জ্জিলা জন্মমত। ধিক্ হে তোমায়!
অদ্যহতে সূর্য্যবংশে দিলে তুমি কালি।
রাজপুত্র কুল-লক্ষ্মী এ ঘটনা হেরি;
অবশ্যই ত্যজিবেন তব পাপপুরী।"

৩। "ক্ষেত্রতত্ত্ব। দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ইউক্লিডের চতুর্থ, পঞ্চ ও ষষ্ঠ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশের প্রয়োজনীয়াংশ অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা সহিত। শ্রীকালীকুমার দাস সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত।" যদিচ ইহা বালকপাঠ্য পুস্তক, তথাপি ইহার দর্শনে আমরা সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি, কারণ বঙ্গভাষায় ইউক্লিডের রেখাগণিতের দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠের সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা স্বদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয় মানিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে দুই শত বৎসর হইল আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে রাজা সবাই জয়সিংহের আদেশে পারশ্যহইতে ইউক্লিডের রেখাগণিতের সংস্কৃত অনুবাদ প্রস্তুত হয়; কিন্তু অনুবাদক সম্রাট্ জগন্নাথ আপন গ্রন্থ অনুবাদমাত্র স্বীকার না করিয়া লিখিয়াছিলেন; "এই শিল্পশাস্ত্র আদৌ ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে প্রদান করেন, এবং পারম্পর্য্যক্রমে ধরণীতে আনীত হয়। পরে তাহা উচ্ছিন্ন হইলে গণকদিগের আনন্দের নিমিত্ত মহারাজ জয়সিংহের আজ্ঞায় আমাদ্বারা সম্যক্ পুনঃ প্রকাশিত হয়।"* এই অনুবাদক এক জন সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী ছিলেন, এবং ইহাঁর কৃত "সম্রাট্ সিদ্ধান্ত" সুবিখ্যাত হইয়াছিল। ইনি ইউক্লিডের গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিয়া আপন নামে প্রচার করায় ইহাঁর কি অভিপ্রায় ছিল তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর; বোধ হয় তিনি যবনভাষাহইতে ইউক্লিডের অনুবাদ করিয়াছেন বলিলে পাছে হিন্দুরা তাঁহার গ্রন্থে অনাস্থা করে এই ভয়ে ঐ ছলনা করিয়াছেন। তিনি মহাহিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ পাদশাহ হিন্দুধর্ম্মোচ্ছেদের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন। তাহাতে হিন্দুরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; ঐ সময়ে সেই যবনের ভাষাহইতে কোন শাস্ত্র অনুবাদ করিলে হিন্দুরা তাহা গ্রাহ্য করিতে সন্দিগ্ধ হইবেন এই সন্দেহ-নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত মিথ্যাবাক্য ও চাতুরী প্রয়োজনীয় হইয়া থাকিবেক। পরন্তু ইহা যে চাতুরী, এবং ঐ চাতুরী নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সে যাহা হউক, জগন্নাথের সংস্কৃত অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচলিত হয় নাই। এই ক্ষণে বাঙ্গলায় তাহা পাঠ্য হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে ইহার আশা হইতেছে। বাঙ্গলায় ইহার প্রথম চারি অধ্যায়ের অনুবাদ শ্রীযুক্ত পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহার সংশোধন ও দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন করান। এই ক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার দাস অবশিষ্ট অধ্যায় গুলি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীতে রেখাগণিত সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের অনুবাদ সরল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

* শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥ ৮॥
তদুচ্ছিন্নং মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দহেতবে॥ ৯॥
রেখাগণিত।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৪৭ খণ্ড

মথুরার প্রাচীন দুর্গ।

মথুরা নগরী।
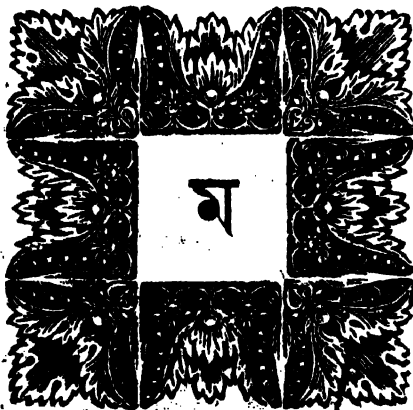
থুরা নগরী স্বনাম-প্রসিদ্ধ জিলার অন্তর্গত যমুনা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। অতিপ্রাচীন-কালাবধি এই নগরী সাতিশয়-সমৃদ্ধিশালিনী ও পরম পবিত্রা বলিয়া পরিগণিত আছে। হিন্দুদিগের মতে ভগবান্ বাসুদেব ভূভার-হরণ এবং বিপুল যদুবংশের ধ্বংস করিবার জন্য এস্থানে বসুদেবের আলয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের মতেও ইহা একটী পবিত্র স্থান, এবং পূর্ব্বে এস্থানে অনেক বৌদ্ধমন্দির ছিল। যে জিলায় উক্ত নগরী স্থিত আছে তাহার পরিমাণফল প্রায় ৪০২ বর্গ ক্রোশ। তাহার উত্তর-সীমা গুড়্গাঁও এবং আলিগড় জিলা, পূর্ব্ব সীমা, আলিগড় এবং মৈনপুরী জিলা, দক্ষিণ-সীমা আগরা জিলা, এবং পশ্চিম-সীমা ভরতপুর-রাজ্য। প্রস্তাবিত জিলার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত ভূমি সমতল, কেবল পশ্চিমপার্শ্বে

ভরতপুরের সন্নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন-গিরি সর্ব্ব-প্রধান, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাচল নামে প্রসিদ্ধ। যমুনা নদী ভুজঙ্গগত্যবলম্বনপূর্ব্বক এই জিলার মধ্যদিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়াছে। কারবার এবং ঈশুন নাম্নী আর দুই ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী উক্ত প্রদেশের পূর্ব্ব-পার্শ্বদিয়া প্রবণ করে। এখানকার জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্য-কর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন নদী এবং অন্যান্য জলাশয়সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-দিক্‌হইতে বিষমোত্তপ্ত-বায়ু-সঞ্চলনে মানবদেহ দগ্ধপ্রায় হয়, তখন এস্থলে বাস করা অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। মথুরা-জিলা সাতিশয় উর্ব্বরা নহে, কারণ তত্রত্য মৃত্তিকা কঙ্কর ও বালুকায় পরিপূর্ণ। তথায় গোধূম, যব, সর্ষপ, এবং অন্যান্য উত্তর-পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় শস্যসকল সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকসংখ্যা প্রায় ৭,০১,৩৮৮।

মথুরা নগরী প্রাচীনকালে অত্যুচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, কিন্তু কালসহকারে উহা ধরাশায়ী হইয়া প্রভূত-ইষ্টক-রাশিরূপে পরিণত হইয়াছে, কেবল স্থানে২ উহার ভগ্নাংশ এবং তিনটী বৃহত্তোরণমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নগরীতে বহু-সংখ্যক দেবালয় দৃষ্ট হয়, এবং প্রশস্ত ঘাটসকল যমুনা নদীর তটে বিরাজিত আছে। প্রাতঃ-কালে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষেরা অবগাহনার্থে ঐ সকল ঘাটে আগমন করিয়া থাকেন, এবং স্নাতারা সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করেন। পরন্তু ঐ ঘাটে অসংখ্য কূর্ম্ম সর্বদা বিচরণ করে, এবং স্নানকারীদিগকে অসাবধান পাইলেই দংশন করিতে ত্রুটি করে না। দিবাব-সান হইলে যখন সমস্ত প্রকৃতি অন্ধকাররূপ অব-গুণ্ঠনে সমাচ্ছাদিত হয়, যখন গগনমণ্ডলে নক্ষত্র-সকল অগ্নিকণার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে, যখন যমুনার প্রবাহে তীরস্থ দীপশিখার প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, তখন ঐ স্রোতঃস্বতীর গর্ভহইতে মথুরার পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শন করা যায়।

মথুরা নগরীতে অনেক অট্টালিকা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটী অতি প্রাচীন বা চমৎকৃত বা সুন্দর বলিয়া গণ্য নহে। সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে পার-খজী কুঠিওয়ালদিগের দেবালয় ও বসতবাটীই প্রধান। অপর সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের নির্ম্মিত এক মস্‌জিদ্ তথায় বৃহদ্ব্যাপার বলিয়া বিখ্যাত আছে। উহার চতুষ্কোণে চারিটী উচ্চ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। রাজা বীরসিংহ দেব ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যে এক সুন্দর দেবালয় তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাহা বিনষ্ট করিয়া তৎস্থলে এবং তদুপকরণে উক্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

অপর এস্থলে একটী বৃহৎ দুর্গেরও ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রতিরূপ চিত্র প্রস্তাব-শিরোভাগে প্রকাশিত হইল। রাজপুত-বংশো-দ্ভব সুবিখ্যাত রাজা জয়সিংহ উক্ত দুর্গের নি-র্ম্মাণ করেন। তিনি ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর অধীশ্বর মুহম্মদ শাহের বিশেষ অনুগ্র-হের ভাজন হন। প্রচণ্ড পরাক্রমে প্রগাঢ় বি-দ্যানুরাগে এবং স্বদেশহিতৈষিতায় তিনি তাৎকা-লিক ভূপতিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সম্যক্ সমুন্নতি-সা-ধনে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। নক্ষ-ত্রাদি-নিরীক্ষণ করিবার জন্য তিনি উক্ত দুর্গের মধ্যভাগে এক জ্যোতির্গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তথায় যে সমস্ত জ্যোতির্যন্ত্র ব্যবহৃত হইত তৎ-সমুদায় অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

কিরূপে বা কি উপায়ে ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহা উত্তমরূপে নির্ণীত হয় নাই। প্রস্তাবিত দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। উহা এক সময়ে অতিশয় দৃঢ় ও দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

এই নগরীর রাজপথসকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত, এবং গৃহাদিসকল সাতিশয় উচ্চ। বারাণসীর সহিত এই নগরীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা বহু-জনাকীর্ণ, ইহার লোকসঙ্খ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র।

এই নগরীতে বানরসকল দলবদ্ধ হইয়া কোন দেবালয়ের সন্নিকটস্থ বৃক্ষোপরি কিংবা গৃহস্থের গৃহের প্রাচীরে অবস্থান করে, এবং যাত্রী ও পথিকদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিয়া থাকে। তথায় বৃহদাকারবৃষসকল রাজমার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং কখন২ পান্থদিগের গতায়াত অবরুদ্ধ করে। ময়ূরও তথায় অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার পণ্যশালায় নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মিষ্টান্নসকল প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মথুরা নগরী পূর্ব্বকালে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল। গজনিনাধিপতি সুবিখ্যাত যোদ্ধা মুম্মদ ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত নগরী আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য দেবালয়সকল লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করেন। কথিত আছে, তিনি স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তিসকল এবং তাহাদিগের রত্ননির্ম্মিত চক্ষুঃসকল, বহুসঙ্খ্যক উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান। মথুরা জিলা এবং তদন্তর্গত প্রধান নগরসকল কিঞ্চিৎ কাল স্বাধীন থাকিয়া ঘোর-বংশোদ্ভব মুহম্মদের রাজ্যমধ্যে বিলীন হয়, এবং উহা তদবধি দিল্লীর অধীশ্বরের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আহমদ শাহ দূরাণী উক্ত নগরী আক্রমণ করেন, এবং তদীয় আফগান্ সৈন্যদিগের হস্তে মথুরা-নিবাসিরা যার পর নাই ক্লেশ পাইয়া তদীয় অত্যাচারে বিপ্লব হইয়াছিল। এক সময়ে মাধাজী সিন্ধিয়া নামে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ নগরী হস্তগত করিয়া পেরন্‌নামক এক জন ফরাসী-দেশীয় সেনাপতিকে সমর্পণ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিষ সৈন্যাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত লর্ড লেক ফরাসী-সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া উক্ত নগরী ইংরাজদিগের অধিকারস্থ করেন, এবং উহা তদবধি ব্রিটিষ-রাজ্যভুক্ত রহিয়াছে।

প্লাটিনা ধাতু।
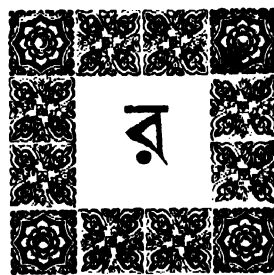
রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত মহোদয়েরা সাধারণ ধাতুসকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকেন। যেসকল ধাতু জল, বায়ু, এবং উত্তাপে অনায়াসে মলিন হয়, তাহা ইতর বা নিকৃষ্ট; আর যাহা জল, বায়ু, এবং উত্তাপে মলিন না হইয়া পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল থাকে, তাহা উৎকৃষ্ট। লৌহ তাম্র এবং সীসা ইতর-ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে, এবং রজতকাঞ্চনাদি উৎকৃষ্ট-ধাতু-শ্রেণী-মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে। প্লাটিনা ধাতু শেষোক্ত শ্রেণী-মধ্যে নিবেশিত হয়।

প্রায় সার্দ্ধৈকশত-বৎসর-পূর্ব্বে প্লাটিনা ধাতু সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে আলুয়ানামা সুবিখ্যাত স্পেনদেশীয় এক জন পর্য্যটক দক্ষিণ আমেরিকাহইতে উক্ত ধাতু ইউরোপে প্রথমে আনয়ন করেন। স্পেন-দেশ-বাসিরা উহাকে "প্লাটিনা" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছিল, কারণ উহা দেখিতে রৌপ্যের সদৃশ, এবং "প্লাটা" শব্দ

স্পেনীয় ভাষায় রৌপ্য-বাচক। ইংরাজী রাসায়নিকেরা উক্ত ধাতুকে "প্লাটিনম্" শব্দে উল্লেখ করেন।

প্লাটিনা ধাতু দেখিতে প্রায় রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র, কিন্তু তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। পরন্তু উহার অসামান্য লক্ষণ উহার গুরুতা। ভূমণ্ডলে যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে তৎসর্ব্বাপেক্ষা উহা গুরুতর-পদার্থ। জল অপেক্ষা উহা ২১।।০ সার্দ্ধেক-বিংশ-গুণ, এবং লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ ভারী। দুর্গলনীয়তা উহার অপর এক অসাধারণ লক্ষণ। যে উত্তাপে ইস্পাত জলবৎ দ্রব হইয়া যায় তাহাতে ইহার কোমলতাও ঘটে না। ফলে অগ্নিকুণ্ডে ইহা দ্রব হয় না, কেবল অক্সিজিন্ এবং হাইড্রজিন নামক বায়ুদ্বয় একত্রে দগ্ধকরণ-সময়ে যে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে নিবেশিত হইলে, ইহা দ্রবীভূত হইয়া থাকে। বৈদ্যুত যন্ত্রের সংযোজক তার যদি সাতিশয় সূক্ষ্ম ও প্লাটিনা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্লাটিনার তার তাড়িত পদার্থের গতি অবরোধ করাতে অল্প ক্ষণ মধ্যে প্রজ্বলিতপ্রায় হয়। এই ধাতুতে আঘাত-সহত্বশক্তি বিলক্ষণ আছে; এবং তান্তবত্বেরও অভাব নাই, সুতরাং উহার সূক্ষ্ম পত্র ও তার অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণের ন্যায় ইহা সামান্য দ্রাবক-সকলে দ্রব হয় না, কেবল যবক্ষার-দ্রাবক দুই অংশ এবং লবণ-দ্রাবক এক অংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উহা নিঃক্ষেপ করিলে দ্রবীভূত হয়।

অপরিষ্কৃত প্লাটিনা ধাতু দক্ষিণ আমেরিকার তরঙ্গিণীসকলের তটস্থ বালুকামধ্যে ক্ষুদ্র২ রেণুরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাঙ এবং কাঞ্চনকণার ন্যায় উহা ধৌত করিয়া বালুকাহইতে পৃথক্কৃত হয়, এবং তৎপরে নানাবিধ প্রক্রিয়াদ্বারা অন্যান্য বিজাতীয় পদার্থহইতে স্বতন্ত্র করা হয়। আশিয়া-খণ্ডের পশ্চিমাংশে ইউরাল পর্ব্বতে উক্ত ধাতু প্রচুরপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সিংহল দ্বীপেও উহা অপ্রাপ্য নহে।

প্লাটিনা ধাতু পরিশোধন করিবার প্রণালী অতিশয় কঠিন নহে; ধাতু-খণ্ড সঙ্গৃহীত হইলে এক কাচের পাত্রে স্থাপন করিয়া লবণদ্রাবক মিশ্রিত যবক্ষার-দ্রাবকে উক্ত পাত্র পরিপূর্ণ করা হয়। দ্রাবকদ্বয়ের সংযোগে অপরিশুদ্ধ প্লাটিনা তাহার সহিত যে সকল অপর পদার্থ মিশ্রিত থাকে তৎসমুদায় দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং অল্পক্ষণ-মধ্যে ঐ জলবৎ পদার্থ ঈষৎ লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উহাতে নিসাদলের জল সংযোগ করিলে সমস্ত প্লাটিনা দ্রাবকের ক্লোরিন্ পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাত্রের নিম্নদেশে অধঃপতিত হয়। এই বস্তু ধৌত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে ক্লোরিন বায়ু পৃথক্ হইয়া উড়িয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ প্লাটিনা চূর্ণাবস্থায় পাত্র-তলে পড়িয়া থাকে। ঈদৃশাবস্থায় উক্ত ধাতু কোন শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তদর্থে প্লাটিনা-চূর্ণ জলদ্বারা পিণ্ডাকারে পরিণত করিয়া প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিবেশিত করিতে হয়। যদিচ প্লাটিনা ধাতু অগ্নিকুণ্ডে দ্রব হয় না, তথাপি অধিককাল অগ্ন্যুত্তাপে থাকাতে উহা নরম হইয়া যায়। তখন বৃহদাকার লৌহ মুদ্গরদ্বারা উহাকে অনুক্ষণ আঘাত করিতে হয়। এই রূপে প্লাটিনা-চূর্ণসকল পুনঃ২ আহত হওয়াতে দৃঢ়পিণ্ডাবয়বে পরিণত হয়; এবং তদনন্তর ইচ্ছামত স্বর্ণ বা রৌপ্য বাটের ন্যায় দণ্ডাকারে প্রস্তুত করা যায়। এই সকল বাটহইতে প্লাটিনার তার এবং প্লাটিনার পাত অনায়াসেই নিষ্পাদিত হয়।

ইদানীং এই ধাতু অনেক শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করিবার জন্য প্লাটিনা-নির্ম্মিত কটাহ বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে লৌহ বা তাম্রের কটাহে উক্ত দ্রাবক অগ্ন্যুত্তাপে

ঘনীভূত করা হইত, কিন্তু ঐ সকল ধাতু গন্ধক-দ্রাবকে দ্রবীভূত হইয়া কখন২ বিষম অনিষ্টোৎপাদন করিত। এ জন্য প্লাটিনা ধাতু উক্ত ধাতুদ্বয়ের অপেক্ষা অধিকতর মহার্ঘ হইলেও উল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন২ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নিমিত্ত প্লাটিনা-নির্ম্মিত মূষা বা মূচী বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং মুদ্রা-নির্ম্মাণেও উহা প্রচলিত হইতেছে। রাসায়নিক-তাড়িত-প্রস্তুত-করণার্থে তাম্র বা রৌপ্য পাতের পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত ধাতুর পাতসকল নিয়োজিত হইলে তাড়িত পদার্থের সমধিক উদ্ভাবন হয়। এজন্য ডানিয়াল সাহেব তদীয় তাড়িত-যন্ত্রে প্লাটিনার পাত ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধুনা প্লাটিনা-নিষ্পন্ন তার অন্যান্য শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধাতুর চূর্ণদ্বারা সহসা অগ্ন্যুৎপাদন করা যাইতে পারে। অক্‌সিজিন এবং হাইড্রজিন্ বায়ুদ্বয়ের সংযোগ করিয়া কোন এক ছিদ্রদ্বারা উক্ত চূর্ণোপরি নিঃসারিত করিলে, উহা অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়। ফলে উপর্য্যুক্ত প্রণালী-দ্বারা দীপশলাকার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু উহা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হওয়াতে সাধারণের ব্যবহার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

নেপাল।

এই রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে তিব্বত দেশ; পূর্ব্ব দিকে সিকিম ও দার্জ্জিলিং; দক্ষিণে পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, সারণ, গোরক্ষপুর; দক্ষিণ-পশ্চিমে অযোধ্যা-প্রদেশ, এবং পশ্চিমে কমায়ুন। এই রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিশত ক্রোশ বিস্তৃত; ও প্রশস্ত-পরিমাণে পঞ্চষষ্টি ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার পরিমাণ-ফল ২৭,২৫০ বর্গ ক্রোশ। এই রাজ্য, স্বাধীন। ইহার পশ্চিম-সীমাবর্ত্তিনী কালী-নদীহইতে পূর্ব্বসীমা-বর্ত্তিনী মহানন্দা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে অপ্রশস্ত পাহাড়তলি ভূমি আছে, উহা "তরিয়ানী" নামে প্রসিদ্ধ। সামান্য লোকে তাহাকে "তরাই" শব্দে কহে, এবং ইংরাজেরা ঐ শব্দের অপভ্রংশে টেরাই কহিয়া থাকেন। ঐ তরিয়ানী বা তরাই নেপাল রাজ্যকে অযোধ্যা-প্রদেশ ও বঙ্গদেশহইতে বিভক্ত করিয়াছে। তরাই-ভূভাগ অরণ্যে আকীর্ণ, এবং তাহার প্রশস্ততা ৪-৫ ক্রোশের ন্যূন নহে। এই বনে নানাবিধ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু উহার বায়ু বিষ-দূষিত, এবং তাহার ঘ্রাণে মনুষ্য জ্বরাদিরোগে অচিরাৎ পীড়িত হয়। এই তরাইর উত্তরে সমস্ত স্থান নেপাল-রাজ্য। তাহার কিয়দংশ বিস্তৃত উপত্যকা; অপরাংশ এরূপ পর্ব্বতপরিপূর্ণ যে দেখিবামাত্র বিশ্বশিল্পীর কত যে আশ্চর্য্য মহিমা তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই স্থানের ন্যায় উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ ভূমণ্ডলের কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ভূগোল-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এবরেষ্ট, কাঞ্চনঝঙ্ঘা প্রভৃতি যে সকল উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে পর্ব্বতের প্রশস্ততা বিংশতি ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার কোন স্থানে উন্নত শৃঙ্গ, এবং কোন স্থানে বা পর্ব্বতগুচ্ছসকল শিখাকারে উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছে। যখন তুহিনরাশি নিপতিত হইতে থাকে, তখন এই স্থান সমুদায় তুষারমণ্ডিত হইয়া কিছুকাল শুভ্রাকার ধারণ করে। পরন্তু অত্রত্য উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গসকল সর্ব্বদাই নীহারপিণ্ডে আবৃত থাকিয়া উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় বোধ হয়। তৎপ্রযুক্তই উহার একটীর নাম "ধবল-গিরি" হইয়াছে। এখানে স্রোতস্বতীসকল চির প্রবাহিত থাকে, এবং প্রস্রবণ-সমুদায় জলপূর্ণ

থাকাতে কখনই জলকষ্ট উপস্থিত হয় না, সুতরাং শস্য যে প্রচুর-পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য।

যাহা হউক অত্রত্য চন্দ্রগিরিহইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই স্থান দেখিতে অতিরমণীয়। ইহার সুবিস্তীর্ণ উপত্যকাভাগ বীচিমালার ন্যায় তরঙ্গিত। চতুর্দ্দিকে গ্রাম ও নগর এবং মধ্যস্থলে অতীব উর্ব্বর শস্য-ক্ষেত্র। এরূপ প্রথিত আছে, পূর্ব্বকালে এই রাজ্যমধ্যে অনেক হ্রদ ছিল; কিন্তু কালক্রমে তৎসমুদায় ক্রমশঃ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার পশ্চিম সীমার পর্ব্বতোপরি শম্ভুনাথের এক মন্দির আছে, ঐ মন্দির দুই শত হস্ত ঊর্দ্ধে অবস্থাপিত। নিম্নদেশহইতে পর্ব্বত-বিদারণপূর্ব্বক উহার সোপানসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক দূরদেশহইতে ঐ মন্দিরের উজ্জ্বল চূড়া ও কলস-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। কর্ণালী, গণ্ডকী, ত্রিশূলগঙ্গা ও বাঘমতী এখানকার প্রধান নদী। পূর্ব্বে এই প্রদেশে সুবর্ণের আকর আছে, এইরূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল থাকাতে অত্রত্য রাজকীয় আজ্ঞানুসারে অনেক স্থান খনন করা হয়; কিন্তু কুত্রাপি সুবর্ণ লাভ হয় নাই। যাহা হউক এই উপলক্ষে তাম্র ও লৌহ আকর অনেক প্রকাশিত হইয়াছিল। অত্রত্য লৌহ ও তাম্র অত্যুৎকৃষ্ট; কিন্তু আকর-খনন-প্রণালী বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত না থাকাতে অধিক-পরিমাণে ধাতু উত্তোলিত হয় না। গৃহাদি নির্ম্মাণ-জন্য এখানে প্রস্তরের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। হস্তী, ব্যাঘ্র ও গণ্ডার এখানকার প্রধান বন্য জন্তু। বর্ষে বর্ষে এখানে অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

অত্রত্য লোকসংখ্যা ১৯,৪০,০০০ সহস্রের ন্যূন নহে। তন্মধ্যে গোর্খা ও নেওয়ার জাতিই সর্ব্বপ্রধান। নেওয়ারেরা নেপালের আদিম নিবাসী। গোর্খারা সমরবিজয়ী হইয়া ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দহইতে নেপালমধ্যে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই দুই জাতির রীতি নীতি আচার ব্যবহার আকৃতি ধর্ম্ম ও ভাষাগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। গোর্খারা সমরদক্ষ, এবং নেওয়ারেরা শিল্পনিপুণ। এতদ্ভিন্ন ভোট ও ধাঙ্গড় প্রভৃতি হীনজাতির বসতি এস্থলে আছে; তাহারা মৎস্যজীবী ও কৃষি-ব্যবসায়ী।

বঙ্গদেশ, তিব্বত ও অযোধ্যা প্রদেশ ভিন্ন প্রায় আর কুত্রাপি ইহার বাণিজ্য-কার্য্যের বিস্তার নাই। তণ্ডুল, হস্তী, বাহাদুরী কাষ্ঠ, আদ্রক, কস্তুরী মধু ও বিবিধ ফল অত্রত্যের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। ছুরী, কাঁচা বন্দুক গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য তথা বিলাতী বস্ত্র অত্রত্য প্রধান আনয়নীয় দ্রব্য।

নেপালের ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ নাই। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোর্খারা যখন তথায় স্বাধিপত্য স্থাপন করে, তাহার পূর্ব্বের সুশৃঙ্খল বিশ্বসনীয় পুরাবৃত্ত পাওয়া যায় না। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালীরা তিব্বত-দেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক সমরবিজয়ী হইয়া তত্রত্য মন্দিরসমুদায় ভয়ানকরূপে বিলুণ্ঠন করে। তাহাতে তিব্বতবাসী লামারা নিরুপায় ভাবিয়া চীন-সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, উক্ত সম্রাট্ নেপালবাসীদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ৭০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর নেপালরাজ পরাস্ত হইয়া চীন-সম্রাটের অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হন। কিন্তু এই অধীনতা-শৃঙ্খল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

অনন্তর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাণিজ্যোপলক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত নেপালরাজের সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হয়। তাহার কিছুকাল পরেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন অন্য এক সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হয় তৎকালে নেপালপতি স্বীয়

পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কাশীবাসী হন; এবং ঐ উপলক্ষে ঐ সন্ধিপত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছিল যে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কাশীবাসের যাবতীয় ব্যয়ই প্রদান করিবেন। কিন্তু অর্থের পুনঃপ্রাপ্তি জন্য কোন উপায় উদ্ভাবিত ছিল না; সুতরাং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে স্বব্যয়িতার্থ-লাভে বঞ্চিত হইয়া বিলক্ষণ বিরক্ত হইতে হইল। তৎপরে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দহইতে তাঁহাদিগের পরস্পরের সন্ধিভঙ্গ হয়। অতঃপর নেপালীরা মধ্যে মধ্যে ব্রিটিষ-সীমাবর্ত্তী স্থানসকল বিলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক জন দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইল না। ঐ সময়ে গোর্খারা অকস্মাৎ এক দিন ভূতোয়ান নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় ইংরাজদিগের যে সমস্ত পুলিষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ছিল তাহাদিগের অধিকাংশকে বিনষ্ট করিয়া প্রস্থান করে। অবশেষে ১৮১৪ অব্দে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করাই স্থিরীকৃত হইল। তখন চারি জন রণদক্ষ সেনাপতির অধীনে কতিপয়-সহস্র-সৈন্যপ্রদান-পূর্ব্বক নেপাল-দেশাক্রমণের অনুমতি হইলে সেনাপতিরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনপূর্ব্বক সমরানল সন্দীপিত করিলেন। তৎকালে গোর্খাদিগের প্রধান সামন্ত দুর্দ্দান্ত আমীর সিংহ স্বীয় অধিকারের পশ্চিমভাগে প্রধান প্রধান দুর্গগুলি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য সমরকুশল জিলেস্পিকে সেই দিকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জিলেস্পি সর্ব্বাদৌ কমায়ুন-প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য দেহরাহুন নগর অধিকার করিলেন; সুতরাং গোর্খাসেনাপতি বলবন্ত সিংহ পরাজিত হইয়া কালঞ্জার দুর্গে গমনপূর্ব্বক অতি সাবধানে ঐ দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতিহৃষ্টমনাঃ ইংরাজ-সেনানী জিলেস্পিও উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ তাঁহাকে অধিক কাল সমরব্রতে দীক্ষিত থাকিতে হয় নাই, অত্যল্প দিনের মধ্যেই তিনি কালকবলে নিপতিত হইলেন। অন্যান্য বিষয়েও ইংরাজদিগের ক্ষতি হইতে লাগিল। অনন্তর অন্যতম ব্যক্তি সেই সেনাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু তিনিও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহাতেও বিস্তর ক্ষতি হইল। এইরূপে সমূহ ক্ষতির পর সার্ডেবিড্ অক্টর্লনি যে ভাগে নেপালরাজের প্রধান সামন্ত অমরসিংহের সহিত সমরানল সন্দীপিত করিয়াছিলেন সেই স্থানে অতি কষ্টে জয়লাভ করাতে কথঞ্চিৎ ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্টের সম্মান রক্ষা হয়। এই জয়লাভে নেপাল-পতি ভীত হইয়া সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। অনন্তর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে আসিয়া উক্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু নেপালরাজধানী কাঠমাড়োঁ নগরীতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ হইয়া উঠিল, সুতরাং পুনর্ব্বার রক্তস্রোত প্রবাহিত না হইলে আর কোন নিষ্পত্তি হইবার উপায় রহিল না। তখন সেনাপতি অক্টর্লনি পুনরায় রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তরাইর ভূমি অতিক্রমণপূর্ব্বক যখন পার্ব্বতীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন নেপালী সৈন্যেরা ঘোরতর উৎসাহসহকারে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে নেপাল-গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া সৈন্যদিগকে সমরহইতে অপসারিত করত পূর্ব্বকৃত-সন্ধিপত্র-সমভিব্যাহারে ব্রিটিষ-শিবিরে এক দূত প্রেরণ করিলেন; এবং তথায় পূর্ব্বকৃত সন্ধিপত্রানুসারেই কার্য্য সাধিত হইল। এতদ্দ্বারা নেপালরাজধানীতে এক জন ইংরাজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন, এবং তরাই ভূমির কিয়দংশ ইংরাজাধি-

কারভুক্ত হইল। কালী নদীর পশ্চিমাংশে গোর্খাদিগের সম্পর্কমাত্র রহিল না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর অক্টরলনি সাহেব নেপাল-যুদ্ধে বিলক্ষণ-সমর-পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া "সার্" পদবী এবং তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ডময়রা "মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইবার পর গার্ডনর সাহেব রেসিডেণ্ট হইয়া নেপাল-রাজ্যে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভীমসেন থাপা প্রধান-মন্ত্রি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া একাধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার উপস্থিতির কিছুকাল পরেই রাজা গীর্ব্বাণযুদ্ধবিক্রম-শাহ কালকবলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক ছিল না; এবং তাঁহার পুত্রেরও বয়ঃক্রম ২ বৎসরের অধিক ছিল না বলিয়া উল্লিখিত মন্ত্রী ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য-শাসন করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ ভীমসেনের প্রভাব প্রতিহত হইতে লাগিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সহসা রাজার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে এইরূপ জনরব হইয়া উঠিল যে ভীমসেন অথবা তাঁহার ভাগিনেয় মাতবর সিংহ বিষপ্রয়োগ করিয়া রাজকুমারের বধসাধন করিয়াছে। তদনুসারে উভয়েই ধৃত ও বন্দীকৃত হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই উভয়ে মুক্ত হইয়া ভীমসেন স্বভবনে গমন করিলেন, এবং মাতবর সিংহ পঞ্জাবে গমন করিয়া তথায় লাহোরের বিচারাসনে বিচারপতি হইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে থাপা-বংশীয়েরা বিদ্বেষী হইয়া উঠিলে নেপালরাজ পুনর্ব্বার পূর্ব্বতন মন্ত্রী ভীমসেনকে আনয়ন করিয়া কারাবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন। তথায় উক্ত মন্ত্রির অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়াতে তিনি আত্মঘাতী হইলেন। পরে তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরের আহারার্থ রাজপথে বিক্ষিপ্ত হইল।

এইরূপে ভীমসেন থাপার মৃত্যু হইবার পর পুনরায় নেপালরাজ্যমধ্যে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধের ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। রাজপুত্রের বিবাহ ভাণ করিয়া যোধপুর, গোয়ালিয়র, নাগপুর ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে দূত প্রেরিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আপন সীমায় একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু শারদীয় জলধরের ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর মাত্র হইয়া ১৮৩৯ অব্দে নেপালরাজ আর যুদ্ধার্থ ষড়্যন্ত্র করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। এবং ব্রিটিষসৈন্যসকল প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু পরিশেষে সে প্রতিজ্ঞা নামমাত্র হইয়াছিল। নেপালবাসীরা পুনরায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত রামনগর জমীদারীর কয়েকটী গ্রাম অধিকার করিল। সুতরাং ব্রিটিষ-গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় সৈন্যদল প্রেরণ করিতে হইল। তখন নেপালীরা অধিকৃত কয়েকটী গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিল। পরে যাবৎ নেপালরাজের সহিত আন্তরিক সন্ধিসংস্থাপন না হইয়াছিল তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ইংরাজ-সৈন্যদল সীমা-প্রদেশে অবস্থিত ছিল। অনন্তর ১৮৪২ অব্দে ঐ সৈন্যদল প্রতিনিবৃত্ত হয়। পরিশেষে মহারাণীর পুত্র নগর মধ্যে অত্যন্ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করাতে নাগরিক লোকসকল নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুযোগে অন্যতর রাণী তাঁহার উভয় পুত্রের অন্যতরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষিণী হইয়া অনিবার্য্য গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিলেন। ইত্যবসরে তিনি পঞ্জাবহইতে মাতবর সিংহকে আনাইয়া প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৪৫ অব্দে মহারাণীর অনুগৃহীত গগনসিংহ নামক এক ব্যক্তি কৌশলক্রমে মাতবর

সিংহের প্রাণ সংহার করিলে ঐ ব্যক্তি মহারাণীর অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল; সুতরাং আর অধিক-কাল তাঁহাকে মন্ত্রিপদে বঞ্চিত থাকিতে হইল না।

সে যাহা হউক মাতবর সিংহ এবং কয়েক জন প্রধান-পদস্থ ব্যক্তি বিনষ্ট হওয়াতে জঙ্গ বহাদুরের উন্নতির দ্বার একেবারে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। তিনি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অমাত্য-পদে অভিষিক্ত করাতে মহারাণীর অভীষ্ট-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে লাগিল; অতএব তিনি তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার সে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্বীয় তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া বারাণসী-নগরে প্রস্থান করিলেন। তিনি অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। এদিকে এই ব্যাপারের পর ১৮৫০ অব্দে জঙ্গ বহাদুর ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রত্যাগমনের পর ১৮৫৫ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাবসম্বলিত এক সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৩ অব্দহইতে নেপালপতি জঙ্গ বহাদুরকে দুইটী প্রদেশের উপর সর্ব্বতোমুখী-প্রভুতা-সংযুক্ত রাজপদবী প্রদান করিয়াছেন, এবং রাজপরিবারমধ্যে জঙ্গ বহাদুরের এক তনয় ও দুই তনয়ার পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের রাজবিদ্রোহের সময় মহারাজা জঙ্গ বহাদুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তচ্যুত গোরক্ষপুর ও লখ্‌নৌ নগর পুনরায় হস্তগত-করণ-ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। উক্ত সহায়তা ও মহত্ত্বনিবন্ধন মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী জঙ্গ বহাদুরকে "নাইট গ্রাণ্ড ক্রস অব্ বাথ্" এই উপাধি প্রদান, এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী যে প্রদেশ ব্রিটিষ অধিকারভুক্ত হইয়া সন্ধিসংস্থাপন হইয়াছিল, সেই প্রদেশ নেপাল-রাজকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সম্রাট্ অক্‌বরের সমাধি-মন্দির।

(সিকন্দরা।)
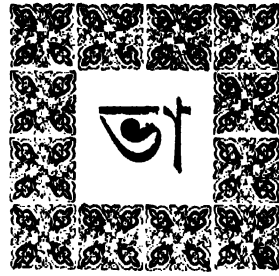
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ উপাসনাস্থান এবং সমাধি-মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই মহাপ্রতাপশালী মোগল সম্রাট্‌দিগের প্রতিষ্ঠিত। সেই অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের নির্ম্মিৎসায় তদীয় রাজধানী ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। ঐ নৃপতিগণের সুরম্য হর্ম্ম্যে, তথা হুমায়ুন-মক্‌বরা, তাজমহল, জুম্মামস্‌জিদ প্রভৃতি সুন্দর সমাধি-মন্দির ও উপসনাগৃহে দিল্লী এবং আগরা মহানগরদ্বয় পরমরমণীয় শোভা-সম্পন্ন হইয়া ভারতবর্ষের রাজধানী হওনের যথার্থ যোগ্য হইয়াছিল। নির্দ্দয়-কালসহকারে যদিও সেই মনোহর অট্টালিকাসকলের অনেকে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, এবং যদিও স্থানে২ ভগ্নাংশসকল নিপতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে, তথাপি এখন পর্য্যন্তও তৎসমুদায় অবলোকন করিলে দর্শক দিগের মনে এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতার উদয় হইয়া থাকে।

যে স্থানে জগদ্বিখ্যাত অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী মহাতেজা মোগল সম্রাট্ অক্‌বরের দেহ সমাধিস্থ হইয়া ধরাশয্যায় শয়িত আছে, যেখানে তদীয় কীর্ত্তিকলাপসকল শশধরের ন্যায় বিমল-জ্যোতিঃ-প্রদান-পূর্ব্বক দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এবং যথায় নির্মল শুক্ল প্রস্তরময় শবাধারোপরি ঐ মহাপুরুষের নাম অদ্যাপি বিমল জ্যোতি বিস্ফারিত করিতেছে, সেই মনোরম সুগঠিত সমাধি-মন্দিরের চিত্র অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল। আগরাহইতে

প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, সিকন্দরা নাম্নী এক ক্ষুদ্র পল্লীর এক সুবিস্তৃত সুরম্য উদ্যান-মধ্যে সেই সুচারু প্রাসাদ উন্নতচূড় হইয়া যার পর নাই বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। ঐ রমণীয় উপবন চতুর্দ্দিগে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, এবং তাহার চতুষ্কোণে চারিটী উন্নত প্রাসাদশিখর আছে। বসন্তকালে যখন তরু-লতাদি-সকল নির্ম্মল নভোমণ্ডলের প্রীতিসাধনার্থে নব হরিদ্বসনে পরিবৃত হইয়া পরমরমণীয় রূপ ধারণ করে, বর্ষর্ত্তুর সমাগমে যখন পাদপচয় ফলপুষ্প পরিপূর্ণ হইয়া ঘনাবৃত গগণের নিকট অবনতশিরঃ হয়, তখন সেই নিকুঞ্জবনের শোভার আর ইয়ত্তা থাকে না। তখন নবীনপল্লবাকীর্ণ বৃক্ষসকলের মধ্যদিয়া সেই লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ অসদৃশ বর্ণের সম্মিলনে বিশেষ সৌন্দর্য্যশালী বোধ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত নয়ন-রঞ্জক উদ্যানের চারিটী অপূর্ব্ব বৃহত্তোরণ আছে, তন্মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিস্ময়জনক। এই উৎকৃষ্ট বহির্দ্বার অপর তোরণের ন্যায় লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত; কিন্তু উহার প্রকাণ্ড-খিলান-বিশিষ্ট প্রশস্ত পথ, এবং শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত অত্যুচ্চ-চূড়াচতুষ্টয়ও তাহার গঠনের অনুপম শিল্পনৈপুণ্য প্রযুক্ত তাহা অপর সকল তোরণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষীয় শিল্পিদিগের বিবেচনায় ঐ উন্নতচূড় বহির্দ্বার যে রাজপ্রাসাদের এক প্রধান অংশ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এবং সিকন্দরার বৃহত্তোরণ-দৃষ্টে তাহা বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে। কথিত চূড়াচতুষ্টয় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে নির্মিত, তাহার এক একটী কলিকাতার অক্টর্লনী মনুমেণ্ট নামক স্তম্ভের সদৃশ বৃহৎ; পরন্তু তাহা তোরণের উপরিভাগে স্থাপিত হওয়াতে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ হইয়াছে। পরন্তু

এই ক্ষণে ঐ স্তম্ভসকলের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেহ কহে ঐ ঘটনা বজ্রপাতদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে; অপরে কহে যে হুলকর আগরা-আগমন-করণ-কালে তোপদ্বারা তাহা বিনষ্ট করেন।

প্রস্তাবিত সমাধি মন্দির দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান। অন্যান্য যাবনিক অট্টালিকাহইতে ইহার বৈলক্ষণ্য অনেক আছে। ইহার অন্তর্ভাগ শ্বেত প্রস্তর ফলকে আবৃত। আর ইহার নির্ম্মাণার্থে যে সমস্ত উপকরণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় অতি সুন্দর এবং মহামূল্য। ইহা চতুস্তলবিশিষ্ট। সর্ব্বপ্রথম তলে সম্রাট্ আক্‌বরের মৃতদেহ শ্বেতবর্ণের প্রস্তরাধারে সন্নিবেশিত আছে।

ঐ সমাধির উপরিভাগে এক দীপশিখা অনুক্ষণ প্রজ্বলিত থাকে। তথায় কতকগুলি মুসলমান ফকীর সেই দীপের রক্ষা হেতু অহরহঃ অবস্থিতি করে। তাহারা দূরদেশহইতে সমাগত পর্য্যটকদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-সহকারে মৃত সম্রাটের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং স্পষ্টই প্রকাশ করে, যে অক্‌বরের ন্যায় সুদক্ষ এবং বিচক্ষণ সম্রাট্ কখন হয় নাই, আর কখন হইবেক না। উপর্য্যুপরিতন তলে এক এক প্রস্তর শবাধার আছে, এবং সর্ব্বোপরি ছাদে এক অতি উৎকৃষ্ট মনোহর শ্বেতবর্ণের মৃতদেহাধার দৃষ্ট হয়। তাহাতে মৃত সম্রাটের নাম খোদিত আছে। এই ছাদের সর্ব্বাংশ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে অতীব কমনীয় শ্বেত প্রস্তরের জালি আছে। দিবাকরের প্রখর করে ঐ প্রস্তরসকল জ্যোতির্ময় পদার্থের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইয়া, আর চতুষ্পার্শ্বস্থচূড়োপরি রঞ্জিত প্রস্তর-ফলকসকল সৌররশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া, দর্শকদিগের যৎপরোনাস্তি প্রীতিসাধন করিয়া থাকে।

পদ্মপুষ্পের প্রতি।

আমরি! আমরি! একি শোভা মনোহরা,
সরোবরে সমুদিত অপূর্ব্ব অপ্সরা!
নীলকান্ত-মণি-নিভ সরসীর নীর,
তাহে পদ্মরাগ-প্রভা প্রকাশে রুচির।
প্রসারিত মরকত পুঞ্জ পুঞ্জ দল,
পরাগের রাগ যেন বৈদূর্য্য বিমল।
অপরূপ অয়স্কান্ত মধুপ-মণ্ডল
উড়ে পড়ে আকর্ষণে বিলাসে বিহ্বল।
আহা মরি! কি মাধুরী ধরে কর্ণিকার!
ঈষৎ বীজের শ্রেণী দশন আকার!
এমন হাস্যের ছটা কোথা দৃশ্যমান?
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

সকল সৌন্দর্য্যসহ তুমি উপমেয়;
সকল সৌভাগ্য দেখি তোমার আধেয়।
মূর্ত্তিমতী প্রজ্ঞা সতী, দেবী সরস্বতী,
হে নলিনি, তোমার নিকুঞ্জে নিবসতি।
শ্রীরূপিণী সিন্ধুবালা, চঞ্চলা কমলা,
তোমার নামেতে তাঁর খ্যাতি সমুজ্জ্বলা।
নিরবধি তোমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান —
দুই কর কমলেতে তুমি শোভমান।
তুমি সেই কামিনীর ছিলে হে আধার,
কমলদহেতে যেই করিল বিহার;
নিরখি শ্রীমন্ত সাধু হারাইল জ্ঞান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কুসুমের সার তুমি, শোভার নিধান,
নিজে নিরুপমা, উপমার উপাদান।
ললিতলাবণ্যবতী ললনার সহ
উপমার উপযোগী আর কেবা কহ?
অতুল রাতুল তব, সাদৃশ্য শোভন,
অভিলাষি কর, পদ, নয়ন, বদন।

নব কলিকার সুকুমার সে আকার
ধরিবারে উরসিজে বাসনা অপার।
মৃণাললালিত্য লভ্যে বাহুতে প্রয়াস;
তব মধু সঞ্চয়নে অধরের আশ।
বিফল প্রয়াস আশ; সবে হতমান;
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

যে কালে ছিল না এই জগত প্রকাশ;
নাস্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, আকাশ;
সকলের মূলাধার, সর্ব্ববীজ যেই,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মতে মাত্র আবির্ভূত সেই;
পুরাণে প্রসিদ্ধ সেই পুরুষ প্রধান,
করিবারে এই সব সৃষ্টির বিধান,
অনন্তে অনন্তশায়ী ক্ষীরোদ সাগরে,
তোমারে করিলা সৃষ্টি নাভি-সরোবরে।
তুমি আদ্যসৃষ্ট তাহে শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
তোমাতে প্রজাত প্রজাপতি মহাশয়।
সর্ব্বজন পিতামহ তোমার সন্তান।
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

তীর্থগণমাঝে যথা পুরী বারাণসী,
গোপীগণ মাঝে যথা রাধা গরীয়সী,
নক্ষত্র-সমাজে যথা রোহিণী রূপসী,
অপ্সরার মধ্যে যথা প্রধানা উর্ব্বসী,
অমরীমণ্ডলে যথা বাসব-প্রেয়সী,
পুষ্পরাজ্যে কমলিনী সেরূপ শ্রেয়সী।
কুমুদ মন্ত্রিণী তব, তুমি হে মহিষী;
তোমার সুষুপ্তি-কালে জাগে সেই নিশী।
সহদলবলে যবে থাক হে বিকসি,
ইন্দ্রের অমরাবতী হয় সে সরসী।
প্রণত তোমার পদে হয় হে ধীমন, *
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

* কোন জর্ম্মণ জ্ঞানিপ্রবর পদ্ম পুষ্পকে প্রথম নিরীক্ষণ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

গণনায় দুই পুষ্প ধরাতে প্রধান,
শোভা আর সুরভির নিয়ত নিধান।
উভয়েই সর্ব্ব অগ্রে জাত এই দেশে; *
উভয়েই এক নামে বিখ্যাত বিশেষে।
শ্বেত রক্ত উভয়েই দুই বর্ণ ধর;
উভয়ের নালে আছে কণ্টকনিকর।
উভয়েই কবিজনগণ-মনোহর;
কালে কালে কত কাব্যে কলিত সুন্দর।
কিন্তু তব তুলনায় মানিয়া লাঘব
দেশান্তরে গোলাবের বাড়িল গৌরব।
সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার সম্মান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

সুখের পদার্থ তুমি অসুখের নও;
তাপ আর হিম সমতায় সুখে রও।
বরষায় প্রপীড়িত হও হে নলিনি;
হেমন্ত-শিশিরে তব প্রতিভা মলিনী;
বসন্তে বিপুল শোভা বাড়ে অতিশয়,
সরোবর হয় যেন কমলা-নিলয়।
কি আর বর্ণিব শোভা, ওহে শতপত্র,†
শরদের শিরে যবে হও আতপত্র,
মরকত দণ্ডোপরে রক্ত মখমল্,
নীহারের মুক্তা হারে করে ঝল্‌মল্।
কাঞ্চনকলস কর্ণিকার জ্যোতিষ্মান্,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

প্রেমের ভাণ্ডার তুমি, এই সে কারণ
তব অনুগত কত হেরি জীবগণ।
চিরকাল তব প্রেমে মত্ত মধুকর,
ধৃষ্টশিরোমণি বলি খ্যাত চরাচর,
মধুস্বরে চাটুবাদে করি গুঞ্জরণ,
মধুক্ষয়ে অন্য ফুলে করে পলায়ন।
পাতকী কখন কর্ম্ম-ফল কি এড়ায়?
কেতকী-কণ্টকে তার ছিন্ন ভিন্ন কায়।
অপর কৃতঘ্ন করী, সুবাসিত বারি
পান করি, তব মূল উচ্ছেদন-কারী।
সে কলুষে অঙ্কুশে ললাট খান খান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কবির সর্ব্বস্ব তুমি, ভারতে বিশেষ;
তোমা ধরি ধরামধ্যে ধন্য এই দেশ;
বিরহ-অনল শান্ত সুকোমল দলে;
তব বীজ,জপমালা সিদ্ধ-করতলে;
সুজনে সুজনে প্রেম যদি ভঙ্গ হয়,
তব সূত্র সহ তবু উপমান রয়।
বর্ণিবারে কেবা পারে, ওহে কোকনদ,
তোমার সুরভি-ভার ইন্দ্রের সম্পদ;
মলয়-পবন হরি সেই সব ধন
কেন বা অরণ্য-দেশে করে বিতরণ।
তব মকরন্দ অন্ধে করে দৃষ্টিদান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

স্বপ্নদর্শী কাল্পনিক তন্ত্রীর কল্পনা,
ভীষণ ভাবনা তার, কত বিভাবনা,
দেহ মধ্যে ফুটাইল কত বা কমল।
দুই, চারি, ছয়, আট, দশ, বারো দল।
তিন-গুণ-ময়ী নাড়ী, মৃণালিকা তায়
খেলিছে মরালবর, বর্ণনে না যায়।
কে দেখেছে এসব কাল বিচিত্র সরোজ,
দেহ চিরি অস্ত্রবৈদ্য না পাইল খোজ।
প্রাকৃতিক মানসিক দুই রূপ তব।
মানসিক রূপ কভু দর্শন সম্ভব!
সে জেনেছে যে পেয়েছে সে রূপসন্ধান,

---

* ইউরোপীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা-বিশারদ কোন কোন মহাশয়ের মতে গোলাব ভারতবর্ষীয় পুষ্প।

† "শতপত্র" এই নাম পদ্ম এবং গোলাব উভয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নিরুপম পুষ্প তুমি, কেতব সমান?

বিগত-যামিনীযোগে স্বপনসঞ্চার,
কি হেরিনু অপরূপ, দেখিব কি আর?
হে মিত্র, * মোহিনী তুমি এক সরোবরে
ভাসিতেছ যেন প্রফুল্লিত কলেবরে।
মিত্রের নির্দ্দেশে আমি নামিলাম জলে,
ধাইলাম ধরিবারে তোরে, লো চপলে।
যত যাই তত তুমি, চলিলে অন্তরে,
অপ্সরার বেশে শেষে মোহিলে অন্তরে।
প্রসারিতকরে ধাই, ব্যাকুলিত প্রাণ,
অমনি হাসিয়ে তুমি হল্যে অন্তর্ধান।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর; দুঃখে হতজ্ঞান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

কটক
১ মাঘ ১৭৮৯ শকাব্দা। র, ল, ব,

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"সংযুক্তা-স্বয়ংবর। নাটক। শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত প্রণীত।" এই ক্ষুদ্র নাটকখানি আমাদিগের সমাদরণীয় হইয়াছে। ইহাতে যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ণিত আছে তাহা হিন্দু-স্বাধীনতা-উচ্ছিন্ন হইবার একটী প্রধান কারণ। ইহা পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ বিদিত আছে যে হিন্দুরাজন্যবর্গের মধ্যে কেহই সমস্ত ভারতবর্ষে একচ্ছত্রে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষাবিখ্যাত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত রাজারাও ভারতবর্ষমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন ছিলেন না। পাণ্ডব-চূড়ামণি যুধিষ্ঠির হিন্দুরাজাদিগের মধ্যে এক জন অতিপ্রধান ছিলেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু তাঁহার রাজ্য তাদৃশ বিস্তীর্ণ ছিল এমত কোন প্রমাণ বা প্রবাদ নাই। বিভিন্ন রাজপাট ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর পরস্পর অতি সন্নিকট ছিল; এবং যুধিষ্ঠিরের সমকালে বিরাট, কাম্যকুব্জ, কাশী, গুজরাট, মগধ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র ২ স্বাধীন রাজা সকল বিরাজমান ছিলেন। অশোক রাজার রাজ্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল; তাহার সীমা দক্ষিণে কটক, পূর্ব্বে ত্রিহুত, উত্তরে হিমালয়, ও পশ্চিমে গুজরাট ও কাবুলের অন্তর্গত কাপর্দগিরি পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অদ্যাপি ঐ সকল স্থানে উক্ত রাজার অনুশাসন-পত্রসকল পাষাণে খোদিত দেখা যায়। অশোকের পরে কোন ভারতবর্ষীয় হিন্দু কি বৌদ্ধ রাজা তাদৃশ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। যে কালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে এই দেশ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল; তন্মধ্যে দিল্লীতে চোহান-বংশীয় পৃথ্বীরায় ও কনৌজে জয়চন্দ্র প্রধান এবং বীরাগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। উহাঁরা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে সঙ্কল্পিত হইলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতেন। পরন্তু প্রতিবাসীর বিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের অত্যন্ত দ্বেষী ছিলেন, এবং পরস্পরের অনিষ্ট-সাধনে কদাপি ত্রুটি করেন নাই। একদা জয়চন্দ্র তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর উপলক্ষে এক মহাসভা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপবংশাবতংসেরা সমাহূত ও সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল দি-

---

* সূর্য্য।

ল্ল্যধিপতি পৃথ্বীরায় তথায় অনাহূত ছিলেন। তিনি ঐ অবকাশে এক সহস্র পারদক্ষ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে লইয়া গোপনে কান্যকুব্জে আসিয়া সংযুক্তাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করেন। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত দত্তজ তাঁহার অভিনব নাটক খানি গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহার আদি বর্ণনা "পৃথ্বীরায় রায়সা" নামক হিন্দী মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। ঐ কাব্য পৃথ্বীরায়ের প্রিয়সহচর ও কুলাচার্য্য চাঁদ কবিকর্ত্তৃক বিরচিত, ও কবিত্ব-বিষয়ে অত্যন্ত সুবিখ্যাত। পরন্তু তাহাতে কেবল ঐতিহাসিক ও সৌর্য্যগুণের বর্ণন থাকায় ইদানীন্তনের নির্বীর্য্য হিন্দুদিগদ্বারা অনাদৃত হইয়া উহা অধুনা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চত্বারিংশ বৎসর হইল সুবিখ্যাত রাজপুত্র-ইতিহাস-লেখক উহার একখানি অনেক ক্লেশে সঙ্গ্রহ করিয়া তাহাহইতে সংযুক্তার স্বয়ংবর-বিবরণ ইংরাজীতে অনুবাদিত করেন। তাহাহইতে দত্তজ আপন নাটকের আখ্যায়িকা সঙ্গৃহীত করিয়াছেন। আমরা স্বয়ং ঐ মূলগ্রন্থ দেখিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসরাবধি চেষ্টান্বিত ছিলাম, এবং সম্প্রতি আমাদিগের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। কাশীর মহারাজের পুস্তকাগারে ঐ গ্রন্থ একখানি ছিল, এবং মহারাজের অনুগ্রহে আমরা তাহার দর্শন পাইয়াছি। উহা সম্পূর্ণ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; বোধ হয় তাহার আরম্ভে কিঞ্চিৎ খণ্ডিত হইয়াছে, যেহেতু তাহাতে কোন মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয় না, এবং আখ্যায়িকা হঠাৎ অনঙ্গপালের দিল্লীতে আগমন-বিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে। পরন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা প্রশস্ত তিন শত অষ্টচত্বারিংশ পৃষ্ঠাপরিমিত, এবং তাহাতে একত্রিংশৎ বিষয়ের বর্ণন আছে; তদ্যথা; ১, অনঙ্গপালের দিল্লীতে আগমন; ২, ঘঘর নদীর যুদ্ধ; ৩, কর্ণাটে বিজয়-যাত্রা; ৪, চন্দ্রাবতীর বিবাহ; ৫, জৈতরায়ের রাজ্যগ্রহণ; ৬, কাঙ্গরারাজের পরাজয়; ৭, হংসাবতীর বিবাহ; ৮, পাহাড়রায়ের রাজ্যাপহরণ; ৯, বরুণ-প্রস্তাব; ১০, সোমেশ্বরের বধ; ১১, পজ্জুন-রাজের পরাজয়; ১২, চাঁদ কবির দ্বারকা-যাত্রা; ১৩, কৈমাসের পরাজয়; ১৪, ভীমভট্টের বিনাশ; ১৫, সংযুক্তার হরণ; ১৬, বিনয়-মঙ্গল-বিবরণ; ১৭, শুক-সংবাদ; ১৮, বালুকারায়ের পরাজয় ও বধ; ১৯, পজ্জুনের রাজ্য-গ্রহণ; ২০, পঙ্গসামন্তের যুদ্ধ; ২১, শাপিত শিকার; ২২, দিল্লীর বিবরণ; ২৩, জঙ্গম-কথা; ২৪, ষড়্-ঋতুবর্ণন; ২৫, যজ্ঞকাল-বর্ণন; ২৬, বালুকারায়ের জীবন-চরিত; ২৭, কৈমাসের পরাজয় ও বধ; ২৮, কেদারের দুর্গবর্ণন; ২৯, কান্যকুব্জ-বর্ণন; ৩০, বড়াবেড়ী; ৩১, বাণবেধ। এই সকল প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে যে আমাদিগের প্রাচীন কবিরা আধুনিকদিগের ন্যায় কেবল অশ্লীল আদিরসে মত্ত না হইয়া যথার্থ পৌরুষ-ধর্ম্মের অনুগামী ও তাহার অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদিগের পাঠক ও শ্রোতৃবর্গও ঐ রসের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেন; ফলে তাঁহারা স্বয়ং বীর্য্য ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং বীরের মহিমা প্রকৃত অনুভব করিতে পারিতেন। তৎকালের মহিলারাও ঐ রসের সম্যগ্ অনুরাগিণী ছিলেন; এবং তদ্ধেতুই "বীরপ্রসূ হও" এই আশীর্ব্বাদ অপর সকল আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা গরীয়ান্ বোধ করিতেন। হায়! হিন্দুমহিলারা কি আর কখন ঐ আশীর্ব্বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন! আর সেই ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলের সময় কি পুনরায় উদিত হইবেক।

২। "সুশীলা-বীরসিংহ নাটক। সেক্সপিয়র কৃত নাটক-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিরচিত।" এই

গ্রন্থখানিও আমাদিগের বিশেষ উপাদেয়। ইহাতে ইউরোপীয়-কালীদাস সেক্‌সপিয়রের অপূর্ব্ব রস-বর্ণনের আভাষ বাঙ্গালীপাঠকদিগের মোদনার্থে দেশভাষায় প্রতিবিম্বিত করা হইয়াছে। সেক্‌স-পিয়রের নাম বোধ হয়, পাঠকবৃন্দ অনেকেই শ্রুত আছেন। ঐ মহাকবি দুই শত বৎসর হইল ইংলণ্ডে বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-বৃত্তান্ত বিশেষ প্রচার নাই; এবং যাহাও জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কোন মতে বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। আমাদিগের কালী-দাসের ন্যায় তিনি বাল্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিমুখ ছিলেন, এবং স্বদেশমান্য গ্রীক ও লাতিন ভাষার কোন আলোচনা করেন নাই। পরন্তু কালীদাসের ন্যায় তিনি বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ছিলেন, এবং সেই প্রসাদে কবিত্ব-বিষয়ে অদ্বি-তীয় হইয়াছিলেন। নাটক-রচনাই তাঁহার প্রিয় ছিল, এবং তাহাতে তিনি যেরূপ সিদ্ধসঙ্কল্প ও পারদক্ষ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আর কুত্রাপি কোন কালে কোন কবি হইতে পারেন নাই। গ্রীস-দেশীয় প্রাচীন কবিরা নাটক-বিষয়ে বি-শেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁ-হাদের রচনা সেকসপিয়রের উৎকৃষ্ট রচনার সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না। স্পেন-দেশীয় সুবিখ্যাত কবি লোপদি বাগা প্রায় দুই শত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সদৃশ নাটকপ্রসূ বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর কেহ হয়েন নাই; অপর তাঁহার নাটকসকল স্বদেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল; পরন্তু তাহার মধ্যে কিছুই সেক্‌সপিয়রের উৎকৃষ্ট কোন নাটকের সহিত তুল-নীয় হইতে পারে না। ফ্রান্‌স-দেশে অনেক নাটক-কার হইয়া গিয়াছেন, এবং প্রহসন-বিষয়ে তাঁহা-দের কোন২ রচনা বিশেষ আদরণীয় বটে; পরন্তু তাহাও সেক্‌সপিয়রের নাটকের সহিত তুলনীয় নহে। আমাদিগের ইহা সামান্য গরিমার বিষয় নহে যে আমাদিগের কালীদাসকৃত "শকুন্তলা" সেক্‌সপিয়রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের সর্ব্বতোভাবে তুল্য হইয়াছে। হাব ভাব কবিত্ব কৌশল কোন বিষয়েই শকুন্তলা সেক্‌সপিয়রের রচনা-অপেক্ষা কনিষ্ঠ নহে। পরন্তু কালীদাসের দুই খানি মাত্র নাটক বর্ত্তমান আছে, এবং তদুভয়ই আদিরস-বর্ণনে নিযুক্ত; তাহাতে অন্যরসের বিশেষ বি-ন্যাস নাই। সেক্‌সপিয়রের ত্রিশতটী নাটক বর্ত্ত-মান আছে, এবং তাহাতে বীর করুণ রৌদ্রাদি সকল রসেরই প্রাধান্য দেখা যায়; ঐ সকল রস অপূর্ব্ব চমৎকারিতার সহিত বর্ণিত হই-য়াছে, তাহার সাদৃশ্য অন্য কোন গ্রন্থে প্রাপ্য নহে। অপর তাঁহার নাটকে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের যাহার যে ভাব উদ্দেশ্য হইয়াছে তাহার এরূপ অসদৃশ লক্ষণ বিনিযুক্ত হইয়াছে যে তাহা তত্ত-দ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা মনে হয় আমাদিগের দেশে প্রবাদ আছে যে উৎকৃষ্ট গায়ক সঙ্গীতস্বরে রা-গরাগিণীর স্বস্বশরীরে আবির্ভাব করিতে পা-রেন; সেক্‌সপিয়র সেই রূপ বাক্যবিন্যাসে কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা দ্বেষ অসূয়া প্রভৃতি সকল ভাবের মূর্ত্তিমান্ উদয় করিয়াছেন। এ কথা এতদ্দেশীয় অনেকের প্রতি অসম্ভব হইতে পারে। পরন্তু যাহারা সেক্‌সপিয়রকৃত "হামলেট" কি "মেকবেথ" কি "ওফেলো" কি "রোমিও এণ্ড জুলিএট" নামক নাটক বুঝিয়া পাঠ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অনায়াসেই সম্যক্ অনুভূত হইবে যে ঐ সকল নাটক স্বস্ব-বিষয়ে পৃথিবীতে আদর্শস্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহাদের সহিত তুলনায় কোন নাটক তাহার কি পর্য্যন্ত নিকটে আসিতে পারে তদনুসারে তাহার গুণের নির্ণয় হয়।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৪ পর্ব্ব]   প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা।   [৪৮ খণ্ড

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

ষ্টীয় শকের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সংস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন এরূপ কেহই মনে করেন নাই যে, এই ব্যবসায়ী লোকেরা এতদ্দেশীয় নরপতিদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগের একাধিপত্য সংস্থাপন করিবেক. এবং হিমাচলহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আর সিন্ধু নদের পশ্চিম-পার্শ্বহইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপার্শ্বপর্য্যন্ত, যার পর নাই বিপুল সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্ব্বক, মোগলদিগের অপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খলরূপে এবং আফগানদিগের অপেক্ষা প্রবলপরাক্রমে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিবেক। ইউরোপের পশ্চিমাংশে আৎলান্তিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপদ্বয়হইতে সমাগত কতিপয় বণিকেরা যে এই ভারতভূমির

ভূপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অ-গোচর ছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এবং ভাগ্যদেবীর কি অপার শক্তি! যাঁহারা পূর্ব্বে সনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা উপহার প্রেরণ-পূর্ব্বক সম্রাটদিগের নিকট অবনতশিরঃ হইয়া অগ্রসর হইতেন, যাঁহারা অত্যল্প ভূমির অধিকার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও অবশেষে ধনলিপ্সু প্রতিনিধিগণের নিকটে অশেষবিধ অবমাননা সহ্য করিতেন, তাঁহারাই এক্ষণে এই ভারতভূমির সন্তানদিগের ভাগ্যনিয়ন্তা, এবং নরপতিদিগের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছেন—তাঁহাদেরই মুখা-পেক্ষ হইয়া কত শত সিংহাসনচ্যুত নরপতি বৃত্তি-ভোগে জীবন যাপন করিতেছেন!

যে ব্যক্তির পরাক্রমে ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যে এ বিশাল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাঁহার নাম রবর্ট ক্লাইব্। মোগল-রাজ্যের চরমদশা উপস্থিত হইলে, যখন পশ্চিমদিগ্‌হইতে এক বিজিগীষু পারশ্য ভূপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ-পূর্ব্বক দিল্লী নগর লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করিয়া সিন্ধু নদের অপরপারে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; যখন এক জন আফ্‌গান পূর্ব্ববিজয়ীর অনুগামী হইয়া বারত্রয় উপদ্রবের পর মোগল-রাজ্যের অবশিষ্ট ঐশ্বর্য্য একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর অধীশ্বরকে নিঃসত্ব করিয়া-ছিলেন; যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুসঙ্খ্যক হয়-সাহায্যে চতুর্দিক্‌স্থপ্রদেশ সকল স্বাধীন করিয়া ভারতবর্ষের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল; যখন সম্রাট্‌দিগের এতাদৃশ দুরবস্থা সন্দর্শনে রাজ্যান্তর্গত প্রদেশস্থ প্রতিনিধিরাও অভ্যুত্থানে প্রণোদিত এবং স্বাধীনতালাভ-মানসে সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিল; ফলে যখন সকলেই অরাজকরূপ সুযোগ পাইয়া স্ব স্ব অবস্থার উন্নতিসাধনজন্য নানা উপায়োদ্ভাবন করিতেছিল, তখন উপরি উক্ত তরুণবয়স্ক ইংরাজপুরুষ প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কয়েক বৎসর কোম্পানির বাণিজ্য-কার্য্যে কাল-ক্ষেপ করিয়া তিনি সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন, এবং অল্পকালমধ্যে স্বীয় অনুপম বুদ্ধি-কৌশলে ও অসামান্য-সাহস-সহকারে দক্ষিণদেশীয় বি-গ্রহে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে, তিনি নবাব শিরাজুদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজদিগের রাজ্যের সূত্রপাত করেন, এবং অবশেষে পলাতক দিল্লীশ্বরকে বক্সর প্রদেশে পরাভূত করিয়া বাঙ্গলা বেহার এবং উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়েন। ক্লাইব্ ভারতবর্ষহইতে প্রতিগমন করিলে তদীয় উপার্জ্জিত রাজ্য দৃঢ়ীভূত করেন, যিনি এদেশের প্রথম গবর্ণর জেনেরল হন, যিনি নানাবিধ ন্যায়বিরুদ্ধ অহিতাচরণদ্বারা স্বীয় নাম চিরনিন্দনীয় করেন, যিনি অযোধ্যার বিধবা বেগম-দিগের স্বত্ব বিলুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পরিপূরিত করিয়াছিলেন, যিনি নিরীহ রোহিলাদিগের প্রাণ-বধের নিমিত্ত অযোধ্যাধিপতিকে স্বীয়সৈন্য সামন্ত এক প্রকারে বিক্রয় করিয়াছিলেন, যিনি আপনি নিষ্কণ্টক হইবার জন্য রাজা নন্দকুমা-রকে বিচারের ষড়যন্ত্রে অভিভূত করিয়া অবশেষে উদ্বন্ধনদ্বারা তাহার প্রাণনাশের অনুমতি প্রদান করেন, যিনি দশ বৎসর রাজ্যশাসনের পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় অভিযুক্ত হইয়া কএক বৎসর পরে কেবল স্বদেশীয় কএক জন প্রধানের অনুগ্রহে নিষ্কৃতিলাভ করি-য়াছিলেন, সেই দুর্ব্বিখ্যাত শাসনপতির জীবন বৃত্তান্ত আমরা এই প্রস্তাবে সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিব।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশে ডেলিস্-ফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। তথায় অতি প্রাচীন কালাবধি প্রসিদ্ধ সদ্বংশসম্ভূত এক ঘর

ভূম্যধিকারী বাস করিত। লোক-পরম্পরায় কথিত আছে যে, সুবিখ্যাত নরপতি আল্‌ফ্রেডের পূর্ব্বেও উক্ত বংশ সাতিশয় প্রভাবশালী ও গৌরবান্বিত ছিল। এতাদৃশ ঋদ্ধিমন্ত বংশ সসম্মানে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া প্রথম-চার্লসের সময়ে রাজ্যান্তর্গত বিগ্রহসম্বন্ধে উচ্ছিন্ন-প্রায় হয়। সেই বিপুলবংশে একমাত্র বংশধর অবশিষ্ট ছিলেন, এবং তিনিও গ্রামস্থ লোকের এক সামান্য পৌরোহিত্য-কার্য্যে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হোআর্ড অতি সচ্চরিত্র ও সৎগুণশালী, ও কনিষ্ঠ পিনাষ্টন অতি উগ্র-স্বভাব ছিল; শেষোক্তটী হিতাহিত বিবেকশূন্যতাপ্রযুক্ত ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বৎসরদ্বয়মধ্যে এক শিশু সন্তান রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে। সেই পিতৃহীন শিশুর নাম ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৬ষ্ঠ দিবসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মাতারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তিনি পিতামহের আশ্রয়ে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

ওয়ারেন্ বাল্যাবস্থায় গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে কৃষক সন্তানগণের সহিত একাসনে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন; কিন্তু প্রথমাবধি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি, অনুপম সাহস ও অন্যান্য সুলক্ষণসকল বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল। পাঠে তিনি যৎপরোনাস্তি মনোনিবেশ করিতেন, এবং বিদ্যালয়ে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিসকল শ্রবণ করিতে তিনি সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, এবং ডেলিস্‌ফোর্ড গ্রামের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্ত পৈতৃক নাম তিনি পুনরায় প্রকাশিত করিবেন, এই বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে সতত উদ্ভূত হইত। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হোআর্ড তাঁহার অধ্যয়ন-ব্যয়ের ভারগ্রহণে সম্মত হইলে, তিনি লণ্ডন নগরীস্থিত নিউইংটন্ নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। পরে দুই বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া ডাক্তর নিকলসের অধীনস্থ বিখ্যাত ওয়েষ্টমিনিষ্টর বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে হেষ্টিংস্ সমধিক যত্ন ও আয়াস সহকারে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ছাত্ররৃত্তিপরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হন। তদীয় নাম বিদ্যালয়ের বৃহৎ শয়নাগারের পার্শ্বে সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ণে খোদিত হইয়া অদ্যাপিও তাঁহার সেই সম্মান-সূচক ঘটনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সন্তরণ, নৌকাচালন এবং অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামেও তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন, এবং তাঁহার সহাধ্যায়ীরা সকলেই তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর ও স্নেহ করিত। কাউপর, চর্চহিল্, কোলমান্, কম্বরলণ্ড এবং ইলাইজা ইম্পে এই কয়েক ব্যক্তির সহিত হেষ্টিংসের বিশেষ বন্ধুত্ব ও পরম সৌহৃদ্য ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালপর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিয়া তিনি ক্রাইষ্ট চর্চ নামক কালেজের রৃত্তিলাভমানসে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এমত সময়ে এক অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে বিদ্যোপার্জ্জনে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠতাত হোআর্ড এই সময়ে মানব-লীলা সংবরণ করেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক দূরস্থিত আত্মীয়ের গলগ্রহস্বরূপ রাখিয়া যান। ওয়ারেন্ সেই অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বণিকের কার্য্যালয়ে কয়েক মাস কালযাপন করেন, এবং অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতবর্ষে এক সামান্য লেখনীজীবীর

কর্ম্মে নিযোজিত হন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং প্রায় ছয় মাস পরে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া, কলিকাতা নগরে সেক্রেটরির আফিসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। হেষ্টিংস্ কলিকাতায় দুই বৎসর কাল সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, তাঁহাকে ভাগীরথীতীরে মুরশিদাবাদের সন্নিকটস্থ কাসিমবাজার নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। তথায় ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে বহুকালাবধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কোম্পানির ব্যবসায়-কার্য্যে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য হেষ্টিংস্ তথায় নিযোজিত হন, এবং যত্ন ও পরিশ্রম প্রযুক্ত উপরিস্থিত কর্ম্মচারিদিগের নিকট তিনি সাতিশয় সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে ভারতীয় মহাকার্য্যক্ষেত্রে নানাবিধ শুভাশুভ ফলোৎপাদিকা ঘটনার উৎপত্তি-জনক কারণসকল সঞ্চার হইতেছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে কর্ণাট রাজ্যের উত্তরাধিকারসম্বন্ধে যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে সুবিখ্যাত ক্লাইবের প্রভাবে ইংরাজদিগের পরাক্রমের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তদীয় হীনবল পৌত্র পিতামহের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্দ্দান্ত নরপতি নানা অত্যাচারদ্বারা প্রজাদিগকে প্রপীড়িত এবং অশেষবিধ অনিষ্টোৎপাদক উপায়াবলম্বনে রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া, অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হন। কাসিমবাজারস্থ ইংরাজদের কুঠীসকল লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষীকৃত করিয়া তিনি বহুসঙ্খ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ নগর অবরুদ্ধ করিয়া তত্রত্য বিদেশীয় বণিক্‌দিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

নবাব কাসিমবাজার আক্রমণ করিলে হেষ্টিংস্ এবং অন্যান্য ইংরাজকর্ম্মচারীরা সেই যবনের হস্তে পতিত হন, কিন্তু কেবল ওলন্দাজদিগের অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ কারাবাসহইতে রক্ষা পান। তথাপি মুরশিদাবাদে পরাধীনরূপে তাঁহাদের কালযাপন করিতে হইয়াছিল। হেষ্টিংস্ অব্যবহিত পরে কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অতি গোপনভাবে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগীরথীর সঙ্গমসন্নিহিত পলতা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হন। সেই ভীষণ অরণ্যাবৃত জলময় বিজন স্থানে কলিকাতাহইতে পলায়িত ইংরাজেরা অবস্থিতি করিতেছিল। হেষ্টিংস্ তথায় সমাগত হইয়া দেখিলেন যে, নবাবের বিনাশের নিমিত্ত ষড়যন্ত্র কিয়ৎকালপূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছে, এবং অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তে ও সাতিশয় আহ্লাদসহকারে সেই পরামর্শিদিগের মনস্কামসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মান্দ্রাজহইতে সুবিখ্যাত ক্লাইব এবং রণপোতাধ্যক্ষ ওয়াটসন্ কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে উল্লিখিত দ্বীপতটে উপনীত হন। তাঁহারা অনতিবিলম্বে সকলে সমবেত হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং ঐ নগর হস্তগত করিয়া অল্পকালমধ্যে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করেন। শিরাজুদ্দৌলা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত ইংরাজকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া অতি হীনবেশে ও দীনভাবে পলায়ন করিলে, বৃদ্ধ মীর্ জাফর সকলের সম্মতিক্রমে তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। হেষ্টিংস্ সেই নূতন নবাবের রাজধানীতে প্রায় চারি বৎসর ইংরাজদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে

অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং এই বর্ষচতুষ্টয়মধ্যে তিনি চতুরতা বিচক্ষণতা ও রাজকার্য্য-দক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রামের বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাস্থ শাসনপতির সভার এক সভ্যপদে মনোনীত হন, এবং তন্নিমিত্ত মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বান্‌সিটার্ট নামে এক জন কোম্পানির প্রাচীন কর্ম্মচারী সুবিখ্যাত ক্লাইবের পদে অধিরূঢ় হইয়া ইংরাজদিগের নূতন রাজ্যের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। তদীয় শাসনসময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীমাত্রেই এতদ্দেশীয় প্রজাদিগকে নানা রূপে প্রপীড়িত করিত, আর অশেষবিধ অত্যাচারদ্বারা কেবল অর্থোপার্জ্জনে সতত তৎপর থাকিত। হেষ্টিংস্ যদিও সর্ব্বদা সৎপথের পান্থ ছিলেন না, এবং যদিও তাঁহার মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় প্রবল ছিল, তথাপি তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ন্যায় অন্যায় অর্থোপার্জ্জন-দোষে সম্পূর্ণ দূষিত হন নাই। যৎকিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া তিনি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার মানসে, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এক অর্ণবপোতে যাত্রা করেন, এবং কয়েক মাস পরে নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হন। আমরা হেষ্টিংসকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিলাম। এতাবৎ কালপর্য্যন্ত তিনি উত্তমরূপে সর্ব্বসাধারণের পরিজ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত এখনও অনেক অবশিষ্ট রহিল, আমরা অপর সঙ্খ্যায় তৎসমুদায় সঙ্কলিত করিতে সচেষ্টিত হইব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সেঁউতী বাই।

বহুদিন হইল অগ্রবন প্রদেশে সিংহরাজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্মীদাস নামে এক পুত্র ছিল। নরপতি ঐ পুত্রটীকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন। যুবরাজ দেখিতে অতি সুরূপ ছিলেন, এবং পার্ব্বতী বাই নাম্নী এক পরম রূপবতী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহরাজের মন্ত্রীর সেঁউতী নামে একটী কন্যা ছিল। ঐ কন্যাটী যেমন অলোকসামান্যরূপবতী তদনুরূপ গুণবতীও ছিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মীদাস ঘটনাক্রমে মন্ত্রিকন্যাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু এই বৃত্তান্ত সিংহরাজের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একেবারে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং যুবরাজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীদাস, আমার রাজ্যে উৎকৃষ্ট অথবা মহার্হ এমন কিছুই নাই যাহাহইতে আমি তোমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; বিশেষতঃ তোমার সহধর্ম্মিণী পার্ব্বতীও আশানুরূপসুন্দরী; কিন্তু তথাপি তুমি দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছ; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহা হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, আমার চতুঃপার্শ্বস্থ রাজগণের শত শত কন্যা আছে; তাহারা তোমার মহিষী হইতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া মানিবে। অতএব যদি ইচ্ছা হয় তাহাদিগের কাহাকে বিবাহ কর। মন্ত্রিকন্যাকে বিবাহ করা তোমার মত লোকের একান্ত অগৌরবের বিষয়। ইহা জানিয়াও যদি

তুমি একার্য্যে অগ্রসর হও, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি তোমাকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিব। স্নেহের অনুরোধ কখনই আমাকে এ বিষয়হইতে বিরত করিতে পারিবে না।"

লক্ষ্মীদাস পিতার এই ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সেঁউতী বাইকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। নরপতি শুনিবামাত্র অবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্য-পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। কিন্তু অপত্যস্নেহের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, তথাপি তিনি যুবরাজের সঙ্গে অনেকগুলি হস্তী, অশ্ব ও যান বাহনাদি পাঠাইলেন।

এই রূপে যুবরাজ লক্ষ্মীদাস তাঁহার দুই মহিলার সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়া তাঁহার নিজ হস্তীটী এবং তাঁহার মহিষীদিগের পালকী ব্যতীত আর সমুদায় অনুযাত্রিকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। তৎপরে একাকী অরণ্যমধ্যদিয়া নূতন আবাসের অন্বেষণে চলিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল স্থানের কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, সুতরাং কিছুদূর যাইতে যাইতেই পথ হারাইলেন। কষ্টের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ফল, মূল ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়া দিন দিন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে সকলে বনচর শ্বাপদ জন্তুগণের ভীষণ চীৎকারে ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক দিন রাত্রিযোগে তিনি মহিষীদ্বয়ের কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এবং তাঁহাদিগের দুর্দ্দশাদর্শন আর সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তৎপরে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফকীরের বেশ ধারণ করিয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজের গমনের কিছুকাল পরেই সেঁউতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন পার্ব্বতী দীনভাবে রোদন করিতেছে। সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এ কি?" পার্ব্বতী বলিলেন "আর বোন! দুর্ভাগ্যের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি এইমাত্র স্বপনে দেখিলাম যেন আমাদের স্বামী ফকীরবেশে নিবিড় অরণ্যে চলিয়া গেলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখি যে, যথার্থই তাহা ঘটিয়াছে। তিনি আমাদিগকে অসহায় রাখিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এরূপ দুর্দ্দশায় পড়া অপেক্ষা যদি আমাদিগের মৃত্যু হইত তাহা হইলেও বরং ভাল ছিল।" সেঁউতী কহিলেন, "চুপ কর, কাঁদিও না, এখন কাঁদিলে নিস্তার নাই। কারণ আমাদিগের পালকীর বেহারারা যদি আমাদিগকে এরূপ অসহায় বলিয়া অবগত হয়, তাহা হইলে তাহারাও আমাদিগকে এই অরণ্যমধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিবে; তাহা হইলে আর আমাদিগের বাহির হইবার উপায় থাকিবে না। মন প্রফুল্ল রাখ, অবশ্যই কোন উপায় হইবে। আর আমরা যে স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিব না তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাঁহার রাজবেশ ধারণ করি, এবং লোকের নিকট সেঁউতীরাজ বালিয়া আপনার পরিচয় দিব। আর তোমাকে মহিষী বলিয়া জানাইব। বেহারারাও আমাকে যুবরাজ ভাবিয়া আমার আদেশানুসারে বনহইতে বহির্গত হইবে।"

সেঁউতীর এই বাক্য শ্রবণে পার্ব্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বোন! বেস বলিয়াছ, তোমার বড় সাহস। ভাল আমিই তোমার মহিষী হইব।"

অনন্তর সেঁউতী স্বামীর বেশ পরিধান করিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে যুবরাজের হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাহকগণকে বনহইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন। বাহকগণ সেঁউতীর অদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তাকুলচিত্ত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, "ধনীদের মন

কি স্বার্থপর ও চঞ্চল। দেখ আমাদের যুবরাজ সেই মন্ত্রিকন্যার বিবাহের জন্যই এত বিপত্তি ঘটাইলেন, এবং তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে হিংস্রজন্তুতে ভক্ষণ করিল কি না এক বারও অনুসন্ধান করিলেন না।”

বাহকগণ পরস্পর এই রূপ বলাবলির পর মন্ত্রিকন্যার আদেশানুসারে কিছু দিন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে এক সমতল ভূভাগে উপস্থিত হইল। ঐ ভূভাগের উপর একটী রাজধানী ছিল। নগরবাসী লোকেরা সেঁউতীর হস্তী দর্শন করিবামাত্র সেই দিকে ধাবমান হইল, এবং অনতিবিলম্বে কেহ কেহ তথাহইতে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নরপতির নিকট কহিল, “মহারাজ! একটী সুরূপ ও সুবেশ রাজপুত্র গজারোহণে পুরীর অভিমুখে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আছেন, তিনিও পরম রূপবতী।” রাজা শুনিবামাত্র সেঁউতীর নিকট গমন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সেঁউতী বাই কহিলেন, “আমার নাম সেঁউতীরাজ; কোন কারণবশতঃ পিতা আমার প্রতি কুপিত হইয়া আমাকে রাজ্যহইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আমি সস্ত্রীক পথ ভুলিয়া বহুদিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।”

এই কথা শ্রবণে নরপতি এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, এমন সাহসী ও প্রিয়দর্শন রাজপুত্র প্রায় লক্ষিত হয় না। অনন্তর নরপতি সেঁউতীকে কহিলেন, “যদি তুমি আমার অধীনে কোন কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে আশানুরূপ অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছি।” অমাত্যকন্যা সেঁউতী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “মহারাজ! আমি কখন কাহারও অধীনে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করি নাই; কিন্তু আজি আপনি আমাদিগকে যেরূপ সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিপদের সময় যেরূপ আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে আপনার অধীনে যে কর্ম্ম বলেন, করিতে সম্মত আছি।”

ইহা শ্রবণ করিয়া নরপতি সেঁউতীকে বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকৃত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের অবস্থানের নিমিত্ত একটী সুন্দর বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি সেঁউতীর উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন; প্রায় সমুদায় গুরুতর ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না। তাঁহার দয়া ও নম্রতা-গুণে তাঁহার প্রতি কাহারও হিংসা বা বিরক্তি ছিল না। বরং তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত এবং সম্মান করিত। এই রূপে রাজকন্যাদ্বয় সেই রাজধানীতে কএক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সেঁউতী যে, বাস্তবিক রাজপুত্র নন তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি, পাছে পার্ব্বতী কাহারও সহিত কথাপ্রসঙ্গে আপনাদিগের গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তাহাকে লোকের সহিত অধিক আনুগত্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই নগরের রাজবাটী পূর্ব্বোক্ত বনের দিকে ছিল; এবং এক দিন নিশীথসময়ে সেই বনের দিকহইতে কাতর নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। সেই রবে রাজমহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজ্ঞী নরপতির নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া কহিলেন, “মহারাজ! বনের দিক্‌হইতে যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছেন, উহাতে আমার বড় শঙ্কা জন্মিতেছে। কোন ক্রমেই নিদ্রা হইতেছে না। অতএব একটা লোক পাঠাইয়া জানুন ব্যাপারটা

কি?” রাজা তাঁহার অনুচরদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, “তামরা এক বার বনের দিকে গিয়া দেখিয়া আইস কোথাহইতে এই ঘোর শব্দ উত্থিত হইতেছে।” কিন্তু একে রজনীর গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে আবার ঘোরতর শব্দ, সেরূপ সময়ে বনে প্রবেশ করিতে কেহই সাহসী হইল না, এবং সবিনয়ে নরপতিগোচরে এই নিবেদন করিল, “মহারাজ! এ সময়ে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না। সেঁউতীরাজ আপনার নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়পাত্র; অতএব তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রেরণ করুন। তিনি আমাদিগের সকল অপেক্ষা সাহসী, এবং আমাদিগের সকল অপেক্ষা অধিক বেতন পান। যদি এরূপ সময়ে তাঁহাদ্বারা কোন উপকার না দর্শে, তবে তাঁহাকে এত বেতন দিবার প্রয়োজন কি?” তৎপরে তাহারা সকলে সেঁউতীর মন্দিরে গমন করিয়া সমুদয় বিষয় তাঁহার গোচর করিল। সেঁউতী শুনিবামাত্র বনগমনে প্রস্তুত হইলেন।

এই বনের নিকটে পূর্ব্বদিন একটী চোরকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। একটা রাক্ষস সেই ফাঁসি কাষ্ঠের অধোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মৃতদেহটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অধিক উচ্চে থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া রুষ্ট ও হতাশ হইয়া চীৎকার করিতেছিল। কিন্তু মন্ত্রিকন্যা তন্নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন যে, একটী বৃদ্ধা তথায় উপবিষ্টা আছে। একখানি অত্যুজ্জ্বল মহামূল্য শাটী তাহার পরিধানছিল। সেঁউতী তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃদ্ধা, ব্যাপার কি?” ঐ বৃদ্ধারূপী রাক্ষস উত্তর করিল, “হায়! আমার পুত্র ঐ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। আমি বার্দ্ধক্যের জন্য নিতান্ত জর্জ্জর ও অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং রজ্জুচ্ছেদ করিয়া নামাইতে পারিতেছি না।” করুণহৃদয়া সেঁউতী কহিল, “ভাল তুমি আমার স্কন্ধে উঠ, তাহা হইলে তোমার পুত্রের দেহ ধরিতে পাইবে।” এই বলিয়া সেঁউতী সেই রাক্ষসকে স্কন্ধে করিয়া লইলেন, এবং নিজে দৃঢ় রূপে তাহার শাটী ধরিয়া রহিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ এই রূপে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া রহিলেন; কিন্তু তথাপি তাহার কার্য্য শেষ না হওয়াতে মনে সন্দিহান হইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ সময় চন্দ্র মেঘান্তরালহইতে বিনির্গত হইয়া অল্প অল্প কিরণ বিস্তার করিতেছিল। সেই আলোকে সেঁউতী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার স্কন্ধে সে বৃদ্ধা নয়, এক ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস; অনবরত সেই শবের গলিত মাংস ছিঁড়িয়া আহার করিতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে সেঁউতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাক্ষস পলায়ন করিল, কিন্তু তাহার শাটী সেঁউতীর হস্তেই রহিল।

সেঁউতী এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা মহিষীর কর্ণগোচর না করাই বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া কেবল সেই শবনিম্ন-বর্ত্তিনী বৃদ্ধার কথাই মহিষী-গোচরে নিবেদন করিলেন। পরে স্বীয় আবাস-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পট্ট বস্ত্র খানি পার্ব্বতীই প্রাপ্ত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা রাজার দুইটী কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিতে আসিতেছিল, তৎকালে তিনি সেই রাক্ষসের বিচিত্র শাটী পরিধান করিয়া গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজকন্যারা সেই বিচিত্র শাটী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া পথিমধ্যহইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং স্বীয় জননীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “দেখ মা, সেঁউতীরাজের স্ত্রীর

একখানি অতি চমৎকার শাড়ী আছে। অমন শাড়ী আমরা কখন দেখি নাই। ঠিক যেন সূর্য্যের মত জ্বলজ্বল করিতেছে; দেখিলে চক্ষু ঠিকরিয়া পড়ে। আমাদের তার অর্দ্ধেক সুন্দর শাড়ীও নাই। মা তুমিত রাজরাণী, একখান তেমনি শাড়ী কেন না কেন?"

পার্ব্বতীর শাটীর কথা শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীর সেইরূপ এক খানি শাটী পরিবার ইচ্ছা জন্মিল, এবং তিনি অনতিবিলম্বেই রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার রাণীর অপেক্ষা আপনার ভৃত্যের স্ত্রী অধিক মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। শুনিতে পাই পার্ব্বতী বাইর যেমন এক খানি শাড়ী আছে তেমন শাড়ী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; অতএব আমি এই নিবেদন করি যে, আমার জন্য সেইরূপ এক খানি শাড়ী আনাইয়া দেন। আমি যতদিন সেইরূপ একখান শাড়ী না পাইব ততদিন সুস্থির হইতে পারিতেছি না।"

নরপতি মহিষীর নিকট এই কথা শুনিবামাত্র সেঁউতীকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর, তোমার পত্নী সেরূপ শাটী কোথায় পাইলেন? সেইরূপ শাটী একখান আনাইবার জন্য মহিষীর নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" সেঁউতী বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ, সে শাটী অতি দূরদেশহইতে আসিয়াছে, অথবা বলিতে কি উহা রাক্ষসদিগের দেশহইতে আনীত। এখানে সেরূপ শাটী পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর। তবে যদি মহারাজের অনুমতি হয় রাক্ষসদিগের দেশহইতে অনুসন্ধান করিয়া আনিতে পারি।" রাজা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সেই শাটীর অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিলেন। সেঁউতী স্বীয় আবাস-মন্দিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পার্ব্বতীর নিকটহইতে বিদায় লইলেন, এবং বারংবার তাঁহাকে সাবধান থাকিতে কহিয়া বাটীহইতে বহির্গত হইলেন। বাটীহইতে বহির্গত হইবার পর তিনি কয়েক দিবস বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রায় ১০ ক্রোশ করিয়া যাইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে পথপার্শ্ববর্ত্তী এক এক ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেন। অবশেষে বহু দিনের পর এক রমণীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই রাজপুরী এক মনোহর নদীতীরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ নগরীয় প্রায় প্রত্যেক প্রাচীরে অতিবিচিত্র ও বৃহৎ অক্ষরে কিছু লিখিত রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য লোকসকল কহিল যে আমাদিগের এখানে রাজার একটী দুর্দ্দান্ত অশ্ব আছে, যে ব্যক্তি সেই অশ্বকে বশীভূত করিতে পারিবে, নরপতি তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। সেঁউতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্যাবধি কি কেহই তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই?" তাহারা কহিল, "না, অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ অশ্বটী রাজকুমারীর সহিত একদিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ঘোটকটী এরূপ দুষ্টস্বভাব যে, উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা দূরে থাকুক, কেহ উহার নিকট যাইতেও সমর্থ হয় না। রাজকুমারী উহার এইরূপ উগ্রস্বভাবের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উহাকে বশীভূত করিতে না পারিবেন, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন না। যাঁহার ইচ্ছা হয় চেষ্টা করিতে পারেন।"

সেঁউতী কহিল, "কল্য আমাকে সেই ঘোটকটী দেখাইও। আমার বোধ হয় আমি তাহাকে বশীভূত করিতে পারিব" তাহারা কহিল, "আপনি অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু সে অতিভয়ানক, আপনারও বয়ঃক্রম অত্যল্প

দেখিতেছি, অতএব আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না।" তিনি "জগদীশ্বর দুর্ব্বলের বল," এই কথা বলিয়া সে রজনীতে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। পরদিন রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই রাজকর্ম্মচারিরা ডিণ্ডিমদ্বারা পথে পথে এই ঘোষণা করিতে লাগিল যে, আর এক ব্যক্তি রাজার সেই দুর্দ্দান্ত অশ্বটীকে দমন করিতে আসিয়াছেন। এই ঘোষণা-শ্রবণে সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদ্দর্শনার্থ ধাবমান হইল। অনতিবিলম্বেই তথায় আর জনতার অবধি রহিল না। ঘোটকটী নদীর উপকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে দণ্ডায়মান ছিল। মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী সেই দিকে যাইতে আরম্ভ করিলে ঘোটক পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি আগমন করিতে লাগিল। সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি দৃঢ়রূপে তাহার কেশর ধারণ করিলেন। তুরঙ্গম সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তিনি অবসরক্রমে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তখন অশ্ব আর কোন দুষ্টতা না করিয়া একেবারে তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইল। তিনি স্বীয় শিক্ষানৈপুণ্য-প্রদর্শনার্থ যেমন পাদুকামূল-সন্নিবেশিত কণ্টকদ্বারা অশ্বকে আঘাত করিলেন, অমনি সেই অশ্ব লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সেই নদী পার হইল। নদীটীর প্রশস্ততা সার্দ্ধেকশত পাদের ন্যূন ছিল না। সমুদায় লোক কৌতূকদর্শনার্থ তাহার তীরে গমন করিল। পুনরায় অশ্ব পরপারে আসিবামাত্র সকলে আহ্লাদ-কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং সেই বিজয়ী সেঁউতীরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া নরপতিগোচরে উপস্থিত হইল। রাজা তাঁহাকে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় দেখিয়া যুগপদ্ বিস্ময় ও হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এই পৃথিবীতে তুমিই অদ্বিতীয় ব্যক্তি, এবং আমার কন্যার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।" এই বলিয়া রাজা সেঁউতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং যথোচিত সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে মহামূল্য রত্ন মহার্হ বস্ত্র ও অসংখ্য যান বাহনাদি প্রদান করিলেন। রাজকন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। পরদিন বিবাহ হইবে বলিয়া সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইল; কিন্তু মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী বিনীতভাবে কহিলেন, আমি আমার রাজার অচিরসম্পাদ্য কার্য্যে বদ্ধ আছি; অতএব যৎকালে আমি সেই কার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাগমন করিব তৎকালে এই পরিণয় কার্য্যে সম্মত আছি। এই কথা শ্রবণে সকলেই তাহা স্বীকার করিলেন, এবং রাজা কহিলেন, "এ অতি উত্তম কল্প; কিন্তু আমরা তোমার আগমনে উন্মুখ রহিলাম, তুমি প্রত্যাগমন করিয়া এই সমুদায় দ্রব্য এবং কন্যার পাণিগ্রহণ না করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, অতএব তুমি যত শীঘ্র পার আসিতে চেষ্টা করিবে।" এই কথা বলিয়া পথপ্রদর্শনার্থ কিয়দ্দূর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

সেঁউতী বাই এইরূপে তথাহইতে বহির্গত হইয়া রাক্ষসদিগের দেশ অন্বেষণার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে আর এক মনোহর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তথায় এক পান্থনিবাসে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজার এক পরম রূপবতী কন্যা ভিন্ন আর সন্তান সন্ততি ছিল না। নরপতি কন্যাটীকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং তাহার স্নানার্থ চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রস্তরময়-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত এক স্নান-দীর্ঘিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রাজকন্যা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান

করিয়া এই দীর্ঘিকা অতিক্রম করিবে আমি তাহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব।” কিন্তু কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়ে কন্যার প্রতিজ্ঞানিবন্ধন সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন “বৎসে, যদি তুমি বিবাহ না কর তাহা হইলে আমরা তোমার-সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগ করিব।” রাজকন্যা কহিলেন, “আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইলে আমি বিবাহ করিব না।” সুতরাং নরপতি অগত্যা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, “যে ব্যক্তি অশ্বারোহণে আমার কন্যার স্নান-দীর্ঘকা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে আমি তাহাকে পরম সমারোহে কন্যাদান করিব।” এই ঘোষণা সেঁউতী বাইর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কহিলেন, “কল্য আমি এই স্নান-দীর্ঘিকা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব।” তচ্ছ্রবণে নাগরিক লোকেরা কহিল, “কেন তুমি বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ, উহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।” তিনি উত্তর করিলেন, “জগদীশ্বরের প্রতি আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে; তিনি দুর্ব্বলের বল; অতএব তিনিই আমাকে সাহায্য দান করিবেন।”

অনন্তর পরদিন প্রভাতে সেঁউতী বাই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বীয় অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া রাজভবন-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং অবলীলাক্রমে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাজকন্যার স্নানদীর্ঘিকা তিন বার অতিক্রম করিলেন। নরপতি সেঁউতীর এই লোকাতীত কার্য্যদর্শনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, “রাজকুমার, এই পৃথিবীমধ্যে তোমাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি আমার কন্যাকে পণে পরাস্ত করিয়াছ; এক্ষণে তোমার নাম কি বল?” মন্ত্রিকন্যা সেঁউতী উত্তর করিলেন, “মহারাজ, আমার নাম সেঁউতীরাজ। আমি আমার নরপতির নিয়োগানুসারে রাক্ষসদিগের দেশান্বেষণার্থ অনেক দূরদেশহইতে আগমন করিয়াছি; অতএব যদি আমি রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি তাহা হইলে এই নগরমধ্যদিয়া যাইব, এবং তৎকালে এই উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। নরপতি তাহাতেই সম্মত হইলেন।”

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পুরুষ ও প্রকৃতির সৃষ্টির প্রকরণ-সম্বন্ধে প্লেতোর মত।

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে প্লেতো অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তুল্য দার্শনিক তৎকালে বা তৎপূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অদ্যাপিও তাঁহার দার্শনিক মত অতিসমাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পরন্তু পদার্থবিদ্যায় তাৎকালিক লোকদিগের তাদৃশ অভিনিবেশ ছিল না। তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রায় উপহাসাস্পদ বোধ হয়। তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এই স্থলে প্লেতোর একটী মত প্রকাশ করিতেছি; তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্লেতো বলেন, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় মানব-জাতির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি লিঙ্গভেদ ছিল না। তৎকালে মানবকে লিঙ্গাবচ্ছেদাবচ্ছেদেই “মানব-প্রকৃতি” বলিলে পর্য্যাপ্ত হইত। স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র আকার, স্বতন্ত্র প্রকৃতি, স্বতন্ত্র লক্ষণাদি কিছুই ছিল না। মনুষ্যই পুরুষ, আর মনুষ্যই প্রকৃতি ছিল। মানবশব্দ লিঙ্গবাচক, অথচ তাহা কোন বিশেষ লিঙ্গবোধক প্রাণীমধ্যে গণ্য ছিল না। কিন্তু তৎকালের মনুষ্য হস্ত পদ অবয়ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট সচেতন অপর সকল জীবহইতে

সুসম্পন্ন প্রকৃতি, সুসম্পন্ন মতি, এবং সম্পূর্ণ তেজস্বী ছিল। মনুষ্যের শরীর মণ্ডলাকার মাংসপিণ্ডের ন্যায় ছিল; এবং তাহাতে চারিটী হস্ত, চারিটী পদ, দুই তুণ্ড, দুই মুণ্ড ইত্যাদি অবয়ব ছিল। লিঙ্গ-হীন অথবা জন্ম উৎপত্তি রহিত মনুষ্যের জীবদ্দশায় তাহার শরীরে অসম্ভব বল ও গতিশক্তি ছিল। বেগবান্ তুরঙ্গাদি কোন পশুর দ্রুত গতির অতিক্রম করিবার মানস করিলে সে অক্লেশে তাহা পারিত। অতিবেগে ধাবমান হইবার সময় আবর্ত্তহীন একখান চক্রের ন্যায় চারি হস্ত চারি পদদ্বারা উহা অতি দ্রুতভাবে ভ্রমণ করিত। পরন্ত অসাধারণ-বীর্য্য-প্রভাবে ঐ মনুষ্যেরা দেবতাদিগের সন্নিধানে নিরতিশয়-দাম্ভিকতা-প্রকাশ-পুরঃসর তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের দেহ বজ্রদ্বারা দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিলেন। এই রূপ ছেদনে যে দুই খণ্ড হইল তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক কবন্ধ, দুই পদ, দুই হস্ত, এক তুণ্ড ও এক মস্তক সংলগ্ন রহিল। ইহাতেই বর্ত্তমানের দুই-পদ-বিশিষ্ট মনুষ্য উৎপন্ন হয়। অপর উক্ত দুই খণ্ডের এক খণ্ড নর ও অপর খণ্ড নারী হয়। তাহাতেই স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয়। অধিকন্তু এই দুই হস্ত দুই পদ বিশিষ্ট মনুষ্য পূর্ব্বের অবস্থাহইতে অধিক বিভিন্ন হইল। তাহার পূর্ব্ববৎ চক্রের ন্যায় গতিশক্তি রহিল না। সিংহের সহিত রণ এবং হরিণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়াও তাহার অসাধ্য হইল। অতঃপর দুই পদে ধাবিত হইবার পরিবর্ত্তে মন্দ মন্দ গতির অভ্যাস করাই শ্রেয়ঃ হইল। পূর্ব্বে চারি হাত চারি পদদ্বারা পরমসুখে ভ্রমণ, নিদ্রা, ক্রীড়া, বিশ্রাম সম্পন্ন হইত; এক্ষণে দুই পদে অধিককাল পর্য্যটন বা অবস্থিতি করা সমধিক ক্লেশকর হইয়া উঠিল; সুতরাং শয়ন করিবার আবশ্যক হইল। বস্তুতঃ পূর্ব্বের মত সুখের অবস্থা আর কিছুই রহিল না। ত্রিদশগণের অভিশাপেই মনুষ্যের ঈদৃশ দুরবস্থা সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

পরন্তু ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় মনুষ্যের একটী বিশেষ তুষ্টি উৎপাদনের উপায় ছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে রমণীই তাহাদিগের অর্দ্ধাঙ্গ এবং তদবধি প্রণয়াশ্রুপাত-সহকারে তাহাদিগের প্রতি অর্দ্ধাবয়ব, প্রাণ-প্রিয়ে, প্রিয়তমে প্রভৃতি কোমল সাদর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু ইহাতেও এক ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। যে শরীরের যে অর্দ্ধাঙ্গ তাহার প্রতিই তাহার বিশেষ ঐক্য প্রেম ও সৌহার্দ্দ্য জন্মে, এক শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ অপর শরীরের অর্দ্ধাঙ্গের সহিত তাদৃশ মেল হইতে পারে না; অথচ ইন্দ্র যখন বজ্রদ্বারা চতুষ্পদ পিণ্ডাকার আদিম মনুষ্যদিগকে কাটিয়া ফেলেন তখন তাহাদের পরস্পর অর্দ্ধাঙ্গসকল এমত মিশাইয়া গিয়াছিল যে তাহা বাছিয়া লওয়া ভার হইল। কে কাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্থির করিতে অপারগ হইয়া সকলেই পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ লইয়া টানাটানী করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যাহারা আপন২ অর্দ্ধাঙ্গ পাইল তাহারা অনন্যপ্রেমে কালযাপন করিতে লাগিল। যাহারা পরের অর্দ্ধাঙ্গ পাইল তাহাদের মধ্যে মনের মেল না হওয়াতে পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। এই প্রযুক্ত তাদৃশ হতবীর্য্য হইয়াও মনুষ্যেরা পুনশ্চ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে চীৎকারারম্ভ করিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া বলিলেন, "হে মানব, যদি ইহাতেও ক্ষান্ত না হও, তবে এরূপ দণ্ড পুনর্ব্বিধান করিব, যে এক পদে চলিতে হইবে।" ইহাতেই মানবগণ নিরুত্তর হইয়া স্ত্রী পুরুষে বিবাদ করিয়াও চুপ করিয়া কালাতিপাত করিতেছে।